শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৫।

২৬শ ভাগ। আশ্বিন। সন্ ১৩১২ সাল।

১ম সংখ্যা। ইং ১৯০৫ খৃঃ।

মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান সদনে।

১

জ্বাল্ জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ত্বরা করি
পবিত্র আনন্দ কানন মাঝ।
নশ্বর এ দেহ বিভাবসু সনে
কর ভস্মরাশি শ্মশানে আজ॥

ওই ভূতনাথ ত্রিশূল করেতে
আসিবেন হেতা সাধিতে যোগ।
পবিত্র জাহ্নবী-সলিলেতে পুনঃ
কর ধৌত চিতা ত্যজিয়া শোক॥

৩

স্বর্গ চেয়ে প্রিয়কর জ্বলন্ত নরক,
সেই পাপী—সেই মূর্খ পবিত্র শ্মশানে,
দাঁড়াইতে ভয় পায়; কিন্তু যে সাধক
সাধ করে স্বর্গসুখ প্রাণ বর্ত্তমানে,
তাঁর, পূত দৃষ্টিপথে এ মহা শ্মশান,
জীবন্ত জাগ্রত নাক পীযূষ-সিঞ্চিত।

এখানে সে দাঁড়াইলে, স্বর্গের সোপান
হরিচন্দনের তরু আপনি পাতিত।
বল, কে তখন তারে ভাবে ক্ষুদ্র নর?
শ্মশানে সে নরদেহে আপনি ঈশ্বর॥

৪

এই মণিকর্ণি হায় শ্মশান প্রধান
যোগীশ যোগেশ যথা করিতেন যোগ।
ভাণ্ডারী কুবের যাঁর, ভবে কি অভাব তাঁর?
ভবানী যাঁহার শক্তি তাঁর কেন ভোগ?
প্রকৃতির লীলা ভূমি রজত কৈলাস
সুখের নিবাস যাঁর, তাঁহার নয়নে
প্রাণচেয়ে প্রিয় কেন শ্মশান নিবাস?
বিশ্ব ভুলে, প্রাণ খুলে কি ভাবেন মনে?
সে ভাবনা তুমি আমি কেমনে বুঝিব?
বুঝিলে শ্মশান ছাড়ি কেনবা রহিব?

৫

তুমি কি জননি! আজ উগ্রচণ্ডা হয়ে
করি অট্ট অট্ট হাস, যোগিনীর সহবাস,
যোগীশ স্থানুর বামে শ্মশানে বসিবে?
এ পোড়া নয়ন আজ তাহা কি হেরিবে?

৬

যে মূর্ত্তির ছায়া মাত্র করিলে দর্শন,
হৃদয় কপাট খুলে অনন্ত ভকতি
আবেগ উছলি, করে এ বিশ্ব প্লাবন,
অন্তরে বাহিরে খেলে, কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।
ধমনীরে স্ফীত করি, ছুটে রক্ত ধার,
সে রক্ত এ রক্ত নয় অমৃত লহরী,
মিশ্রিত হইয়া তাহে, কি এক প্রকার
উন্মত্ততা আনি দেয় উঠি গো শিহরি।

ঐ আমিই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম। জগত সৃষ্টি কালে ভগবান আপনাকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। আপনিই পুত্র, কন্যা হইয়াছেন। গুটী পোকা যেমন নিজের লালে নিজে বদ্ধ হয়, আত্মা সেই প্রকার আপনাকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছেন এবং " আমি ও আমার " উপাধি দিয়াছেন। সুতরাং " আমি " বলিলে দেহ বুঝায় না " আমি " বলিলে জীবাত্মা বুঝায়। " আমি " এই শব্দটীও মনুষ্যের সৃষ্ট নয়, উহা সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মের সৃষ্ট। যাত্রা বা থিয়েটারে একই মনুষ্য যেমন কখন রাম, কখন সীতা, কখনও লক্ষ্মণ ইত্যাদি নানা প্রকার সাজিতেছেন, একই আত্মা সেই প্রকার নানা সাজে আপনি সাজিয়াছেন। আত্মা কখনও বা নিজে সুখী হইতেছেন, আবার কখন বা নিজে দুঃখ পাইতেছেন, এই প্রকার তাঁহার মায়ার খেলা। পূর্ণ চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে আবৃত থাকিলে কার্য্য অর্থাৎ জ্যোৎস্না হয় না, সুতরাং জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে মেঘের কার্য্য অর্থাৎ অন্ধকার হইয়া থাকে। আবার পূর্ণচন্দ্র মেঘ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত থাকিলে পরিষ্কার জ্যোৎস্না হয় না, চন্দ্রের কার্য্যের সঙ্গে মেঘের কার্য্যও হইয়া থাকে, সেই প্রকার আত্মা, মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকিলে অজ্ঞানেরই কার্য্য হইবে, আত্মার কার্য্য ঢাকা থাকিবে। আবার আত্মা যতই অজ্ঞান রূপ আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবেন, ততই তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য হইতে থাকিবে। ঐ জীবাত্মা যখন পূর্ণ রূপে অজ্ঞান রূপ আবরণ হইতে মুক্ত হইবেন, তখন তিনি পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া যাইবেন এবং তখন তাঁহার ইচ্ছারও পূর্ণতা হইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিতে পারিবেন, কিন্তু জীবাত্মার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতে পারে না। কারণ অজ্ঞান রূপ আবরণের জন্য তাঁহার ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, আংশিক বিকাশ হইতে পারে। জীবাত্মা গুণযুক্ত, কিন্তু পরমাত্মা গুণাতীত। জীবাত্মা যতই গুণের আবরণ হইতে মুক্ত হইবেন, ততই তিনি গুণাতীতের দিকে অগ্রসর হইবেন। এবং যতই মায়ার আবরণ হইতে মুক্ত হইবেন, সেই পরিমাণে তিনি মায়াতীতের দিকে অগ্রসর হইবেন।

আমরা মনে করি, হাত, পা, বিশিষ্ট এই দেহটা "আমি;" কারণ দেখিতে পাই হাত গ্রহণ করে, পা গমনাগমন করে, চক্ষু দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে, এবং ত্বক স্পর্শ করে ইত্যাদি; সুতরাং এই শরীরটাই " আমি "। কিন্তু আমাদের তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। জীবাত্মা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছেন, সুতরাং ঐ প্রকার মনে হয়। হস্ত, পদ, ইত্যাদি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, আমার কার্য্যের অর্থাৎ জীবাত্মার কার্য্যের উপাদান মাত্র। ঐ সমস্ত উপাদানের সাহায্য লইয়া জীবাত্মা কার্য্য করেন। জীবাত্মা নিরাকার, তিনি ঐ সমুদায় উপাদানের সাহায্য না লইয়া নিজে কার্য্য করিতে পারেন না। উপাদান না পাইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও কার্য্য করিতে অক্ষম জগৎ সৃষ্টি করিবার সময়ও তাঁহাকে শক্তি ও উপাদানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সমুদায়ই একের অধিক না হইলে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেবল মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হইতে পারে না ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে কুম্ভকারের আবশ্যক

কিন্তু জড় দেহ ও শক্তি লইয়া কুম্ভকার হইয়াছে। সেই কুম্ভকারের শক্তিই আত্মা অর্থাৎ আমি উপাধিধারী জীবাত্মার।

আমরা প্রকৃত আমাকে চিনিতে পারি নাই, তাই আমাদের এত দুর্গতি। যিনি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছেন, তিনি শিব হইয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেন, শিবোহহং অর্থাৎ আমিই শিব। তিনি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি মুখে শিবোহহং উচ্চারণ করিতেন। জীবের দেহে সেই এক আত্মা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু জীব তাহা না বুঝিয়া আপনার মায়াতে আপনিই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে রহিয়াছেন এবং মায়ারূপ যন্ত্র দ্বারা সমস্ত জীবকে ঘুরাইতেছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মাকে মায়া রূপ যন্ত্রে ঘুরাইতেছেন। ইহাই তাঁহার খেলা। যখন জীবাত্মার ভেদ জ্ঞান যাইবে অর্থাৎ যখন জীবাত্মা, মায়া এবং অজ্ঞানের আবরণ হইতে পূর্ণ ভাবে মুক্ত হইবেন, তখন সৎ অসৎ, মিথ্যা সত্য ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান থাকিবে না এবং তখন জীবাত্মা সমদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন।

জীবাত্মা বদ্ধ এবং পরমাত্মা মুক্ত। বদ্ধকে মুক্তের উপাসনা করিতে হয়, তাহা না করিলে মুক্ত হইতে পারা যায় না, সুতরাং আপনাকে আপনার উপাসনা করিতে হইবেই। হরি, নবীনকে কোন প্রকারে বন্ধন করিয়া রাখিলে নবীনকে হরির স্তব করিতে হইবে এবং এ প্রকার কার্য্য দেখাইতে হইবে যাহাতে হরির প্রীতি উৎপাদন করা যায়। হরি প্রীত হইলে, নবীনকে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। আবার নবীন যদি এমন কোন প্রকার কার্য্য করেন, যাহাতে হরি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি নবীনকে মুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে আরও বন্ধন করেন। জীবাত্মার পক্ষেও সেই প্রকার পরমাত্মার স্তব আবশ্যক। কেবল স্তবেও হইবে না, সৎকার্য্য সম্পাদনের সহিত স্তব করিতে হইবে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি একটী চাকর রাখেন এবং তাঁহার বাগানের গাছ গুলিতে জল সেচন করিয়া দিতে ও বাগান বাড়ী সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে আদেশ করেন, কিন্তু ভৃত্য যদি তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া কেবল "প্রভু" নাম জপ করে, তাহা হইলে কি তাহার প্রভু অর্থাৎ ঐ ধনীব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়েন? সেই প্রকার এ সংসার কার্য্যক্ষেত্র। উপভোগ এবং কার্য্যের জন্য ঈশ্বর সংসার করিয়াছেন। তাহা না হইলে সংসার করিবার আবশ্যক ছিল না। এখানে আসিয়া সৎ কার্য্যের সহিত "প্রভু" নাম জপ করিতে হইবে অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে। তাহা হইলে পরমাত্মার অনুগ্রহে তাঁহার সহিত সংযুক্ত জীবাত্মার যোগ হইবে; তাহা না করিলে আপনার মায়ার আপনাকে ঘুরিতে হইবে।

এক্ষণে সৎ কার্য্য কি, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে কার্য্য করিলে কামনা বৃদ্ধি হয়, তাহা সৎ কার্য্য হইতে পারে না, কারণ কামনার দ্বারা জীবের বন্ধন লাভ হয়।

পাই বা না পাই—ভাল লাগুক বা না লাগুক, ইহাতে লক্ষ্য থাকে না। গুরুদত্ত কর্ম্ম আর কিছুই নহে—ইহা স্বাভাবিক কৰ্ম্ম, এই কর্ম্মই সকলে করিতেছে, গুরু তাহাই দেখাইয়া দিয়া থাকেন, এই কর্ম্মে কোন ক্লেশ নাই। যখন কষ্ট করিয়া এই কার্য্য করিতে হয়, তখনই ইহা ঠিক ঠিক হইতেছে না—জানা উচিত। স্বাভাবিক ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বল আসিবে, তখন ঐ বলও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছিলাম, নিষ্কাম ভাবে কৰ্ম্ম কর, চিত্ত একাগ্র হইবে। একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে নিরোধ অবস্থা লাভ হইবে, তখন আত্মার এই দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং এই আপন সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবেন। স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়াও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপার ভাবনার উৎপাদন করা এবং কার্য্যে ইহারা সত্য আছে বলিয়া দেখানই জীবন্মুক্তের খেলা।

অগ্রে তপস্যা পরে অন্য কৰ্ম্ম। তপস্যা বা আত্মোদ্ধারে অনাদর করিলে ব্যাবহারিক কৰ্ম্ম সুফল প্রদান করে না। আত্মকৰ্ম্ম করিয়া অন্য সময়ে অন্যবিধ কৰ্ম্ম করিতে হইবে। তাহাও যে কৰ্ম্ম নিজে করি, তাহাই অন্যকে শিখাইতে হইবে। নিজে যজন করিয়া অন্যকে যাজন করাইতে হইবে, নিজে অধ্যয়ন করিয়া অন্যকে অধ্যয়ন করাইতে হইবে, নিজে প্রতিগ্রহ করিয়া অন্যকে দান করিতে হইবে, নিজে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অন্যকে ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দিতে হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

আমি কে ও আমার কি?

লোকে আমি ও আমার লইয়া অতি ব্যস্ত থাকে। আমার বাড়ী, আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার টাকা, এ কাজ করিলে আমি সাধারণের কাছে আদর পাইব ইত্যাদি লইয়া পাগল। কিন্তু বিচার করিতে গেলে আমি ও আমার বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আমি ও আমার নয়। পুত্র যদি আমার হইত, তাহা হইলে পুত্রকে মরিতে দিতাম না, হস্ত যদি আমার হইত তাহা হইলে হস্তকে অবশ হইতে দিতাম না এবং আমিই যদি আমার হইতাম, তাহা হইলে এই দেহটাকে (যাহাকে সাধারণ লোক আমি বলে) চিরকাল রাখিতে পারিতাম। হস্ত, পদ, অস্থি, মেদ, মজ্জা, ইত্যাদি কেহই আমি নহে। এই দেহের ভিতর আমি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীমৎ রাম কৃষ্ণ পরমহংস দেব মহাশয় বলিয়াছিলেন, "প্যাঁজের খোসা ছাড়াইতে গেলে শেষে আর কিছুই পাওয়া যায় না", তেমনি দেহের ভিতর খুঁজিতে গেলে আমি বলিয়া কিছুই পাওয়া যায় না।

স্বপ্নে দেখা যায়, নানা প্রকারে চিন্তা, নানা প্রকার দৃশ্য দণ্ডে দণ্ডে মনের মধ্যে নৃত্য করে। বহুক্ষণ স্থায়ী দৃশ্য অথবা বহুক্ষণ স্থায়ী চিন্তা থাকে না, যদি কোন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু পরম রমণীয় বোধ হয়; যদি কোন চিন্তা বড়ই সুখের হয়, যদি মন নিতান্ত মনোযোগের সহিত স্বপ্নের রমণীয় বস্তু দেখিতে থাকে বা স্বপ্নের রমণীয় সুখ তন্ময় হইয়া ভোগ করিতে চায়, তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। এই ঘটনা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। জ্ঞানিগণ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলেন, জীবনেও কোন বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে, কোন সুখের চিন্তা নিরন্তর করিতে পারিলে জীবন স্বপ্ন ভঙ্গ হইলেই আত্মা আপন স্বরূপে অবস্থান করিবেন। আত্ম স্বরূপে অবস্থানই ব্রাহ্মী স্থিতি—ইহাই জীবন্মুক্তি।

একটি কথা পাওয়া গেল স্বপ্ন ভাঙ্গাইতে হইলে একাগ্রতা আবশ্যক। যাঁহারা নিরন্তর জপ করেন, যাঁহারা নিরন্তর বিচার অভ্যাস লইয়া থাকেন, তাঁহাদের লক্ষ্যও এই একাগ্রতা—ইহাই ধ্যান। ধ্যান পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইলেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবে, চিত্ত একাগ্র হইলেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবে।

এই একাগ্রতার জন্য গুরু ষট্‌চক্র উপদেশ করিলেন, কূটস্থ পরিচয় করিলেন, শ্বাস প্রশ্বাস বুঝাইয়া দিলেন, জপ দিলেন, গুরুমূর্ত্তি দিলেন, নানা প্রকার আদর দিলেন। চক্রে চক্রে শ্বাস প্রশ্বাস সহ প্রণব জপ অভ্যাস করিতে করিতে, কূটস্থ জ্যোতিতে চলা ফেরা করিতে করিতে, যখন চলন আর থাকিবেনা, তখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। এই কর্ম্ম যখন গুরু—উপদেশমত পূর্ণ মনোযোগের সহিত করা যায়, গুরু যদিও ফল বলিয়া দিয়াছেন,পূর্ণ মনোযোগের সহিত যে এই কর্ম্ম করে, তাহার কি কোন কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য থাকে? যাহারা কর্ম্ম মনোযোগের সহিত করে না, অথবা গুরুতে ভালবাসা নাই বলিয়া সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারাই কর্ম্ম করিতে পারে না, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্য সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। কবিরাজ বলিয়া গেলেন, দুগ্ধ পান করিলে বল হয়, কবিরাজ গমন করিবা মাত্র মাতা অতি দুর্ব্বল পুত্রকে এক ঝিনুক দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিয়াই জিজ্ঞাসা করেন "বাবা বল পেলি রে?" ১৮০ বার জপ করিয়াই জীবন্মুক্তি হইল কি জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ। কৈ এতদিন ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি হইল কৈ? ইহা লইয়া যাঁহারা ব্যাকুল, তাঁহারা মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করেন না, কর্ম্ম করেন কেবল আপনার কামনা সফল হইল কি না ইহাতে লক্ষ্য রাখিয়া। কিন্তু গুরুবাক্য মত সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে। রস

আত্মা স্বপ্নে দেখিতেছেন—এই আমি জন্মিলাম, এই আমার জনক জননী, এই স্ত্রী পুত্র, এই শত্রু মিত্র, এই বন্ধু বান্ধব, এই ধন বল; আত্মা আপন চিত্তমধ্যে এই সমস্ত ভাবনা করিতেছেন, আর এই সমস্ত যেন বাহিরে চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে, চিত্তের স্পন্দন মাত্রে বহির্জ্জগৎ যেন মনের বাহিরে গঠিত হইয়া গেল। চন্দ্র বাহিরে, সূর্য্য বাহিরে, বৃক্ষলতা বাহিরে, আকাশ পর্ব্বত বাহিরে, নদী সমুদ্র বাহিরে, রুষ জাপান যুদ্ধ বাহিরে, জ্ঞাতিগণ কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে বাহিরে, মেয়েলি ঝগড়া হয় বাহিরে, হাঁকিয়া ডাকিয়া অশ্রাব্য কথা বলা হয় বাহিরে, মোকদ্দমা মামলা, সমাজ রাখা সমাজচ্যুত করা, ভয় ভরসা, ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ, গৃহ আশ্রম, জনপূর্ণ স্থান জনশূন্য স্থান সব বাহিরে হইয়া গেল, ঘর বাড়ী বাগান জমীদারী ভাগা ভাগি বাহিরে হইয়া গেল। ভাল থাকা না থাকা, চিন্তা করা না করা, পুরুষকার করা না করা, কলঙ্ক কলঙ্কভঞ্জন, সুনাম দুর্নাম, সঞ্চিত প্রারব্ধ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমস্তই বাহিরে হইতে লাগিল, অদ্ভুত প্রহেলিকা বটে!

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্।
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া ॥

দর্পণের মধ্যে বাহিরের বস্তুর ছায়া যেমন পড়ে—আত্মার মধ্যে এই দেহ, এই জগৎ সেইরূপ থাকিলেও নিদ্রাকালে বস্তু সমূহ যেমন বাহিরে দৃষ্ট হয়, সেই রূপ সমস্তই যেন বাহিরে আসিয়া গেল। আত্মার এই দীর্ঘস্বপ্নে যেমন আত্মা আত্ম-ভাবনাগুলিকেই বাহিরের বস্তু ভাবিয়া সুখী দুঃখী হইয়া যান, সেইরূপ স্বপ্ন কালে আমরা যাহা দেখি, তাহাই স্বপ্ন ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বপ্ন বোধ হয় না।

জীবনটা স্বপ্ন কি না, জ্ঞানীলোক ইহার মীমাংসা করুন। অনেকে মীমাংসা করিয়াছেন—বেদান্তীদিগের মতে জীবন ধ্রুব স্বপ্ন। ইয়ুরোপের প্রতিভাশালী ব্যক্তির মতেও "Our little life is domeded with a sleep" "Life is a sleep forgetting" জ্ঞানীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধরা গেল, যেন জীবনটা দীর্ঘস্বপ্ন। বিবাদ, বিসংবাদ, মিলন, বিরহ, আহার, নিদ্রা, সাধনা, তপস্যা, সংসার, সংসার ত্যাগ, পুত্র কন্যার বিবাহ, বিদ্যা শিক্ষা, কর্ম্মত্যাগ, কাশীবাস, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, হিংসা, দ্বেষ, মনে করা হউক এ সমস্তই স্বপ্ন। কিন্তু এ সমস্ত যে স্বপ্ন তাহাও ত বোধ করা কঠিন। এও মনে করা হউক, জ্ঞানীদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু এই স্বপ্ন ভাঙ্গিবার কৌশল কি?

নরকের অধিষ্ঠান; কথায় কথায়
মহা বেগে ছুটে তথা পাপপ্রস্রবণ।
তাই বলি স্বর্গ আর পাপের নিরয়
অন্য কোথা নাই আছে পৃথ্বীতে নিশ্চয়॥

শ্রীবিজয় চন্দ্র লাহিড়ী, বৈদান্তিক,
পরিব্রাজক।
৺কাশীধাম।

নিষ্কাম ধৰ্ম্ম।

কৰ্ম্মটি বুঝিয়া লইয়া পূর্ণ মনোযোগের সহিত উহা সম্পাদন করিতে পারিলেই নিষ্কাম কৰ্ম্ম হয়। এই কৰ্ম্মকালে ফলের উপর লক্ষ্য থাকে না, মনোযোগ থাকে—কি রূপে গুরুবাক্য মত কার্য্য করিব। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, তাই আমি করি, কৰ্ম্ম করিলে কি হইবে, কি না হইবে, তাহা তিনি জানেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তাই তাঁহার ইচ্ছামত কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাকে ভাল না বাসিলে নিষ্কাম কৰ্ম্ম হয় না, ভক্তগণ এই জন্য ভক্তিমার্গকে নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ বলেন। নিষ্কাম কৰ্ম্ম দ্বারাই ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার মিলন হইয়া থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—ঘুম ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারা যায়, স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। স্বপ্নের অবস্থায় নিশ্চয় করা যায় না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি কি না। যেমন আত্মার দীর্ঘস্বপ্ন কালে আত্মা নিশ্চয় করিতে পারেন না ইহা স্বপ্ন কি না, স্বপ্নের উপর স্বপ্ন হইতেছে, স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন হইতেছে, কিন্তু কিছুই অসত্য নয়, সমস্তই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা আপনার মনের ভিতরেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সমূহ দেখিতেছেন—কিন্তু মনে করিতেছেন, বাহিরে দেখিতেছি। আত্মা স্বপ্ন দেখিতেছেন—

জাতো হহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলম্;
পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসুবলং বিদ্যা সুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং,
নিদ্রামেত্যবিঘূর্ণিতোবহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি॥

১০

তবে কি পৃথিবীবাসী সবাই নারকী?
সবাই পাতকী? না না তাও ত বলি না।
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক আর নারকী পাতকী
দুই আছে পৃথিবীতে তাও কি জানি না?
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক জিনি, নিশ্চয় তাঁহার
অন্তরে শ্মশান মুর্ত্তি আছে চিরাঙ্কিত
শ্মশানের সুপবিত্র পরমাণু তার
তার পরমাণু সহ হয়েছে মিশ্রিত।
কিন্তু ঘৃণা করে যেই পবিত্র শ্মশানে,
পাতকী নারকী সেই পাপময় প্রাণে॥

১১

সাম্য বৈষম্যের যথা তারতম্য নাই,
তুমি বড় আমি ছোট নাহিক যথায়,
না আছে যেখানে স্বার্থপরতা বালাই,
পর নিন্দা নাহি যায় যাহার সীমায়,
বিদ্বান্ নির্ব্বোধ যথা অভিন্ন হৃদয়,
নানা দিক-প্রবাহিত নদীকুল যথা
সাগরে মিশিয়া গিয়া এক সম হয়,
যেরূপ যথায়, হয় সবার সমতা
পৃথিবীতে সেই স্বর্গ; সে এই শ্মশান।
সেই স্বর্গবাসী, ইহা যাহার ধেয়ান॥

১২

শ্মশান ব্যতীত স্থান এ মহীমণ্ডলে,
জীবন্ত জ্বলন্ত ভীম উৎকট নিরয়;
নারকীরা সেই খানে পাপকোলাহলে,
পুণ্য ভ্রমে পাতকেরে দিতেছে প্রশ্রয়।
সুখময় স্বর্গ তথা শ্মশান যথায়,
যেখানে শ্মশান নাই, সেখানে ভীষণ

এ অসার ছার মর্ত্ত মরীচিকাময়
বলি বোধ হয় যেন কোন্ কিছু নয়॥

৭

শ্মশানে যোগিনী মাগো হও একবার
সে মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু জুড়াক আমার।
দিন দিন অনুক্ষণ, করি তাহা দরশন,
আনন্দে মাতাই বিশ্ব বর্ণিয়া তাহার,
ধরা মাঝে মোর সম সুখী কেবা আর?

৮

যদি থাকে, সুখ তবে ত্রিদিবের দ্বার,
অবশ্য সেখানে আছে, নতুবা নিশ্চয়
বুঝিব গো সমুৎসুক অন্তরে আমার,
গ্রহ, উপগ্রহ আদি জ্বলন্ত নিরয়;
কবি গুরু যে শশাঙ্কে এত ভাল বাসে,
সেই চাঁদ কি বিভ্রাট! সাক্ষাৎ নরক।
ভক্ত যে সূর্য্যেরে পূজে করি ভক্তি যোগ
সে সূর্য্য নরক পূজা নরকের ভোগ,
যদি হৃদি নাহি ছাড়ে বিষয়-সম্ভোগ॥

৯

ধরা কি হইবে স্বর্গ? হরি হরি হরি!
একথা কি বলিতেছি? পৃথিবী নরক!
পৃথিবী নরক! বলি শত বার করি।
নরক-নরক পৃথ্বী সাক্ষাৎ নরক।
কেবল ইহার বক্ষে যথায় যথায়
পবিত্র শ্মশান-ভূমি নিরীক্ষিত হয়।
এ নরক গর্ভে, জানি তথায় তথায়
স্বর্গ বা স্বর্গের দ্বার তাহাই নিশ্চয়
যেখানে শ্মশান, তথা স্বর্গের মুরতি।
তা ছাড়া নরক পৃথ্বী পাপের প্রসূতি॥

অনেকের গোপাল একটী দরিদ্র-পুত্র, তাহার এরূপ সঙ্গতি নাই, যাহাতে তাহার দিনপাত হইতে পারে। হঠাৎ সে একজন বড় লোকের নজরে পড়িয়া অথবা বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইল এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল, উপার্জ্জন বৃদ্ধির সহিত তাহার জমিদারি বাগান, গাড়ী, বাড়ী প্রভৃতি হইতে লাগিল, কিন্তু যতই তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহার অর্থোপার্জ্জনের কামনা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন অতীতের সেই দীন হীন গোপাল এবং বর্ত্তমান সমৃদ্ধিশালী গোপালের অবস্থার তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, দীন হীন গোপালের একমাত্র উদারান্নেরই চিন্তা ছিল, এখন সমৃদ্ধিশালী গোপাল ঘর বাড়ী, গাড়ী, বাগান, জমিদারী প্রভৃতি কতগুলি চিন্তায় জড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে গোপাল সেই গোপালই আছে, আত্মা এইরূপই আপনাকে বিষয় বদ্ধ করিয়া বদ্ধ জীব হন। সুতরাং যে কার্য্যের দ্বারা কামনার উৎপত্তি না হইয়া নিবৃত্তি হয়, তাহাই সৎকার্য্য। সৎকার্য্য দ্বারা কামনা নিবৃত্ত হয় এবং কামনা নিবৃত্ত হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আত্মা অর্থাৎ জীব, আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারেন এবং আত্মাকে অবসাদ গ্রস্ত করিতে পারেন। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মা আবার আত্মারই শত্রু।

আকাশ যেমন ঘটের ভিতর থাকিলে তাহাকে ঘটাকাশ বলে, কিন্তু আকাশ একই; সেই প্রকার জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই কেবল স্বতন্ত্র উপাধি মাত্র। জীবাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদিতে বদ্ধ বলিয়া অজ্ঞান এবং পরমাত্মা ঐ সকলে বদ্ধ নহেন বলিয়া জ্ঞানময়। অজ্ঞান বশতঃ পাপ কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মার অবসাদ হয়, কারণ পাপ কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মা স্তরে স্তরে কলঙ্কে বা মলিনতায় অর্থাৎ অজ্ঞানে অবৃত হন, এবং তাহা হইতে শীঘ্র বাহির হইতে পারেন না বলিয়া জীবাত্মার অবসাদ হয়। পুণ্য কার্য্যের দ্বারা জীবাত্মা শীঘ্র শীঘ্র সেই মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে পারেন। মলিনতারই অপর নাম অবিদ্যা। সুতরাং জীবাত্মা আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু।

শ্রীভগবান পুনরায় বলিতেছেন;—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং॥

৩৯ শ্লোক ১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্ব ভূতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ তাহা আমি, যেহেতু আমি ব্যতীত থাকিতে পারে এপ্রকার চর বা অচর ভূত নাই, অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।

জীবাত্মা সর্ব্বদা সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু জীবাত্মায় অজ্ঞানের আবরণ অধিক থাকিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, সুতরাং ঐ অজ্ঞানই সৎকার্য্য করিতে সর্ব্বদা বাধা দেয়। ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে ও অজ্ঞানকে বাধা দিতে হইবে। অজ্ঞানের উপর বল প্রয়োগ করিলে হইবে না, ধীরে ধীরে বাধা প্রদানের সহিত তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। নদীর প্রবল স্রোতে ধীরে ধীরে বাঁধ দিতে হয়, বল প্রয়োগ করিলে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহারই নাম সাধনা।

জীবাত্মার জ্ঞানময় ইচ্ছা সু এবং অজ্ঞানময় ইচ্ছা কু অর্থাৎ জ্ঞানের কার্য্য সু সুতরাং জ্ঞানের শক্তি সুপথে গমন করে এবং অজ্ঞানের কার্য্য কু সুতরাং উহার কার্য্যও কুপথে চালিত হয়। উভয় ইচ্ছা স্বাধীন। অজ্ঞান হইতে কুপ্রবৃত্তি এবং নানা প্রকার কামনার উদয় উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে সুপ্রবৃত্তি উদয় হয়। এই প্রবৃত্তি গুলির শক্তি উপভোগ ও কার্য্যের দ্বারা নাশ হয়। উপভোগ ও কার্য্য না করিলে উহাদের ধ্বংস হয় না। উপভোগ না করিলে কার্য্য হয় না এবং কার্য্য না করিলে উপভোগ হয় না, সুতরাং দুইটীই আবশ্যক। অর্থ খরচ না করিলে অর্থের ধ্বংস হয় না, সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার উপভোগ না করিলে জ্ঞানের কার্য্য ও অজ্ঞানের নাশ হয় না। যতদিন কার্য্য থাকে, ততদিন সংসারে যাতায়াত ঘটিয়া থাকে, অতএব সংসারের কার্য্যের দ্বারা জ্ঞানের কার্য্যও সম্পূর্ণ লয় হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের কার্য্য এবং অজ্ঞানের নাশ হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হইবে অর্থাৎ মুক্তি হইবে।

আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, পরমাত্মার জ্ঞান এ প্রকার নহে; তাঁহার জীবের ন্যায় ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দ নাই। কারণ এ সকল ভেদ জ্ঞানের জ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান নয়। অজ্ঞানের সহবাসে এই জ্ঞান কিছু মলিন। সোণা মাটী চাপা থাকিলে একটু মলিন দেখায়, জীব আত্মার জ্ঞানও সেই প্রকার। পরমাত্মা জ্ঞানময়, আনন্দময়, ইচ্ছাময় ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ। তাঁহার জ্ঞান, আনন্দ, ইচ্ছা প্রভৃতি জীব হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার জ্ঞান, আনন্দ, ইচ্ছা ইত্যাদি যে কি প্রকার তাহা তিনিই জানেন, অন্য কেহ বলিতে পারে না। কে বলিবে? যে বলিবে সে না থাকিলে কে বলিবে? তাঁহার সহিত যুক্ত হইলে আর কেহ ফিরিয়া আসে না। সেই আনন্দ সাগরে, জ্ঞান সাগরে মিশিলে আর কেহ ফিরে না। সাগরের জলে নদীর জল মিশ্রিত হইলে আর পৃথক করা যায় না। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন "নুনের পুতুল সমুদ্রে কত জল আছে মাপিতে গিয়াছিল, যেই জলে নামিল অমনি, গলিয়া গেল; সুতরাং সাগরের গভীরতা আর কে বলে? কালাপানিতে জাহাজ যাইলে আর ফিরে না সুতরাং সাগরের খবর আর কে দেয়?"

জীবাত্মাই পরমাত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম নিরাকার। এই অদ্ভুত জগত সৃষ্টি দেখিয়া তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। বাতাসের আকার নাই, কিন্তু উহা যখন আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, তখন আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। সেই প্রকার এই জগৎ সংসারের সমস্ত দেখিয়া তাঁহার অস্তিত্বের অনুমান হয়। দুগ্ধে যেমন শর্করা মিশ্রিত

করিলে চিনির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই দুগ্ধের আস্বাদ লইলে শর্করার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, পরমাত্মার অস্তিত্বও তাঁহার জগৎ দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আমিই সেই জীবাত্মা ও জীবাত্মাই পরমাত্মা। এই জীবাত্মা অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইলে এবং আপনি আপনার উপাসনা করিলে "আমিই" পরমাত্মা হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতার বিশেষত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আশ্বাস-বাণী সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে? জীবের তপ্ত-হৃদয়ে ইহার কতই প্রয়োজন! এ জগতে তাপী কে নয়? কাহার না আশ্বাস-বাক্য আবশ্যক? যাহাতে প্রাণ জাগিয়া উঠে, হৃদয় সবল হয়, বুদ্ধি সংশয়-শূন্য হয়, মন বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করে, তাহাতে কাহার প্রয়োজন নাই? যাহা সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, হতাশকে আশা দেয়, অলসকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, পাপী তাপীকে কুকর্ম্ম কুচিন্তা ত্যাগ করায়,—জগতে এমন সাধু হইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি " অহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ" এই আশ্বাস বাণীর প্রয়োজন বোধ না করেন? এই 'অনাদি মোহ-নিশা-সুপ্ত' জীব জগতে অনবরত কত দুঃস্বপ্ন উঠিতেছে, 'জন্মমরণ দুর্গামর্গাদি অনর্থসঙ্কুল কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, এই 'তাপত্রিতয় দাবানল জ্বালা-মালাকুল সংসারারণ্যে' কত বিবেকান্ধ জীব নিরন্তর মোমুহ্যমান হইতেছে, 'অবিরত্ন্বুর্বী ব্যাধি ব্যথা পীন প্রাণি-নিকর কণ্ঠ হইতে' কতই কাতরোক্তি নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, কে তাহার উপশম করিবে? নিতান্ত দুঃখী জীবকে আনন্দ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে ভগবান্ ভিন্ন আর কে সমর্থ? ভগবদ্বাণী নির্জ্জীব হৃদয়ের সঞ্জীবনী মহৌষধ। গীতার মধুর-গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়, গীতার মৃদুবেদান্ত রসসাস্বাদে চিত্ত বালক হেলিয়া দুলিয়া সুন্দর খেলা করে। ভগবান শঙ্কর আত্ম রসাস্বাদী চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা গীতা-সুধা পান-বিভোর সাধক-চকোরের গদ্‌গদ-মধুর ভাষা মাত্র, শঙ্কর বলিতেছেন—

যশোদা গীত মধুরৈর্মৃদু বেদান্ত ভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে?॥
নবনীতরসগ্রাস চমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্
অন্তরাপ্যায়িতো বালো মুকুন্দ ইব খেলসি?॥

সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি? ॥
দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয়-পদ প্রাপ্তঃ কিং নৃত্যসি হরো যথা? ॥

যশোদার মধুর-গীতি শ্রবণে বাল-মুকুন্দের সুনিদ্রার ন্যায় গীতার মধুর আশ্বাস-বাণী ব্যাকুল জীবকে আনন্দ নিদ্রায় নিদ্রিত করুক। গীতার নবনীত রসগ্রাস সদৃশ আত্মাস্বাদনের চমৎকারিতা অশান্ত চিত্ত-বালককে আপ্যায়িত করিয়া বাল মুকুন্দের ন্যায় লীলাপরায়ণ করুক। বাসনা-ব্যাকুল জীব, গীতাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধি-সায়ংকালে স্নিগ্ধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শক্তি উমার সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আর দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া, আত্ম-বোধে দৃশ্যজ্ঞানমার্জ্জন পূর্ব্বক, দেবদেবের মত মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এস্থানে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—জগতের অন্যস্থানে যে যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। কিন্তু গীতা-সর্ব্ব স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে, 'পুরুষোত্তম' 'পরমেশ্বর', 'অন্তর্য্যামী', 'ভগবান্', 'আত্মা', 'ক্ষেত্রজ্ঞ', ইত্যাদি বলিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাধুকে কৃপা করেন, অসাধুকে শাস্তি প্রদান করেন, সংসারে যাহারা নরাধম তাঁহাদিগকে অজস্র অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। ভগবান্ বলিতেছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।"

নির্গুণ পরমাত্মা মায়া-আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ও গুণতত্ত্ব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কেন হইবে? যিনি অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, তিনিই আত্মমায়ায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়াও মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক লীলা করেন, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। মানুষ আপনার গোপনীয় জঘন্য চরিত্র সর্ব্বদা অবগত থাকিলেও এই চরিত্র গোপন করিয়া লোক সম্মুখে ভদ্রোচিত আচরণ করে, বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াও বালক সাজিয়া বালকের সহিত খেলা করিতে পারে, নট নটী আপন আপন অবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও রঙ্গমঞ্চে রাজা রাণীর অভিনয়ে লোক-সমাজ মুগ্ধ করিতে পারে, এ সকল যদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াও পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে লীলা করা অসম্ভব হইবে কি রূপে? বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন:—

চিৎপ্রকাশাত্মিকা নিত্যা স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।
ইদমন্তর্জ্জগদ্ধত্তে সন্নিবেশং যথা শিলা॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৩১।৩৬।

প্রকাশাত্মিকা নিত্যা চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও স্ফটিকশিলা যেমন আপনাতে বন-নদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই জগদ্ভাব ধারণ করিতেছেন।

অদ্বিতীয়া দধানেদং বিকারাদি-বিবর্জ্জিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি স্পন্দতে নো ন বর্দ্ধতে॥

ঐ ঐ ৩৭।

অদ্বিতীয়া চিতি, নির্ব্বিকার ভাবে এই জগদ্ভাব ধারণ করিলেও, কদাচ অস্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বর্দ্ধিত হইতেছেন না।

সঙ্কল্পাৎ জীবতা মেত্য নিঃসঙ্কল্পাত্মনাত্মনা।
চিজ্জড়ং নো জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তি স্বসংস্থিতাঃ॥

ঐ ঐ ৩৭।

সঙ্কল্প-বলে ঐ চিতি, জীব-ভাবধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্প ভাবে আপনাতে অবস্থান পূর্ব্বক, এই জড়-জগৎ; অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বেও কিছু বিশেষত্ব আছে। যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত, আর যাহারা তাহা পারে না, তাহারা মূঢ়, তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন:—

মহাত্মানস্তুমাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ম্॥

হে পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্য-চিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ-কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। আর:—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

আমি ভূত-সমূহের পরমেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। ইহাদিগের বিবেক থাকে না বলিয়া সমস্ত ফল প্রার্থনা মিথ্যা হয়। ইহারা ঈশ্বর বিমুখ বলিয়া ইহাদের কর্ম্মও নিষ্ফল, ইহাদের জ্ঞানও কুতর্কাশ্রয়ে নিষ্ফল হয়। ইহারা হিংসাদি-বহুল তামসী-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কাম-দর্পাদি-প্রচুর রাজসী-প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধিভ্রংশ করে। ইহাদের হৃদয়ে রাক্ষসের মত অন্য জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও আচারাদির উপর একটা বিদ্বেষ থাকে। ইহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-বিষয়-ভোগ-জনিত অসুরভাবও প্রাপ্ত হয়, এবং ভ্রষ্ট-মার্গ আশ্রয় করে। সমস্ত ষোড়শ অধ্যায় ধরিয়া এই আসুর ও রাক্ষস-ভাব-বিশিষ্ট মানবের ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানেই বলা

হইয়াছে, এপ্রকারে আসুরী যোনি-জাত মনুষ্য অল্পবুদ্ধি, মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। বলা হইয়াছে—"প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।" ভগবান্ স্বহস্তে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করেন। গীতার অবতার-বাদের এই সমস্ত বিশেষত্ব।

সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সাধনার বিশেষত্ব উল্লেখ করা যাইতেছে। গীতোক্ত সাধন-মার্গসমূহের বিশেষত্ব নিষ্কাম কর্ম্ম। লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম, আত্ম-সংযমযোগ, ভক্তিযোগ, এবং জ্ঞানযোগ, সাধক ইহার যে কোনটী অবলম্বন করুন না কেন, সর্ব্ব প্রকার সাধনাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবহার রহিয়াছে। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম হইতে ফলকামনা বিগলিত করা নিষ্কাম কর্ম্ম-উপাসনায় ও ভক্তিযোগে কেবল ঈশ্বর-প্রসন্নতা কামনা ও নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞানযোগে অহং অভিমান দূর করাও নিষ্কাম কর্ম্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই কর্ম্ম। কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া গেলে স্বভাবে পরিণত হয়; এই স্বভাব অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই স্বভাব মনুষ্যের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্ম-প্রবণ হয় না, কোন কিছু নিমিত্ত পাইলেই কর্ম্ম হইয়া যায়। যাঁহারা ভগবানের প্রীতির জন্য পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাঁহারাই আপন পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ আশ্রয়ে স্থিতিলাভ করাই প্রারব্ধক্ষয়। এই অবস্থায় পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম হইলেও সে কর্ম্মের লাভালাভ, জয়, পরাজয়, কোন ফল-কামনাতেই লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতিতে। এইজন্য সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে সাধিত হয়। পুস্তক মধ্যে এই বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে ইহার বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। গীতায় যত গুলি সাধন-ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থানে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—সাধন-ক্রম গুলি স্বাভাবিক না কাল্পনিক? আমরা কর্ম্ম সঙ্কেতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব, এখানে এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে—ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ক্রম অনুসারে প্রাণ; মন ও বুদ্ধি পরিচালিত করিলেই আমরা যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান সাধনার এই ত্রিবিধ ক্রম প্রাপ্ত হই। যোগ সাধনার অত্যাবশ্যক কর্ম্ম প্রাণায়াম, ভক্তি সাধনার প্রধান কার্য্য মানসপূজা ও জ্ঞান; সাধনার ভিত্তি—আত্ম-বিচার। প্রাণায়ামে শরীরের ও মনের বলাধান হয়, মানস পূজায় মন ভগবদ্ রস আস্বাদনে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে, বিচারে আত্মা পরমাত্মার একত্ব স্থাপনে জীবন্মুক্তি লাভ করে। গীতা যে স্থানে এই ক্রম দেখাইতেছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চাপরে॥
অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ১৩।২৫

উত্তম অধিকারী সমাধি-সহকৃত ধ্যানযোগে শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা বুদ্ধিতে আত্ম-দর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী সাঙ্খ্য-যোগে এবং মন্দ অধিকারী কর্ম্ম-যোগে দর্শন করিয়া থাকেন। অতি নিকৃষ্ট অধিকারী পূর্ব্বোক্ত সাধনা না জানিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গুরূপদেশ-পরায়ণ হয়েন বলিয়া মৃত্যুময় সংসার সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। এখানে আমরা দেখিতেছি আত্ম-দর্শনমাত্রই লক্ষ্য, তজ্জন্য ধ্যান যোগ, সাঙ্খ্য-যোগ, কর্ম্ম-যোগ এবং উপাসনা, ইহাই ক্রম। প্রথমে উপাসনা—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও উহাদের কর্ম্ম দূর হইতে একরূপ বোধ হইতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে তমঃ ও সত্ত্ব গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পার্থক্য আছে—বিশ্বাসীর ভক্তি ও ভক্তের ভক্তি, বিশ্বাসীর উপাসনা ও ভক্তের উপাসনা একরূপ হইতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তি উহাদিগকে একরূপ মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। উপাসনা, কর্ম্ম যোগ সাঙ্খ্য-যোগ এবং ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে আমরা এস্থানে সংক্ষেপে দুই একটী কথামাত্র বলিয়া রাখিব। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেতে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এককালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার হয় না সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের সাধনায় ইহাদের কার্য্য চলিবে, শাস্ত্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

"জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপধ্যান পরিশ্রান্তস্ত আত্মানং চ বিচারয়েৎ"—

এক্ষণে সাধনার কথা বলা যাইতেছে।

১। উপাসনা।

ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" আমার শরণাপন্ন হও।

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ"—মনের নিবৃত্তি করিতে পারিতেছ না, "লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারিতেছ না, ইহাতেই বা তোমার ভয় কি? তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ চিন্তা কর, আমি তোমার সমস্ত পাপরাশি দূর করিয়া দিব, তুমি শোক করিও না। সর্ব্বদা আমাকেই লক্ষ্য কর সর্ব্বকালে মনকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। মন যখন যখন অসুস্থ হইবে, তখনই ইহাকে আশ্রয়দাতার কথা স্মরণ করাইও নির্ভয় হইয়া যাইবে। চিত্ত অপ্রসন্ন হইলেই ভগবান্ আত্মাকে স্মরণ করিয়া সুস্থ হইতে অভ্যাস কর। স্বামীর বিরহে কাতর হইয়া স্ত্রী যদি বাহিরে ঘুরিতে থাকে তবে তাহার ব্যভিচার হয় মাত্র। এইরূপ ব্যভিচার তুমিও করিও না।"

গীতার সাধনা নিষ্কাম-কর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে সকাম কর্ম্ম হইতে গীতা আরম্ভ হয় নাই।

২। কর্ম্মযোগ।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সেই উপাসক হইতে পারে। সাধনার প্রথম অবস্থার ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, কিছুই বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, কেবলমাত্র

বিশ্বাস রাখিলেই হয় যে "তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার মঙ্গল করিবেন।" উপাসনা দ্বারা মনকে বাহিরে সুস্থ করিয়া কর্ম্মযোগে ইহাকে ভিতরে স্থির রাখিতে হইবে। ষট্‌চক্র মধ্যে মনকে প্রথম রাখিতে হইবে, ক্রমে মন কূটস্থ মধ্যে নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাই আত্ম-সংস্থ যোগ। কি লৌকিক, কি বৈদিক, সকল কর্ম্মই যখন সাধক নিষ্কাম-ভাবে করিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই আত্ম-সংস্থযোগে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়। কিন্তু আত্ম-সংস্থযোগ পরিপক্ব করিবার জন্য ভক্তিযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্‌রসাস্বাদন করিয়া শম, দম ইত্যাদি সাধনে সবল হইতে থাকে। এখানে কর্ম্মযোগের দুইটী বিভাগ করা হইল। একটী অষ্টাঙ্গ যোগ এবং দ্বিতীয়টী ভক্তিযোগ।

৩। সাঙ্খ্য-যোগ।

মন, কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা যখন সুস্থ হইবে, যখন ঈশ্বর রসাস্বাদনে আনন্দ পাইবে, শরীর রোগদ্বারা পীড়িত হইবে না, প্রাণ রিপুকর্ত্তৃক চঞ্চল হইবে না, চিত্ত তখন আপনিই বিচার করিতে সমর্থ হইবে। যাহার জন্য কর্ম্ম করি, যাহাকে উপাসনা করি, যাহার ভজনা করি তাহাকে দেখিতে, তাহাকে বুঝিতে, কাহার না ইচ্ছা হয়? সাঙ্খ্যযোগে বিচার মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কে, কাহার শরণাপন্ন হইয়াছি, কোথায় তিনি আছেন, কেমন করিয়া তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ভগবান্ আত্মা, তিনি আমার অতি সমীপে; চিত্ত এই সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। বিচার করিতে করিতে বুঝিবে, তিনি এই দেহ নহেন, তিনি মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার নহেন—তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নহেন—জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায় তিনি তাহার কিছুই নহেন, অথচ তিনি আছেন। তিনি না থাকিলে দেহ জড়, জগৎ জড়, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ "প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাঽনঘ।" ভগবান্ আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া গুরুমুখে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহাই আরম্ভ করিতে হইবে।

৪। ধ্যান-যোগ।

ভগবান্ আত্মার কথা সৃষ্টি ও সংহার ক্রমে শুনিতে শুনিতে—গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে যাহা শ্রবণ করা হইল—একান্তে তাহারই মনন হইতে থাকিবে। দৃঢ়রূপে মনন আসিলেই ধ্যানযোগ আরম্ভ হইল, তখনই "তত্ত্বমসি" সাধনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাই আত্ম-দর্শন ইহাই জীবন্মুক্তি।

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়, শ্রুতি বলেন। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" জীব আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার সাগর অতিক্রম করে, ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। ভগবান বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

সংসারোত্তরণে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেবহি।
তপোদানং তথা তীর্থমনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যা দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোঽভিবাঞ্ছ্যতে॥

যোঃ উঃ ৭৩,৩৭।

একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়; তপস্যা, দান তীর্থ, ইহারা উপায় নহে।

যে পর্য্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই সেই জীব মূর্খতা বশতঃ দীনভাবে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি আত্ম-জ্ঞানের উপায় বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেবের উক্ত মত শ্রবণে, অনেকে যোগবাশিষ্ঠমহারামায়ণের উপরে অভক্তি প্রকাশ করেন, এবং শঙ্করাচার্য্যও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহাদের বিচারে—ভগবান্ ব্যাসদেব কোথাও ইহা প্রকাশ করেন নাই, যে ভক্তিতে মুক্তি হয় না। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন "ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য, ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী" ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তি মোক্ষ প্রদান করেন। অঃ রাঃ যুদ্ধকাণ্ড ৭।৬৭। ভগবান্ ব্যাসের এই সমস্ত উক্তি সম্যক আলোচনা করিতে না পারিয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকে ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপর একটা ঘৃণা প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসদেব সর্ব্বত্র ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যোগ, জ্ঞান বা ধ্যানের উপর কোথাও বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই, এবং ভক্তি মার্গের লোকে যোগ জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা করিবেন না, একথা কোথাও বলেন নাই। "ভক্তিই মুক্তি" তিনি যে স্থানে বলিতেছেন, তাহা কোন্ অর্থে বলিয়াছেন আমরা তাঁহার কথা দিয়া উহা প্রদর্শন করিব, এবং আশাকরি, ব্যাসদের মতটী পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলে ভক্তি জ্ঞান ও মুক্তি এই ক্রম সম্বন্ধে বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়
স্ততো ভবেদ্ জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ,
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥ অঃ রাঃ সুন্দর ৪।২২।

ভক্তিতে সাধক কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েন, ব্যাসদেব উপরের শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরম পদ প্রাপ্তি হয়। তথাপি তিনি যে বলিতেছেন ' ভক্তিই মুক্তি " তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"প্রথমং সাধনং যস্য, ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেক সুনিশ্চিতম্॥"

ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে ক্রম অনুসারে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিলে মুক্তি আসিবেই, এই জন্য ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিতেছেন। ব্যাসদেবের মতে অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং তত্ত্ববিচারও ভক্তি সাধনার অঙ্গ।

সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য আমরা ব্যাসদেব প্রদর্শিত ভক্তি সাধনার ক্রম এথানে উল্লেখ করিব।

তম্মাদ্ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্॥ ২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদগুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥ ২৩
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে॥ ২৫
মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা॥ ২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি সাধনং যস্য কস্য বা॥ ২৭
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্যোনিগতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাত মাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভব সিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি॥ ২৯
স্যাত্তস্মাৎ কারণং ভক্তেঃ মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু॥ ৩০
ভবেৎ সর্ব্বং ততোভক্তি মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্। অঃ, রাঃ,

অরণ্য ১০ অধ্যায়।

প্রেমলক্ষণা ভক্তির সাধনক্রম নববিধ—(১) সৎসঙ্গ, (২) সৎ কথালাপ, (৩) মদ্গুণ স্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাথা, (৫) আচার্য্য ও আমি এক এই বুদ্ধিতে আচার্য্যোপাসনা ও যমনিয়মাদি যোগের বহিরঙ্গ-সাধনা, (৬) নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা, (৭) মন্ত্রজপ. (৮) ভক্তপূজা "সর্ব্বভূতে নারায়ণ বোধ," বিষয় বৈরাগ্য ও শম সাধনা (৯) তত্ত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তি সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মিলে আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। আমার অনুভবই মুক্তি। এই কারণে ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে অন্য অন্য গুলি ক্রম অনুসারে আসিবেই। ব্যাসের এই মতের সহিত বশিষ্ঠ ও শঙ্করের মত একই। মূঢ় বুদ্ধিতেই গোঁড়ামি। আমরা ভাগবত হইতে ইহাই দেখাইতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন :—

এবং প্রসন্ন-মনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

১ম স্কন্ধ ৩।২০-২১।

পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন "এব কারেণ জ্ঞানানন্তরমেবেতি সূচয়তি"।
নিষ্কাম কর্ম্মে ভগবৎ সেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমোভাব এবং কাম লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয়। চিত্ত, তখন সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন 'দৃষ্টএব" শব্দে আত্ম দর্শন হইলেই হৃদয় গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈষ্ঠিক ভক্তি দ্বারা নহে এখানে ভক্তি-যোগের নিন্দা করা হইতেছে না, যাঁহারা মোক্ষলাভের ক্রম-বিপর্য্যয় করিয়া, উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে পরিণত করিয়া সাধনকে বাঁধন করিয়া আটকাইয়া রহিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সাবধান করা হইতেছে মাত্র।

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন—

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ॥
তদাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥

ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি ইহাই ক্রম। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ-প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎ সমম্॥

যে কালে ভগবান্ শঙ্কর ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখনও কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মুক্তির এই ক্রম সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত ছিল। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য মুক্তির ক্রম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ ব্যাসাদি ঋষির মতই সমর্থন করিতেছেন, বলিতেছেন—

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায় শতৈরপি॥

জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। আবার ভক্তি ভিন্ন শত উপায় অবলম্বন করিলেও জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তাবৈ নারদাদয়ঃ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত।

যাঁহারা বলেন যে ভক্তি ও জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা এখনও হয় নাই। তবে এ কথা সত্য, যে পরমজ্ঞান ও পরা ভক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তির কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থানে মুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিপ্রায়েরও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

"কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বাকষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে॥
সাক্ষাৎ মোক্ষং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানং পরতরং মতম্।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন জ্ঞানং সর্ব্বমুপাসিতম্॥
জ্ঞাতং তত্ত্ব বিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
পাপ্মানং তরতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎসত্যংহিলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন জ্ঞানমেব সমাচরেৎ॥
ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতিজ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥
আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জ্ঞানন্নিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

এই পীঠমালাতন্ত্রে মহাদেব আবার বলিতেছেন :—

আত্ম-ভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটি শতৈরপি।
নমুক্তির্জায়তে দেবি তপোদানব্রতাদিভিঃ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের যাহা মত, গীতার মতও তাহাই। তবে যে বলা হইয়াছে, ধ্যান-যোগ, কর্ম্মযোগ বা উপাসনা ইহার কোন একটী অবলম্বন করিলেই মুক্তি, সে কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভের ক্রম মাত্র। সাধনার ক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইল। আমরা উপসংহারে মুক্তিকোপনিষৎ হইতে আরও কতকগুলি উপায় দেখাইয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম।

রাম কেচিন্মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে।
কেচিৎ ত্বন্নামভজনাৎ কাশ্যাং তারোপদেশতঃ॥
কেচিত্তু সাংখ্যযোগেন ভক্তিযোগেন চাপরে।
অন্যে বেদান্তবাক্যার্থ বিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ।
সালোক্যাদি বিভাগেন চতুর্দ্ধা মুক্তি রীরিতা॥

এই সমস্ত উপায়ে সালোক্য, সারূপ্য, সমীপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু কৈবল্যমুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না।

"অতএব ব্রহ্মলোকস্থা অপি ব্রহ্মমুখাৎ বেদান্ত শ্রবণাদিকৃত্বা তেন সহ কৈবল্য লভন্তে, অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা। ন কর্ম্মসাংখ্যযোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ।"

পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে না। এই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিই বা পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নামই জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। যোগ, ভক্তি, জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিতে পারে, এইজন্য এই সমস্ত সাধনা ক্রম-অনুসারে আবশ্যক। শ্রুতি কৈবল্য মুক্তির জন্য উপদেশ করিতেছেন।

মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ
সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্তমকুটিলং
সর্ব্বভূত হিতেরতং দয়াসমুদ্রং সদ্গুরুং বিধিবদুপ-
সঙ্গম্যোপহার-পাণয়োঽষ্টোত্তর শতোপনিষদং বিধিব-
দধীত্য শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদি নৈরন্তর্য্যেণকৃত্বা প্রারব্ধ-
ক্ষয়াদ্দেহত্রয়-ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ঘটাকাশবৎ
পরিপূর্ণতা বিদেহ মুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি"

সাধ্যবিষয়ের কথাও বলা হইল। জীব যে মুক্ত হইতে চায় না ইহাও নহে। কিছুই যে চেষ্টা করে না তাহাও ত বলা যায় না। তবে জীবের যাহা লক্ষ্য তথায় যাইতে পারে না কেন?

জীবের লক্ষ্য আর একবার চিন্তা কর। যিনি আত্মানুভব সন্তুষ্ট তিনিই জীবন্মুক্ত। লোক এই "আত্মানুভব সন্তুষ্ট" হয় না কেন? এক সঙ্গে দুই রস ভোগ হইতে পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন তিনি আত্মাস্বাদ পাইবেন কি রূপে? যিনি দেহাস্বাদ করেন, তাঁহার কি আত্মাস্বাদ হয়? আর এক সঙ্গে দুয়ের জ্ঞানও তিষ্ঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান যাঁহার প্রবল তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে কি রূপে? দেহ দর্শন বা বিষয় দর্শন যাঁহার হয় তাঁহার আত্ম দর্শন হইবে না। দেহ দর্শন করিতে করিতে "আমার দেহ" "আমার দেহ" বোধ হয়, তখন দেহে আত্মাভিমান জন্মে। "দেহ আমি" "দেহ আমি" এই বোধ প্রবল হইলেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। দেহাভিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং

আত্মানুভব সন্তুষ্ট হও। "আমি দেহ নহি" "আমি আনন্দস্বরূপ" এই দুয়ের অনুভবেই জীবন্মুক্তি।

"ধ্যানেনাত্মনি" ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তির সাধনার যে ক্রম গীতা দেখাইতেছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। সাধনার ক্রম দুইটী। (১) সৃষ্টি ক্রম, (২) সংহার ক্রম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দুঃখী জীব কিরূপে আসিল ইহা বুঝিতে পারিলেই দুঃখী জীবের নিত্যানন্দ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হইল। ইহা সৃষ্টি ক্রম। আবার জীবের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আছে তাহার বিচার দ্বারা যখন আনন্দ-স্বরূপ আত্মা পাওয়া যায় না, যখন প্রকৃতির কোন কিছুকেই আত্মা বলা যায় না অথচ আত্মা আছেন এই বোধ থাকে। আত্মার আভাস পাওয়া যায়, অথচ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না, এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা হয়, তখনই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়। ইহা সংহার ক্রম। সৃষ্টিক্রম ধরিয়া জীবন্মুক্তির পথ গুলি আর একবার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) জীবন্মুক্ত জানেন যে—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

জীবন্মুক্তের স্থিতি এই আনন্দের ধ্যানযোগে। (২) যিনি অহং "ব্রহ্মাস্মি" ধারণা করিতে পারেন নাই তিনি "প্রকৃতের্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয় সদানঘ" ইহাই অনুশীলন করিবেন। ইহাই সাংখ্য যোগ।

(৩) সাংখ্য যোগে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি উপাস্য বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করিবেন, ইহাতেও অসমর্থ হইলে আত্মসংস্থ হইবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন। প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিয়া আত্মসংস্থ হওয়াই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

(৪) যাহারা বৈদিক কর্ম্মযোগেও অসমর্থ, তাহারা লৌকিক কর্ম্মাদি করিবে, কিন্তু কর্ম্মের আদিতে ও কর্ম্ম শেষে "তুমি প্রসন্ন হও" এই ভাব বিস্মৃত হইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা। সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষাই উপাসনার উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত সাধন ক্রমগুলি কখন কখন প্রত্যহ আলোচিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সাধন ক্রম মত কার্য্য অভ্যাস কালে সর্ব্বদা শেষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা উপায়ই উদ্দেশ্য হইয়া যাইতে পারে। এজন্য আমরা শেষ উদ্দেশ্যটি পুনরায় আলোচনা করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরাসিদ্ধির্নত্বনুষ্ঠান দুঃখতঃ॥
ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাসে না লভ্যো বিষমেণ চ।
স্বানন্দাভাস-রূপোঽসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে॥

কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদানব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র পরতৈবাত্র কারণম্।
সাধনং বাধনং মোহ জালস্য যদকৃত্রিমম্॥
অয়ং সদেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞান মাত্রতঃ।
জন্তোর্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ॥

এই দেব দেব পরমাত্মার সহিত একত্বসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ হয়। অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে হয় না। তিনি দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। তিনি আপন আনন্দাভাস রূপ। নিজ শরীরেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

তপস্যা দান ব্রতাদি, তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে। স্বরূপে অবস্থান ভিন্ন ইহার অন্য সাধনা নাই।

সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র এই দুইটি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। ইহারাই মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশ সাধন উপায়। 'ইনিই সেই দেব' এই জ্ঞান জন্মিবামাত্র জীবের আর কোন দুঃখ থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তি। "তস্মাদ্বিচারেণাত্মৈবান্বেষ্টব্য উপাসনীয়ো জ্ঞাতব্যো যাবজ্জীবং পুরুষেণ নেতরদিতি"। মুঃ ১৩।১০।

যথা সম্ভবয়াবৃত্ত্যালোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া।
সন্তোষ সন্তুষ্টমনা ভোগ গন্ধং পরিত্যজেৎ॥ উঃ ৬।১৬।

যথাসম্ভব শাস্ত্র অবিরোধী জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগগন্ধ ত্যাগ করিবে।

সচ্ছাস্ত্র সৎসঙ্গমজৈর্বিবেকৈ স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্যাঃ।
যথাজলানাং কতকাম্বুষঙ্গাৎতথা জনানাং মতয়োঽপি যোগাৎ॥

যোঃ উঃ ৬।২২।

যেমন কতক ফল (নির্ম্মল) দ্বারা জলের মালিন্য নষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয়। এবং সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রে যে বিবেক জন্মে তদ্দ্বারা অবিদ্যা বা সংসার-মায়া দূর হয়।

নশ্যতি সংসৃতি দুঃখমিদং তে, স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব।
নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ স্তৎকথনোদিত-যত্ন শতেন॥

যোঃ বাঃ উঃ ৮।২২।

আত্মজ্ঞান ও আত্মকথা ভিন্ন দান, তপ, বেদপাঠ বা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কিছুতেই সংসার ক্লেশ দূর হইবে না।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম এ।

গোরক্ষা না আত্মরক্ষা?

-:0:-

স্বধর্ম্মেষ্বনুরক্তিশ্চ বিরক্তিঃ পরহিংসনে।

ভক্তির্গোকুলরক্ষায়ামেতদুন্নতিসাধনম্॥

মনুষ্যজাতি মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃমুখ সন্দর্শনের পূর্ব্বেই তাহার পৃথ্বী মাতার সহিত সন্দর্শন লাভ হয় এই নিমিত্ত মানবজাতি বিশেষতঃ আর্য্যজাতি পৃথিবীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকেন। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে গোদুগ্ধ পান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়, তাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গাভী মানবজাতির মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছে এবং হিন্দু গোসেবা করিয়া মাতৃসেবার পুণ্যফল লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। তবেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে পৃথ্বী এবং গাভী মনুষ্য জাতির প্রত্যক্ষ ভাবে বিমাতৃস্থানে উপবিষ্টা। পরন্তু মনুষ্য জাতীয়া বিমাতার ন্যায় তাঁহারা সপত্নী পুত্রের প্রতি স্নেহ পরিশূন্যা অথবা হিংসাদ্বেষপরায়ণা নহেন, পক্ষান্তরে উভয়েই শাবকদিগকে উপেক্ষা করিয়াও সেবকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে গোসেবাসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে, এমন কি গোসেবাদ্বারা মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়, ইহাও হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার বাললীলায় গোসেবা পূর্ব্বক আপনাকে গোপাল অথবা রাখাল নামে অভিহিত করিয়া গোজাতির পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠতা এবং উচ্চতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গাভী তৃণ ভক্ষণ না করিলে হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয় না।

মনুষ্যজাতির সহিত পৃথিবী এবং গোজাতি যেরূপ মাতৃত্বসম্বন্ধে আবদ্ধ, আবার গোজাতিও সেই রূপ পৃথিবীর সহিত সপত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিদ্যমান নাই, পক্ষান্তরে উভয়ের সাহায্যে উভয়ে স্বাস্থ্য লাভ পুরঃসর উভয়েই মানব জাতিকে প্রতিপালন এবং পরিপোষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মানব জাতির উভয় মাতাকে সমভাবে সেবা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং উভয় মাতৃসেবার ফলে যে মানব জাতির ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকেই উন্নতি লাভ হইতে পারে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতমাতা অন্নপূর্ণা এবং রাজরাজেশ্বরী, তাই আজ ভারতবর্ষের অন্নে অনেক অন্নহীন জাতির জীবন রক্ষা হইতেছে এবং ভারতের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক দীনহীন জাতি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী সেই অন্নপূর্ণা এবং রাজরাজেশ্বরী মাতার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এক্ষণে যেরূপ পেটের জ্বালায় অস্থির এবং চিরদরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে,

গোমাতৃসেবায় উপেক্ষা করিয়া তাহারা সেই রূপ বলবীর্য্য ও বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে পৃথিবীকেও শস্যহীনা করিয়াছে। •

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যাঁহারা ভারত মাতার ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, গোসেবা ব্যতীত পৃথ্বীমাতার সেবা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ গোজাতি মনুষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করে, গোজাতির সাহায্য ব্যতীত ভারতবর্ষীয় কৃষিকার্য্য কোন ক্রমেই সংসাধিত হইতে পারে না, এবং গোজাতিই বাণিজ্য ব্যাপারের প্রধান অবলম্বন। গোসেবায় উপেক্ষা করায় যজ্ঞের প্রধান উপকরণ ঘৃতের বিকৃতি বশতঃ ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র বীর্য্যহীন, পঞ্চগব্যের বিকৃতি বশতঃ হিন্দুর দেবতা চৈতন্যহীন, হিন্দুর পিতৃলোক অতৃপ্ত। গোজাতি মাতৃরূপে স্তন্য দুগ্ধদানে ভারতবাসীর জীবন রক্ষা করে, পিতৃরূপে শস্যোৎপাদনে সহায়তা করিয়া ভারতবাসীকে প্রতিপালন এবং পরিপোষণ করে, রাজরূপে দৈবানুকম্পা লাভে সহায়তা করিয়া ভারত বাসীকে নানাবিধ বিপত্তি হইতে রক্ষা করে এবং ভৃত্যরূপে শকট পরিচালন অথবা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের প্রধান অবলম্বন বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করে, আবার অধুনা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে ফিনাইলের পরিবর্ত্তে গোময়ের ব্যবহারও চলিতে পারে। সুতরাং এরূপ মাতৃ পিতৃ-রাজ-শ্রীচিকিৎসকভৃত্যাদি সমস্ত গুণ যে জীবে একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জীবকে সামান্য পশু অথবা জগদীশ্বর কোন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং হিন্দু শাস্ত্রকারগণও গোজাতিকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আসনে উপবেশন করাইয়া ভগবতী নাম প্রদানপূর্ব্বক গোমাতৃপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বল প্রদান করে বলিয়া বৃষকে বলদ নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং গোজাতির রক্ষায় অগ্রসর না হইয়া যদি ভারতসন্তান ভারতমাতার সেবায় অগ্রসর হন, তবে তাঁহাদিগের মাতৃসেবা কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। গোহত্যা লইয়াই ভাই ভাই হিন্দু মুসলমানে বিবাদ।

যে দিন হইতে ভারত সন্তান গোজাতি সেবায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষে কৃষি কার্য্যের অবনতি, বাণিজ্যের ধ্বংস এবং স্বাস্থ্যের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষে গোচারণের মাঠ দেখা যায় না, স্বাস্থ্য বিহীন হইয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গোরু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, উপযুক্ত বৃষের অভাবে বলবান্ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন বৎস উৎপাদিত হইতেছে না; তাই ভারতবর্ষীয় কৃষি শস্যহীন, ভারতবর্ষীয় অন্তর্বাণিজ্য বিলুপ্ত-প্রায় এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীদিগের দুর্দ্দশাও ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। কি দুঃখের বিষয়, আজ ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা হইতে আমদানী দুগ্ধের দ্বারা (condensed milk) ভারত-বর্ষীয় শিশুর জীবন এবং স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়া থাকে। এক্ষণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এক মাত্র গোজাতির অধঃপতনে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। সুতরাং যদি কখন ভারত-বর্ষের উন্নতি লাভ ঘটে, তবে তাহা ভারতের গোধন রক্ষা দ্বারাই সম্পাদিত হইবে।

সুখের বিষয়, ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই গোরক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন তাই স্থানে স্থানে পশুশালা (পিঁজরাপোল) সংস্থাপিত হইয়া গোজাতির সেবা হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীযুক্ত স্বামী গদাধরানন্দ তীর্থ মহারাজ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও ভারতবাসীর দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার নিমিত্ত গোরক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার কৃপায় ৺কাশীধামে একটি এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক গোশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। কাশীধামের গোশালায় দুই শত গাভী প্রতিপালিত হইতেছে। কাশীস্থ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গোশালার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন; শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানপরিচালক পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দজী মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই গোশালার সংরক্ষণ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী। গোশালায় পশুসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তীর্থ মহারাজ এই গোশালাটীকে একটী আদর্শ গোশালারূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য, সেই আদর্শে ভারতে আরও কতক গুলি গোশালা স্থাপিত হইলে অচিরে গোজাতির উন্নতি সম্পাদিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আদর্শ গোশালা সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে উদ্যমশীল ব্যক্তি, জমি এবং অর্থব্যয় আবশ্যক। কারণ গোচারণের মাঠ ক্রয় করিতে, রীতিমত গোসেবার ব্যবস্থা করিতে, বৃষ রক্ষা করিতে না পারিলে আদর্শ গোশালার কার্য্য এবং তাহা হইতে গোজাতির উন্নতি সাধন কোন প্রকারেই হইতে পারিবে না। সুতরাং ভারতবাসী জনসাধারণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন সামর্থ্যানুসারে কায়মনোবাক্যে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক এই শুভ-সংকল্প সাধনে সহায়তা করেন। গোসেবার্থ যিনি যাহা প্রদান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এই গোশালার কার্য্য এক্ষণে কাশীবাসী কতিপয় মান্যগণ্য এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় দিগের দ্বারা স্থাপিত একটী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কাশীধামস্থ চৌখাম্বার জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু বি, এল, এল, বি, এবং শ্রীযুক্ত বদরী দাস মহোদয়ের নিকট যে কেহ ইচ্ছা করিলে সাহায্য দান করিতে পারেন।

স্বামীজী মহারাজ প্রায় ২০। ৩০ বৎসর হইতে গোমাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় ভারতের চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক গোশালা সংস্থাপিত হইয়াছে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল;—দেরাদুন; মজঃফর নগর, গুজরনাবালা, শিয়ালকোট, কপুরতলা, ফিরোজপুর কুহসরী, রিবাড়ী, মুশহরা জেলা পেশবার, করানা, রোহতক, হিসার, আজমির, কর্ণবাস, জিমাই, তৈসখাস, অতুলি, ফরকাবাদ, কাশীধাম, সেকেন্দরাবাদ, গাঢ়া সাহবাদ, থানা, সিমচ, আকবরপুর, চুনারগড়, জলেশ্বর, ফিলোজ, পুরুলিয়া, প্রয়াগ, রাজসাহী নেপাল ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় এক শত। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় স্থানে স্থানে এইরূপ গোশালা স্থাপিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

এতদ্ব্যতীত গোচিকিৎসার জন্য কাশীধামস্থ গোশালার সংস্রবে একটী হাস্পাতাল

স্থাপনের প্রস্তাব করায়, বিগত ১৯০৪ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে ৺কাশীধামের ম্যাজিষ্ট্রেট ই, এইচ, রাডিস মহোদয় তীর্থ স্বামী মহারাজকে সমবেদনা প্রকাশ পুরঃসর লিখিয়াছেন;—

In reply to his letter No. Nil dated 19th December 1903 has the honor to inform him that the matter is receiving the undersigned's earnest attention.

(SJ). E. H. RADICE
Chairman.

অতএব হে স্বধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসিগণ! আপনারা কতকাল গোমাতৃ সেবায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ভারতের দুর্গতি দর্শন করিবেন?

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

মহামণ্ডল সংবাদ।

শ্রীমান্ গায়নাচার্য্য পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ের সহিত মহামণ্ডলের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উহার প্রাচীন সঙ্গীতোদ্ধার কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শ্রীমান গায়নাচার্য্য কিছু দিন পূর্ব্বে উদয়পুরে শ্রীমহামণ্ডল ডেপুটেশনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় শুভ প্রস্তাব ব্যক্ত করিলে মহামণ্ডলের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা হয় যে ভবিষ্যতে মহামণ্ডলের নবীন উপদেশক সমূহের মধ্য হইতে যিনি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া স্বরজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাঠান যাইবে। উক্ত গান্ধর্ব্ব বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ উদয়পুর দরবার হইতে ৫০০ শত টাকা ও উদয়পুর সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে ১০০৲ টাক, সহায়তা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুর লক্ষ্মণ সিংহজী মহারাজ বাঁশওয়াড়া দেশাধিপতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং পরম শৈব। আপনার প্রথমাবস্থাতেই মহারাজ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষক পদ স্বীকার করিয়া এই বিরাট্ সভার সহিত আপনার সহানুভূতি এবং ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিগমাগম মণ্ডলীর সময়ে তাঁহার রাজ্য হইতে কিছু মাসিক সহায়তাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সংপ্রতি মহারাজ একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ১০৮ টী শিব মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এবৎসর মহারাজের স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মহারাজ শম্ভু সিংহ পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। মহামণ্ডলের সম্পূর্ণ আশা আছে যে শ্রীমান্ মহারাজ শম্ভু সিংহ বাহাদুরও তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়তা করিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট ইহ তে যশোলাভ করিবেন।

সূর্য্যবংশ শিরোমণি উদয়পুর দরবারের শ্রীমতী রাজমাতা শ্রীমতী রাঠোর সাহেবা শ্রীমথুরাপুরীর স্বামী ঘাটের উপর একটী উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে আপনার

শ্রী ইষ্টদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি স্থাপন কার্য্যে তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেব সেবা এবং সদাব্রত কার্য্যে শ্রীমতী রাজমাতা এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র ভাবে জমা রাখিয়াছেন। এই টাকার বার্ষিক সুদ প্রায় ৫ পাঁচ হাজার টাকা হইবে। ইহার অর্দ্ধেক টাকায় দেব সেবা এবং অপরার্দ্ধাংশে সদাব্রত চলিবে। সদাব্রতের অন্ন কেবল সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগকে প্রদত্ত হইবে। শ্রীমতী রাজমাতা একটী কমিটী গঠন পূর্ব্বক এই সকল কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কোন প্রকার গোলযোগ না ঘটে, সেই জন্য শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিও তাহার ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ইন্দোর রাজকুমার কলেজে যে কমিটী হইয়াছিল এবং যাহাতে সেই কলেজের রাজকুমারদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংযোজনা দ্বারা হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, সেই কমিটীতে নিম্ন লিখিত স্বাধীন প্রতাপশালী নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন; শ্রীমান মহারাজা গোয়ালিয়র, ওচ্ছা, চরথারি, রাজগড়, এবং শৈলানা। রাজকুমারদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত নৃপতিগণ যে ধন্যবাদার্হ তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিগত ২২শে অক্টোবর রাত্রিকালে মহামণ্ডল ডেপুটেশন শৈলানা রাজধানীতে উপস্থিত হন। ডেপুটেশনের সহিত রাজপুতানা মণ্ডলীর উপদেশক শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রবণ লাল উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক মহাশয় সনাতন ধর্ম্মের মহিমা এবং ঈশ্বর ভক্তি বিষয়ে বৈদিক ধর্ম্ম পরিষদ শৈলানার বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজের আগ্রহে সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। মহারাজ স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়মিত রূপে প্রত্যেক সভাধিবেশনের সময় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভাসদ এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ আপনার রাজপুরোহিতের সংস্কৃত শিক্ষাদিবার নিমিত্ত একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা যে তাঁহার কুলপুরোহিত মূর্খ না থাকেন। বহুকাল হইতেই রাজপুত রাজাদিগের কুলপুরোহিতদিগের সহিত সরস্বতী দেবীর সম্বন্ধ নাই। পুরোহিতদিগের লেখাপড়া শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কখনও কোন রাজপুত এপর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এক্ষণে আশা হয় যে মহারাজ শৈলানার দৃষ্টান্তানুসারে অন্যান্য হিন্দু রাজাও আপনাদিগের কুলপুরোহিতদিগকে শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক পণ্ডিত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

গীতাপরিচয়:—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ, প্রণীত। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ রুগ্ন ব্যক্তি চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া রোগ যন্ত্রণার আতিশয্য বশতঃ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে এবং মৃত্যু ভয়ে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই আর্ত্তনাদ বশতঃ তাহার রোগের এবং মৃত্যুভয়ে অস্থিরতা নিবন্ধন তাহার অশান্তির উত্তরো-

ত্তব বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে মনুষ্য সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সেই রূপ নির্ব্বোধ রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় শত শত সংসার-দুঃখ-পীড়িত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যতই বিবিধ প্রকার অভাব রূপ ব্যাধি বৃদ্ধি হইতেছে, নির্ব্বোধ মানব জাতিও সেই অভাব ধ্বংস রূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হওয়ায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ না করায় নিরন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অভাব-মোচন হইতে পরিবে, রাত্রিদিন এই চিন্তায় আকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহারা জগতের চতুর্দ্দিকে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতেছে, নানাবিধ উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু অভাব ব্যাধি পীড়িত মানবের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না, অভাব ব্যাধির চরম সীমা অনশন বশতঃ মৃত্যুর করাল ছায়া নিপতিত হওয়ায় যেন সমগ্র মানব জাতির ভিতর হইতে শান্তি চির নির্ব্বাসিত হইয়াছে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মানব মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত ঘৃণিত পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। সুতরাং এই অভাব ব্যাধি দূরীভূত করিবার জন্য যে মহাত্মা অগ্রসর হন, তিনি যে মানব সমাজের একজন প্রকৃত হিতৈষী মিত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। অভাব দূরীভূত করিবার দুইটী উপায় দেখা যায়। একটী প্রবৃত্তি মার্গ এবং একটী নিবৃত্তি মার্গ প্রবৃত্তি মার্গের দ্বারা অভাব কতক পরিমাণে দূরীভূত হইলেও উহা সম্পূর্ণ রূপে নিরাকৃত হয় না, কারণ মানবের প্রবৃত্তিরও শেষ নাই এবং অভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না। কিন্তু নিবৃত্তি মার্গ আশ্রয় করিলে অভাব একেবারেই দূরীভূত এবং ধ্বংস হইয়া যায়, পক্ষান্তরে আর কখনও জন্মিতেই পারে না। চিকিৎসকও আবার দুই প্রকার দেখা যায়, এক প্রকার চিকিৎসক রোগীকে হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করেন অর্থাৎ তাঁহার চিকিৎসায় রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না; রোগীর শরীরে রোগের বীজ বা জড় থাকিয়া যায়,সময় ক্রমে শরীর মধ্যবর্ত্তী সেই বীজ পরিপুষ্ট হইয়া রোগীকে পুনরাক্রমণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসক রোগীর রোগ সমূলে উৎপাটন করেন। বর্ত্তমান ব্যাধি পীড়িত মানব জাতির চিকিৎসার জন্য মজুমদার মহাশয় সেই প্রকার নিবৃত্তি মার্গ রূপ ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক "গীতা পরিচয়" প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ যে সকল স্থানে আশ্বাসবাণী প্রয়োগ পূর্ব্বক জীবকে বলিতেছেন "জীব ভয় নাই সম্পূর্ণ রূপে আমার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি কর; শরণাপন্ন হও তোমার সকল অভাব দূর হইবে, আমি তোমার যোগ ক্ষেম বহন করিব।" রামদয়াল বাবু একস্থানে সেই গুলির সমাবেশ করিয়া প্রকৃত সুচিকিৎসকেরই কার্য্য করিয়াছন। তাহার পর দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিচার করিয়া অনেকের ভ্রম সংস্কার নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন; গীতার স্থূল পরিচয় অর্থাৎ গীতা কি, কি নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, তাহার স্থূল পরিচয় ও লক্ষ্য সংকেত প্রদান পূর্ব্বক উহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন গীতার সংকেত অর্থাৎ গীতা যে যোগ শাস্ত্র এবং গীতার স্থান কাল পাত্র প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া গীতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা এপর্য্যন্ত এরূপ ভাবে কোন সাধককে বঙ্গ ভাষায় গীতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে দেখি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, রামনুজ স্বামী শ্রীধর স্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সাধকগণ সংস্কৃত ভাষায় গীতার বহু প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,কিন্তু সে সকল অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল, সাধারণের বোধগম্য নহে,উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্রে রীতিমত ব্যুৎপত্তি ব্যতীত গীতার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারেন না। এ অবস্থায় রামদয়াল বাবুর দ্বারা যে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে ও হইবে এবং গীতার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া অনেকে প্রকৃত পথে অগ্রসর হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা গীতা পরিচয় পাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, গীতা পরিচয়ের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

অক্টোবর মাস ১৯০৫ ইং।

জমা

রোকড় বাকী	৭,৪৶০
অক্টোবর মাসের জমা	১১১৲
মাসিক সহায়তা খাতে ১১০৲	
বিশেষ সহায়তা খাতে ২৲	
সাধারণ মেম্বরী খাতে ৯৲	
	১১১৲
মোট জমা	৮৯৫।৶০

খরচ

অক্টোবর মাসের খরচ	৪৮২৶১৫
বেতন বৃত্তি খাতে	৫২।৷
অনাথালয় খাতে	১০৲
বাটী ভাড়া খাতে	৮৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২৫৲
ষ্টেশনরি খাতে	২১০
ছাপাই বিভাগ খাতে	৩৪৪৮১০
মুৎফরিকা খাতে	১১।৫
টিকিট খরচ খাতে	৬৶০
মোট খরচ	৪৮২৶১৫

কৈফিয়ত

জমা	৮৯৫।৶০
খরচ	৪৮২৶১৫
রোকড় বাকী	৪১৩৶৫

চারি শত তের টাকা তিন আনা এক পয়সা মাত্র।

(স্বাঃ) শ্রীরামদাস চৌবে, অডিটর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, মথুরা।

বিশেষ সূচনা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা	২৪,০০০৲
প্রধান সভাপতি আফিসে জমা	২৫০৲
প্রান্তীয় কার্য্যালয়াদিতে	৪০৭৩৮১১
মাসিক ও বার্ষিক সহায়তা	৩৭২৩৲
প্রধান কার্য্যালয়ে জমা	৪১৩৶৫
এক কালীন দান	৪২,৮০০৲
মোট জমা	৭৪,৫২৯৸৶১৫

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৫।

২৬শ ভাগ। ২য় সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | সন্ ১৩১২ সাল। ইং ১৯০৫ খৃঃ।

বিশ্বেশ্বর স্তোত্রম্।

—— ‡০‡ ——

পূর্ব্বানুবৃত্তম্।

যমস্বরেশ্বরৌ ভবপদানুগৌ মম মনঃ খলং বিষধরং ধর।
হরহরাখ্যকে ময়ি মহীস্বরে ভবতু তে দয়া ভব ভবান্তকৃৎ॥ ২১
ভগবতাস্বয়া বিহিত কাশিকা মৃতিমতাং পুনর্ভবন নাশিকা।
ভবভবার্ণবে তরণিকাকৃতা মমচ সাকদা ভবতি মুক্তিদা॥ ২২
তব শিরস্থিতা ক্ষিতি সমাগতা হৃতি দুরাত্মনাং দুরিতনাশিনী।
কৃতমহৈনসো মমচ সাকদা ভবতি মুক্তিদা সুরতরঙ্গিনী॥ ২৩
তব হৃদিস্থিতাহসিতরূপিণী ধৃতচতুর্ভুজাহসুর শিরঃস্রজা।
অসিকরা সুরং সুরবরীকৃতা মমচ কালিকা ভবতু মুক্তিদা॥ ২৪
তব পুরঃ সতী ভগবতী সতী বসতি কাশিকাং ভুবন পালিনী।
জনগণান্নদা ভবতি সাকদা মমচ মুক্তিদা ভবনিবারিণী॥ ২৫
তব পুরীস্থিতা বিধুবধূর্বিধুদ্যুতিমতী সতী সুমতিদায়িনী।
মম সরস্বতী বসতু সাসতো হৃদি নিরন্তরং কুমতি নাশিনী॥ ২৬
তব পুরীস্থিতা ন চ চিরস্থিরা ধনজনপ্রদা হরি মনোহরা।
হরতু সা রমা মমহি দীনতাং ধনিজনং ন মাং নয়তু কর্হিচিৎ॥ ২৭
তব বন্ধুবরো মধুকংসহরো বসুদেবসুতো হৃদয়ে বসতু।
শিব বিশ্বপতে হরনাথ ধরামরমুক্তিকরো ভবিতাসি কদা॥ ২৮

তব পুত্রবরো গজমুণ্ডধরো জনবিঘ্নহরো হরতামশুভম্।
শিব বিশ্বপতে॥ ২৯
তব ভীমরবো ময়ি ভৈরবকঃ করুণাঙ্কুরুতাং নচতাড়য়তু।
শিব বিশ্বপতে॥ ৩০
তব দণ্ডকরো মম দণ্ডকরো ন স দুঃখকরো ভবতু ক্ষমতাম্।
শিব বিশ্বপতে॥ ৩১
তব নেত্ররবির্গদশৈলপবির্মম রোগকুলং সবিতা হরতাম্।
শিব বিশ্বপতে॥ ৩২
স্থিতস্য কাশ্যাং যদিনাত্রমৃত্যুর্ভবেদ্ধি শম্ভো মম কাগতিঃ স্যাৎ।
ততোভিবাঞ্ছং যমপাদপদ্মং যমেশ্বরং ত্বাং প্রণমামি নিত্যম্॥ ৩৩
ত্বং মৎস্যকূর্ম্মাদিবপূংষি ধৃত্বা ইদং জগদ্রক্ষসি হে মহেশ।
রামোভবন্রাবণমাবধীস্ত্বং ভূত্বা নৃসিংহোপিহিরণ্য দৈত্যম্॥ ৩৪
দুর্গা ভবন্ দুর্গনিশুম্ভ শুম্ভান্ বিষ্ণুর্মধুং ত্বং মধুমর্দ্দনাম্ন।
দেবদ্বিষং দানবমেবহন্তা কার্য্যেণ তত্তুল্য নরাম্নহংসি॥ ৩৫
দুর্গাচ যাত্রৈব বিশাল নেত্রা যাশীতলা সঙ্কটয়া সহৈব।
ত্বংসঙ্গিভূতাদিক দেবতা যা রক্ষন্তু তামাং সততং সবন্ধুম্॥ ৩৬
বাল্যং গতং ক্রীড়নতশ্চ বিদ্যয়া বিত্তার্জ্জনাদ্ যৌবনমেবমে গতম্।
বিত্তার্জ্জনং মৃত্যুম্মৃতেপি নৈষতে মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুজয়ায়নস্তুতঃ॥ ৩৭
অতি গুণোভবা নতিগুণো স্থিতঃ কথমহস্তুবদ্ গুণগণং ব্রুবে।
অতিদুরস্তুর স্তুবহি কিঙ্করো মমচ কল্মষং হরহশঙ্কর॥ ৩৮
নচতে চরণাম্বুজ পূজনকুম্নচতে স্মরণং ভ্রমতোহপিকৃতম্।
নচবিল্বদলং সজলঞ্চদদৌ তবমস্তক এব নপক্বফলম্॥ ৩৯
বিফলংহিকৃতং মমজন্ম বিভোবিভবায় বৃথা ভ্রমণঞ্চ কৃতম্।
স্বজনস্য ভৃতের্যজনাদিকৃতের্যদঘঞ্চ কৃতংহরতঙ্করসে॥ ৪০
ম্লেচ্ছান্নভোজী কুলটা সুরাদস্তদ্‌যাজনাদেঃ করণান্মমেহ।
পাতিত্যকৃৎপাপমভূদ্‌যদীশতন্নাশয়ত্বং কৃপয়া বিশেষম্॥ ৪১
মাভূৎ পুনর্জন্ম মমেহশম্ভোতচ্চেদ্ভবেন্নৈবকলৌ কদাচিৎ।
তত্রাপিচে নৈবচ যাজকস্তবংশে মহাপাপ কুলাবতংসে॥ ৪২
নদৈবং নপিত্র্যং মনুষ্যোচিতং যন্ন তদ্ধর্ম্মকৃত্যাকৃতং বৈকদাচিৎ।
নবাপিণ্ডদানং গয়ায়াং কৃতঞ্চ ক্ষমধ্বং সুরাযেমৃতা বান্ধবাশ্চ॥ ৪৩

মমবপুঃ শিবভাংহিগতং কদানিজজনোনয়তে মণিকর্ণিকাম্‌।
সুরনদী নিজপাপপ্রশান্তয়েহৃতমলাপিচযত্র সমাগতা ॥ ৪৪
মমদারসুতাঃ ক্বগতা জননী জনকোপি তথা মমচৈব গতিঃ।
ইতি সর্ব্বমসত্বস কাশিপুরীং মৃতমুক্তিকরীং শিবমেবভজ ॥ ৪৫
ইতিতুকাশিকাস্থিত শিবাদিকক্রতুভুজাংস্তবং কৃতমিমংময়া।
যদিনরঃ পঠেদ্ধতমলো ভবন্‌ ভববপুর্ভবেন্নসপুনর্ভবেৎ ॥ ৪৬
যদি কৃষ্টিজনস্য নতুষ্টিকরাঃ সুকৃতায়নকিং কবিতাঃ স্যুরিমাঃ।
শিবনাম কৃতেঃ শিবভক্তিমতাং নবৃথাশ্রম এষততোহি মম ॥ ৪৭

ইতি শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নকৃত কাশীস্থিত বিশ্বেশ্বরাদি নানা দেবতাস্তবরত্নং সমাপ্তম্‌ ॥

সুকবিতা কবিতাকবিসন্নিধৌ সুবনিতা বনিতা পতি সান্নিধৌ।
নচগুণী গুণবান্‌ ন্বিষদন্তিকে নসকলং সকলস্যচ বল্লভম্‌ ॥ ১

"প্রতীচ্য" জগতে "প্রাচ্য" ঊষা। *

-:০:-

য়ুনানী প্রমুখ তমসা-তটিনী-তটাবস্থিত কবিতা-নর্ত্তকী ঝঙ্কারিত পরিণতি-প্রাপ্ত জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত লোক শিক্ষার আদর্শৈক উত্তম ভূমি 'প্রতীচা' খণ্ড। অন্ততঃ দ্বি-সহস্র বৎসর 'কাব্য'-'শাস্ত্র'-বিনোদন সমাজ-সুশোভন উত্তম-ভূৎ সাধু সদাশয় এই পবিত্র "ভূ"-'সত্বার' কথা শিক্ষিত কেন্দ্র সকলে জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে গীতার পবিত্র কথা পবিত্র জ্ঞানের অবশ্য জ্ঞাতব্য "তত্বানু-সন্ধিৎসা"-বারে যাহা বলে তাহা "অব্যক্ত আদি এবং অব্যক্ত নিধন।" সুতরাং "ব্যক্ত-মধ্যই" সেই পবিত্র সত্বার কথঞ্চিৎ আভাস দেয় মাত্র। এই "ব্যক্ত-মধ্য" সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি জ্ঞাপনের এ সময় নহে, জাতীয় ইতিহাস সেই পবিত্র জাতায় সত্বার কথা চিরালঙ্কৃত সুবর্ণ অক্ষরে-স্থায়িরূপে, নিঃসংশয়িত ভাবে, চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই পবিত্র "ব্যক্ত-মধ্য" সত্বার ভিতর

* এই প্রবন্ধ মাননায় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি, এ মহোদয়ের উদ্যান বাটীতে স্বর্গীয় ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গ বিদ্যালয়ে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কোন হিন্দু সভায় শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রমুখ কয়েকটী শিক্ষিত মহোদয়ের সমক্ষে পঠিত হয়।

'আদি বা 'নিধন' বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এই সামান্য প্রবন্ধের সংস্রবে আদৌ নাই। অশেষ জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড ও পরিণতি প্রাপ্ত সর্ব্বশাস্ত্র শীর্ষ বহুজন বাঞ্ছিত-সর্ব্বত্র সুসমাদৃত দেব-ভাষৈক ললাম "হিন্দুস্থান"প্রমুখ সমগ্র "এসিয়া" খণ্ড"প্রাচ্য-নিকেতন" বলিয়া অভিহিত। এই পবিত্র সুবৃহৎ-ভূ-সত্বার পার্শ্বৈক চিরপূজ্য আর্য্যগণ নিসেবিত—"আনন্দ-কানন"—সন্তানগণ নিসেবিত উজ্জ্বল ভূখণ্ড যে গৌরবাত্মক জাতীয় জীবনের কথা জ্ঞাপন করে, যে মহীয়সী চিরাভীপ্সিতা অক্ষয় শক্তির কথা প্রচার করে, তাহা এই মনীষিগণ অধ্যুষিত ঋষিগণের পবিত্র অনুশীলন বিজৃম্ভিত কর্ম্ম কাণ্ডের একমাত্র আদর্শ নিকেতন "ভারত-বর্ষ"। প্রথিত নামা "ভরত" হইতে এই গৌরবাত্মক নাম করণ সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সত্বার সাময়িক বিড়ম্বনায় ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছে। আজি প্রতীচ্য মনীষিগণের নির্দ্দিষ্ট সুশৃঙ্খলা পরিচালিত অন্যথা গৌরবান্বিত 'দ্বি সহস্র'-বৎসরের প্রান্তেক বেলাতটে দণ্ডায়মান হইয়া তুষার মণ্ডিত হিমগিরি হইতে লুপ্তপ্রায় তৃণ শষ্প সুশোভিত দক্ষিণ ভূ-খণ্ডের প্রান্ত সীমা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিবার যেমন অনেক আছে; শিখিবার জন্য ভূরি ভূরি স্তূপীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থপতী-কার্য্য-মহিম-মণ্ডিত শাস্ত্রকথা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া কি এক অপরিজ্ঞাত পবিত্র ভাবে প্রণোদিত করে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহাদের ভাবিবার অবসর আসিয়াছে এবং ভাবিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। সুতরাং এখানে বুঝাইবার বিষয়ও নিতান্ত বিরল নহে। এই ভূ-খণ্ডের অতীত গৌরব মণ্ডিত ইতিহাস এইরূপ জাতীয় অধঃপতনের ঘটনা নিচয়ে সর্ব্বথা অলঙ্কৃত নহে। অগৌরবান্বিত 'অতীত' নিতান্ত পরিত্যাজ্য নহে-সেই জন্য বাত্যাবিহত ঘটনা-পটীয়সী তাণ্ডব-ভাব বিধুরিত জীর্ণ শীর্ণ তত্বানুসন্ধিৎসা-পরায়ণ অনেক-'বাহু'-'উদর'-'বক্ত্র'-'নেত্র' নানা বিকার বদন কোটীশ প্রমথগণ বিভিন্ন ভৌগোলিক জ্ঞানোদ্ভাসিত সাধক সমাজে এখনও সেই "ভগ্ন-স্তূপের" দেবাশ্রু-বিধৌত স্থপতী তলে অন্তর্নিহিত অন্তর জ্ঞানের আন্তরিক অনুশীলণ পরায়ণ উদ্যম-ভৃৎ রহিয়াছে। জগৎ স্তব্ধ ও বিস্ময় বিস্ফারিত ভাবে বিভোর হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় অপরিজ্ঞেয় প্রহেলিকা সমাকুল সমবায় উদ্গ্রীবতা লইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রাভিমুখীন গতির দিকে ছুটিয়াছে। সেই পবিত্র গতিই—"আলো"। তাহাই পবিত্র জাতীয় জীবনের "উষা"। যাহা তুমি অনুসন্ধান কর, যাহা পবিত্র শিক্ষানুমোদিত, যাহা পবিত্র পিপাসারূপে পবিত্র নির্ঝর বারির জন্য তোমাকে যেমন উৎসাহান্বিত করে, আমাকেও তদনুরূপ উৎসাহান্বিত করে, তাহাই "আলো"!—তাহাই ক্ষীণ দীপালোকে উৎকণ্ঠের-'আশা'

সুতরাং পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর তাহাই "উষা"! দূরবস্থিত নক্ষত্রালোকোদ্ভাসিত—চির নিভৃত-'আনন্দ-নিকেতনের" গৌরবাত্মক কেন্দ্রে বসিয়া তীর্থগুরু "সনাতন" ভগবদ্ধ্যানসঞ্জাত প্রেমের সৌম্য-মূর্ত্তি তীর্থাচার্য্য বলেন, বহিরনুশীলন উন্মেষণকারী অন্তরনুশীলন কেন্দ্র দৃশ্যতঃ অগৌরবান্বিত হইলেও সন্তানগণ, প্রকৃততত্ত্বানু-সন্ধিৎসা-হীন সন্তানগণ, যে আশঙ্কা করেন, কুজ্ঝটিকাসমাকুল-প্রায় নর্ত্তনকারী আবরণ দিবৌকস মার্গে প্রতি নিয়ত ঘুরিলেও সম্পূর্ণ আশঙ্কার সময় আইসে নাই,আসিতে পারে না,কখনও যে আসিতে পারে,তাহা বোধ হয় না। সংসারে সকল ত্রুটিরই শাস্ত্র বিহিত "সর্ব্ব বিদ-সমাকানুমোদিত সংশোধন পর্য্যায়" আছে। জাতীয় জীবনের পাদস্পৃষ্ট অবসাদ স্বাধিকার লাভে প্রেম প্রস্রবণ উদগীরণ করে। আপামর সাধারণ পবিত্র প্রভাত মলয়ে কুঞ্জবন উন্মেষিত 'বনদেবতালাপিত 'স্ব'-সঙ্গীতে বিভোর হইয়া স্বোচ্চার্যমান যশোগানে অনুপ্রাণিত হয়, দেবসঙ্গীত ভ্রমে কোন্ তাল-লয়-সমন্বিত কিন্নরাধ্যুষিত 'স্বপ্ন' রাজ্যে প্রয়াণ করে, দেববালা-নিসেবিত সঙ্গীত সুধাপান করে। জাতীয় জীবনের অবসাদ বা অধঃপতন বিবৃতি এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা ভাগ্যের পবিত্র প্রাক্তন বলে যে স্থানের অধিকার লাভে সক্ষম হইয়াছি,সেই "আনন্দ-কাননের" লুপ্ত-প্রায় অতীত স্মৃতি এখনও আমাদিগের কুটিলতাময় চাতুরী-জাল-বিড়ম্বিত হতাশ ভাবপূর্ণ জীবনে কখন কখন জাতীয় ভাব প্রণোদিত করে, অতীতের গৌরব মণ্ডিত স্বর-তাল সমন্বিত অপ্সরা বিনিন্দিত স্বপন-সুরে উন্মথিত করে।-আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই নহে যে পার্শ্বিক উন্নত গ্রীব-ক্ষুদ্র শক্তি "জাপের" প্রতীচ্য জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত গৌরবময় প্রতিষ্ঠার বিশ্লেষণ বা স্তুতি করি। ভারতাভিমানে বিক্ষুব্ধ প্রকৃত 'তত্ত্বানুসন্ধিৎসা পরায়ণের যে তাহা আদৌ থাকিতে পারে—আমি কোন মতেই বলিতে প্রস্তুত নহি। কোন প্রথিত নামা বর্ত্তমান যুগ উন্মথিত কারী কবি গর্ব্বিত বাক্যে, স্পর্দ্ধা সহকারে বলেন:—"চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,ভারত-সন্তান "তবে বলি তারে॥" আমিও এই পবিত্র বাক্যের-সম-প্রতিধ্বনি স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে—বাষ্পাকুল লোচনে বলি "বসে ভাবি অমা রেতে, কে মলিনা দীনা-বাজায় দূর অম্বরে এ ভীষণ বীণা"। ভারত সন্তান হইতে হইলে, আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, সে মলিন—বিকাশ উন্নত সত্ত্বার এই অগৌরবান্বিত কেন্দ্রের আদৌ লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না।

যে দেশে কবিগুরু "কালিদাস" জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার সুপবিত্র গভীর গবেষণা মূলে সম্মিলিত সাধক নিচয় কোন্ দূরবস্থিত স্বর্গীয়ালোকে অনু-

প্রাণিত হয়—যে দেশের সুগভীর অরণ্যানি মধ্যে বসিয়া নির্জ্জন নির্ঝর বাপিতটের প্রান্তৈক-নিকেতন-গৌরব-ঋষিশ্রেষ্ঠ "বাল্মীকি" রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, যে দেশে ব্যাসের ন্যায় চিন্তাশীল জাতীয় ইতিহাস লেখকের উদ্ভব হইয়াছিল, আমি বলি সেই দেশ ভৌগোলিক পরাধীনতায় অবসন্ন হইলেও নিশাবসানে যে 'উষা' ঘণ্টা নিনাদিত হয়, বহির্বিজ্ঞান সেই চিরঈপ্সিত জড় বিজ্ঞানের প্রতিধ্বনি মাত্র। সেই "প্রতিধ্বনি" অধুনাতন প্রতীচ্য জাতিকে কি এক দুর্ভেদ্য অবাঙ্মানস-গোচর উচ্চ ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কোন্ কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি—কোন্ কেন্দ্রাপসারিণী গতি এক অননুভূত মানদণ্ডের কর্ম্ম-ক্রমে বিশদ জ্ঞাননেত্রে এক সমপ্রাণতা আনিয়াছে-আমরা তাহাকে প্রতীচ্য-প্রাচ্য-অশরীরি সমবায় সমন্বয় "বলি। তাহাই মানব প্রকৃতির "আণবিক-সংহতি।" এই আণবিক সংহতি শিক্ষা কেন্দ্রের সমাহার-শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে। কবি গাহিয়াছেন:—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"।

এই পবিত্র মানব-প্রকৃতির আণবিক-সংহতি দেখিয়া কবি-প্রধান-মধুসূদন সদর্পে বলিয়াছিলেন-"রচিব মধুচক্র-গৌড়জন-যাহে-আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" এই পবিত্র আণবিক-সংহতি অন্যথা "অলক্ষিত" হইলেও নিতান্ত "অবারিত" বা "অশান্তি-প্রদ" "নহে,কেননা,এই মানব-সমাজোদ্ভাসিত "আণবিক" সংহতি" বিস্তীর্ণ কেন্দ্রে যে জাতীয় ভাবের উন্মেষণ করে,যে পবিত্র জ্ঞানানুশীলন সত্ত্বায় অসংখ্য প্রাণী নিচয়কে সমশৃঙ্খলিত করে, সেখানে-আমি যতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, আমি "নিঃশঙ্কচিত্তে" বলিতে পারি,'সেখানে' জেতৃ বিজিতের বড় একটা 'বিষম ভাব নাই' 'সবই' 'সম', সবই সরল, কেবল বুঝিবার শক্তি এবং আপেক্ষিক গুরুত্বের মানানুক্রমে বিজড়িত সামাজিক ত্যাগস্বীকার মাত্র। এই বিশ্বজনীন ত্যাগ স্বীকারে, মহতের উদার জীবনের, সাধকের সাধনীয় প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত রহিয়াছে। সত্যবটে এই ত্যাগ স্বীকার জাতীয় ইতিহাসের, জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি বা আকস্মিক অবসাদ নিচয়ের প্রতিভাত জীবন্ত ছবি। আমি বলি, তথাপি, তাহা সময় চক্রস্থিত'—প্রতিক্ষেপ-প্রতিরোধ শূন্য। সুতরাং কেন্দ্রানুমোদিত, অন্যথা গৌরবান্বিত না হইলেও কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। ইতিহাসের বিশেষ২স্থল অনুসন্ধান করিলে এই জাতীয় জীবনের বিকসিত "কুসুম" চছটা সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহা অনায়াসে নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। কালচক্রের বিচিত্র বিঘূর্ণন ইহা আবার পক্ষান্তরে এইরূপ নিঃসংশয়িত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, পুনঃ পুনঃ চক্রে বিঘূর্ণনে যে কোন্ অনন্যের নিতান্ত সাধনীয়

অনুসন্ধিৎসা-ছকে আমাদিগকে সমবেত করিবে, তাহা ভাবিতে হইলে বা বুঝাইতে হইলে "অতীতের অনেক "অশান্তি প্রদ" "অশ্রু-লিপির" – অনুশীলন করিতে হয়। সাধ যায়! কুহকিনী 'আশা' ব্যাকুলতা সহকারে উন্মথিত করে, কিন্তু ঘূর্ণ্যমান সসীম-জীবন্ত-কর্ত্তব্য-পরায়ণতা তাহা করিতে দেয়না, বিধি বিহিত বিধানে করিবার অবসরই নাই। যদি এই ঘূর্ণ্যমান অপ্রতিহত 'উত্থান'-'পতন,-ক্রম "চক্র বিঘূর্ণীত"-আবর্ত্তে চিরদিন সমভাবে-সর্ব্বতোমুখ প্রেম-প্রবণতায় যাতায়াত করে, যদি অবসাদ-উন্মেষিত-অভ্যুদয়ে গৌরবান্বিত হয়, আমি বলিতে পারিনা "প্রাচ্য-উষা" "প্রতীচ্য জগৎ কে" কিজন্য গৌরবান্বিত করিবে না। দেখিবার মত দেখিতে পারিলে-সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতে পারে "গৌরবাত্মক অতীতই" গৌরবাত্মক বর্ত্তমানকে আনয়ন করিয়াছে-অথবা জাতীয় জীবনের বহির্মুখীন অধঃপতন ছবিকে বিশ্ব-ছকেখাড়া করিয়াছে! আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি অব্যক্ত আদি এবং অব্যক্ত নিধন "ব্যক্ত মধ্যকে" এমনই মধ্যস্থলে রাখিয়াছে যে কবি স্থানান্তরে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বলিয়াছেন :—

"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষ্যেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্" ॥

যে জাতীয় সঙ্গীতে "আনন্দ কানন" প্রতিনিয়ত ঝঙ্কারিত হইত, সে আনন্দ কাননের ধ্বংসাবশেষ স্তূপ আছে বটে সুর, লয়, তাল, মান, 'প্রতিধ্বনিকে' আকাশে অসাময়িক উদ্বেলিত অবিকৃত ভাবে ঠিক রাখিয়াছে কি না—তাহা এই অষ্টবিংশতি কলিযুগের অষ্টম মনুর প্রক্রমণ পর্য্যায়ে সপ্তম মনুর অধিকার কালে ঠিক্ বলিতে পরিলাম না। এই পরিবর্ত্তন কেন আসিল—কে বলিবে? এ পরিবর্ত্তন বা কিসের জন্য আসিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমাদিগের ভাবিবার শক্তি খুব কম্। বুঝাইয়া বলিবার শক্তি সে পরিমাণে নিতান্ত কম্ নহে।

তথাপি শৃঙ্খলাবদ্ধ সসীমতা আমাদিগকে সাময়িক কর্ত্তব্য কর্ম্ম তৎপরতায় এক প্রকার ঠিক সজীব রাখিয়াছে। এই চির পরিচিত "আনন্দ কাননে" এখনও নিদ্রিত কবির কবিতা উচ্ছসিত হয়, এখনও পবিত্র সেই কবিতার পবিত্র শরীরি প্রতিধ্বনি কাননান্তরে ঝঙ্কারিত হয়, দূর কাননে ক্রীড়া-পরায়ণ বায়ু-তরঙ্গের মলয় উল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া নৈশ গগনে মিশিয়া যায়! বংশানুক্রমিক গুণ কর্ম্ম বিভাগ প্রহেলিকোদ্ভাসিত অলোকসামান্য স্বপতী কার্য্যে প্রাণ শূন্য জীবনেও জীবনী শক্তির সঞ্চার করে:—আমি জয়দেবের পবিত্র সঙ্গীতে এই

ক্ষুদ্ৰ প্ৰবন্ধেৰ উপসংহাৰ কৰিলাম। "আনন্দ কানন" ঝঙ্কাৰিত হউক, বিড়াম্বিত অসাৰ জীবন ক্ষণ কালেৰ জন্য অনুপ্ৰাণিত হউক :—

১।

প্ৰলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্ৰ চৰিত্ৰ মখেদং
কেশব ধৃত-মীন শৰীৰ-ৰূপ
জয় জগদীশ হৰে!!

২।

ক্ষিতিৰিহ বিপুলতৰে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধৰণী ধৰণ কিণ চক্ৰ গৰিষ্ঠে
কেশব ধৃত 'কচ্ছপ' ৰূপ জয় জগদীশ হৰে!!

৩।

বসতি দশন শিখৰে ধৰণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেবৰ নিমগ্না
কেশব ধৃত 'শূকৰ'ৰূপ জয় জগদীশ হৰে!!"

৪।

তব কৰ কমল বৰে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিৰণ্য কশিপু তনু ভৃঙ্গং
কেশব ধৃত নৰহৰি ৰূপ
জয় জগদীশ হৰে!!

৫।

"ছলয়সি বিক্ৰমেণ বলিমদ্ভুত বামন
পদ-নখ-নীৰ জনিত জন পাবন
কেশব ধৃত বামন ৰূপ
জয় জগদীশ হৰে!!

৬।

ক্ষত্ৰিয় ৰুধিৰ ময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং
কেশব ধৃত ভৃগুপতি ৰূপ
জয় জগদীশ হৰে!!

৭।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখ মৌলি বলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে!!

৮।

বহসি বপুষি বিশদে
বসনং জলদাভং
হলহতি ভীতি
মিলিত যমুনাভং
কেশব ধৃত হলধর রূপ
জয় জগদীশ হরে!!

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে!!

১০।

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি "করবালং"
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত 'কল্কি' শরীর
জয় জগদীশ হরে!!
শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং
কেশব ধৃত দশবিধ রূপ
জয় জগদীশ হরে!!

এই সঙ্গে "রুচিবিকার শীর্ষক" কবিতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিবেন। এবং আমারও এই পবিত্র সঙ্গীতের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জাতীয় সঙ্গীতের অংশৈকোদ্দেশে বলিতে পারি:—

"হের-দেখ! ঐ দূর সিন্ধু পারে
জেগেছে—'ভারত'! নবজ্ঞান বলে
"বিশ্ব-প্রকৃতির" জাগরণ মাঝে
"তুমি 'মা' কেবল ঘুমায়ে অজ্ঞান"।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ—
কাশীধাম

জীব ও মন।

শিবই জীব হইয়াছেন। কালী, দুর্গা, ব্রহ্মা, মহামায়া সকলই তিনি। তিনি কখন পুরুষ কখন স্ত্রী। তিনিই পুরুষ, প্রকৃতি। কখন সাকার কখনও নিরাকার, তিনিই মায়ার পোষাক পরিয়াছেন। আপনি আপনাকে ভোজবাজী দেখাইতেছেন এবং আপনার বাজি দেখিয়া আবার আপনি মুগ্ধ হইতেছেন। এই প্রকার তাঁহার খেলা। আপনি পুত্র হইয়া আপনার মুখ দেখিয়া আপনি আনন্দিত হইতেছেন, আবার পুত্রের বিয়োগে আপনিই কাতর হইতেছেন। গোলাপ হইতেছেন এবং গোলাপের রূপ দেখিয়া আপনিই মুগ্ধ হইতেছেন। নদীর তরঙ্গ হইয়াছেন, বাঁশীর সুর হইয়াছেন—বাঁশীর সুর নদীর তরঙ্গে মিশিয়া নৃত্য করিতেছে, সেই নৃত্য দেখিয়া আপনিই মোহিত হইতেছেন। চন্দ্র, তারকা হইয়াছেন—ঐ চন্দ্র, তারকা নদীর তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং 'উহা নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নাচিতেছে' দেখিয়া আপনিই বিভোর হইতেছেন। এই মায়িক জগতে যাহা দেখা যায় সকলই তিনি। তিনি ব্যতীত এ মায়িক জগতে আর কিছুই নাই। তিনি স্বয়ংই যাজ্ঞিকের বিষয় বলিয়াছেন ;—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

অর্থাৎ অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নিও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম অর্থাৎ হোতা ব্রহ্ম এবং হোম ব্রহ্ম ; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এই প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তিনি কর্ম্ম রূপে কর্ম্ম দ্বারা নিজেই ব্রহ্ম হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মায়ার পোষাক খুলিয়া গিয়াছে, খেলা সাঙ্গ হইয়াছে।

ব্রহ্মের দুই অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ অবস্থা হইতেই এই মায়িক জগৎ হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মই এই মায়িক জগতে ভোজবাজি দেখাইতেছেন। স্থির জলাশয়ে, একটা প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তরঙ্গ উঠিবে। উপরে পূর্ণ চন্দ্র উঠিয়াছে—স্থির জলাশয়ে এক চন্দ্র দেখাইতেছিল, কিন্তু প্রস্তর নিক্ষেপের নিমিত্ত এখন উহা নানা ভাগে বিভক্ত দেখাইতেছে। চন্দ্র এক কিন্তু জলে তাহার প্রতি-বিম্ব। তাহার প্রতিবিম্বকেই খণ্ড দেখাইতেছে, বাস্তবিক উহা খণ্ড নহে। এই জগৎ একের সত্তা মাত্র; সেই এক হইতেই উদ্ভূত। ব্রহ্মময়ী রূপ মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, সুতরাং তাহাকেই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড দেখাইতেছে। প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে সুতরাং জীব নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত বাজি দেখিতেছে। জলাশয় স্থির হইলে চন্দ্র এক দেখা যাইবে। মনস্থির হইলেও সমস্ত এক বোধ হইবে। তখন আর দ্বৈত ভাব থাকিবে না।

এখন সেই স্থির টুকু ধর, সকল আপদ যাইবে। আর বাসনা কেন? তোমার বাসনা কি পূর্ণ হয় নাই? এতদিন বিষয় ভোগ করিয়া বাসনার শান্তি হইল না! এখনও মন চঞ্চল! কামনার শান্তি হইলে মনের চাঞ্চল্য যাইবে। তোমার বাসনার কি শান্তি হইবে না? রূপ দেখিয়া অনেক প্রকারে ভোগ করিয়া তোমার কি এখনও তৃষ্ণা গেল না? চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছ, যাহাতে একের সুখ তাহাতে অন্যের দুঃখ—আবার যাহাতে একের দুঃখ তাহাতে অন্যের সুখ; এবং ইহাও দেখিতেছ যাঁহার মন সেই একেতে স্থির তাঁহার মন বাহিরের গোলমালে চঞ্চল নহে। এই প্রকার দেখিয়া শুনিয়াও কেন মনকে চঞ্চল করিতেছ? সেই স্থির টুকু ধর। এ যাহা দেখিতেছ তাহা মায়া, ভ্রম, যাহা নাই তাহার জন্য মন চঞ্চল কর কেন? সর্প নাই অথচ রজ্জুতে সর্প ভ্রম!! যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব, স্বীকার কর কেন? ব্রহ্মময়ীর সেই জ্যোতির দিকে লক্ষ্য কর—আর মায়া ভ্রম, থাকিবে না। মায়ার পোষাক আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িবে। সে তেজে আর তাহা দেখা যাইবে না। অন্ধকার রাত্রিতে অনেক নক্ষত্র দেখা যায়, কিন্তু পূর্ণিমা রাত্রিতে আকাশে আর সে প্রকার নক্ষত্র দেখা যায় না। সেই প্রকার ব্রহ্মময়ীর জ্যোতি দেখিবার জন্য চেষ্টা কর। সে জ্যোতি দেখিলে আর কিছুই থাকিবে না, আলো হইলে অন্ধকার আর থাকে না। এখন মায়ার পোষাক পরিত্যাগ কর। মন চঞ্চল হইলে এই প্রকার ভ্রম দৃষ্টি হইয়া থাকে। মনের খেল ভাঙ্গিয়া গেলে এই প্রকার বিজীবিকা আর দেখিতে পাইবে না।

ওহে জীব, যাহার শান্তি নাই, সেই বাসনার জন্য কেন লালায়িত হইতেছ? কেন প্রলোভনে মুগ্ধ হইতেছ? বিবেকের কথা শুন। বিবেক যাহা বলিবে তদনুসারে কার্য্য কর। তোমার ত জ্ঞান হইয়াছে, ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছ। তবে বিবেকের কথা শুনিতেছ না কেন? সকল কার্য্যে বিবেক একবার মাত্র বলিয়া দেয়, "এ কার্য্য কর আর ও কার্য্য করিও না। এ কার্য্য করিলে তোমার ভাল হইবে, আর ও কার্য্য করিলে তোমার মন্দ হইবে।" তাহার কথা শুন, তোমার ভাল হইবে। তাহা না শুনিলে মায়ার পোষাক ত্যাগ হইবে না। মায়ার দ্বারাই মায়ার নাশ কর। মন চঞ্চল হইলে শান্তি পাইবে না। মন চঞ্চল হইলে নানা প্রকার বাসনার উদয় হইয়া থাকে। সকল কামনা ত্যাগ করিয়া স্পৃহা শূন্য হও, মমতা শূন্য হও অর্থাৎ উহা কমবেশী করিও না, সকলকে এক ভাবে দেখ, অহঙ্কার করিও না, শান্তি পাইবে। ভগবান কহিতেছেন;—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কার স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

মনের চঞ্চলতা যাইলেই মায়া দূর হয়। মায়ার পোষাক খুলিয়া যাইলেই আর দ্বৈত কিছুই থাকে না। কিছু নাই—তবে জীব কাঁদিতেছে কেন? তোমার চক্ষে জল কেন? কেন এ প্রকার কাতর হইয়াছ? তোমাকে কি কেহ মারিয়াছে? কেহ কে? কেহ কি পুত্র? পুত্র কি তোমার? তবে পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর পড় নাই?

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

সকল ভোক্ত ব্যক্তি! মনের চঞ্চল অবস্থার জন্য এ প্রকার দ্বৈত বোধ হইতেছে, নতুবা সকল এক। এক ব্যতীত দুই নাই। সকল স্থানেই সেই একই বিরাজ করিতেছেন। এ সকল কিছু নয়। তবে তোমার চক্ষে জল কেন? স্বপ্নের কথা মনে নাই? তুমি একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলে—স্বপ্নে তুমি তিনটী উপযুক্ত পুত্র পাইয়াছিলে। সেই স্বপ্ন অবস্থায় অত্যন্ত আনন্দ ভোগ করিয়াছিলে। কালক্রমে স্বপ্ন অবস্থায় সেই পুত্র সকলকেই হারাইয়াছিলে! এখন বল দেখি তুমি কাহার জন্য শোক করিবে? স্বপ্নের সেই সকল পুত্রের জন্য না এই পুত্রের

জন্য ? কাহার জন্য শোক করিবে ? যাহা কিছুই নহে, তাহার জন্য শোক করা বৃথা; যাহা তোমার (সেই তুমি) তাহার ত বিনাশ নাই। এই প্রকার চঞ্চল ভাব ত্যাগ করিয়া সেই স্থিরের দিকে অগ্রসর হও। অবশেষে তুমি জ্যোতি দেখিতে পাইবে। সে তোমারই জ্যোতি। এখন মায়ার পোষাক রহিয়াছে তাই জানিতে পারিতেছ না। সেই তেজে তুমি আর মায়া দেখিতে পাইবে না। সেই স্থির টুকু ধর। তোমার—যাহা সেই তুমি তাহার ধ্বংস নাই। ভগবৎ বাক্য স্মরণ রাখ

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥
অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোয়মবিকার্য্যোয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥ শ্লোক ২য় অঃ।

এই রূপ ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন। অতএব শোক ত্যাগ কর। চঞ্চলতা দূর কর। চঞ্চল ভাব যাইলে শোক থাকিবে না এবং অন্য বাসনাও থাকিবে না। মনকে স্থির কর।

ওহে জীব প্রাণ রূপ মহাসমুদ্রে ঐ প্রকার বিকার রূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করিও না—তাহা হইলে তরঙ্গ উঠিবে। প্রাণ বিকারযুক্ত হইলে মন উপাধি গ্রহণ করে। এই মন লইয়াই সকল। সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, সু, কু, ইত্যাদি সকলই এই একমাত্র মন লইয়া। যাহার মন নাই, তাহার কিছুই জ্ঞান নাই অর্থাৎ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। এই মনকে এক বিষয়ে লিপ্ত করিতে পারিলেই সকল গোল ঘুচিয়া যায়। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীরা সুখী; কারণ তাঁহাদিগের মন এক বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন; সুতরাং তাঁহারা সুখী। যোগী নিজের মনকে একদিকে লিপ্ত করিয়াছেন, বাহ্য কোন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য নাই, উলঙ্গ নদীর কিনারায় বসিয়া আছেন, যদি কেহ কিছু খাইতে দেন, তাহা হইলে ভক্ষণ করেন, ভক্ষ্য দ্রব্যের জন্য কোন আগ্রহ নাই। কত যুবতী আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে অবস্থা ছিল, এখনও তাঁহার সেই অবস্থা। তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না। কথা কহিলে মন চঞ্চল হইয়া আর এক বিষয়ে লিপ্ত হইবে, সুতরাং কথা বন্ধ করিয়াছেন। অনাবৃত গাত্রে দুরন্ত শীতের সময় নদীর কিনারায় বসিয়া থাকা কি সহজ ব্যাপার ? কিন্তু যোগীর পক্ষে সহজ; কারণ তাঁহার মন অন্যদিকে লিপ্ত; শীতের প্রতি তাঁহার মন

নাই। মন যদি শীতের দিকে না রহিল, তাহা হইলে শীত কে ভোগ করিবে? তাঁহার মন চঞ্চল নয়, স্থির সুতরাং শীতও নাই। ইহা দেখিয়াও ভ্রম।

মনেই সুখ—আবার ঐ এক মনেই দুঃখ। একজন মৎস্য ব্যবসায়ী, তাহার মৎস্য বিক্রয় করিয়া আপন বাটীতে ফিরিয়া যাইতেছিল। পথে রাত্রি হওয়াতে সে কোন একটী ভদ্রলোকের বাগান বাটীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রা না হওয়ায় সে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল; পরে সে কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিল যে, নিকটবর্ত্তী বেল ফুলের গন্ধে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে। এই প্রকার স্থির করিয়া সে ঐ বাগান বাটীর আর এক প্রান্তে তাহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইল এবং তাহার আমিষের পাত্রটী সম্মুখে রাখিয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বে তাহার গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল। যদি কোন ভদ্রলোককে ঐ প্রকার স্থানে শুইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার নিদ্রা ত হইত না বরং তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইত। ঐ এক মনই পাত্র ভেদে বিকার যুক্ত হয়। সুতরাং সুখ, দুঃখ মানসিক ব্যাপার।

মনেই বাসনার উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনা চরিতার্থ করিতে না পারিলে মনে অশান্তির উদয় হয়। মন নিত্য নিত্য নূতন সামগ্রী চায়, এক সামগ্রীতে চিরদিন আনন্দ পায় না। জগতের বাহ্য শোভায় এবং আহার বিহারে মনের ক্ষণিক শান্তি হয় বটে, কিন্তু চিরকাল তাহাতে মন শান্তি পায় না এবং চিরকাল একরূপ ভালও বাসে না। মন সহজে বিকারগ্রস্ত হয় দেখিয়া সাধুরা মনকে সেই পরমাত্মার চিন্তায় সর্ব্বদা নিযুক্ত করিয়া রাখেন এবং ক্রমে ক্রমে বাহ্য সৌন্দর্য্য হইতে মনকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। মনও সর্ব্বদা কার্য্য অনুসন্ধান করে, সে কখনও অলস হইয়া স্থির থাকিতে পারে না, ইহাই তাহার স্বভাব। সাধুগণ এই কারণে মনকে সর্ব্বদা সৎ-কার্য্যে লিপ্ত রাখেন।

সংসারের বাহ্য সৌন্দর্য্যে এবং আহার বিহারের দ্বারা মনের সময়ে সময়ে অবসাদ হয় কারণ একই জিনিষ সে চায় না ও ভালবাসে না। ঈশ্বর চিন্তায় মনের অবসাদ নাই, যতই অগ্রসর হইবে ততই আনন্দ। সাধুরা ঐ দুরন্ত মনকে নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তায় নিয়োজিত রাখেন এবং সেই স্থির টুকু ধরিতে অগ্রসর হন। ঐই উপায়ে জীব শিব হয়, তাহার মায়ার পোষাক খুলিয়া যায়। হে জীব, আর কেন, তুমিও মায়িক পোষাক দূর করিবার চেষ্টা কর এবং কামনা-বিহীন হইয়া শান্তি উপভোগ কর। কতবার কত প্রকার পোষাক পরে কত খেলা

খেলিয়াছ, তাহা কি মনে হয় না? কখন সাপের পোষাকে, কখনও বাঘের পোষাকে, কখনও রাজার পোষাকে, কখনও ভিখারীর পোষাকে কত সুখ, কত দুঃখ ভোগ করিয়াছ, ভবের রঙ্গ ভূমিতে কত রকম বেশে, কত রকম শরীরে, কত খেলা খেলিয়াছ, তথাপি এখনও পর্য্যন্ত কি তোমার খেলা সাঙ্গ হয় না!! আর কেন? যদি খেলা সাঙ্গ হইয়া থাকে তাহা হইলে মুখে বল " শিবোঽহম্ "।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শোক শান্তি—মূল কথা।

———:০:———

শোকের শেষ কথা—মৃত্যু। সকলেই মৃত্যু ভয়গ্রস্ত, সর্ব্ব প্রকার শোকের শেষ কথা মৃত্যু। শোক-শান্তি জীবের উদ্দেশ্য। মৃত্যু জয় জীবের বাঞ্ছনীয়; অমর হইতে পারিলে সকলেই অমর হইতে চায়। সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিই অমরত্ব। শোকের মূল কোথায়? মূল ধরিয়া ছেদন করিতে হইবে নতুবা ক্ষণিক নিবৃত্তিতে শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই। পঞ্চভূতে গড়া দেহ এবং মন বুদ্ধি অহং এই আট প্রকৃতি জড়। জড়ের সুখ দুঃখ নাই—শোক মোহ নাই। আর আত্মা সুখ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য—ইঁহাতেও শোক নাই। দেহ জড়—আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মা ও দেহের মিশ্রণ হইলে যাহা হয়, তাহাতেই যত প্রকার দুঃখ উঠে। জড়ের সহিত চৈতন্যের মিশ্রণ হয় না সত্য—কারণ জলের সহিত জল মিশে, সমান পদার্থ বলিয়া। জলের সহিত আকাশ মিশে না বিষম পদার্থ বলিয়া। চৈতন্য ও জড় এক পদার্থ নহে, মিশিতে পারে না। কিন্তু কোন অদ্ভুত কৌশলে চৈতন্য জড়কে স্বীকার করেন, আত্মা দেহকে "আমার আমি" করেন। ইহা হয় অভিমানে, ইহা হয় অহং জ্ঞানে। " দেহই অহং " এই অভিমানে চৈতন্যের আপন স্বরূপ ভুল হয়। নিজের নিজত্ব ছাড়িয়া যখন জড়ে নিজত্ব আরোপ করেন, তখন জড়ের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় এবং এই ভ্রম হইবামাত্র শোক উৎপন্ন হয়। দেখা গেল " অহং " বোধটাই সমস্ত শোকের মূল। অভিমানই শোকের প্রসূতি। যাহাতে যাহাতে অহং অভিমান করা হইয়াছে, তাহা হইতে অহং অভিমান তুলিয়া লইয়া চৈতন্যে অহং স্থাপন করিতে পারিলেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়। জড় অহং নহে অহং চৈতন্য—অহং আত্মা অহং সচ্চিদানন্দ।

"সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাবান্।" জীব যখন আপন স্বরূপে যাইবে তখন দেখিবে সে জীব নহে, সে পরমাত্মা। এই একত্ব জ্ঞানে শোক শান্তি। অভিমান হইতেই সমস্ত শোক। অভিমান ক্ষয়ে শোক নাশ। অভিমান যায় কিসে? চক্ষু চাও—দেখিবে, সম্মুখে বিশাল প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে। "অহং" বোধেই বাহিরের বস্তু দেখা যায়। এই দেহটা আমি এই বোধ যেন সর্ব্বদা আছে। তবে অহং বোধ যাইবে কি রূপে? যদি অহং বোধ শূন্য অবস্থা কাহারও হয় তবে সেই মানুষ বুঝিতে পারে অভিমান শূন্য ব্যাপারটা কি?

অহং-শূন্য অবস্থা কখনও কি হয়? মোটা ভাবে দেখা যাউক। স্বপ্ন দেখা যাইতেছে। মন কত কি দেখিতেছে, আর আত্মা দ্রষ্টা স্বরূপে আছেন। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহাতে যেন কিছু একটা পাই—তাই জগতে যাহা দেখি তাহার সহিত উহার প্রভেদ আছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে স্মরণ করিয়া বলিতে হয়, কি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু যখন স্বপ্নকালে উহারা সম্মুখে নাচিতেছিল তখন, দর্শনটা কিরূপ হইতেছিল বলিবার ত জো নাই। কারণ স্বপ্ন কালে "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" মত আত্মার উপর তরঙ্গ উঠে। মন কত রঙ্গ করে, আত্মা পৃথক থাকেন, অভিমান শূন্য থাকেন। কাজেই স্বপ্নের স্মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শোকের প্রকাশ থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় মন শোক করিয়াও থাকে, তথাপি আত্মার অভিমান থাকে না বলিয়া সে শোক অনুভূত হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যখন জাগ্রত অভিমান আইসে, তখন ঐ অভিমানে শোক প্রকাশ হয়। স্বপ্নে এক প্রকার অভিমান থাকে, তাহা জাগ্রতের অভিমান হইতে পৃথক্—আবার সুষুপ্তিতে প্রকৃতি আপনিই নাচিয়া নাচিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়, কি এক অব্যক্ত অবস্থা তখন হয়, তাহা বলা যায় না। এ অবস্থাতে আত্মা অভিমানশূন্য থাকেন, কিন্তু ইহা স্থূল অভিমান নহে সূক্ষ্ম অভিমান।

যাক্ আভাস পাওয়া গেল অভিমানশূন্য অবস্থা কি। জাগ্রত অবস্থায় সাধনা কালে মনে যে সমস্ত খেলা উঠিতেছে, মনে যে সমস্ত সংস্কার জাগিতেছে, যিনি উহাদের দ্রষ্টা স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন তিনিই আত্মা। মন কখনও তমো আচ্ছন্ন কখন, রজ ভাবে নৃত্য করে, কখন সত্ব ভাবে আনন্দ করে, যিনি এই তিন অবস্থার দ্রষ্টা, যিনি জানেন তম রজ সত্ব কাহারও সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, তিনিই চৈতন্য রূপী, তিনিই অভিমানশূন্য আত্মা!!!

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম এ।

মহামণ্ডল কমিটীর মন্তব্য।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রোবিজনাল কমিটি। তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর সন ১৯০৫ ইং।

১ম মন্তব্য। শ্রীদরবার আলোয়ার ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা এই বিরাট ধর্ম্ম সভার সংরক্ষক পদ স্বীকার করিয়াছেন ইহা শ্রীদরবারের প্রাইভেট সেক্রেটরি মহাশয়ের পত্রে অবগত হওয়া গেল। এই নিমিত্ত মহামণ্ডল দরবারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই মন্তব্যটীর নকল আলোয়ার রাজ্যের সেক্রেটরি মহোদয়ের দ্বারা মহারাজকে জ্ঞাপন করা হউক।

(২) শৈলানা ধর্ম্মসভার মন্ত্রী মহাশয়ের পত্রদ্বারা বিদিত হওয়া গেল যে শ্রীদরবার দেওয়াস (বড় পংক্তিওয়ালা) উক্ত রাজ্যের ধর্ম্মসভায় সকলের সমক্ষে মহামণ্ডলের সংরক্ষক পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ঐ মন্তব্য দেওয়াসের শ্রীদরবারে প্রেরণ করা হউক।

(৩) ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কোন একটী মহাসভার নিমিত্ত মহামণ্ডলের অনেক সভ্যের কাশীধামে একত্র হইবার সম্ভব আছে। সেই সুঅবসরে যদি মহামণ্ডলের একটী অধিবেশন হয় এবং তাহাতে শ্রীশারদামণ্ডলাদি আবশ্যকীয় বিষয়ের সম্বন্ধে যদি পরামর্শ স্থির করা যায়, তবে বড় ভাল হয়। অতএব শ্রীমান্ পণ্ডিত গোপীনাথজী মহাশয়কে অবগত করা হউক যে ঐ সকল আবশ্যক কার্য্য শ্রীমান্ প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যেন সম্পাদিত হয়।

(৪) জানুয়ারি মাসের প্রথমে প্রয়াগের কুম্ভ মেলার সময়ে অনেক ধর্ম্মাচার্য্য, সাধু, সন্ত, রাজা, মহারাজা, এবং মহামণ্ডলের অনেক সভ্য মহোদয় উক্ত তীর্থে শুভাগমন করিবেন। অতএব সেই সময় যদি মহামণ্ডলের আর একটী অধিবেশন হয়, তবে কি প্রকার সভা হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থা প্রণালী ও কার্য্য প্রণালীর জন্য শ্রীমান্ মাননীয় প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে মন্তব্য নিশ্চয় করা উচিত।

(৫) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য এবং মহামণ্ডল রিপোর্ট এই উভয় গ্রন্থই ছাপাইয়া অক্টোবর মাসের মধ্যেই প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে কাশী এবং প্রয়াগের অধিবেশনের অনেক সুবিধা হইবে। এই মন্তব্যের নকল কাশী কার্য্যা-

লয়ে প্রেরিত হউক। রহস্য কাশী সভায় এবং রিপোর্ট প্রয়াগ সভায় সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত করা হইবে।

(৬) কাশীর ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা আরও টাকা ঋণ চাহিয়াছেন। উক্ত সভাকে ঋণ দিবার পূর্ব্বে শ্রীস্বামীজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করা হউক যথাসাধ্য উক্ত সভা স্বয়ং, কলিকাতার শ্রীকেদার নাথ মিত্রের নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করুন। যদি আপোষে নিষ্পত্তি না হয় তবে সভার প্রার্থনানুসারে তাহার সাহায্য করা হউক।

(৭) ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ধর্ম্মনিকেতন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মহামণ্ডলের মেম্বরী হইতে একহাজার পঞ্চাশ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, আরও ৩।৪ হাজার টাকা দিলে ঐ বাটী কার্য্যোপযোগী হইবে। এই নিমিত্ত চাঁদা আদায় করিবার নিমিত্ত স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

(৮) ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভাকে অবগত করা হউক যে এরূপ ভাবে ধর্ম্মনিকেতন প্রস্তুত করা হউক যাহাতে বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে, বুক-ডিপো এবং প্রেসের কার্য্যে সুবিধা হয় এবং মহামণ্ডলের ছাপাই বিভাগের কার্য্যালয় যাহা উক্ত কার্য্যে সদা সম্বন্ধযুক্ত থাকিবে তাহার কার্য্যালয় রাখিবার ব্যবস্থা উক্ত বাটীতে হইতে পারে এবং বক্তৃতার জন্য হলও ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বক্তৃতা করিবারও সুবিধা হয়।

(৯) মহামণ্ডল ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভাকে সংস্কৃত এবং সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত এরূপ ভাবে যত্ন করিয়া থাকেন, যাহাতে উহার ধর্ম্ম ও সৎকীর্ত্তি স্থায়ী থাকিতে পারে, এবং কাশীতে একটী উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইতে পারে। মহামণ্ডল যে বিনাসুদে উক্ত সভাকে ধনদ্বারা সহায়তা করিতেছেন এবং মহামণ্ডলের ছাপাই বিভাগের কার্য্য যে ঐ প্রেসে সমর্পিত হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে উক্ত সভা এক আদর্শ ধর্ম্মসভা গঠন করিয়া ছাপাই এবং পুস্তক প্রচারাদি কার্য্য দ্বারা মহামণ্ডলের সহায়ক হইতে পারিবেন। এবং এই কারণেই শ্রীমান পণ্ডিত গোপীনাথজীর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির সহায়তাও উক্ত সভাকে প্রদত্ত হইয়াছে। একথা উক্ত সভার সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

(১০) উক্ত সভার যে কিছু মূলধন আছে তাহার দ্বারা এবং প্রেসের লাভের দ্বারা সভা বেদ-বিদ্যালয়কে উত্তম রূপে চালাইতে পারেন এবং যদি বুকডিপোর কার্য্যে উন্নতি হয়, তবে উহার লাভেও মহামণ্ডল বিদ্যা প্রচারার্থ কিছু সহায়তা স্বতন্ত্র দান করিবেন।

(১১) এই সকল রিজোলিউসনের নকল অর্থাৎ যে সমস্ত রিজোলিউসন ভারত বর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্বন্ধে আছে, সেই সকল শ্রীমান পণ্ডিত গোপীনাথজী মহাশয়ের দ্বারা উক্ত সভায় প্রেরিত হউক। এবং ঐ সকল মন্তব্য উক্ত সভার দ্বারা স্বীকৃত করান হউক।

(১২) যুবরাজ শ্রীমান প্রিন্স অব্ ওয়েল্স আপনার সহধর্ম্মিণীর সহিত ভারতবর্ষে শুভাগমন করিতেছেন। এই আনন্দের সুসময়ে স্বাভাবিক রাজভক্ত হিন্দুপ্রজাদিগেরর অন্তরিক প্রেম এবং রাজভক্তির পরিচয় দিবার জন্য যত্নকরা উচিত। এই সুঅবসরে মহামণ্ডলের শাখা সভা এবং প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের উচিত যে, শ্রীমান্ যুবরাজের ভারতবর্ষে শুভ পদার্পণ করিবার প্রথম দিন একটী উৎসব করিয়া তার দ্বারা স্বাগত করা হউক এবং জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করা হউক। মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে উপযুক্ত অভিনন্দন পত্র দিবার যত্ন করা হউক। এই সকল কার্য্যের জন্য শ্রীমান পণ্ডিত গোপীনাথজীকে লেখা হউক যে তিনি প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

(১৩) মাননীয় যুবরাজকে স্বাগত করিবার বিষয়ে এবং কাশী মহাসভা এবং ত্রিবেণী মহাসভার বিষয়ে দুইটী সারকুলার প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে প্রস্তুত করা যাইবে।

(১৪) লাহোর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক (প্রিন্সিপ্যাল) গায়নাচার্য্য পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরজী মহামণ্ডল ডেপুটেশনের নিকট এই শুভ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মহামণ্ডলের নূতন ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়দিগকে অন্যূন ৩।৪ মাসের বৃত্তি প্রদান করিয়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে স্বরজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা যাইবে। এই প্রস্তাব উত্তম। এখন বিচার করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে যে নূতন ধর্ম্মোপদেশককে যোগ্য বিবেচনা করা যাইবে, তাঁহাকে শারদা মণ্ডল ফণ্ড হইতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) মহামণ্ডলের তত্ত্বাবধারক শ্রীমান বাবু তুলাপতি সিংহজী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সংবাদপত্র সমূহে সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত দুই জন সহকারী পদের সৃষ্টি হউক। এই কার্য্যের নিমিত্ত হিন্দী ভাষার জন্য সুদর্শন সম্পাদক পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র এবং ইংরাজী ভাষার জন্য টাঙ্গাইল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত রামদয়াল মজুমদার এম এ মহাশয় সহকারী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইলেন।

(১৬) মহামণ্ডল ডেপুটেশন হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, হিন্দুসূর্য্য শ্রীদরবার উদয়পুর মহামণ্ডল সেণ্ট্রাল ফণ্ডের নিমিত্ত বিশ হাজার টাকা প্রদান করিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য শ্রীদরবারকে ধন্যবাদ করা হউক। কমিটীর এই রিজোলিউসনের নকল শ্রীদরবারের প্রাইভেট সেক্রেটারির দ্বারা শ্রীদরবার উদয়পুরে পাঠান হউক। এবং শ্রীমান প্রাইভেট সেক্রেটারিকে লেখা হউক যে, ঐ টাকা শ্রীমান মহারাজা দ্বারবঙ্গের নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং তথা হইতে উহার রসিদ পাঠান হইবে।

(স্বাঃ) শ্রীমধুসূদন গোস্বামী,
সভাপতি।

মহামণ্ডল সংবাদ।

—১২৭২ সাল হইতে কাশীতে বঙ্গসাহিত্য সমাজ নামে একটি বাঙ্গালা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এক সময়ে তাহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। মধ্যে সাধারণের উৎসাহাভাবে ও তৎকালিক কার্য্যকারকের অনবধানতা বশতঃ পুস্তকাদি অনেক নষ্ট হওয়ায় সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও হীন প্রভ হইয়া পড়ে। অধুনা স্থানীয় বিদ্যোৎসাহিগণের চেষ্টায়,—বিশেষতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদা দাস মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু হরিকেশব সান্ন্যাল বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়দিগের উত্তেজনায় উক্ত সমাজের সংস্কার উদ্দেশে ও উন্নতি কামনায় মিত্রগোষ্ঠী, বান্ধব সমিতি, সঙ্গীত সমিতি প্রমুখ স্থানীয় প্রধান প্রধান সম্মিলনীর প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি সভ্য ও অপরাপর কয়েকজন কার্য্যদক্ষ ভদ্র মহোদয় দ্বারা একটি কার্য্য নির্ব্বাহিকা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এবং বিগত ৪ বৎসর হইতে সুহৃৎ সমিতি নামে যে একটি বঙ্গ ভাষাময়ী আলোচনা সমিতি (Debating Society) প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা উক্ত সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, সমাজের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন আলোচনা বিভাগেরও যোগ হইল। এক্ষণে আশা করা যায়, উভয়ের সমবেত চেষ্টায়, স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে বঙ্গ ভাষার প্রচার কার্য্যে সমাজ দিন দিন অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে। সমাজের উন্নতি কল্পে মফঃস্বলবাসী বদান্য মহানুভব বর্গ, গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদকগণের অতি সামান্য দান ও কৃতজ্ঞতার সহিত পরিগৃহীত হয়। বঙ্গ সাহিত্য সমাজ যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সম্পন্ন করিতে-

ছেন, তাহারআর সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত সমাজের সহিত মহামণ্ডলের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

—হরহুয়া গঞ্জস্থিত সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে শ্রীমান বংশীধর চৌবে মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অত্রত্য আর্যসমাজের কেদার নাথ কোষাধ্যক্ষ এবং পূরণ ভগত নামক দুই জন সভ্য উক্ত সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মসভার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

—বিগত ১৬ই হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জিন্দের সনাতন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

—বিগত কার্ত্তিক কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন পরীক্ষিত গড়ের ধর্ম্মসভায় গৌড় মহাসভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়দেব শর্ম্মা উপস্থিত হন। ঐ স্থানের ধর্ম্মশালার কুরীতি নিবারণ কল্পে তিনি মনোহর বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—সোনপুরে (বিহার) প্রসিদ্ধ হরিহর ক্ষেত্রের মেলা উপলক্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে তিন জন উপদেশক প্রেরিত হন। তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের প্রচার পূর্ব্বক মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যসমূহ উত্তম রূপে প্রকাশ করেন। বিহার প্রান্তে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন এই অদ্বিতীয় মেলা হইয়া থাকে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ পশুও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। আশা হয় মহামণ্ডল এই প্রকারে ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্মোৎসব সমূহ এবং অন্যান্য মেলায় এই প্রকার ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবেন।

—ধীরে ধীরে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বদর্শী প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ রাজকুমার (মেয়ো) কলেজের সংরক্ষক স্বাধীন নৃপতিগণের যে সমিতি হইয়াছিল তাহাতে প্রধান প্রধান নরপতি প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমান মহারাজাধিরাজ সিন্ধিয়া বাহাদুর গোয়ালিয়র নরেশ আপনার শ্রীমুখেই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আজমিরের রাজকুমার কলেজে রাজকুমারদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করা যাইবে। শ্রীমানের এই শুভ প্রস্তাবে উপস্থিত নরপতিগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সকলের অনুমতিক্রমে শ্রীমান্ গোয়ালিয়র নরপতির এই শুভ প্রস্তাব মন্তব্য (resolution) রূপে পরিণত হয়। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষে বস্তুতঃ ইহা বড়ই গৌরবের বিষয় যে সমস্ত স্বাধীন নৃপতির সভায় শ্রীমান্ মহারাজা গোয়ালিয়র নরেশের ন্যায় উচ্চ মহানুভব নরাধিপ স্বয়ং এরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই একটী কার্য্যেই মহামণ্ডলের সার্থকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহা হইতেই সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মানুরাগীই এই পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন যে, মহামণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে কিরূপ বিস্তৃত হইতেছে এবং এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কিরূপ পরিশ্রম এবং যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ আবশ্যক। অতঃপর রাজকুমার কলেজের এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত মহামণ্ডলকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। শ্রীমহারাজা গোয়ালিয়র নরেশের শুভ প্রস্তাবের নিমিত্ত আমরা

সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই সঙ্গে মহামণ্ডলের কার্য্যকারিণী সভার সভাপতি শ্রীমান্ মহারাজা বাহাদুর শৈলানা এবং ধর্ম্মোৎসাহের মূর্ত্তি শ্রীমান দেওয়ান শ্যামসুন্দর লালজী সি এস আই, দেওয়ান কিষণগড় মহাশয়কেও বহু ধন্যবাদ যে তিনি সর্ব্বদা মহামণ্ডলের ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে দত্তচিত্ত আছেন।

—বিগত ভাদ্র মাসে পরীক্ষিতগড় নামক স্থানে একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি সোমবার রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

—বিগত ১৩ই নবেম্বর হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত কলেজে সনাতন ধর্ম্মের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ মহোপদেশক গণেশ দত্ত শাস্ত্রী উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মথুরা নিবাসী শ্রীমান পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী উপদেশকও উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উভয়েই হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভামন্দির নির্ম্মাণার্থ দুই হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীমান বাবু মদনলালজী জমি প্রদান করিয়াছেন।

—বিগত ৩১শে অক্টোবর দেবরী (সাগর) নামক স্থানের সনাতন ধর্ম্মসভার তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীরাম মুকুন্দ দাভলেজীর সভাপতিত্বে বিশেষ সমারোহের সহিত সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। সভার উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীদত্ত পন্ত দুই ঘণ্টা কাল "জীবের বন্ধন ও মোক্ষ" এবং "স্বদেশ প্রেম পরিবর্দ্ধন" বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—আজমীর হইতে জনৈক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয় লিখিয়াছেন "বিলাতী বিদেশী চিনী অস্থি, রুধির ও মূত্র দিয়া পরিস্কৃত হয় ইহা ইংরাজী পুস্তক সমূহে এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ। অতএব হিন্দু মাত্রকেই বোম্বাই কন্দের (বিদেশী চিনী) দ্বারা মিঠাই প্রস্তুত, বিক্রয় এবং ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহার দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম ধ্বংস হয়, পাপভাগী হইতে হয় এবং পীড়া হইবারও সম্ভাবনা আছে। উক্ত চিনী মহিষ ও গবাস্থি প্রভৃতির দ্বারা পরিস্কৃত হওয়ায় ইহার ব্যবহার কারীকেও গোহত্যার পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ পদার্থ প্রস্তুত মিঠাই ভক্ষণ করিলে হিন্দুগণের জন্ম এবং জীবন অপবিত্র হইয়া থাকে। আশাকরি হিন্দুগণ এই সকল বিচার করিয়া দেশী চিনি ব্যবহার করিবেন।"

—গুরুদাসপুরের অন্তর্গত সুজানপুর সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীমান পণ্ডিত চুনী লালজী লিখিয়াছেন যে, তত্রত্য অধিবাসীদিগের উৎসাহে তথায় একটী সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বহুস্থল হইতে ধর্ম্মোপদেশকবর্গ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন নগর সংকীর্ত্তনাদিও তদুপলক্ষে সম্পন্ন হইয়াছিল।

—জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন আজকাল চারিদিকে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় ভারতবর্ষের শিল্প এবং উপার্জ্জন উত্তম রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পর সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, বাজারে একটাকার দ্রব্য ৩৲ বা ৪৲ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। লোকে ১ টাকার দ্রব্য তিন চার টাকায় ক্রয় করিতে কষ্ট বোধ করিতেছে না, তথাপি যখন দেশী

বস্ত্র প্রচারের আন্দোলন চলিয়াছে এখনও ভারতবাসী আপনার দেশীয় বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাতী বস্ত্রর নিমিত্ত বিদেশে অর্থ প্রেরণে বিরত নাই। অতএব এখনও ঐ সকল ব্যক্তির স্বদেশ বস্ত্রর প্রতি আস্থাবান হওয়া উচিত।

পাতিয়ালার অন্তর্গত ভবানী গড়ের সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে শ্রীমান্ রাম স্বরূপজী লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্চলে নিম্ন লিখিত স্থল গুলিতে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। (১) পাতিয়ালা, (২) ভবানীগড়, (৩) সুনাম, (৪) পহুন, (৫) নিরবানা, (৬) ভদৌই, (৭) আজমগড়, (৮) ভটিণ্ডা, (৯) বরনালা, (১০) বীড, (১১) সঙ্গরুর, (১২) নাভা। শেষের ২।৩টী ধর্ম্মসভা ব্যতীত প্রায় সকল সভা গুলিই পাতিয়ালার রিয়াসৎ স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীমান লালা সাবন মল্লজী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। সাবন মল্লজী পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের একজন সদস্য। লালা সাহেব এই উৎসাহের জন্য ধন্যবাদার্হ।

—উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে হিন্দুসন্তান দিগের বিশেষ উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ পঞ্জাব অঞ্চলে দিন দিন যেরূপ সভা সমিতি স্থাপনের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে অচিরে ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। সনাতন ধর্ম্মের অবনতি হওয়ায় যে ভারতবর্ষের অবনতি হইয়াছে, এবং এই সনাতন ধর্ম্মের পুনরুত্থান ব্যতীত যে ভারতবাসীর উন্নতি সুদূর পরাহত ইহা যতদিন হিন্দুসন্তান বুঝিতে না পারিবেন ততদিন উন্নতি উন্নতি করিয়া যতই কোলাহল উত্থিত হউক না কেন ভারতবাসীর সহিত ভারতবর্ষ ক্রমেই অবনতির অতল জলে নিমজ্জিত হইবে। সুখের বিষয় ক্রমেই ভারতবাসীদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে, এক্ষণে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন ঋষি প্রণীত সনাতনধর্ম্ম প্রণালীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন ক্রমেই ভারতবাসীর দুরবস্থা দূর হইতে পারে না। তাই আমরা ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে সনাতন ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠা, বার্ষিকোৎসব, ধর্ম্ম বক্তৃতা প্রভৃতির সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি জমিদার, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই যেন একপ্রাণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের উন্নাত কল্পে একই তালে নৃত্য করিতেছেন, একই সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন। কোন স্থানে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে, কোন স্থানে রমণীর পাতিব্রাত্য বিষয়ে, কোন স্থানে মোক্ষ বিষয়ে, এই রূপ চতুর্দ্দিকেই আন্দোলন—যেন সনাতন ধর্ম্মরূপ প্রশান্ত মহাসাগরে সহসা আন্দোলন রূপ প্রবল তুফান উঠিয়াছে। তাই মনে হয়, বুঝিবা ভারতবর্ষের উন্নতির দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তখণ্ড এবং মধ্য প্রদেশের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই পূর্ব্ব পুরুষদিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় একই ভাবে প্রণোদিত হইয়াছেন তখন যে অচিরে সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ এই আন্দোলনে যোগদান করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—সনাতন ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ গুলিতেও পাণ্ডাদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। পবিত্র দেবমন্দির বহুদিবস পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ বিহীন হইলে অথবা প্রতিষ্ঠাতার পরিদর্শনাভাব ঘটিলে যেমন তাহা ক্রমে দস্যু তস্করের আড্ডা অথবা জঙ্গলে পরিণত হইয়া তাহা হিংস্র পশুর বাসভূমি হয়, হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্রগুলির অবস্থাও সেইরূপ অবস্থায়পরিণত

হইয়াছে। কি কাশী, কি গয়া, কি বৃন্দাবন, কি মথুরা সমস্ত তীর্থ স্থানের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় এবং সমস্ত তীর্থই যে কিরূপ ভীষণ প্রকৃতি বিশিষ্ট নরশরীরধারী জীবের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহা তীর্থযাত্রী মাত্রেই অবগত আছেন। সংপ্রতি রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের সম্পাদক ঠাকুর শ্রীযুক্ত হরিচরণ সিংহ জানাইয়াছেন যে "পুষ্করে যে ধর্ম্মসভা আছে তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পাণ্ডাদিগের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল, এবং অনেকে অত্যন্ত মূর্খ। পুষ্করের বহুসংখ্যক ঘড়িয়ালের বাস; তাহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যায়। দুঃখের বিষয় পাণ্ডারা এ বিষয়ের কোনরূপ প্রতিকার করিতে মনোযোগী নহেন।" যাহা হউক তীর্থগুলির সংস্কার কার্য্যে হিন্দু মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

—পঞ্জাব প্রান্তে ফিরোজপুরে একটী সনাতন ধর্ম্মসভা আছে। উহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত বহুদিন হইতে সম্বন্ধ যুক্ত। ঐ সভার সহিত যে একটী সংস্কৃত পাঠশালা আছে, তাহাতে বিদ্যার্থীদিগকে অন্ন ও বস্ত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিছুদিন হইল ঐ সভা হইতে একটী পিঞ্জরা পোল খোলা হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার পশুর প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণ চেষ্টা হইয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এই কার্য্যে সহানুভূতি এবং উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পশুশালার বাটী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ৪।৫ হাজার টাকা চাঁদাও উঠিয়াছে। করমইলাহী সাহেব নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান অর্দ্ধমূল্য গ্রহণ করিয়া পশুশালা নির্ম্মাণার্থ জমী প্রদান করিয়াছেন। বিগত বিজয়াদশমীর দিন পশুশালার ভিত্তি খননার্থ একটী সভা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সহরের যাবতীয় বিশিষ্ট অধিবাসী এবং ডেপুটী কমিশনর লেমসডেন সাহেব বাহাদুরও উপস্থিত হন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ডেপুটী কমিশনর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীস্বামী হংসস্বরূপ মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই পশুক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য এই পশুশালা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা সকলকেই বুঝাইয়া দেন। আশা হয় যে ফিরোজ পুরের পশুশালার কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে।

—আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও ধন্যবাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আর্য্যকুলধর্ম্ম দিবাকর শ্রীমদেকলিঙ্গাবতার মহারাণা ফতহ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই মেবাড় দেশাধিপতি মহামণ্ডলের সেণ্ট্রাল ফণ্ডে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মহারাণা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন সংরক্ষক। অবশ্য উদয় পুরের মহারাণার পক্ষে ২০ হাজার টাকা দান অত্যধিক না হইলেও ধর্ম্মকার্য্যে এত অধিক টাকা দান বর্ত্তমান কালে এক প্রকার অসম্ভব, এই জন্য হিন্দু মাত্রেই তাঁহাকে যে ধন্যবাদ করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন নৃপতির অর্থ বৃথা ব্যসন অথবা অন্যান্য ভাবে ব্যয়িত হয়, যদি তাহার দশ ভাগেরও এক ভাগ ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তবে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুন্নতি সাধিত হইতে বোধহয় অধিক দিন লাগে না। যাহা হউক যদি জয়পুর, যোধপুর, প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের নরপতিগণ মহারাণার পন্থানুবর্ত্তন করেন তবে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা অচিরে বহু কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিনী, প্রথম খণ্ড। স্বর্গীয় সাধু শ্রীমদ্ দ্বারকা নাথ তালুকদার তন্ত্রবাগীশ মহাশয় কর্তৃক প্রণীত এবং উক্ত তন্ত্রবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থ পাঠে প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিনীর ১ম কল্পে সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে অনেক গুলি তন্ত্রের মত প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠ করিলে প্রাচীন কালে ভূগোল বিদ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দিগের কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা উত্তম রূপে অবগত হওয়া যায়। চতুর্দ্দশ ভুবন কোন কোন স্থানে অবস্থিত, সুমেরু বর্ণন, জম্বুদ্বীপ বর্ণন, বর্ষ বর্ণন, এই সকল বিষয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনেক গুলি তন্ত্র ও পুরাণের মত প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর জীবের চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচন এবং তাহার পর ব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার, ইহজন্ম দর্শনে পূর্ব্বজন্ম নির্ণয় প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের একস্থানে সমাবেশ দেখা যায়। দ্বিতীয় কল্পে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় মনু সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি, যোগবাশিষ্ট ভাগবত বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ হইতে একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই কল্পটী পাঠ করিলে কর্ম্ম কাণ্ডের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে জানিতে পারা যায়। এরূপ ভাবের গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হয় নাই। গ্রন্থকার যে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ঐ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং বহু দিন অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রীয় প্রাচীন বিবরণ একস্থানে সমাবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত না হইলে যে গ্রন্থকারের পরিশ্রম লোকের অজ্ঞাত-সারে বিনষ্ট হইত তাহা নিশ্চয়। কিন্তু গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার ইহা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কীর্ত্তি রক্ষার সঙ্গে সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ধর্ম্মানুরাগী এবং ভারতের প্রাচীন ভূতত্ত্ব-পিপাসুদিগের ইহা পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র বাহির করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

অধুনা যেরূপ কার্য্যকারিতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে গীতা পরিচয়ের দ্বারা সেই কার্য্য-কারিতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা গীতা পরিচয়ের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ প্রণেতার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য।

:o:

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ বেদান্তরত্ন ধর্ম্মসভা — ময়মনসিংহ।
সরস্বতী বিদ্যালয়ের ছাত্রিবৃন্দ — ঐ
সুহৃদ সমিতির সেক্রেটরি — ঐ
শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উকিল, কিশোরগঞ্জ, — ঐ
" রাইমোহন মুখোপাধ্যায় উকীল জজকোর্ট — ঐ
" হরচন্দ্র রায় পোঃ সাকুহাই, গ্রাম বওলা — ঐ
" শরচ্চন্দ্র রায় পেশকার — ঐ
" মহেন্দ্র কিশোর দত্ত রায়, অষ্টগ্রাম, — ঐ
" তারক নাথ রায়, গাঙ্গিনার পার — ঐ
" ঈশান চন্দ্র হোম রায় — ঐ
" নবকুমার মোদক, দিঘীর পার, পোঃ গফর গাঁও — ঐ
" তরণী নাথ দত্ত রায়, শ্রীগোলোকনাথপুর কায়স্থের বাসা — ঐ
" গিরিজা কান্ত সান্যাল, আনন্দাশ্রম — ঐ
" আনন্দ চন্দ্র দত্ত কবিরাজ, শাঁখারী পট্টী — ঐ
" অখিলরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত রায়ের বাসা — ঐ
" প্রমোদ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ উকীলের বাসা — ঐ
" শরচ্চন্দ্র গুহ, গ্রাম বয়রা — ঐ
" আশুতোষ ঘোষ C/o শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ, সব ইন্স্পেকটর — ঐ
" নন্দলাল বল, জজ্‌কোর্ট — ঐ
" পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মসূয়ার বাসা — ঐ
" বিপিন বিহারী বিশ্বাস, শ্রীনগরবাসী দে মোক্তারের বাসা — ঐ
" কালীকুমার দাস, ময়মনসিংহ বাসাবাড়ী। — ঐ
" প্রমথ চন্দ্র বসু, সেহড়া — ঐ

”	গগন চন্দ্র রায়, দুর্গাবাড়ী লেন	ময়মনসিংহ।
”	শরৎ চন্দ্র হোম রায়, নায়েব নাজীর কলেক্টরী	ঐ
”	প্যারী লাল ঘোষ, মোক্তার	ঐ
”	অমৃত লাল গঙ্গোপাধ্যায়, আম্বারিয়ার বাসা	ঐ
”	বসন্ত কুমার সেন, ধিৎপুরের বাসা	ঐ
”	ধরণী কান্ত মুন্সী, মাধবাড়ী, মুক্তাগাছা,	ঐ
”	সীতানাথ মজুমদার, আড়াই আনীর বাসা	ঐ
”	জিতেন্দ্র নাথ সিংহ, পোঃ পূর্ব্বধলা	ঐ
”	মহেশ চন্দ্র সরকার, মোহরের কলেক্টরী	ঐ
”	হরেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, পোঃ চরপাড়া, গ্রাম চরপাড়া	ঐ
”	রজনী কান্ত বসু, মোক্তার, মহারাজার বাসাবাড়ী	ঐ
”	দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার, বেত্তাগড়ী	ঐ
”	মুরালী মোহন ভট্টাচার্য্য, আফিসারস্ মেস	ঐ
”	জগচ্চন্দ্র নন্দী	ঐ
”	শ্যামাচরণ রায়, উকীল	ঐ
”	শরৎ চন্দ্র কবিরাজ	ঐ
”	সতীশ চন্দ্র কবিরত্ন	ঐ
”	মহেন্দ্র নাথ মজুমদার উকীল, সুতারপট্টী	ঐ
”	বাণেশ্বর পত্রনবিশ, উকীল, ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভা সম্পাদক	ঐ
”	উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল	ঐ
”	অভয় চন্দ্র দত্ত, উকীল	ঐ
”	রজনী কান্ত চৌধুরী, উকীল	ঐ
”	কামিনী কমল সেন, উকীল	ঐ
”	অক্ষয় কুমার মজুমদার, উকীল	ঐ
”	কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী নায়েব, মহারাজার বাসাবাড়ী	ঐ
”	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, মোক্তার	ঐ
”	দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মহাফেজখানা কালেক্টরী	ঐ
”	জগচ্চন্দ্র লস্কর, নারায়ণ ডহরের বাসা	ঐ
”	ভারত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺জয়কালী বাড়ী	ঐ
”	চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, টিকাওয়ালা বাসা,	ঐ

” শারদা চরণ ধর মোক্তার, বড়বাজার ময়মনসিংহ।
” নন্দকুমার চৌধুরী মোক্তার, কালীপুরের বাসা ঐ
” গোলোক চন্দ্র বিশ্বাস মোক্তার ঐ
” আনন্দ মোহন চট্টোপাধ্যায়, ফৌজদারী আফিস ঐ
” বিপিন বিহারী নন্দী, কালেক্টরী আফিস ঐ
” গিরিশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মোক্তার, ঐ
” শ্রীনাথ রায় উকীল, ঐ
” রুক্মিণী কান্ত ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার লোকনাথ মেডিকাল হল ঐ
” দেবেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এল এম. এস. ঐ
” দ্বারকা নাথ আচার্য্য উকীল ঐ
” প্যারী মোহন সেন গুপ্ত কবীন্দ্র ঐ
” সতীশ চন্দ্র দত্ত গুপ্ত, রোড়াপুর আফিস ঐ
” চন্দ্রকান্ত গুপ্ত, মুক্তাগাছা ঐ
” খগেন্দ্র জীবন রায়, মসূয়ার বাসা ঐ
” ইন্দুভূষণ গুপ্তরায়, শ্রীবসন্তকুমার রায় সেরেস্তাদারের বাসা ঐ
” রমণী মোহন দাস, পোঃ বেতাগড়ি গ্রাম স্বগ্রাদি ঐ
” ধরণী কান্ত সাহা, পোঃ পাগলদিয়া, জগন্নাথগঞ্জ জুট আফিস ঐ
” উমাশঙ্কর বাগচী, কাশিম বাজার রাজবাড়ী মুর্শিদাবাদ।
” মথুরা নাথ গুপ্ত, ৭৩নং বিডনষ্ট্রীট কলিকাতা।
” করুণা কান্ত বেদান্ত শাস্ত্রী, পোঃ পাকুটিয়া, গ্রাম মানড়া, টাঙ্গাইল।
” যতীন্দ্র কুমার দাসগুপ্ত পোঃ ঐ, গ্রাম তারাইল ঐ
” ঈশ্বর চন্দ্র ভৌমিক পোঃ ঐ, গ্রাম ঐ ঐ
” ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পোঃ ঐ, গ্রাম ঐ ঐ
” দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ দীঘলিয়া, গ্রাম তথা (ভায়া) মাণিকগঞ্জ ঢাকা।
” জগদীশ চন্দ্র গোস্বামী পোঃ ও গ্রাম দীঘলিয়া (ভায়া) মাণিকগঞ্জ ঐ
” রাজেন্দ্র কুমার উপেন্দ্র মোহন যোগেন্দ্র কুমার সহামণ্ডল পোঃ এবং (গ্রাম) পাকুটিয়া, টাঙ্গাইল।
” বসন্ত কুমার সরকার পোঃ এবং গ্রাম দিঘালিয়া (ভায়া) মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
” যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস পোঃ এবং গ্রাম পাকুটিয়া টাঙ্গাইল।

" গঙ্গাধর চৌধুরী গ্রাম পুখুরিয়া পোঃ পাকুটিয়া টাঙ্গাইল।
" জটাধর চৌধুরী গ্রাম ঐ পোঃ ঐ ঐ
" শশাঙ্ক মোহন ভট্টাচার্য্য পোঃ পাকুটিয়া গ্রাম তেঘরী ঐ
" অমৃত লাল চৌধুরী পোঃ পাকুটিয়া গ্রাম পুখুরিয়া ঐ
" নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল সিরাজগঞ্জ।
" গোবিন্দ চন্দ্র বসু মোক্তার ঐ
" বেনীমাধব ভৌমিক মোক্তার ঐ
" কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য গ্রাম ধানবান্ধি ঐ
" সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, সরকারী ডাক্তার খানা। ঐ
" মাখন লাল অধিকারী, জিয়ার পাড়া ঐ
" আশুতোষ বসু মুন্সেফ কোর্ট ঐ
" কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী উকীল ঐ
" যাদব চন্দ্র চৌধুরী উকীল ঐ
" কৃষ্ণ গোবিন্দ দাস গুপ্ত ঐ
" কেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল ঐ
" কৈলাশ চন্দ্র বসু উকীল ঐ
" মহেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল ঐ
" যাদব চন্দ্র তালুকদার, খোক্‌সাবাড়ী ঐ
" জনার্দ্দন স্মৃতিরত্ন, কাওয়া কোলা পোঃ কোলবন্দর ঐ
" যদুনাথ কাব্যরত্ন, হাটবএড়া ঐ
" মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কবিভূষণ কবিরাজ কাওয়াকোলা পোঃ কোলবন্দর, ঐ
" মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য, ধানবান্ধি ঐ
" কালীকুমার মজুমদার, ধানবান্ধি ঐ
" রাধারমণ ভট্টাচার্য্য ডাক্তার, কাওয়াকোলা ঐ
" কবিরাজ শ্রীকালী চরণ শর্ম্ম আচার্য্য, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
" মহিম চন্দ্র ঘোষ, বাহিরগোলা পোঃ সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
" শরৎ চন্দ্র বাগছী, বাগবেড়ের বাসা (ময়মনসিংহ)
" পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী পোঃ মাডার গ্রাম নিকরাইল (ঢাকা)
" মহিম চন্দ্র সরকার পোঃ কোলবন্দর গ্রাম কাওয়াকোলা (সিরাজগঞ্জ)
" মাধব চন্দ্র সরকার, গৌরীপুর, রাজবাড়ী কন্ট্রাক্টার (ধুবড়ী)

দান প্রাপ্তি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়।

নিম্ন লিখিত দাতৃগণের নিকট হইতে প্রধান কার্য্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে সকল দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ধন্যবাদের সহিত তাহা স্বীকার করা যাইতেছে।

ইং অক্টোবর মাস ১৯০৫ সাল।

মাসিক সহায়তা।

শ্রীমান্ মান্যবর মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহজী সাহেব বাহাদুর কে সি আই ই, মিথিলাধিপতি, দ্বারবঙ্গ ১০০৲

বিশেষ সহায়তা।

শ্রীমান্ মান্যবর নানক চন্দজী ক্ষত্রী, সভাপতি সনাতন ধর্ম্মসভা খেরী ২৲

ইং নবেম্বর মাস ১৯০৫ সাল।

মাসিক সহায়তা।

শ্রীমান্ মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র সর মেজর জেনারেল প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি সি এস আই, শ্রীনগর কাশ্মীর ৫০০৲

শ্রীমান্ মহারাজা সর রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে সি আই ই, দ্বারবঙ্গ ২০০৲

শ্রীমান্ সর জেনারেল অমর সিংহজী বাহাদুর কে সি এস আই, জম্মু ১৫০৲

শ্রীমান্ মান্যবর রাও গোপাল সিংহজী বাহাদুর ঠাকুর সাহেব সরওয়া ৫৲

শ্রীমান্ মান্যবর জ্যোতিষী মাধব লালজী শিবপ্রকাশ লালজী মহাশয় রইস মথুরা ৫০৲

শ্রীমান্ রাজকুমার লছমন সিংহজী, কর্জালী উদয়পুর ৪৲

বিশেষ সহায়তা।

শ্রীমতী মহারাণী রাণাবতীজী মহাশয়া সৈলানা ৫১৲

শ্রীমতী মহারাণী কছবাইজী মহাশয়া শৈলানা ৫১৲

শ্রীমান্ মান্যবর মহারাজা মদনসীংহজী বাহাদুর ওয়ালিয়ে রিয়াৎ কিষণগড়

৯৮৶০

আয় ব্যয়ের হিসাব

নবেম্বর মাস ১৯০৫ ইং।

জমা

রোকড় বাকী	৪১৩৶৫
জমা	৩৩৬৯৻১৫
মাসিক সহায়তা খাতে ৮৫৫৲	
বার্ষিক সহায়তা খাতে ৫৪৲	
বিশেষ সহায়তা খাতে ১১১৸৶০	
সাধারণ মেম্বরী খাতে ৯।০	
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ফ্লোটিং খাতে ১৫০০৲	
সভাপতি আফিস খাতে ৫০০৲	
হিসাব তলব খাতে ৩৩৮৸/১৫	
	৩৩৬৯৻১৫
মোট জমা	৩৭৮২।০

খরচ

নবেম্বর মাসের খরচ	৩০০৮৶০
বৃত্তি ও বেতন খাতে ৫২॥০	
অনাথালয় খাতে ০৲	
বাটী ভাড়া খাতে ৮৲	
প্রধান সভাপতি আফিস খাতে ১৫০০৲	
ডেপুটেশন খাতে ১৬৩৸/১৫	
রাজপুতানা প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে ৪০৲	
বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে ২৫৲	
ছাপাই বিভাগ খাতে ৬৩৩৲	
উপদেশক ভ্রমণ খাতে ৬০।০	
অতিথি সৎকার খাতে ৩৫/৫	
টিকিট খরচ খাতে ৩৯৻৫	
মুৎফরিক্কা খরচ খাতে ১৪৸০	
হিসাব তলব খাতে ৪১৭৲	
মোট খরচ	৩০০৮।৶০

কৈফিয়ত

জমা	৩৭৮২।০
খরচ	৩০০৮।৶০
বাকী	৭৭৩৸/

বাকী সাতশত তিয়াত্তর টাকা তের আনা মাত্র।

(স্বাঃ) শ্রীনাগদাস চৌবে, অডিটর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, মথুরা

বিশেষ সূচনা

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা	২২,৫০০৲
প্রধান সভাপতি আফিসে জমা	১,২৫০৲
প্রান্তীয় কার্য্যালয়াদিতে জমা	৪,৪১৻৸১০
মাসিক এবং বার্ষিক দান	২,৩৪৭৲
প্রধান কার্য্যালয়ে জমা	৭৭৩৸/০
এক কালীন দান	৪১,৮০০৲
মোট জমা	৭৩,০৮৪॥/১০

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম-প্রচারক।

ফলের্গতাব্দাঃ ৫০০৫—৬।

২৬শ ভাগ। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ।	অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত।	সন ১৩১২ সাল। ইং ১৯০৫৬-খ্রীঃ।

ভগবতী-মানস-পূজা-স্তবঃ।

রে মায়ামহিষী-কুতূহল-কৃতে স্বপ্নেন্দ্রজালোপমে,
গান্ধর্ব্বে নগরে বৃথা নরপতীভূতং ত্বয়া মানস।
এবং তাবদনন্তকোটিজনয়ো ব্যর্থং ত্বয়া যাপিতাঃ
শ্রান্তিশ্চেদিত এহি পশ্য নয়ন প্রেমাস্পদং মাতরম্॥

(২)

ব্রহ্মানন্দ-সুধাসমুদ্র-বিলসচ্চিন্তামণী-মণ্ডপং
পুষ্পোদ্ভাসিত-রত্ন সৈকতমণিদ্বীপাঙ্গরাগোপমম্।
দিব্যাকল্পমনল্পকল্পলতিকা জল্পদ্দ্বিরেফাকুলং
কূজৎকোকিল-শারিকাশুককুলৈ রোঙ্কার-ঝঙ্কারিতম্॥

(৩)

দি বালাকুলকোমলাঙ্গুলিদলৈর্হারাবলী-শোভিতং,
দ্বারাবস্থিত-দর্শনাগতমুনিচ্ছায়াস্তবদ্ভূতলম্।

মোহস্যৈববিড়ম্বনাং কলয় রে যত্র ত্বয়া যাপিতং,
কা মায়ানগরী ক্কবেদৃশপুরী ত্রৈলোক্যরত্নাঙ্কুরী ॥

(৪)

সৌভাগ্যং যদি মন্দিরে প্রবিশ রে লব্ধোঽবকাশস্ত্বয়া
দূরাদেব নিরীক্ষ্যতাং ত্রিভুবনাহ্লাদায়মানং বপুঃ।
জ্যোতীরাশিতলে সুশীতলসুধাসূতেরধিষ্ঠাত্রিকা
পশ্যাসৌ ভুবনৈকমোহনবপুঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরী ॥

(৫)

সেয়ং তে জননী জনৈক শরণীভূতামিমাং পশ্যতু
অস্যাঃ শ্রীচরণে শ্রিয়োঽপি রমণে বিশ্রব্ধমারম্যতাম্।
রে রে পশ্য সুদূরতোঽপি জননী প্রস্যন্দমানস্তনী
ক্রোড়ীকর্ত্তুমনাঃ প্রসারিতকরা ত্বামীক্ষতে সাগ্রহম্ ॥

(৬)

চিত্তাকর্ণয় কর্ণভূষণমিদং তত্ত্বামৃতং শোভনং
ভ্রাত স্তত্ত্বমসীতি সত্যবচনং মাতুঃ সরূপঃ সুতঃ।
সঙ্কল্পাদিয়তীং দশামুপগতো মাতুর্বিয়োগং গতঃ
ত্বঃখন্তে বত ভুতপঞ্চকময়ং কারাগৃহং নির্ম্মিতম্ ॥

(৭)

তৎকারাগৃহমুক্তিমিচ্ছসি মনস্তৎসর্ব্ব মেকৈকশো
দত্ত্বা মাতৃপদে স্বয়ং সুখময়ে তত্রৈব রে লীয়তাম্।
রে চিত্তাদয়মানদীর্ঘনয়ন স্নেহাম্বুনা প্লাবনাৎ
সর্ব্বং ক্ষালিতমদ্য পাপময়িভো জাতোঽবকাশঃ শুভঃ ॥

(৮)

ভাগ্যং ভাগ্য মহোমহো বহুতিথে কালে গতে শ্রীমতী
মাতেয়ং তব দর্শনাতিথি বহো জাতা বহো মানস।
এহি ভ্রাতরত স্তদীয়চরণে পূজাবিধীরচ্যতাং
মাতঃ স্নেহময়ি প্রসীদ দয়য়া পূজেয়মাদীয়তাম্ ॥

(৯)

এতং ভূমিময়ং গৃহাণ বিমলং গন্ধং ত্বয়ালিপ্যতাং
সর্ব্বব্যাপিনি তে নভোময়মিদং পুষ্পঞ্চ হারাবলী।
এবং তৈজসদীপ এষচ মরুদ্ধূপোঽয়মাদীয়তাম্
এতৎ তে সলিলস্বরূপময়িভো নৈবেদ্যমাবেদ্যতে॥

(১০)

তন্মাত্রাদিকমেতদত্র ভব ীস্পর্শান্ময়াকল্পিতং
তৎসর্ব্বং ভবতী দয়াপরবশা গৃহ্লাতু দাসার্পিতম্।
এতন্নেত্রযুগং তবৈব চরণধ্যানে ময়া যোজিতং
কর্ণৌ তৌ ভবতীগুণাবলিসুধাপানোৎসবৌ কারিতৌ॥

(১১)

নাসাতে কমনীয় সৌরভযুতে পাদাম্বুজে সঙ্গতা
জাতেয়ং রসনাঽপি তে গুণরসেঽনাস্বাদিতে লোলুপা।
তৎপ্রাপ্তোঽবসরস্ত্বগিন্দ্রিয়মপিস্পর্শায় তে রোচতে
যৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়মন্যদত্রভবতী পূজোৎসবঃ কার্য্যতে॥

(১২)

প্রাণাস্তে প্রিয়নামকীর্ত্তনবশাদাবদ্ধধৈর্য্যাঃশনৈঃ
নাসাভ্যন্তরচারিণঃ স্থিরতরা দৌবারিকাঃ স্থাপিতাঃ।
মাতস্ত্বচ্চরণে মনোঽহমধুনা লীয়ে সুধাসাগরে
ইত্যুক্ত্বা চিরশান্তিধামনি মনো লীনং জলে বীচিবৎ॥

(১৩)

তন্নির্ম্মক্ষিকমদ্যজাতময়িভো মাতঃ কৃপাম্ভোনিধে
দাসীবুদ্ধিরিয়ং ত্বদীয়চরণে জ্ঞানার্থিনী বর্ত্ততে।
কা ত্বং কাঽহমিদং মনঃ কলকলান্নালং সমালোচিতুং
তন্মাং বোধয় সাম্প্রতং কথময়ং সংসার আড়ম্বরঃ॥

(১৪)

ইত্যুক্ত্বা বিররাগ বুদ্ধিরহহ ধ্যানৈকতানা তদা
তাং জ্যোতিঃ পরিবেশ রাজদমলজ্যোৎস্নাময়াঙ্গীংপ্রতি
চিত্রং তৎক্ষণ এব বাঙ্মনসয়োস্তৎকিঞ্চনাগোচরং
প্রাদুর্ভূতমভূৎ নিজেন মহসা সৎপ্লাবয়ৎ সর্ব্বতঃ ॥

(১৫)

পূজা সমাপ্তা পরসাগরোদয়াৎ
তেনৈব মচ্ছিদ্রমিদং বিনির্ম্মিতম্।
বৈগুণ্যকার্য্যঞ্চ কৃতং গুণাত্যয়াৎ
সর্ব্বং কৃতং ভক্তকৃতার্থতা যতঃ ॥

ইতি শ্রীকেদারনাথ শর্ম্ম বিরচিতো মানসস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

হিন্দু-সংসার (পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

এইরূপ সভ্য ও শিক্ষিত সাংসারিক নিজ সংসারের আদর্শ স্থানীয় হইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে প্রতিদিন অন্ততঃ এক আধ ঘন্টা করিয়া সময়োচিত সুশিক্ষা প্রদান করিবেন। পরিবারবর্গ উচ্ছৃঙ্খল ও কুপথগামী না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা কালের বশে যে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, সেই অভ্যাসেই কালের সাহায্যে আবার ইষ্ট সংস্থাপিত করিবে। সাংসারিক এরূপ দুরূহ বিষয় অনেক সময় আসিয়া পড়ে যাহা সদ্‌যুক্তির আবশ্যক করে, সুতরাং সেই সকল বিষয় 'সমিতিতে' মীমাংসা করিতে হইবে। দৈনিক জীবনে অতি আবশ্যকীয় শাস্ত্রানুমোদিত রীতি নীতি ও পদ্ধতি সকল বৃহদাকার কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে হইবে। অণুমাত্র কুৎসিতভাব আনয়ন করে এরূপ আলেখ্য গৃহে না রাখিয়া দেবতাদির মূর্ত্তির দ্বারা গৃহ সজ্জিত রাখিবে। শাস্ত্রানুমোদিত রীতি নীতি পদ্ধতি স্বয়ং অনুসরণ করিয়া অনভিজ্ঞ বালক বালিকাদিগকে ও অপরাপর অশিক্ষিত পরিবারবর্গকে অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের বার-ব্রতের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তিমতী হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। সময়ানুসারে অবসরকালে ধর্ম্ম গ্রন্থাদি স্ত্রীলোকদিগকে পাঠের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ধীর ও বুদ্ধিমান সংসারী অধিকার না বুঝিয়া কাহাকেও কখনও ধর্ম্মগ্রন্থ হস্তে তুলিতে দিবেন না। যে যেরূপ

অধিকারী তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে।• বাটীতে আদর্শ চরিত্র, পুস্তকের উপদেশ অপেক্ষা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বালক বালিকাদিগের পক্ষে বড়ই সুফলদায়ক হইয়া থাকে। ফলকথা, বর্ত্তমান অবস্থায় সংসারের উপর আদৌ জোর না করিয়া নিজ আদর্শ চরিত্রকে দৃষ্টান্তস্থল রাখিয়া মিষ্ট কথায় ধীরে ধীরে পথে আনিতে হইবে। যাহা অনার্য্য, যাহা বিজাতীয় এরূপ হাবভাবের প্রশ্রয় কিছুতেই দেওয়া হইবে না। সংসারে অবশ্যকর্ত্তব্য-শাস্ত্রোক্ত দৈনন্দিন রীতি নীতি পদ্ধতি সকল সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হইল কি না, ধীমান সাংসারিকের প্রতিদিন অনুসন্ধেয়। যাহাতে পিতৃলোকের কার্য্য সকল যথাশক্তি সমাধা হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে; সত্য ধৰ্ম্ম যাহাতে বজায় থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বালক বালিকাগণ ও অজ্ঞ স্ত্রীলোকগণ যাহাতে অসত্য বা অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে সুবিধা না পায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালকদিগের অনুশাসন ও শিক্ষার জন্য মহাজন প্রদর্শিত পন্থা 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি' অনুসরণ না করিলে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই। মোট কথা, সংসারে যাহা অভ্যাস হইলে কালে সুখের আগারে পরিণত হয় সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসনসমূহ যতদুর সম্ভব লক্ষ্য করিতে হইবে। সংসারে কি দোষে বালক বালিকা ও অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকগণ কুপথগামী হয় তাহা বিচারশীল, বুদ্ধিমান সংসারী মাত্রেই অবগত আছেন। ধীরে ধীরে আর্য্য রীতি নীতির প্রচলনই ইহার একমাত্র প্রতীকার। যাহার যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বদ্ধ সাংসারিকের ন্যায় কোমলমতি বালক বালিকাদিগের অন্তঃকরণ যাহাতে নীচগামী না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুশিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলে আধুনিক সংসারে যে জন বদ্ধ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ দৃষ্ট হইবে না। সংসার সংসারের খাতিরে করিতে হইবে। সরল প্রাণে সরল বিশ্বাসে, সহজ জ্ঞানে সাংসারিক কার্য্য সকল করিতে হইবে। সংসার করিতে গিয়া অধিকাংশ লোক শিক্ষাভাবে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। যাহা হউক, শিক্ষা হইলে ক্রমে ক্রমে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে সংসারে থাকিয়াও সুখ শান্তিতে মানব কালাতিপাত করিয়া জীবনান্তে পরম সুখের অধিকারী হইতে পারে। ফলকথা, সরলতাকে যতই আশ্রয় করা যায় ততই কার্য্য সকলও আপনা হইতে সরল হইয়া আইসে। সরলতাকে হারাইয়া আজ আমরা এই বর্ত্তমান দশায় উপনীত হইয়াছি। সত্য পদার্থ বলিয়া যদি কার্য্যক্ষেত্র সংসারে কোন জিনিস থাকে তবে তাহাই সরলতা। যে পরিমাণে লোকে সরলতা হারায়, সে সেই পরিমাণে ক্রূর ও দুষ্টবুদ্ধি হইয়া অশেষ অশান্তি উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সরলতা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সমধর্ম্মী ও সমসম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই ইচ্ছা করিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন; কিন্তু সমিতির অধিনায়কগণ শুদ্ধ ইহাই দেখিয়া লইবেন যে সভ্য করিতে গিয়া যেন বিজাতীয় বিরুদ্ধ পদার্থ না আসিয়া পড়ে। সভ্য হইতে হইলে সংসারসম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক সমিতিকে প্রথমে ২।১টি (সমিতির পুরাতন সভ্যদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত) প্রবন্ধ উপহার দিতে হইবে। কালে সমিতি

হইতে সংসারের উন্নতিকল্পে সংসার সম্বন্ধীয় আদেশ উপদেশ পূর্ণ একখানি সংবাদ পত্র যাহাতে বাহির হয়, তাহারও সংকল্প সমিতির সভ্যগণের হৃদয়ে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। সংসারানভিজ্ঞ বিবাহিত যুবা পুরুষদিগের সংসারক্ষেত্রে লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া কিরূপে চলিতে হয়; সম্পূর্ণ সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা বালিকা স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়—নবাগতা বালিকা বধূর প্রতি পারিবারিক অন্যান্য আত্মীয়গণের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত; কিরূপে শিশু সন্তান পালন করিতে হয়, এ সকল গার্হস্থ্য প্রবন্ধ সমিতি হইতে উক্ত সংবাদ পত্রে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। মোট কথা, যে সকল শিক্ষার অভাবে আজ সকল সংসারের এই শোচনীয় অবস্থা, সেই সকল বিষয়ই উক্ত সংবাদপত্রে আলোচনা করিতে হইবে। সামাজিক, রাজ-নৈতিক, আধ্যাত্মিক যখনই কোন সংসারের অনিষ্টকারী পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে, সুবিচার ও যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া রাজার সাহায্যে সংসারকে রক্ষা করিতে হইবে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া দৌড়াদৌড়ি করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে সমিতি সহজ সহজ স্ত্রীপাঠ্য সঙ্কলন করিয়া যাহাতে সংসার করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইবেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালী যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয় সংবাদ পত্র আলোচনা করিয়া সফলকাম হইতে সচেষ্ট থাকিবেন। সংসারে আজ কাল যে বিবাহ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া জাতি, ধর্ম্ম, কুল, মান সব নষ্টপ্রায় হইতে বসিয়াছে, তাহা সমিতির বিচারসম্পন্ন বুদ্ধিমান সভ্যগণের অবশ্য আলোচ্য। মাতৃ ভাষার চর্চ্চা সকল উন্নতির মূল, সুতরাং এ ভাষার বহুল প্রচার যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে সভ্যগণের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এই প্রকারে নিজেদের কাজ যদি নিজেরাই বুঝিয়া তাহার প্রতীকার-পরায়ণ হই, তবে আজ না হয় দুদিন পরেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব। অপরে করিয়া দিক্ বলিয়া অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে? আমার মনের ব্যথা অপরে কিরূপে বুঝিবে? আজ যদি যাঁহারা বাঙ্গালী সমাজের গণ্য মান্য লোক বলিয়া খ্যাতনামা, তাঁহারা লক্ষ্য হারা না হইয়া সভা সমিতি গঠন করিয়া শুদ্ধ প্রতি-বাদের খাতিরে রাজার কার্য্য কলাপ অনর্থক প্রতিবাদ করিতে গিয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা ও বহুমূল্য উৎসাহ ও সময় ক্ষেপণ না করিয়া নিজেদের নষ্ট সংসারোদ্ধারের চেষ্টা করিতেন—আজ যদি তাঁহারা আপনাদের সংসারের উন্নতিকল্পে রাজার সহিত সুপরামর্শ করিয়া রাজাকে সুমতি প্রদান পূর্ব্বক সংসারে কালধর্ম্মোপযোগী কতকগুলি আইন কানুন করাইয়া লইতেন, তাহা হইলে কত সুখের হইত? সরল প্রাণে নিজেদের ব্যথা জানাইলে অতি বড় শত্রুরও প্রতীকারেচ্ছা আইসে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, হিন্দু সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা সব হিন্দুরই নিকটে অন্য জাতির নিকটে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। সুতরাং যে হিন্দুসন্তান পিতৃ-পুরুষদিগের পুণ্য বলে, নিজের সুকৃতি বলে, ভগবানের অনুগ্রহে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজ লক্ষ্য লইয়া সংসার পথে শান্তির ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিকট আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রীতি নীতি রহিল বা গেল একই কথা। রাজা প্রজা সম্বন্ধ থাকে

থাকুক—আমার ভাল রাজা দেখুন, তাঁহার ভাল আমি দেখি; সুরাজা হইয়া সুশাসন অবলম্বন করেন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবেন, কু হন্ কু রীতি আশ্রয় করেন—অল্পকাল স্থায়ী হইবেন। কালে সবই হইবে। একটি কথা মনে হইবে যে দুরন্ত কালের ভীম প্রহরণে আর্য্য ধর্ম্মের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া যে ধর্ম্ম আজও যৎপরোনাস্তি অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াও হিন্দু সন্তানদিগের ইষ্ট কামনায় তাহাদিগের মুখপানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, হে হিন্দু সন্তানগণ, তোমরা এখনও না বুঝিলে তাহা অন্তর্হিত হইবার উদ্যুক্ত হইয়াছে!! একবার হারাইলে আর পুনঃ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

প্রজার সুখই রাজার সুখ। যাহাতে প্রজাদিগের সংসারধর্ম্ম সুরক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, রাজার সর্ব্বতোভাবে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। রাজ্য বিস্তার করিয়া, প্রজালোকের সুখসমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ লোকবলে ও অর্থবলে কঠোর অনুশাসনের দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জকে দমন রাখিয়া যে কয়দিন হয় নিজস্বার্থ সাধন করিব এরূপ উদ্দেশে কয়দিন রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে? ভিন্ন জাতীয় রাজা হইলে বিশেষ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভিন্নধর্ম্মীয় প্রজাদিগের সহিত সৎপরামর্শ করিয়া যাহাতে তাহাদের চিরন্তন সংসারধর্ম্ম শিক্ষা দীক্ষা রীতি পদ্ধতি সুরক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে সুবন্দোবস্ত ও বিধান করা কর্ত্তব্য। নতুবা আমার যে ধর্ম্ম, আমার যে শিক্ষা, আমার যে আচার, আমার যে পদ্ধতি তোমরাও অবলম্বন কর, ইহা কোন্ নীতি? বিশেষতঃ ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রজার সংসারধর্ম্ম, আচারপদ্ধতি শিক্ষাদীক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি হইতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাচীন সময়ে দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, কার্ত্তবীর্য্য,দশরথ, রাম প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ইহাদের রাজা ছিলেন; সে ক্ষেত্রে অনার্য্য অশিক্ষিত অন্য কোন জাতি-রই অর্ব্বাচীনের ন্যায় ইহাদের সিংহাসন গ্রহণ করিতে দুঃসাহসিক হওয়া উচিত নহে। হিন্দু জাতির কি শিক্ষা, হিন্দুজাতির কি লক্ষ্য, হিন্দুর কি কর্ম্ম, ইহা হিন্দুভিন্ন অন্য জাতির বুঝিবার কোন উপায় নাই। হিন্দুদিগের পক্ষে যাহা অসত্য ও অধর্ম্ম, তাহার প্রশ্রয় দিয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া নিজধর্ম্ম রক্ষার জন্য সযত্ন, নিরপরাধী কত হিন্দু সন্তানের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল। ইহা কোন্ রাজনীতি? প্রাণ হরণ করা ইহা কোন রাজকীয় সভ্যতা? প্রীতি ও সদ্ভাব সংস্থাপনের এ কোন্ অদ্ভুত পদ্ধতি? যাক্ পরচর্চা করিবার কোন আবশ্যক নাই। রাজা যাহাই হউন,তিনি তাহাই থাকুন,যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করুন; আমরা কিছু বলিব না, বেশ বুঝিলাম আমাদের অভিমান, আমাদের আব্দার, আমাদের সুখ, আমাদের দুঃখ, আমা-দের প্রাণ তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। হিন্দু সন্তানকে বাড়ী, ঘোড়া, ঘুড়িগাড়ী, ধনদৌলত টাকা কড়ির প্রলোভনে ভুলান বড় কঠিন। ইহাদের ভুলাইতে পারে শুদ্ধ ইহাদের সেই সনাতন ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারিবেন, তিনি ইহাদের হৃদয় অধিকার করিবেন। এরূপ সুশিক্ষিত, শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, রাজভক্ত প্রজা পৃথিবীর অপর কোন অংশে যে নাই—ইহাদের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া বিনা শাসনে শান্তি ও সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে কিছু-

তেই সক্ষম হইলেন না? শুনিতে পাই ইহাদিগের ভিতর লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রার দ্বারা ক্রেয়-মস্তিষ্ক লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এদিকে যে হিন্দুজাতি একদিন সকল প্রকারে পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিঅপেক্ষা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণের মস্তিষ্ক এতদূর বিকৃত হইবে ইহাও স্বপ্নের অগোচর ছিল। ধন্য কাল! ধন্য তোমার মাহাত্ম্য !!

বলিতেছিলাম, যে কোন সমিতি অপর কোন সমিতির অধীন হইবার কোন আবশ্যক নাই —তবে কার্য্য পড়েত কার্য্যোদ্ধারের জন্য সকলেরই সযত্ন হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অসমবেদনা-ভোগীর নিকট হইতে চাঁদা, উপহার দাতব্য কিছুই গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপে ধীরে ধীরে নিজের কার্য্য নিজে বুঝিয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যত শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করিতে পারি, ততই শুভ। সংসার কার্য্যক্ষেত্র, সুতরাং এখানে অসংখ্য কার্য্য—লক্ষ্যস্থির রাখিয়া একেবারে সমস্ত কার্য্য কিরূপে অনুশীলন করিতে হইবে তাহার সমম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব; সুতরাং হীনমস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমার নিকট সহৃদয় পাঠকবর্গের এ সকল বিষয়ের মীমাংসা আশা করা ভুল হইবে। তবে আলোচনার আবশ্যক 'এরূপ বিষয় আমাকে জ্ঞাপন করাইলে তাহার জন্য চিন্তা করিতে আমি বাধ্য রহিলাম। উল্লিখিত নিয়মানুসারে সংসারাভিজ্ঞ ধীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যখন প্রকৃত অসুখের কারণ সম্যক উপলব্ধি করিয়া নিজেদের অভাব নিজেরাই বুঝিয়া আপনাদের সংসার সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যতঃ তাহার বিধান পরায়ণ হইবেন, তখনই জানিব যে অসুখ ও অশান্তি বিস্তৃত হইয়া সংসারকে দগ্ধ করিতেছে তাহা কালে দূরীভূত হইয়া সংসারে তৎপরিবর্ত্তে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিবে। হিন্দুসংসার হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারিবর্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং এ হিন্দু সংসার নষ্ট হইলে হিন্দুর সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল ইহা বিচারশীল, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীস্থ আর কোন জাতির সংসার নাই; সুতরাং হিন্দুর সংসার রহিল বা গেল তাহা অন্যজাতির দ্রষ্টব্য নহে। বেশী কথার আবশ্যক কি, হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির জীবনলক্ষ্যপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। অতএব অনায়াসে বুঝা যাইতেছে, যাহা অনিত্য, যাহা আপাতঃ-মধুর, যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহা তাহাদের সুখেরজ্ঞান, সে সুখলাভ করিতে গিয়া যতই পাপাচরণ করিতে হউক না কেন, তাহাতে'তাহারা প্রস্তুত আছে। ফলতঃ পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্যজ্ঞান হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির নাই। তাই বলিতেছি বিচারশূন্য হইয়া নিজের ঘরের নিত্যসুখ ছাড়িয়া অন্য জাতির অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য লালায়িত হওয়া হিন্দু জাতির পক্ষে বড়ই ঘৃণার কথা।

এই প্রবন্ধে আমার প্রস্তাবিত প্রণালী গ্রহণ করিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সংসার সংস্কারের জন্য যদি ইহা অপেক্ষা ও সুগম ও সহজসাধ্য প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ফলতঃ আমার আবেদন এইমাত্র যে সংসারে সুখ ও শান্তি বিধান করিতে গিয়া চরিত্র ও ধর্ম্ম হারাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক সভা সমিতি, হিন্দুস্কুল ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত করিয়া কোন কালে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা

নাই। পরন্তু যাহাতে রাজার সহিত সদ্ভাব ও সংপ্রীতি সুরক্ষিত হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, কারণ প্রজার সংসার সংরক্ষণার্থে রাজার আনুকূল্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান কালে রাজার প্রবর্ত্তিত যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারিত হইয়া হিন্দু-সংসারে দিন দিন অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, হিন্দুসন্তানগণ তৎসম্বন্ধে রাজার সহিত সুপরামর্শ করিতে পারেন—রাজাকে বুঝাইয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু-সংসার-রক্ষণোপযোগী শিক্ষার প্রচারন করিতে পারেন—যে সকল আইন কানুন হিন্দু সংসারোচ্ছেদকারী বলিয়া প্রতীতি হইবে, সুপরামর্শের দ্বারা রাজাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারেন। তাহাতেও যদি রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রজার সংসার, প্রজার ধর্ম্ম, প্রজার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন—আমাদের কার্য্য আমরা হারাইব কেন? রাজাত আর হাতে ধরিয়া জোর করিয়া বলিতেছেন না, তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ করিতেই হইবে—তোমাকে অখাদ্য খাইতেই হইবে—তোমাকে বিলাতে যাইতেই হইবে—তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে অন্ন দিতে পারিবে না—তোমার স্ত্রীর কুপরামর্শ মত চলিতেই হইবে—তোমার দেব-দ্বিজে তুমি ভক্তি করিতে পারিবে না—তুমি ভগবানে বিশ্বাস করিলে তোমার দণ্ড হইবে—তোমার মাতৃভাষা তুমি চর্চ্চা করিতে পারিবে না—মেম বা মিসনারি দ্বারা পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়ে তোমার স্ত্রী কন্যাকে প্রেরণ করিতেই হইবে—তুমি অসত্য না বলিলে তোমার দণ্ড হইবে—তুমি তোমার সংসার ছিন্নভিন্ন করিয়া শুদ্ধ স্ত্রীলইয়া অন্যত্র থাক—কই—এ সকল কার্য্য করিতে রাজাত কোন আইনে বলিতেছেন না? রাজা কয়টা তাঁহার নিজ জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন? কেবল ম্যানিবেসেন্টের ন্যায় ২।৪ টি পাশ্চাত্য মহিলার বিচিত্র লীলা দেখিয়া জগৎ অল্লাধিক চমৎকৃত হইলেও উহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট বিশেষ বিস্ময়কর নহে, কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব কি আছে? স্থিরলক্ষ্য হিন্দুসন্তান হইতে এরূপ কোন কার্য্য দৃষ্ট হইলে বড়ই ক্ষোভ জন্মে।

কাহাদের চেষ্টা ব্যতীত হিন্দু-সংসার রক্ষা হইতে পারে না?

চারি বর্ণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অপর তিন বর্ণের সংসারের সকল শিক্ষার সার ধর্ম্ম সংরক্ষণের ভার যাঁহারা হাতে করিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সুশিক্ষা রীতি, নীতি, প্রণালী সংসারকে শান্তি নিকেতন করিয়াছিল, আজ যদি তাঁহারাও ভ্রান্ত হইলেন, তখন আর সংসারে সুখ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কাল-বিভূতি যে অন্যান্য বর্ণত্রয়কে এখনও বিনষ্ট করে নাই, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনাদের চেষ্টা ভিন্ন এ অধঃপতিত ভারত-সন্তানদিগের উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। যে সারজ্ঞান, শিক্ষা ও অভ্যাসের বলে সর্ব্বেশ্বর হইয়া সংসারকে

মুক্ত হস্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—আজ সে জ্ঞান, সে শিক্ষা কোথায় গেল? তাঁহারাই যদি আজ 'অর্থ' 'অর্থ' করিয়া সাধারণ ভ্রান্ত জীবের ন্যায় চঞ্চল হইয়া পড়েন, তবে প্রতিপাল্য অপর বর্ণত্রয়ের কি দশা হইবে? তাই আমার মনে হয়, যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণ যদি এখনও তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ডাদি নিজেরা সচেষ্ট হইয়া পুনর্জ্জীবিত করেন, তবেই সংসার থাকে; নতুবা সব বিনষ্ট হইল। আপনাদের প্রতিপাল্য অপর বর্ণত্রয় জীবিত থাকিতেও আপনারা অপরের দাসত্ব গ্রহণ করিবেন, তাহা আমরা কিছুতেই দিব না—ধর্ম্মরক্ষা যিনিই করেন তিনিই রাজা; আপনারাত আমাদের রাজা; সুতরাং অপর বর্ণত্রয় যে প্রকারেই থাকুক, আপনাদিগের কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য—যে না করিবে সে নষ্ট হইবে। তাই সবিনয় নিবেদন করিতেছি, যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, অপদার্থ পদার্থের অনুসরণ করিয়া অশান্তি সৃজন না করিয়া আপনারা আপনাদের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা গ্রহণ করুন। শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়াকাণ্ডাদি যাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন। যুক্তি বা বিচারের দ্বারাই হউক, আর ভর্ৎসনা বা দণ্ডের দ্বারা হউক তাহাদিগকে সুমতি প্রদান করিয়া সৎপথে আনিতে সযত্ন হউন। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, যে আজ কালের সংসার যেরূপ দুঃসহ ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহারা সকল ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করিতে পারিবে কি না? কেন পারিবে না? সবই পারিবে—আপনারা সচেষ্ট হইলেই পারিবে—কেবল আপনাদিগকে একটু ত্যাগী হইতে হইবে—সংসারী যাহা দিবে তাহাতেই পরিতোষ দেখাইয়া, তাহার ভক্তি, প্রীতি আকর্ষণ করিতে হইবে। এমন কি (আজকাল যেরূপ সংসার পড়িয়াছে) ঔষধ গলাধঃকরণ করাইবার ন্যায় অনেক স্থলে নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে একবার কুপথগামী সংসারীকে সুপথে আনয়ন করিতে পারিলে, আপনাদের ভাবনা কি রহিল?

শ্রীভোলানাথ দাস ঘোষ।

আমরা কি পৌত্তলিক?

হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা-বিজৃম্ভিত বলিয়া, আমাদের মধ্যে অনেকে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং লোকে পাছে তাঁহাদিগকে পুতুল-পূজক বলিয়া অবজ্ঞা করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। ইউরোপিয়ানগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম অসার এবং তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এই সিদ্ধান্তটী তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছে যে, তাঁহারা তাহার প্রতিপোষক বাক্য তাঁহাদের লিখিত পুস্তক

মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বালকদিগের একখানি পাঠ্য পুস্তক আমার হস্তগত হয়। তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দেখিয়া বাস্তবিকই আমাকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। প্রশ্নটী এই,—হিন্দুধর্ম্ম কি? উত্তর যে ধর্ম্মে অতি ঘৃণ্য পুতুল পূজার পদ্ধতি আছে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। বড় পরিতাপের বিষয়, কৃতবিদ্য হিন্দু-সন্তানগণ এই পুস্তকখানি নির্ব্বাচিত করিয়া, তাঁহাদের কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। যখন আমরাই আমাদের ধর্ম্মের প্রতি এ প্রকার বীতশ্রদ্ধ, তখন বিজাতীয় ব্যক্তিগণ যে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

এখন দেখা যাউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধার কারণ কি? প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের পূজ্যতম শাস্ত্র প্রণেতাগণ কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য, হিন্দুধর্ম্ম প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না এবং তাহা জানিবার জন্য প্রয়াসও পাই না। আমাদের শাস্ত্র মধ্যে কি অপূর্ব্ব রত্নরাজি নিহিত আছে, তাহা আমরা স্বয়ং দেখিব না, অনভিজ্ঞ বিজাতীয়ের কথা শিরোধার্য্য করিব! বলিতে কি, আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, ইউরোপীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিষয়ে আমাদেরই নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা কল্পনা বলে যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, আমরা তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

সর্ব্ব প্রথমে, খৃষ্টিয়ান মিসনরিগণ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ভারতবর্ষে দেখা দিলেন। আমরা পুতুল পূজা করি, যে কৃষ্ণ মাখন চুরি করিত, গোপবালার বস্ত্র হরণ করিয়া কৌতুক দেখিত এবং গোপবধূদিগের সহিত রঙ্গ রসে সময় কাটাইত, সেই কৃষ্ণ আমাদের উপাস্য দেবতা, এই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। অপর দিকে, বাইবেলে লিখিত সদুপদেশ ও খৃষ্টের পবিত্র চরিত্র বর্ণনা করিতে লাগিলেন, এবং কি অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পাপীর পরিত্রাণ জন্য জীবনদান করিয়াছিলেন, তাহা বিঘোষিত করিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই বিজাতীয় ধর্ম্ম-বীজ উপ্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। আমরা আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; তবে যে টুকু ধর্ম্মভাব হৃদয়ে সঞ্চিত, তাহা গ্রাম্যতা-পূর্ণ যাত্রাভিনয় ও সত্যাপলাপী কথকদিগের মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সমুদ্ভুত। তাহাতেই আমাদের এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ চোর ও লম্পট। তাহার উপর মিসনরীগণের অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাক্য আমাদের একবারে মোহিত করিয়া তুলিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব আমাদের অন্তঃকরণে বদ্ধ-মূল হইল। হায়! আমরা বুঝিলাম না যে, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে মাখনাদি চুরি করিয়া খাইতেন, সুতরাং উহা শিশুর দুষ্টতা ব্যতীত আর কিছু নহে।

আর, ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার মধ্যে যে ঈশ্বর-প্রেমের নিগূঢ় ভাব নিহিত আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট আখ্যা প্রদান করিলাম। আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, রাসলীলা প্রকৃতই

নরনারীর প্রেমলীলা, এবং আমাদের দেবতার সম্ভ্রম রাখিবার জন্তই আমরা এখন ইহাকে উচ্চভাবে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু, এ কথা যথার্থ নহে। কেন না, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা ও গোপীগণের প্রেমালাপ যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে বিবৃত করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহা কত গভীর ও মহান্। রামানন্দ রায়, চৈতন্য দেবের সমক্ষে কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন—"চিত্ত-বৃন্দাবনে, হৃদয়-রাধিকা পরমাত্মাতে রমণ করেন, তাহা দেখিয়া, বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা, বিবেক, অনুরাগ ইত্যাদি মনোবৃত্তি নিচয় (যাহারা গোপবালা রূপে বর্ণিত) সুখী হয়, এবং তাহারা রাধাকৃষ্ণ উভয়ের পরিচর্য্যা করে"। যদিও তাহাদের সেবা নিঃস্বার্থ, কিন্তু, হৃদয় পরিতৃপ্ত হইলে তাহাতে সকলেই তৃপ্ত্যনুভব করে, সুতরাং তদ্দ্বারা সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ লাভ হয়। ইহাতে অবিশুদ্ধ কাম গন্ধ থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পর সুখে সুখী হওয়া সখীগণের ধর্ম্ম, বৈধ ভক্তিতে সে ধর্ম্মলাভ করা যায় না; তাহাতে রাগানুরাগ ভক্তি অর্থাৎ প্রেম-মূলক ভক্তির প্রয়োজন। কোমলস্বভাব মধুরপ্রকৃতি স্ত্রী জাতির সঙ্গে ভক্তির অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। এই জন্য জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার রূপক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান পুরুষ, সে কেবল ঈশ্বরের বাহির মহলের সংবাদ বলিতে পারে; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোক, সে ঠাকুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথাকার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হয়, অন্দর মহলে জ্ঞানের প্রবেশ নিষেধ।"

শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা ও গোপীগণের সহিত প্রেমলীলা যে কবির কল্পিত ভাবমাত্র, তাহা নারদ সংবাদের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত আছে:—

"সঙ্গীত মারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতঃ।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি চ ষোড়শ।"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশীর স্বরে মোহিত হইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, এবং একে একে ষোল সহস্র গোপিকা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, এবং এই প্রকারে ষোল সহস্র রাগ উৎপন্ন হইল।

ব্রজলীলার নিগূঢ় ভাব অবগত না থাকাতে, আমরা মিসনরীদের বাক্য যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণকে চোর ও লম্পট বলিয়া স্থির করিলাম এবং তাঁহার প্রতি আমাদের যে ভক্তিভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। মিসনরীগণ পুনরায় বাক্যজাল বিস্তীর্ণ করিলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখন তেত্রিশ কোটী দেবতার উপাসক হইতে পারে না। এক পরমেশ্বরই বিশ্বের মূলাধার এবং তিনিই সকলের ধ্যেয় ও পূজ্য। পুতুল পূজা করা তাঁহার অবমাননা করা মাত্র। একথা কাহার না সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে? সুতরাং আমরা তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা কি যথার্থই পৌত্তলিক? আমরা কি বাস্তবিকই পুতুল পূজা করিয়া থাকি? না, কখনই না। আমরা মহান্

ঈশ্বরের উপাসক। কখন মাতৃভাবে কখন বা পিতৃভাবে আমরা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। আমাদের শাস্ত্র সকল উদ্ঘাটন করুন, দেখিবেন, তাহাতে পরমেশ্বরের কি নিগূঢ় ভাব সকল নিহিত আছে! কেবল বেদ নহে, যে পুরাণ সকল আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই নিকট অশ্রদ্ধেয়, তাহাও কত শত চমৎকার ভাবে পরিপূর্ণ। আদিমকালে, সৃষ্টি-কৌশল অবলোকন করিয়া মনুষ্যের মন বিস্ময়রসে পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং আদিম কালের ঋষিগণ ভৌতিক পদার্থ নিচয়ে ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করিয়া, ইন্দ্র, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতিকে উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিয়া, সেই পদার্থ যোগে ভগবানের আরাধনা করিলে, তেত্রিশ কোটী কেন অসংখ্য দেবতার পূজা করা হয়। বাহ্য প্রকৃতি হইতে মনুষ্য ক্রমে মানবহৃদয়ে পরমেশ্বরের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন বহির্জগতে ঈশ্বরের যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেদীপ্যমান আছে, তাহার প্রতি আকর্ষিত না হইয়া, অন্তর্জগতে তাঁহার মঙ্গলভাব অনুভব করিয়া তাঁহার গুণের প্রতি নত-শির হইলেন। ঈশ্বর পূর্ব্বে দূরে ছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও আকাশে, এখন নিকটস্থ হইলেন। অন্তরে অন্তরাত্মা রূপে দেখা দিলেন। লীলাময়, হরিরূপে প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে, মনুষ্য আর দূরে যাইতে চাহে না। • হরি, সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, প্রত্যেক শুভকার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া আছেন, এইভাবে মনুষ্যগণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

আমাদের উপাসনা-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমরা দারু, মৃত্তিকা, ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমার উপাসনা করি না। প্রতিমা উপলক্ষ মাত্র: প্রাণ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য কি? প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করা প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। যতক্ষণ না প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়, ততক্ষণ সে প্রতিমা উপাসনার যোগ্য হয় না। এ প্রকার উপাসনাকে অনেকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যাঁহারা মনুষ্য মণ্ডলীর অতি নিম্ন শ্রেণীতে আছেন, তাহারাই এ প্রকার উপাসনাতে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন। শিশু যেমন কাহার ও আশ্রয় ব্যতীত চলিতে পারে না, তাঁহাদের অবস্থাও সেই প্রকার। কিন্তু বলিতে কি, ধর্ম্ম-জগতে আমরা শিশু বৈ আর কি? আমরা কি সেই নিরাকার মহান্ ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? অবশ্য ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা আমরা জানি এবং প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া আমরা সেই নিরাকার মহান্ পুরুষেরই উপাসনা করি। কিন্তু তাঁহার নিরা-কার ভাব চিন্তা করিতে পারি না। আমরা জানি যে, আমাদের আত্মা আকারবিশিষ্ট নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আমাদের আত্মার ভাব হৃদগত করিতে পারি? বিবেচনা করুন, কোন পরলোকগত বন্ধুর বিষয় চিন্তা করিলাম। তখন তিনি দেহধারী নহেন; কিন্তু চিন্তা করিবা মাত্রই সেই বন্ধুর পূর্ব্বকার অবয়ব আমাদের সমক্ষে উদয় হইল। তাঁহার আন্তরিক গুণ সমূহই আমাদের আলোচনার বিষয়; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকার দেহ হইতে সেই গুণ-নিচয়কে আমরা পৃথক করিতে পারি না।

এখন দেখা যাউক, যাহারা পৌত্তলিকদিগকে হেয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা কি ভাবে মহান্ ঈশ্বরের উপাসনা করেন? প্রথমতঃ তাঁহারা ঈশ্বর-পূজার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং সেই মন্দিরের মধ্যে তাঁহার সত্ত্বা অনুভব করেন। তাহার পর প্রার্থনা করিবার সময় বলেন, হে ঈশ্বর! আমাদের কাছে এসো, তোমার কোলে আমাদিগকে স্থান দেও, তোমার পদ্মহস্ত বুলাইয়া আমাদের সন্তাপ হরণ কর, আমাদের প্রার্থনা শোন, আমরা বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি, ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক, নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীদের উপাসনার পার্থক্য কি। নিকারবাদীরা চিন্তার সহায়ে একটী অবয়ব-বিশিষ্ট পুরুষকে আপনাদের সমক্ষে আনয়ন করেন, সাকারবাদীরা তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি সমক্ষে রাখিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। এ দুই প্রকার উপাসনার কি প্রভেদ তাহাত বুঝিতে পারি না। বরং সাকার উপাসনায় ভক্তিভাব যত প্রবল দেখা যায়, নিরাকার উপাসনায় তাহা লক্ষিত হয় না। পরপরমেশ্বর আমাদের একমাত্র প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। আমরা যে উপায়ে তাঁহার উপাসনা করি না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। যখন শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলেন এবং ভরতকে বাধ্য হইয়া অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল, তখন রামচন্দ্রের কাষ্ঠ পাদুকাকে সিংহাসনে বসাইয়া, ভরত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন। এতদ্দ্বারা রামচন্দ্রের অবমাননা করা হইয়াছিল, না, তাঁহার গৌরব-বৃদ্ধি করা হইয়াছিল? কে না বলিবে যে, এই কার্য্য দ্বারা ভরত অগ্রজের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এরূপ না করিয়া, ভরত যদি মুখে বলিতেন যে, শ্রীরামচন্দ্রই প্রকৃত রাজা, তিনি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজকার্য্য সমাধা করিতেছেন মাত্র, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি-ভাব কি এত উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিত? কখনই না। আমরা নাটকে বর্ণিত বিষয়গুলি পাঠ করিয়া থাকি, আবার নাটকের অভিনয়ও দেখিয়া থাকি। কিন্তু অভিনয় দেখিলে, নাটকে বর্ণিত ভাবগুলি যেমন মনোমধ্যে প্রকৃতভাবে অঙ্কিত হয়, কোন নাটক অধ্যয়ন করিলে কি সে প্রকার হইয়া থাকে? আমরা জানি, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি জ্ঞানের আকর, সকল ঐশ্বর্য্যেরস্বামী এবং পাপীর শাস্তি ও পুণ্যবানে পুরস্কর্ত্তা। এ সকল ভাব কত বক্তৃতায় শ্রবণ করি, কত পুস্তকে পাঠ করি। কিন্তু যদি আমাদের সমক্ষে একটী মূর্ত্তি দেখি, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের এই কয়েকটী ভাব প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে কি সেই সমুদায় আমাদের অন্তর মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না? আমাদের দুর্গামূর্ত্তি কি ঈশ্বরের গুণ ও মহিমা প্রকাশ করে না? সিংহ, পশুর রাজা, পৃথিবীর মধ্যে বলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সিংহের উপর দুর্গার আসন প্রতিষ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য কি? না, সকল ক্ষমতার উপর আদ্যাশক্তি বিরাজ করিতেছেন, একদিকে গণপতি বিঘ্ন বাধা দূর করতঃ ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। আর এক দিকে কার্ত্তিক মহা যোদ্ধারূপে পাপরূপ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আবার একপার্শ্বে জ্ঞানের আধার সরস্বতী এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী যাঁহা হইতে সকল ঐশ্বর্য্য সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, উজ্জ্বলপ্রভায় দীপ্তি পাইতেছেন। গণেশ ও কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গার তনয় ও তনয়া। রূপক

দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে মহামায়াই গণেশরূপে মানবগণের বিঘ্ন বাধা দুর করিতেছেন, কার্ত্তিক রূপে দৈত্য দলন জন্য প্রস্তুত আছেন এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য সমন্বিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার দশহস্তের দ্বারা দশদিক রক্ষা করিতেছেন। এবম্প্রকার প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া উপাসনা করিলে কি পরমেশ্বরের ভাব মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না? পুস্তকে বর্ণিত চৈতন্য দেবের লীলা অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতার রঙ্গভূমিতে সেই লীলা অভিনীত হইয়া দর্শকগণের মন যে প্রকার আকর্ষণ করিয়া থাকে, এমন কি পুস্তক পাঠে সম্ভব হয়? এখন, একথা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি নিরাকার উপাসনা সম্ভব নহে? ইহা কি একটী কল্পনা মাত্র? তাহাই যদি হইবে, তবে কেন আমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং সাকার উপাসনাকে অতি হেয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে? এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, সাকার উপাসনা কাহাদের পক্ষে হেয়? মহাযোগী ও মহর্ষিগণের পক্ষেই ইহা হেয়। যাঁহাদের বাহ্য উপায়ের দ্বারা ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় না, যাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয় মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং বলিতে কি, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত অভেদাত্মা হইয়া সোঽহং বলিতে সক্ষম, তাঁহারাই সাকার উপাসনাকে হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। ঈশ্বরের সহিত অভেদাত্মা হওয়ার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, মনুষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে সক্ষম। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে, যখন মনুষ্য ঈশ্বরের উচ্চ আদর্শ সমগ্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, যখন সঙ্কীর্ণ পার্থিব ভাব তাঁহার অন্তরে স্থানপ্রাপ্ত হইবে না এবং যখন ঈশ্বর ভিন্ন তিনি আর কিছুই উপলব্ধি করিবেন না, তখনই তিনি প্রকৃত নিরাকার উপাসক বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন। ইহাঁরাই পরমাত্মার যোগে যোগী। ইহাঁদের মধ্যে জাতি বিচার নাই, ইহাঁরা লোকাচারের বশীভূত নহেন, অথচ ইহাঁরা সকলের নিকট পূজ্য। ইহাঁরা উপবীত ত্যাগী অথচ ইহাঁরা মহামহোপাধ্যায় ভূদেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। ইহাঁরা লোক ধর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত অথচ ইহাঁরা সাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, কে না তাঁহাকে পূজা করে? তিনি লোকাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও কে না তাঁহাকে সমাদর করে? তাঁহারা প্রতিমা পূজার নিন্দা করিতে পারেন, তাঁহারা দেবোপাসনাকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতে পারেন। যখন তাঁহারা আসল বস্তুকে পাইয়াছেন, তখন যে উপায় দ্বারা আপামর সাধারণে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রয়াস পায়, সে-উপায় অবলম্বন করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন কি? এই নিমিত্তই মহাযোগী মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত কথোপকথন কালে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন :—

সংপ্রাপ্তে জ্ঞানবিজ্ঞানে বিজ্ঞেয়ে চ হৃদিস্থিতে।
লব্ধে শান্তিপদে দেবি ন যোগোনৈব ধারণা॥
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তাল বৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে॥

হে দেবি! জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞেয় পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে, এবং শান্তিপদ লব্ধ হইলে, যোগেই বা কি প্রয়োজন, ধারণাতেই বা কি আবশ্যক? পরব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে অন্য সমস্ত নিয়মে কোন প্রয়োজন নাই। মলয়াচলের বায়ু লব্ধ হইলে, তাল বৃন্তে কি আবশ্যক?

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, কোন কালে কোন জাতিই ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপাসনা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন কালে, উন্নত মিসর গ্রীক ও রোমান জাতিদের মধ্যে পৌত্তলিকতার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। বলিতে কি, তাঁহারাই যথার্থ পৌত্তলিক ছিলেন। আমরা প্রতিমাকে মহান্ ঈশ্বরকে পাইবার উপায় স্বরূপ জ্ঞান করি। উল্লিখিত জাতিত্রয়ের মধ্যে পুতুলপূজা এরূপ উচ্চ ভাবে সম্পন্ন হইত না। তাহারা পুতুলকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র এক মহান্ ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করিতেন। কিন্তু, তাঁহারা যে সেই পুরুষকে নিরাকার ভাবে উপাসনা করিতেন, তাহা বলা যায়।

বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে, কেবল ইহুদী জাতিই একেশ্বর-বাদী ছিলেন। এমন কি, তাঁহারা একেশ্বর-বাদী বলিয়া অহঙ্কার করিতেন এবং অন্যান্য জাতিকে পুতুল-পূজক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। এখন দেখা যাউক, এই জাতির মধ্যে, পরমেশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে সম্পন্ন হইত এবং তাঁহারা ঈশ্বরকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতেন:—

ওল্‌ড টেষ্টমেণ্টে বিবৃত আছে যে, যখন ইহুদিগণ মিসর দেশ হইতে কেনান নামক দেশে গমন করেন, পরমেশ্বর প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাদিগকে ভয়সঙ্কুল অরণ্য দিয়া লইয়া যান। মুসা ইহুদীদিগের নেতা ছিলেন। তাহাদের যাহা কিছু অভাব হইত, মুসাকে জানাইত এবং মুসা সেই সমুদায় পরমেশ্বরের সমীপে জ্ঞাপন করিতেন। মুসা পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতেন, পরমেশ্বর মেঘের মধ্য হইতে তাঁহার আবেদন শুনিতেন এবং বিহিত রূপ উপদেশ দিতেন। অরণ্য তমসাবৃত, অমনি একটি আলোকের স্তম্ভ উৎপন্ন হইল। কোন স্থানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, অমনি আকাশ হইতে "ম্যানা" নামক মিষ্ট ফল বর্ষণ হইতে লাগিল; কোন স্থানে জল পাওয়া গেল না, অমনি ঈশ্বরের আদেশে মুসা একটি পাহাড়ের এক অংশে আঘাত করিলেন, আর প্রস্রবণের ন্যায় জল প্রবাহিত হইতে লাগিল। যখন ইহুদীরা মুসার কথা অগ্রাহ্য করে, অমনি পরমেশ্বর মুসাকে ডাকেন, মেঘের মধ্য হইতে তাঁহার ক্রোধের চিহ্ন স্বরূপ বজ্র ও বিদ্যুৎ সমুদ্ভূত করেন এবং ঘোর নিনাদে যথাবিহিত আজ্ঞা দেন। এতদ্দ্বারা ইহুদীরা বুঝিতে পারে যে, ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন এবং তিনি যে মুসাকে তাহাদের শাসনের জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহাও অনুভব করে। ক্রমে ঈশ্বর তাহাদের সকল কার্য্যে পরামর্শদাতা হইয়া পড়িলেন। কোন্ দেশ অধিকার করা আবশ্যক? অমনি ঈশ্বরের আজ্ঞা বাহির হইল। কি প্রকারে বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ করা হইবে, কি

প্রকারে শত্রু পরাজিত হইবে, তাহাদের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা হইবে, তাহাদের দ্রব্যাদি লইয়া কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যবহার করা হইবে, এই প্রকার বিবিধ অনুজ্ঞা প্রচার হইতে লাগিল। শত্রুর দল বল দেখিয়া ইহুদিগণ ভীত হইলে, ঈশ্বর স্বয়ং সেনাপতি হইয়া বিপক্ষ পক্ষকে হীনবল করিতে লাগিলেন। আবার ইহুদিগণ কি প্রণালীতে তাঁহার উপাসনা করিবে তাহাও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি গৃহ হইবে, তাহার উপরিভাগ উৎকৃষ্ট স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। এই গৃহের মধ্যে একটি সুবর্ণের আসন থাকিবে, তাহার দুই দিকে দুইটী স্বর্গীয় দূতের স্বর্ণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি থাকিবে—তাহাদের পাখায় সিংহাসন আচ্ছাদিত হইবে। এই আসনে পরমেশ্বর উপবেশন করিয়া মুসাকে ইহুদীদের সম্বন্ধে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন। তাহার পর, একদল পুরোহিত নির্ব্বাচিত হইল, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা হইল। তদনন্তর তাঁহার উপাসনার প্রণালী এবং উপকরণেরও ব্যবস্থা হইল, যথা :—

প্রতিদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, একটী করিয়া বৃষ বলিদান করা হইবে, এবং ইহার সহিত ময়দা ও সুরা উৎসর্গ করা হইবে। ধূপ, ধূনা, সুগন্ধ দ্রব্য জ্বালান হইবে। আর প্রতি শনিবার ঈশ্বরের সেবার জন্য তাহা রাখা হইবে। সে দিবস কোন বৈষয়িক কার্য্য করা হইবে না। যিনি করিবেন, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ঈশ্বর ছয় দিবসে বিশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দিবসটী তাঁহার পক্ষে অতীব পবিত্র, এবং ইহুদী মাত্রকেই এই দিবসকে পবিত্র রাখিতে হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইহুদিগণ পরমেশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ঈশ্বর তাঁহাদের সমক্ষে একজন পার্থিব সম্রাটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। ইহার মধ্যে পরমেশ্বরের উচ্চ ভাব-ব্যঞ্জক কোন কথাই নাই। ঈশ্বর এখানে ইহুদীদিগের পার্থিব উন্নতি বিধান করিয়াই তাঁহাদের প্রীতি লাভ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এমন কি, অন্যান্য জাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াও ইহুদিদের উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত করিয়াও তিনি তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারেন নাই। কারণ বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহুদিগণ সোণার গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপাসনা করিয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, খৃষ্ট কি প্রকার উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। খৃষ্টীয় সমাজ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি একজন আর্য্য মহাযোগী। ঈশ্বরের উচ্চ ভাবে যখন তিনি পূর্ণ হইতেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিতেন "আমি এবং আমার পিতা এক"। ইহা আমাদের সন্ন্যাসীদিগের প্রসিদ্ধ বাক্য সোঽহং ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার মনের ভাব এ প্রকার ছিল না। কারণ, অনেক স্থানে তিনি তাঁহার পিতার অধীনতা স্বীকার এবং আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন—আমি নিজ

ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আসি নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অপিচ, যখন ক্রুশের উপর অবস্থিতি করিয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,—আমার পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?

এখন দেখা যাউক এই মহাপুরুষ ঈশ্বরকে কি ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর পবিত্র দূত সমূহে বেষ্টিত হইয়া, স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তিনি (ঈশা) তাঁহার সেই পিতার নিকট হইতে আগমন করিয়াছেন। কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিতে হয়, এ সম্বন্ধে ঈশা সাধারণকে উপদেশ দেন, সেই প্রার্থনার মধ্যে উক্ত হইয়াছে,—"আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে অবস্থিতি করেন।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ স্বর্গে যে প্রকার চূড়ান্ত সুখ ভোগ করিতেন, তৎসম্বন্ধে নিউ টেষ্টমেণ্টে এই প্রকার লিখিত আছে— ঈশার একজন শিষ্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাঁহারা (অর্থাৎ দ্বাদশ শিষ্য) সমুদায় পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার (খ্রীষ্টের) অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহারা কি প্রকারে পুরস্কৃত হইবেন? ইহার প্রত্যুত্তরে খ্রীষ্ট বলিলেন যে, শেষ বিচারের দিনে, যখন তিনি উজ্জ্বল সিংহাসনে বিরাজ করিবেন, তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য এক এক উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইহুদী জাতির দ্বাদশটী বংশের বিচারের ভার প্রাপ্ত হইবেন। ওল্ড টেষ্টমেণ্টে যেমন ঈশ্বরকে সম্রাট ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, নিউ টেষ্টমেণ্টেও সেই ভাব লক্ষিত হয়। ইহাতে আবার একটু বিশেষ ভাব দেখা যায়। ঈশা, এই সম্রাটের যুবরাজ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্য তাঁহার সহকারী রূপে কার্য্য করিতেছেন।

ফল কথা এই যে, একেশ্বরবাদী ইহুদী জাতি এবং মহাপুরুষ ঈশা পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

প্যাগম্বর মহাপুরুষ মহম্মদ, ঈশ্বরের ভাব কত দূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

মুসলমান দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ, ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশে পরিপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে পরমেশ্বর তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য মহম্মদকে তাঁহার অনুজ্ঞা সকল জ্ঞাপন করেন এবং সেই সমুদায় কোরাণে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বাইবেল বর্ণিত অনেক গুলি বিষয় সমর্থন করা হইয়াছে। পরমেশ্বর ছয় দিবসে বিশ্ব সৃজন করিয়া, এক দিন সিংহাসনের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এবং এখনও তথায় উপবেশন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে, এব্রাহিম, মুসা, আরুণ, দাউদ, সলমন প্রভৃতিকে তাঁহার আদেশ সকল জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ঈশাকে অলৌকিকতা দানে ও পবিত্রাত্মা যোগে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং কোন কোন প্যাগম্বরের সহিত কথা কহিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ইহুদী জাতির প্রতি কি প্রকার অনুগ্রহ করিতেন এবং কত সময়ে ও কিরূপে তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা অবিশ্বাসী ছিল, তাহাদের কি প্রকার শাস্তি প্রদান

করিয়াছিলেন, সেই সমুদায়ের উল্লেখ করিয়া, মুসলমানদিগকে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছেন। যেমন বাইবেলের ঈশ্বর, সেনাধিনায়ক হইয়া তাঁহার প্রিয় জাতি ইহুদীদের শত্রুদিগকে হীনবল করিয়াছিলেন, কোরাণের ঈশ্বরও কার্য্যের সৈন্যগণের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। কোরাণের এক স্থলে ঈশ্বর কহিতেছেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতি (বিপক্ষ) সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদের উপর বাত্যা ও সেনাবৃন্দ প্রেরণ করিয়াছিলাম।" শাহ আবদল কাদেরের তফ্সিরে লিখিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধে, পরমেশ্বর কাদের সৈন্য দলের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করেন তাহাতে শত্রুদের পটমণ্ডপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, অশ্ব সকল পলায়ন করে এবং যোদ্ধাগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোরাণের আর এক স্থলে লিখিত আছে, "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে বদরে (বদরের যুদ্ধে) সাহায্য দান করিয়াছেন।" কথিত আছে যে এই যুদ্ধে, পরমেশ্বর প্রথমে এক সহস্র পরে তিন সহস্র, এবং অবশেষে, পাঁচ সহস্র দেবসেনা প্রেরণ করেন। ঈশ্বর অনেক সময়ে, মুসলমান দিগকে, কাফেরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর এক সময় মহম্মদকে বলিতেছেন,—"তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর, যদি তোমাদের জন্য বিশ জন সহিষ্ণু লোক থাকে তাহারা দুই শত ব্যক্তির উপর জয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের জনব, এক শত থাকে, যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদের সহস্রের উপর জয়ী হইবে।" যাহাদের সহিত সংগ্রাম করা আবশ্যক, তাহাও কোরাণে বিধিবদ্ধ হইয়াছে,—"যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা অবৈধ মনে করে না এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগ হইতে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না, যে পর্য্যন্ত তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া স্ব হস্তে হজিয়া (কর) প্রদান না করে তাঁহাদের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর। অপিচ, লুণ্ঠিত দ্রব্য কি প্রকারে ব্যবহৃত হইবে ঈশ্বর তৎসম্বন্ধেও আদেশ করিয়াছেন,—"জানিও তোমরা দ্রব্যের যাহা কিছু লুণ্ঠন কর নিশ্চয় তাহার পঞ্চমাংশ ঈশ্বরের জন্য, প্রেরিত পুরুষের জন্য ও স্বর্গাদির জন্য এবং নিরাশ্রয় দরিদ্র ও পথিকগণের জন্য। তফসির হোসেনিতে লিখিত আছে যে, যে ভাগ ঈশ্বরের নামে গৃহীত, তাহা কাবামন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও তাহার শোভা বর্দ্ধনে ব্যয় করিবে, অপরাংশ সৈন্য ও অন্যান্য লোকদিগকে ভাগ করিয়া দিবে। •

এতদ্ব্যতীত, পরমেশ্বর মুসলমানদের সমাজ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের জন্য নয় জন মহিলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা এবং অন্যান্য মুসলমানের জন্য চারি জন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-বর্জ্জন বিধি আছে এবং বর্জ্জিতা স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু মহম্মদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নীগণকে অপর কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না। স্ত্রী ধন ও স্ত্রী সহবাস বিষয়েও পরমেশ্বর নিয়ম করিয়াছেন।

কোরাণের অনেক স্থলে আছে বটে যে পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই। কিন্তু, এই আদেশের সহিত প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের নাম সংযোজন করা হইয়াছে। কোরাণের বীজ মন্ত্র এই—"লা এ লাহ এল্লেলা, মহম্মদ রসুলাল্লা।" অর্থাৎ, পরমেশ্বর এক মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। কোন মুসলমানকে ঈশ্বরের নাম লইতে হইলে, তাহার সহিত মহম্মদের নাম উল্লেখ করিতে হইবে, নতুবা ঈশ্বরের নিকট তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

পরকালে, স্বর্গ-সুখভোগ সম্বন্ধে কোরাণের স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন সময়ে ঈশ্বর মহম্মদকে এইরূপ আদেশ করেন—"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি এই সংবাদ দান কর, যে তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান নির্দ্দিষ্ট আছে, যে উদ্যানে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত রহিয়াছে, যখন সেই উদ্যান হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহারা বলিবে আমি পূর্ব্বে যাহা দান করিয়াছি ইহা সেই ফল; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে, ও সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী ভার্য্যা সকল থাকিবে এবং তাহারা তথায় নিত্যকাল বাস করিবে।" বিশ্বাসীদের পরিচ্ছদ ও ভূষণসম্বন্ধেও কোরাণের এক স্থলে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"তথায় স্বর্ণময় ও মৌক্তিক কঙ্কণ (তাহাদিগকে) পরান হইবে এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় বস্ত্র (হইবে)"। আর এক স্থলে আছে—"আমি অবশ্য তাহাদিগকে স্বর্গের প্রাসাদোপরি স্থান দান করিব।"

এতদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে মহম্মদ এক ঈশ্বরের উপাসনা সংস্থাপিত করিলেও তাঁহাকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদিও ঈশ্বরের কোন বিশেষ আকার আরোপ করা হয় নাই, তথাপি তিনি স্বর্গে সিংহাসনোপরি উপবেশন করেন। বিশ্বাসিগণের জন্য তাহাদের শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করেন, তাহাদের সাংসারিক নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করেন, এই প্রকার বিবিধ মানবোচিত কার্য্য তাহাতে আরোপিত করা হইয়াছে।

এখন একবার ভারতবর্ষের দিকে নেত্র নিক্ষেপ করা যাউক। ভারতবর্ষে, ধর্ম্মের উচ্চভাব সকল যত দেখা যায় এপ্রকার কোথাও নয়নগোচর হয় না। এখানে নানা শ্রেণীর উপাসক ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কোথাও মুনিগণ সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় অবস্থিতি করত স্তিমিত লোচনে তাঁহাকে চিন্তা করিতেছেন, কোথাও ঋষিগণ বিশ্বের কারুকার্য্যে, তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদিকে উপলক্ষ করিয়া, ভগবানের স্তব করিতেছেন এবং কোথায় বা সংসার আশ্রমিগণ তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া, তাঁহার পূজা করিতেছেন, যাঁহার যে প্রকার মনের ভাব, যাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তিনি তদনুসারেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন।

আর্য্যশাস্ত্রে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি প্রকার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রুতিতে আছে :—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

(কঠোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ বল্লী ২য় অধ্যায়)

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে কেহ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, চক্ষুঃদ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না এবং মন দ্বারাও কেহ তাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই অনন্ত জগতের আদি কারণ জানিয়া, আত্ম প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে?

স্মৃতিশাস্ত্রে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধিগম্যং বিদ্যাৎ তৎপুরুষং পরং ॥

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থের নিয়ন্তা, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, যিনি শুদ্ধ স্বর্ণ সম জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং যিনি মনোমাত্রের গ্রাহ্য, সেই পরম পুরুষকে চিন্তা করিবে।

তাহার পর পুরাণে পরমেশ্বরের ভাব এই রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে :—

রূপ-বর্ণাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্দ্ধি জন্মভিঃ ॥
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥১১॥

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, রূপ বর্ণাদি দ্বারা ঈশ্বরের নিরূপণ হয় না, কোন বিশেষণ দ্বারাও তাহাকে প্রকাশ করা যায় না, যাঁহার ক্ষয় নাই এবং বিনাশ নাই ; যিনি পরিণাম, জন্ম ও বৃদ্ধি পরিবর্জ্জিত, সেই পরমেশ্বর কেবল "আছেন" এই বাক্য ভিন্ন অন্যকোন প্রকারে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

অপিচ—নির্ম্মলং তং বিজানীয়াৎ ষড়ূর্ম্মি রহিতং শিবং।
প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তর গীতা।

অর্থাৎ, সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা সংকল্প বিকল্পাদি রহিত, মঙ্গল স্বরূপ, নির্ম্মল, চৈতন্যময় জানিয়া ধ্যান করিবে। সেই পরমাত্মা প্রভাশূন্য, মনোমল বিরহিত, আসক্তি রহিত এবং নিরাময়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই :—

অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদিদেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাং ॥

কুলার্ণব তন্ত্র, ৯ম উল্লাস।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগণের দেবতা অগ্নিতে থাকেন, মনস্বিগণের দেবতা হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, অল্পবুদ্ধি লোকের দেবতা প্রতিমাতে থাকেন, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহাদের দেবতা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন।

অপরঞ্চ—চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥

কুলার্ণব তন্ত্র, ৬ষ্ঠ উল্লাস।

অর্থাৎ, সাধকগণের হিতের নিমিত্ত, চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও শরীর বিহীন পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা আমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক :—

শ্রুতি বলিতেছেন যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গণের গোচর নহেন। যে ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া, বিশ্ব কার্য্য দর্শন করত তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তিনি তাহারই কাছে প্রকাশিত হয়েন। তাহার পর, স্মৃতিশাস্ত্রে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহাকে মন দ্বারা জানা যায় না, তাঁহাকে কি প্রকারে ধ্যান করা যাইতে পারে? স্মৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে জ্যোতিসম্পন্ন বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি মনের গ্রাহ্য হইলেন। পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের অভিপ্রায়ই গ্রহণ করিলেন। প্রথমে বলিলেন যে, "সেই পরমেশ্বর কেবল আছেন, এই বাক্য ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।" তাহার পর যখন বলিলেন যে ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়, তখনই তাহাকে ধ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। তদনন্তর তন্ত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণগণের দেবতা অগ্নিতে, পণ্ডিতগণের দেবতা হৃদয়ে? আত্মজ্ঞ ব্যক্তির দেবতা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত আছেন এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির দেবতা প্রতিমায় অধিষ্ঠিত। পরে যখন বুঝিলেন যে, আপামর সাধারণে পরমেশ্বরকে নিরাকারভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন বলিয়া উঠিলেন যে সাধকের হিতের নিমিত্ত অশরীরী পরমাত্মার রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

অপিচ, গায়ত্রী, যাহা সকল বেদ মন্ত্রের সার, এবং যে বীজমন্ত্রটীকে ব্রাহ্মগণও আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছে যে, সর্ব্বলোক প্রকাশক "সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" গায়ত্রী জপ করা, ঈশ্বরের শক্তি চিন্তা ও আলোচনা করা। যখন প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে পারিব, যখন বিশ্বের প্রত্যেক

ব্যাপারে তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং তাঁহার মহান্ শক্তি ও জ্ঞান ইহার নেতা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। যখন এবম্প্রকার জ্ঞান হইবে তখনই মনুষ্য প্রকৃত রূপে পৌত্তলিক হইবে। তখন আর ঈশ্বর প্রতিমায় আবদ্ধ থাকিবে না। তখন কাষ্ঠে ও লোষ্ট্রে, প্রতিমায় ও শিলাখণ্ডে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতে ও গভীর সমুদ্রে, বিশাল বৃক্ষে ও সামান্য লতা গুল্মে মহাজ্ঞানী প্রেমিক পুরুষে ও বর্ণহীন স্বার্থপর ব্যক্তিতে ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করিয়া, মনুষ্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট নত-শির থাকিবে এবং বার বার তাঁহাকে নমস্কার করিবে।

পুরাকালে মুনি ঋষিদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তাহা বিবৃত হইল। এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মবীরগণ —তাঁহাকে কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। জীবের দুঃখ দূর করা এবং সার্ব্বজনিক প্রেমে সকল ভূতকে গ্রথিত করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই ত প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা। জীব সকল পরব্রহ্মের অংশ। তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হই, এইজন্য জীবে পৃথক পৃথক আত্মা দেখা যায়। আমাদিগকে এই সকল আত্মার একত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এইরূপে এক ভাবাপন্ন হইয়া পরমাত্মায় আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। সম্ভবতঃ বুদ্ধ ও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ এখন কি করেন? তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধের দন্ত, কেশ আদি পূজা করেন, এবং বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থানে সংস্থাপিত করেন। অধিক আর কি বলিব, কোন কোন স্থানে বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের দেবতার নিকট নতশির হন।

বুদ্ধের পর কবীরের আবির্ভাব হয়। ইনি এক মাত্র পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে সাকার ও গুণ বিশিষ্ট বলিতেন। ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান ও অনির্ব্বচনীয় এবং স্বেচ্ছানুসারে নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কবীর পন্থীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কবীরের মত সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে, ৭২ যুগ পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অবশেষে, এক স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। এই মায়াই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি। "ঈশ্বর, এই মায়া সহকারেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি করিলেন। "ব্রহ্মাদি সকলেই মায়ার অধীন, সেই জন্য তাঁহাদের পূজাদি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কবীর বেদ এবং কিতেব (মুসলমানদের শাস্ত্র বিশেষ) উভয় শাস্ত্রকেই মান্য করিতেন। তিনি বলিতেন, "পূর্ব্ব দিকে হরির পুরী, পশ্চিমেতে আলির পুরী; কিন্তু আপনার হৃদয় পুরী অনুসন্ধান কর, রাম ও আলি উভয়েই তথায় বিদ্যমান আছেন। যাহারা কিতেব ও বেদের মর্ম্ম না জানে, তাহারাই তাহা মিথ্যা বলে।" যদিও কবীর দেব দেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন নাই, তিনি ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

নানক একেশ্বরবাদী ছিলেন। কথিত আছে, ইনি কবীরের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, পরমেশ্বর সম্বন্ধে নানকের কি প্রকার ধারণা

ছিল। কথিত আছে যে নানক, ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে পর, পরমেশ্বর তাঁহাকে আহ্বান করেন, এবং নানক প্রভুর সত্য দরবারে গিয়া উপস্থিত হয়েন। এই উপলক্ষে নানকের সহিত ঈশ্বরের কথোপকথন হয়। নানক ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন—হে কাঙ্গালের ঠাকুর! স্বর্গধামে তোমারই প্রতিষ্ঠিত ছয় প্রকার সাধক আছে, যথা—যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, পণ্ডিত (বৈষ্ণব) ভক্ত এবং ব্রহ্মচারী। এই ছয়প্রকারের সাধকই তোমারই উপদেশানুসারে তোমাকে লাভ করিয়াছে। হে প্রভুজী, এই ছয় প্রকার শাস্ত্র এবং এই ছয় প্রকারের উপদেশের গুরু তুমি আপনিই। এ সমস্তই তোমার প্রবর্ত্তিত পথ। যত প্রকার বেশ, মত ও সাধকশ্রেণী আছে সকলেই তোমারই। তুমি বিনা কেহই শোভা পায় না। যে যে ভাবে তোমাকে ভজনা করে তাহাকে তুমিই রক্ষা কর। পরমেশ্বর নানককে কহিয়াছিলেন, হে নানক! আমার কৃপা তোমার উপর অজস্র। আমি তোমার "অর্দ্ধ-অঙ্গ" হইয়া সর্ব্বদা থাকিব, আমি প্রসন্ন ভাবে তোমার সহায় হইব। * * * সমস্ত সংসারে লোকে তোমার নামে সিদ্ধ হইবে, যে কেহ তোমার নাম করিবে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।" এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, নানক ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি ঈশ্বরে মানবীয় গুণ সকল অর্পিত করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সহিত কথা কহিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরও বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সহায় হইবেন এই সমস্ত সংসারের লোকে তাঁহার অর্থাৎ নানকের নামে সিদ্ধ হইবে। আর ঈশ্বর স্বর্গধামে ভক্তগণকে লইয়া বিরাজ করেন তাহাও নানকের ধারণা ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যে ভক্ত ঈশ্বরকে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে রক্ষা করেন।

একদা পরম যোগী দত্তাত্রেয় নানককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—' নানক তপস্বী, তুমি যে নিরঞ্জন পুরুষের কথা বলিতেছ তিনি কিরূপ, তাঁহার রূপ কেমন?" * * * নানক উত্তর করিলেন—"তাঁহার রূপের কথা কি বলিব তাহা বর্ণনাতীত। অসংখ্য লাল রঙ্গ একত্র করিলে তাঁহার মূর্ত্তির লাল রঙ্গের সহিত তুলনা হয় না, অসংখ্য সবুজ বর্ণ এক হইলে তাঁহার তনুর রঙ্গের মত হয় না। সে রূপ সহস্র সুবর্ণের রূপকে পরাস্ত করে। অসংখ্য হীরক ও মুক্তা তাঁহার চরণে এবং অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য সম তাঁহার দুই চক্ষু। তাঁহার দন্তের শোভা অসংখ্য মণি মাণিক্যকে পরাস্ত করে। তাঁহাকে দর্শন করিলে মন চমকিত হইয়া যায়।"

এখন একবার চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম ভাব আলোচনা করা যাউক। তিনি তর্কশাস্ত্রে এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না। তিনি বৈষ্ণবগণকে ঘৃণা করিতেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচারও করিয়াছিলেন। এমন ব্যক্তির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, সকলের শিক্ষার বিষয়। গয়াধামে অবস্থিতি কালে, লোকের ভক্তি ভাব দেখিয়া ও ব্রহ্মচারী ঈশ্বর পুরীর সহিত সদালাপ করিয়া, তাঁহার জীবনের স্রোত জ্ঞান হইতে ভক্তির দিকে ধাবমান হইল। তখন চৈতন্যের বিদ্যার অভিমান দূরে পলায়ন করিল। তিনি সংসার হরিময় দেখিতে লাগিলেন। ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন, তখনও হরিনাম, নির্জ্জনে

বসিয়া আছেন, তখনও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তখনও হরিনাম। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার ইষ্ট দেবতা ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য রোদন করেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মূর্চ্ছান্বিত হয়েন। এবম্প্রকার আবেগের সময় একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আমার কৃষ্ণ কোথায়? যখন বৈষ্ণবগণ বলিল, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে, অমনি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ইষ্টদেবকে পাইবার জন্য তিনি জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন, এই ইষ্টদেবকে পাইবার জন্য তিনি বৃন্দাবন ধামে অবস্থিতি করিলেন এবং আপামর সাধারণে হরিপ্রেম বিলাইবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই হরিপ্রেমের প্রভাবে, তাঁহার শত্রুকে মিত্রসমান জ্ঞান হইল। যে পণ্ডিত-চৈতন্য, এক সময়ে, বিদ্যার অভিমানে স্ফীত হইয়া অপরকে হেয় জ্ঞান করিতেন, সেই চৈতন্য হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া, ঘৃণ্য যবনকে কোল দিলেন, কুষ্ঠ রোগীকে আলিঙ্গন করিলেন। চিন্তার প্রবল বেগে উত্তেজিত হইয়া তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে কত ভাবে কত স্থানে দর্শন করিতেন। একদা তাঁহাকে সমুদ্রের নীলাম্বুর উপরে দেখিয়া, ধরিবার জন্য তথায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

ভগবানকে সাকার ভাবে উপলব্ধি করিয়া, চৈতন্যদেব ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা ভক্তি ভাব উদ্দীপিত হইতে পারে না। ঈশ্বর আছেন, তিনি নিরাকার, এ প্রকার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলে ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। চৈতন্য যতদিন জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিলেন, ততদিন তিনি কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে শান্তি স্থান পায় নাই। পরে যখন ভক্তির প্রভাবে লীলাময় হরিকে সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার বিদ্যার অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, দূরে পলায়ন করিল, তিনি আপনাকে আপনি সামান্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং হরিপ্রেমে আপনি উন্মত্ত হইয়া আপামর সাধারণকে মত্ত করিয়া তুলিলেন। এই সাকারবাদী চৈতন্য এখন দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এমন নিরাকারবাদী কে আছেন, যিনি চৈতন্যের ভাবকে দোষ-বিজৃম্ভিত বলিতে সাহসী হন? এবং এমন নিরাকারবাদী কে আছেন, যিনি চৈতন্যের ধর্ম্ম-ভাব পাইবার জন্য ব্যাকুল না হন?

তুকারামের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? পণ্ঢর পুরস্থিত বিঠোবা দেবকে দর্শন করিয়া তুকারাম এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন:—তোমার সন্তোষ জন্য আমি তোমাকে এই মূর্ত্তির দ্বারা পূজা করিতেছি। কিন্তু, তোমাতে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান। আমরা তোমাকে নাচাইতেছি, পুতুলের মত তোমাকে লইয়া বেড়াইতেছি, অথচ তোমার আকার নাই ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। তোমার মহিমা গীত গাইতেছি, অথচ তুমি বাক্যের অতীত। তোমার গলায় পুষ্প মালা দোলাইতেছি, অথচ তুমি সৃষ্টির অতীত। যাহা হউক, হে বিঠোবা দেব! মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার হিতসাধন কর। আর একটী অভঙ্গে তুকারাম বলিয়াছেন—মানুষ যে ভাবে চিন্তা করে, দয়ালু ভগবান সেই ভাবে তাহাকে দেখা দেন।

আকার-বিশিষ্ট কিম্বা আকার-হীন হওয়া তাঁহার খেলা মাত্র। তুকারাম, এই ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ সেনও এইরূপে কালী মূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করতঃ ধন্য হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর উচ্চ ভাব ছিল তাহা নিম্নলিখিত পদটী উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত করিতেছে :—

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তুনয়নে পড়বে ধারা ॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা ॥

কিন্তু, এই সাধক, মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। যথা :—

দিবা নিশি ভাব রে মন অন্তরে করালবদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥

*　*　*　*　*　*　*　*

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা ॥"

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, তাঁহার প্রথম জীবনে কালীর উপাসক ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত কালী দেবীর পূজা করিতেন। তিনি অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এই :—

"মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। রজনীযোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগনমণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে, কিন্তু দিবাভাগে সেই তারকাবৃন্দ দৃষ্ট হইল না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না?" তাঁহার আর একটী উপদেশ এই :—

"ঈশ্বর এক, তাঁহার অনন্ত রূপ। যেমন বহুরূপী গিরগিটি। ইহার বর্ণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে কোন সময় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখিতে পাইল, কেহবা নীল আভা যুক্ত, সময়ান্তরে কেহ লোহিত বর্ণ এবং কখন তাহা সম্পূর্ণ বর্ণবিরর্জ্জিত দেখিল।

এক্ষণে, সকলে মিলিয়া যগুপি গিরগিটির রূপের কথা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? ফলে, সকলে স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যদ্যপি তাহা পার্থক্যজ্ঞানে অবিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থার অবিশ্বাস করা হইল। কিন্তু কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায়? ফল দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির হইতে পারে না। এইজন্য, গিরগিটির নিকট কিয়ংকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমুদায় পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে পারে। তখন এক গিরগিটির যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তাহা বোধ হইয়া থাকে।"

তাঁহার শেষ জীবনে, পরমহংসদেব পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের এবং ভারতবর্ষের সাম্প্রদয়িক ধর্ম্ম সকলের সাধনা করিয়াছিলেন। এই সাধনার ফলে তিনি প্রতীতি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূল একই, তবে, স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য লোকে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে এবং ধর্ম্মের নামে বিগ্রহ পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া ধরায় অশান্তি আনয়ন করে। নানা প্রকার ধর্ম্মের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমহংস দেবের অন্তঃকরণ সার্ব্বজনিক প্রেমে পূর্ণ হইল। তিনি উদার ভাবে পূর্ণ হইয়া সকল জাতীয় লোককে সমাদর করিতেন। কি ব্রাহ্মণ কি চাণ্ডাল, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান সকলকেই প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। ইহাই সমদর্শিতা, ইহাই সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম।

কয়েক জন ধর্ম্মবীরের চিত্র সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করা কি আমাদের উচিত নহে? তর্ক করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। কোথায় এক তিল পৌত্তলিকতা আছে, কোথায় আদ তিল পৌত্তলিকতা আছে, এরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তিতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। চৈতন্য দেবের উপদেশটী সর্ব্বদা অন্তর মধ্যে ধারণ করা চাই "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

আমাদের ঈশ্বর উপাসনার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা ঈশ্বরের ভাব দুই প্রকারে উপলব্ধি করি—ঈশ্বরের ক্ষমতা ও গুণব্যঞ্জক ভাব কোন উপযোগী মূর্ত্তির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাই এবং যে যে মহাপুরুষ অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করি। ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার পক্ষে উভয়ই প্রকৃষ্ট উপায়। কালীমূর্ত্তি ঈশ্বরের ভাবব্যঞ্জক। ইহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ও ভৌতিক লীলা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

"হে প্রিয়ে! উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। হে শৈলজে! যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইপ্রকার সর্ব্বভূতই কালীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই সেই নির্গুণা নিরাকারা যোগী জনের হিতকারিণী কাল-শক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যা কালরূপা,

অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা কালীর ললাটে চন্দ্রমার চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার তিনটী নয়ন কল্পিত হইবার কারণ এই যে, নিত্যস্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ তিনি সন্দর্শন করেন। প্রাণিসকলকে গ্রাস করেন ও কাল দণ্ড দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধির দেবীর রক্তবসন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে শিবে! সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (ত্রয়োদশ) ১৩শ উল্লাস ১।

বিষ্ণুসংহিতায় ৯৭ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে, কোন সময়ে বসুমতী বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন! আকাশ শঙ্খরূপে, বায়ু চক্ররূপে, তেজ গদারূপে, এবং জল পদ্মরূপে এবম্প্রকারে, মহাভূত চতুষ্টয় তোমার নিকট সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে। আমি এই রূপে, ভগবানের পাদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।" ভূত কয়েকটী যাঁহার অধীন তিনি ঈশ্বর। সুতরাং বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পূজা করা প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বরকেই পূজা করা। আর, উল্লিখিত বিভূতিসকল-সমন্বিত কালী কিম্বা বিষ্ণু মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিলে ঈশ্বরের প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। আবার রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা করিয়া আমরা পরমেশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকি। যাঁহারা যত পরিমাণে ঐশিক বলে বলীয়ান্ হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারা তত পরিমাণে আমাদের পূজ্য। আমরা এতদ্দ্বারা মনুষ্যের পূজা করি না। কিন্তু, সেই ঐশিক গুণ যাহা তাঁহাদের অন্তরে বিরাজ করিয়াছিল এবং যাহার প্রভাবে তাঁহারা মানব মণ্ডলীর সমধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই সমক্ষে নতশির হই। মহাপুরুষ গণের উচ্চ ধর্ম্মভাব যত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে আমরা তত সক্ষম হইব। মনুষ্যমণ্ডলীতে আমরা কয়েকটী গুণ বিদ্যমান দেখি। এই সকল কিম্বা ইহার মধ্যে কোন একটী গুণ যদি কোন ব্যক্তিতে অসাধারণ ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি।

এ কথা যথার্থ যে, মনুষ্য আপনার মনের ভাব অনুসারে দেবতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করে। ইহা অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা কোথায়? সে অল্পগুণ বিশিষ্ট, তাহার দেবতাকে অসীম গুণ-বিশিষ্ট মনে করে। সে অল্পজ্ঞ, তাহার দেবতাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করে। সে আকার-বিশিষ্ট, তাহার দেবতাকেও কোন অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে চিন্তা করে। থিয়োডোর পার্কার (Theodore Parker.) মহোদয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, যদ্যপি মানুষের ঈশ্বর জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে সে মনে করিত যে, ঈশ্বর একটী প্রকাণ্ড মহিষ, তিনি স্বর্গের মাঠে চরিয়া থাকেন। মানুষের ইতিহাসেও আমরা এ প্রকার ভাবের প্রমাণ পাই। ঈস্রেল ও মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের শত্রুগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, কোথাও ভক্তগণের ক্ষুধা নিবা-রণের জন্য স্বর্গ হইতে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করিতেছেন, কোথাও বা তৃষ্ণাদূর করিবার জন্য শুষ্ক প্রস্তর হইতে জলধারা বাহির করিতেছেন। মনুষ্য অল্প ক্ষমতাপন্ন, সে গোলাগুলি বা অস্ত্রের

দ্বারা অল্পসংখ্যক সৈন্য বিনাশ করিতে পারে, ঈশ্বর অতুল ক্ষমতাশালী, তিনি অশনি নিপাত কিম্বা ঘোর বাত্যার দ্বারা সমগ্র সৈন্য বিনাশ করেন। মনুষ্য নানাস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, ঈশ্বরের একটী আজ্ঞাতে স্বর্গ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ হইতে লাগিল। মনুষ্য জলহীন স্থানে নানা আয়োজনে একটী কূপ কিম্বা দীর্ঘিকা খনন করিল, ঈশ্বরের আদেশমাত্র তাঁহার ভক্ত পর্ব্বতে আঘাত করিবামাত্র অবিরল জলধারা বহির্গত হইতে লাগিল। ইতিহাস ত্যাগ করিয়া আমরা যদি বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাবলী আলোচনা করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে ভাব প্রবল সে সেই ভাবে দেবতার পূজা করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যক্তিগণ বীরপুরুষ, তাহারা সংগ্রামপ্রিয় ও বলের পক্ষপাতী। সুতরাং তাহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমানের পূজা বিশেষরূপে সমাধা হইয়া থাকে, তদ্দেশবাসীরা কেবল পূজা করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাদের পুত্রগণ প্রায়ই এই দুই দেবতার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্র, রঘুনাথ, হনুমান ও মারুতী অধিকাংশ লোকের নাম। বঙ্গদেশবাসী, ভাব-প্রবণ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব এক হরিনাম প্রচার করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কোমলভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয় অনুরঞ্জিত। এই জন্য চারিদিকে হরিসভা সংস্থাপিত হইতেছে, সর্ব্বত্র হরিনাম বিঘোষিত হইতেছে এবং নাট্যশালায় পর্য্যন্ত হরি-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজেও এই মধুর নামে, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন হইতেছে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা, আমাদের মধ্যে ভক্তিভাবের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যে পিতা পুত্রের কিম্বা গুরুশিষ্যের সম্মিলন হইলে, হাত প্রকম্পন ভিন্ন ভালবাসা বা ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায় না। কিন্তু আমরা গুরুজনকে দেখিলে তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিব, তাঁহার চরণে মস্তক লুটাইব। এই ভক্তিভাব হইতেই আমাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠের নিকট নত-শির হয়, যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠকে অধিক পরিমাণে ভক্তি করে, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় বস্তুকে সম্মুখে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, সেই পৌত্তলিক হয়। যে ব্যক্তি যথার্থরূপে পৌত্তলিক হয় সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বরকে পাইলে আর সে বাহিরের কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে চায় না। তিনি অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মারাম হইয়া বিরাজ করিলে, ভক্ত তন্ময় হইয়া যায়। মলয় মারুতের হিল্লোলে যাঁহাদের শরীর সুস্নিগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের পাখার বাতাসে কি প্রয়োজন? তুলসীদাসের একটী দোঁহাতে এভাবটি অতি উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

তুলসী জপতপ পূজিয়ে সব্ গোড়িয়া কি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর হোয়িত রাখ্ পেটারি মেল্।

অর্থাৎ, হে তুলসি! তুমি জপতপ প্রতিমাদি পূজা যাহা করিতেছ, ঐ সমস্তই বালিকাগণের সাংসারিক কর্ম্মবোধিকা পুত্তলিকা খেলার ন্যায়। যে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বামীর সহিত সহবাস না হয়, তাহারা সেই পর্য্যন্ত খেলে, তৎপরে তাহারা সেই সকল পুত্তলিকা পেটিকায় তুলিয়া রাখে।

যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম ও প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বরকে আরাধনা মুক্তিলাভের উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য সাধন হইলে যে উপায় দ্বারা তাহাতে উপনীত হওয়া যায় তাহার আর প্রয়োজন থাকে না।

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী। আমাদের মনের ভাব বুঝিয়া তিনি আমাদিগকে শাস্তি দিবেন। তিনি বাইবেলে বর্ণিত ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র দেবতা নহেন, যে আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একবারে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। কোন মহাজন বলিয়াছেন—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥

অর্থাৎ, মূর্খ বিষ্ণায় নমঃ বলিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করে, আর পণ্ডিতে, বিষ্ণবে নমঃ এই কথা বলেন। কিন্তু, উভয়েরই পুণ্য সমান, জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। আমরা অজ্ঞ বলিয়া ঈশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত নহি। আমরা যথার্থই অজ্ঞ, তাঁহার নিকট আমরা মূর্খ বৈ আর কি? ফল কথা এই যে, কিছুকাল সাধন ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। যোগী বাহ্যবস্তুর সহিত সংস্রবত্যাগ করতঃ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তপস্বী সংসারের ভাব হইতে দূরে থাকিয়া পরমব্রহ্মে লগ্ন থাকিতে পারেন। কিন্তু, বিষয়ীর পক্ষে পার্থিব ভাব হইতে বিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। যখন পার্থিব বিষয় সকল হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিব, যখন পরমাত্মা ভিন্ন অন্যভাব হৃদয়ে স্থান পাইবে না, যখন তাঁহার ভাবে পূর্ণ হইয়া তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারিব তখনই আপনাকে আপনি ধন্য জ্ঞান করিব। আমি নিরাকারবাদী বলিয়া আস্ফালন করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যিনি যথার্থই ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার ভাবে আপনিই মগ্ন থাকেন। তিনি কাহাকেও পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন না, এবং নিজে নিরাকারবাদী বলিয়া অহঙ্কারও করেন না।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

খাদ্যে মিশ্রণ।

খাদ্যই দেহের উপাদান। দেহ ইন্দ্রিয়সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং খাদ্যের দ্বারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু মনই সেই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালক, আবার মন চঞ্চল অথবা শক্তি বিহীন হইলে যেরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যকারিণী শক্তি অসংযত অথবা বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যথা উপস্থিত হইলে, অথবা অনাহার, অত্যাহার এবং পীড়াদি দ্বারা দেহ শুষ্ক বা ব্যথিত

হইলে চিত্ত ব্যথিত, চঞ্চল এবং দুর্ব্বল হওয়ায় তাহারও ক্রিয়াশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। অতএব দেহের সহিত চিত্ত যে কিরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ তাহা ইহার দ্বারাই উপলব্ধ হইতেছে।

মন স্থির না হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। যে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে মন স্থির করিতেই হইবে। অতএব যাহাতে ইন্দ্রিয় পরিপুষ্টির সহিত চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত খাদ্য। খাদ্যের পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতার বিচার ইহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত পবিত্র আহার্য্যে গঠিত শরীর পবিত্র এবং অপবিত্র আহার্য্যে গঠিত শরীর অপবিত্র এবং শরীরের বা ইন্দ্রিয়সমূহের পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতার উপর মনের পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতা নির্ভর করে। পূজা অথবা শ্রাদ্ধাদির পূর্ব্ব দিবস কর্ম্মীর হবিষ্যান্ন ভক্ষণ অথবা উদ্ভিজ্জাহারের ব্যবস্থা শাস্ত্রকার এই নীতির উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী আপনাদিগের খাদ্য আপনারা প্রস্তুত করিতেন অথবা ভারতবাসীর খাদ্য দ্রব্যের সহিত বৈদেশিকদিগের সংস্পর্শ সংঘটিত হয় নাই, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর দেহ সুস্থ ছিল, ভারতবাসীর মন সবল ছিল, ভারতবাসীর পুরুষত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যে সময় হইতে ভারতবাসীর আহার্য্য পদার্থসমূহে বৈদেশিকদিগের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার পবিত্রতা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং তাহার অব্যবহিত ফল মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে। তাই আজ শল্য, ভীমসেনের জাতির বাহু দুর্ব্বল, তাই আজ মনু, কপিল, বশিষ্ঠ, গৌতম, বেদব্যাস, রামচন্দ্র, অর্জ্জুন এবং বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত, সাহসহীন। নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তাহাদিগকে অবনত মস্তকে আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক নিগ্রহ নিয়ত সহ্য করিতে হইতেছে।

অধুনা হিন্দুর এমন খাদ্য নাই, যাহাতে কৃত্রিমতা না আছে। বিশেষতঃ যে দুগ্ধ ঘৃত এবং চিনি ব্যতীত হিন্দুর কি দৈবকার্য্য কি পিতৃকার্য্য কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না, বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের সংস্রবে তাহাদের একটীও বিশুদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দুর পবিত্র পঞ্চগব্যের মধ্যে প্রধান ঘৃতের শুদ্ধতা বিনষ্ট হওয়ায়, হিন্দুর দেবতা হিন্দুকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেই সকল অপবিত্র পদার্থ দেবার্থে নিবেদিত হওয়ায় দেবতারা বরং অসন্তুষ্ট হইয়া ভারতবাসীর ধ্বংস কার্য্যে অগ্রসরই হইয়াছেন। তাই ভারতে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ বা মহামারী প্রভৃতি দৈব নিগ্রহ নিয়ত, বিরাজমান। পরন্তু পঞ্চামৃত অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি এই কয়েকটী দ্রব্যেরই পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ায় হিন্দু দেবতা-বিমুখ, পিতৃবিমুখ এবং আত্মবিমুখ। তাই আজ তাহার দেহ বিবিধ পীড়ায় জর্জ্জরিত, তাহার মন অল্প উত্তেজনায় আন্দোলিত, নিতান্ত সাহসহীন, এবং আত্ম দমনে নিতান্ত অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, ঘৃতের মধ্যে কৃত্রিমতা প্রবেশ করায় হিন্দু যে উদ্দেশ্যে হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা সাধিত হয় না। কারণ বিশুদ্ধ গব্যঘৃত বেদমন্ত্রযোগে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবামাত্র তাহার তৈজস্ অংশ সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রমিত হওয়ায় সূর্য্যের রসাকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং তাহা সংযমিত হয়।

তাহার ফলে পর্জ্জন্যের অর্থাৎ মেঘের উৎপত্তি এবং সেই মেঘ হইতে সময়ে পরিমিত বৃষ্টিপাত হওয়ায় পৃথিবীর উর্ব্বরতা শক্তি রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হওয়ায় ভারতবাসীর জীবন রক্ষা হয়। ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, সৃষ্টিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং এই আদেশবাণী ঘোষণা করিয়া ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মধ্যেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে সেই ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভগবান এক স্থলে বলিতেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥

গীতা ৩য় অধ্যায়। ১০—১৪ শ্লোক।

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে মনুষ্যাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে "হে মনুষ্যগণ, মদ্দত্ত এই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদিগের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে, এই কর্ম্মই তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবে। উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর, তাহা হইলে দেবতারাও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। কারণ উক্ত কর্ম্ম স্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাদিগকে নানাপ্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করিবেন।" অতএব তাঁহাদিগের দত্ত সেই সকল ভোগ্যদ্রব্য যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ করে, তাহাকে চোর বলিতে পারা যায়। যাঁহারা দেব যজ্ঞাদি সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। আর যে সকল দুরাত্মা নিজের উদর পূর্ত্তি মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে, তাহারা পাপই ভোজন করিয়া থাকে। অন্ন দ্বারা প্রাণিসকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পর্জ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি আবার পর্জ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই শাস্ত্র নির্দ্দেশ অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্য ঘৃতের কৃত্রিমতা প্রযুক্ত সুসিদ্ধ না হওয়ায় দেবতাদিগের অপ্রীতি ঘটিয়াছে, এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে; তাই আজ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলতা অথবা দৈবনিগ্রহ ভারতের নিত্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতে চির দুর্ভিক্ষ বিরাজিত। পরন্তু অধর্ম্মের আধিক্য এবং দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসী প্রবল মহামারীর প্রভাবে অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে। বিগত বিংশতি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যূন দুই কোটী ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের কল্যাণে হা অন্ন, হা অন্ন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রায় ২০ লক্ষ ভারতবাসী প্লেগের বা মহামারীর করাল কবলে পতিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কত ব্যক্তি দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে তাহা শুনুন।

By a moderate Calculation, the Famines of 1877 and 1878, of 1889 and 1892, of 1897 and 1900 have carried off fifteen millions of people. Another calculation estimates the mortality at 26 millions. If this terrible mortality had taken place in any European Country the conscience of mankind would have received a shock from which it would not have recovered, until the means to prevent so fearful a calamity had been found and applied. (Eighteenth Indian National Congress 1902. Presidential Address.)

কিন্তু আমরা আজিও ইহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে জড়ের ন্যায় বসিয়া আছি? কিন্তু ভারতবর্ষের এই লোক ধ্বংসের কারণ দৈব প্রতিকূলতা ব্যতীত আর কি বলিব? ভগবান চরকও জনপদ ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বেষামপ্যগ্নিবেশ বায়্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যত্তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎ কর্ম্ম-পূর্ব্বকৃতং, তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব। তদ্‌ যথা বৈ দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুপক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং প্রবর্ত্তয়ন্তি তদাশ্রিতোপশ্রিতাঃ পৌরজানপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্দ্ধত্তে, ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথাবিধান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানানামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেনাপো যথাকালং দেবো বর্ষতি ন বা বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি, বাতা নাসম্যগভিবান্তি, ক্ষিতির্ব্যাপদ্যন্তে বিকৃতিং, সলিলান্যুপশুষ্যন্তি, ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিং তত উদ্ধংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ॥" চরকসংহিতা, বিমান স্থান। ৩য় অধ্যায়।

সুতরাং অধর্ম্মের প্রাবল্য বশতঃ প্রাকৃতিক বিকৃতি সম্পাদিত হওয়ায় যে ভারতবর্ষ নিত্য দুর্ভিক্ষের এবং মহামারীর আবাস স্থান হইয়া পড়িয়াছে এবং অতঃপর সাবধান না হইলে যে সমগ্র ভারত ভূমি ধ্বংস মুখে পতিত হইবে, তাহা চরকসংহিতা পর্য্যালোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব আবার দৈবানুকূল্য লাভ ব্যতীত ভারতবাসীর সুখ শান্তির আশা

সুদুর পরাহত। যদি কখন ভারতবর্ষ ব্যাধি পরিশূন্য হয়, যদি কখন ভারতবর্ষের চির দারিদ্র্য দূর হয়, তবে তাহা দেবতাদিগের প্রসাদনের উপরই নির্ভর করিতেছে। নতুবা উন্নতির উচ্চ চীৎকারে ভারতবাসীগগন যতই নিনাদিত হউক না কেন, ধর্ম্ম-ভিত্তিবিহীন কোন আন্দোলনেই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য এবং ব্যাধি কিছুতেই দূরীভূত হইবে না।

অধুনা ব্যবসায়ীদিগের কল্যাণে এমন প্রাণী নাই, যাহার চর্ব্বি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত হয় না; পরন্তু গো-রক্ত এবং এমন প্রাণী নাই যাহার অস্থি-জাত অঙ্গার কলজাত শর্করার শুভ্রতা সম্পাদনে ব্যবহৃত হইয়া না থাকে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, কি উপায়ে অধিকাংশ কলে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। এ দেশের ভাগাড় হইতে যে সকল অস্থি সংগৃহীত হয়, সেই সকল অস্থি দগ্ধ করিয়া চিনির শুভ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। গুড় হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, জীব জন্তুর রক্ত মিশ্রিত করিয়া তাহার গাদ কাটান হইয়া থাকে। দুগ্ধ দ্বারাই পূর্ব্বে এদেশে গুড়ের গাদ কাটান হইত; কিন্তু অধুনা কলের কল্যাণে এবং দুগ্ধের মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া, কসাইখানার অতি অল্প মূল্যের গো, ছাগ, মহিষ প্রভৃতি জীবের রক্ত দ্বারা কলওয়ালারা গুড় পরিস্কৃত করে। চিনি পরিষ্কার করিবার স্থান আট নয় তালা উচ্চ। অপরিস্কৃত চিনি সর্ব্বোচ্চ তলে লইয়া গিয়া তাহার সহিত উষ্ণ জল ও গো রক্ত সংমিশ্রণ পূর্ব্বক তলদেশে অগ্নির উত্তাপ প্রদত্ত হয়। তাহাতে গো-রক্তের সারভাগ ঘন হইয়া গাদের মত উপরে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু তাহাতেও তাহার কটা বর্ণ নষ্ট হয় না। এই জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত অস্থির অঙ্গার-চূর্ণ সহযোগে তাহার শুভ্রতা এবং উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতকারীরা চিনি প্রস্তুত করে, A. J. Tayler C. E. কৃত sugar machinary নামক পুস্তকে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবে সকল কলে এ প্রথা না থাকিতে পারে। কিন্তু এ দেশীয় কলে যে সকল চিনি প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতেও যে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হয় না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; আজ কাল গো জাতির অবনতি এবং গো হত্যার কল্যাণে সর্ব্বত্রই দুগ্ধ যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং গো-রক্ত যেরূপ সুলভ, তাহাতে কলের চিনি মাত্রেই যে গবাদি পশুর রক্ত এবং ভাগাড় সংগৃহীত বিবিধ পশুর অস্থিসমূহের অঙ্গার ব্যবহৃত হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং কি স্বদেশী কি বিদেশী আমরা দোবরা, চেটাই প্রভৃতি যে সকল কলের চিনি ব্যবহার করি, সেই সকল চিনি হয় ত গো-রক্ত এবং গো, মেষ, শূকরাদি পশুর দগ্ধাস্থিজাত অঙ্গার দ্বারা ধবলিত। এ দেশে সেই সকল চিনি বাটিয়া মিছরি প্রস্তুত হয়। কলিকাতা মাথাঘসার গলিতে একটী এবং যোড়াসাঁকোর মোড়ে একটী মিছরির কল এবং মাথাঘসার গলিতে অনেক গুলি বাটা চিনির কারবার অর্থাৎ মিছরি প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। বিলাতী চিনির দ্বারা সেই সকল মিছরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যে সকল সন্দেশ, মিঠাই, রসগোল্লা এবং দোবরা চিনি ব্যবহার করি এবং গৃহে ছানা অথবা নারিকেলের দ্বারা দেবসেবা অথবা পিতৃ শ্রাদ্ধাদির জন্য যে সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি, গো-রক্ত এবং পশ্বস্থি-ধবলিত শর্করার দ্বারা

তাহার মিষ্টতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরম পবিত্র বোধে রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি যে সকল দেব-প্রসাদ নিতান্ত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করি, পিতৃশ্রাদ্ধ, বিবাহ, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল দ্রব্য নিতান্ত পবিত্র বোধে ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে কতই পুণ্যবান বিবেচনা করি, নিতান্ত শুচি হইয়া পবিত্র ভাবে যে সকল দ্রব্য আমরা দেব গুরু প্রভৃতির সেবার্থ আনয়ন করি, মেষ, মহিষ, ছাগ, শূকর, গবাদি পশুর রক্ত এবং ভাগাড় সংগৃহীত বিবিধ পশুর দগ্ধাস্থি-জাত অঙ্গার দ্বারা তাহার পবিত্রতা কি পরিমাণে সংরক্ষিত হইতে পারে এবং সেই শর্করা-প্রস্তুত দ্রব্য সমূহ দেব সেবায় নিয়োজিত হইলে, সেই শর্করা সংবলিত পঞ্চামৃত হিন্দুর দেহ পবিত্রকরণে নিয়োজিত করিলে, তাহাতে হিন্দুর দেবতা এবং দেহের পবিত্রতা কি পরিমাণে সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন।

তাই আজ নিউমোনিয়া, বিউবনিক প্লেগ, ডায়াবিটিস্ প্রভৃতি যে সকল পীড়ার নাম ভারতবাসীর নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল, সেই সকল বৈদেশিক পীড়া আসিয়া ভারতবাসীদিগকে আক্রমণ করিতেছে; পরন্তু তদুপলক্ষে স্পিরিট বা অস্পৃশ্য মদ্য হিন্দু সন্তানের শরীরে প্রবেশ এবং সেই সকল সুরাজাত ঔষধের অনুপান ফাউল-ব্রথ, কণ্ডেন্স. বিফ ব্রথ প্রভৃতি হিন্দুর অস্পৃশ্য দ্রব্য তাহার পীড়িত শরীরের সামর্থ্য বিধান পূর্ব্বক তাহার চিত্তবৃত্তি কলুষিত করিয়া দিয়াছে। তাই এখন আর তাহার অম্লোদ্গার নারিকেল-জলে নিবৃত্তি না হইয়া সোডা ওয়াটার, লেমনেড প্রভৃতির ব্যবহারে প্রশমিত হয়, তাই আজ তাহার শরীরের সামান্য জ্বর দূরীভূত করিতে পঞ্চানন রস প্রভৃতি অক্ষম হওয়ায় প্রভূত পরিমাণে কুইনাইনের প্রয়োজন এবং জ্বর দূরীভূত হইলে তাহার পুনরাক্রমণের আশঙ্কায় ব্রাণ্ডি বা বিলাতী মদ্যের সহিত টনিক বা বলকারক ঔষধ ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এখন বল দেখি, যে সকল দেহ গো-রক্ত এবং গবাদি পশুর দগ্ধাস্থি-ধবলিত শর্করা-সংস্কৃত এবং পীড়ার ব্যপদেশে মদ্য এবং মাংস দ্বারা সংরক্ষিত এবং পরিপুষ্ট হয়. সে সকল দেহের এবং মনের পবিত্রতা কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? এবং সেই সকল দেহজাত সন্তানের দেহ এবং মন কিরূপে সুস্থ এবং বিশুদ্ধ থাকিতে পারে? এইরূপে এক একটী পীড়ার ব্যপদেশে কত লোকের বংশশুদ্ধ ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত এবং বহুমূত্রাদি রোগগ্রস্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যাহা হউক অন্যবিধ নানা কারণে হিন্দু সন্তানের পবিত্রতা বিনষ্ট হইলেও বিবিধ জন্তুর বসা-মিশ্রিত ঘৃত এবং নানাবিধ পশুর রক্ত ও দগ্ধাস্থি-ধবলিত চিনির দ্বারা হিন্দুর হিন্দুত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই আজ হিন্দু সন্তান ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়াছে—তাই আজ হিন্দুর দেবতা অপ্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিত্য দুর্ভিক্ষ পাত নানাবিধ পীড়া মহামারীর উৎপীড়ন প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভগবান যেন স্পষ্টই বলিতেছেন, "ভারতবাসী, এখনও সাবধান হও, এখনও পরমুখা-পেক্ষা পরিত্যাগ কর, এখনও আত্মনির্ভরশীল হও, এখনও আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনা-দিগের খাদ্য আপনারা প্রস্তুত কর, সাহর্য্যবশতঃ তোমাদিগের জাতি অনেক দিন

বিনষ্ট হইয়াছে, শরীর নানাবিধ পীড়ায় জর্জরিত, ধর্ম্ম অনেক দিন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি কেবল আমারই অনুগ্রহে, তোমাদিগের পিতৃপিতামহগণের পুণ্যফলে আজিও জীবিত আছ ; এখনও যদি সাবধান না হও, তবে কৃত্রিম আহার্য্য ব্যবহারে তোমাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ যেরূপ ঘটিয়াছে তাহাতে তোমাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" অতএব আমাদিগকে আর সাবধান না হইলে চলিবে না—যদি আমরা এখনও সাবধান না হই জানিয়া শুনিয়াও যদি, এখনও আমরা জিহ্বা পরতন্ত্রতা বশতঃ গোরক্ত এবং শূকর, ছাগ, গবাদি প্রাণীর দগ্ধাস্থি-ধবলিত শর্করার লোভ সংবরণে অক্ষম হই, তবে অদৃষ্টে এখনও আরও যে কি আছে তাহা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন।

বলা বাহুল্য খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিমতার কল্যাণে আজ ব্রাহ্মণের বেদ মন্ত্র বীর্য্যহীন, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বিনষ্ট প্রায়, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রতারণাপূর্ণ, কৃষি শস্যহীন এবং পশুবল বিধ্বস্তপ্রায় এবং শূদ্রের রাজসেবা লাঞ্ছনাপূর্ণ এবং শিল্পকার্য্য প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ ; কিন্তু এখনও হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, এখনও কি দৈবকার্য্য কি পিতৃকার্য্য হিন্দুর সমস্ত কার্য্যই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এখনও যদি সকল হিন্দুই গোরক্ষাপূর্ব্বক ঘৃতের কৃত্রিমতা নিবারণে সচেষ্ট হন, যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এখনও আপনাদিগের যজমান শিষ্যদিগকে শর্করা এবং ঘৃতের কৃত্রিমতার বিষময় ফলের বিষয় অবগত করাইয়া তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারেন, এবং আপনারাও উহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তবে অচিরে আবার হিন্দু সমাজ কলুষ-বিমুক্ত হইয়া মেঘবিমুক্ত প্রখর মার্ত্তণ্ডের ন্যায় আপনার বিলুপ্ত শক্তি পুনঃপ্রাপ্তি পুরঃসর জগতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইবে। আবার ব্রহ্মতেজ উদ্ভাসিত হইয়া আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক নিগ্রহ দূরীভূত করিবে, আবার ক্ষত্রিয়-বীর্য্য সজীব হইয়া বিধ্বস্ত-প্রায় সামাজিক রীতি নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে, আবার বৈশ্য-বীর্য্য পুনর্জীবন লাভ পুরঃসর কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন এবং পশুহত্যাদি নিবারণ করিতে পারিবে, আবার শূদ্র-শক্তির আবির্ভাবে বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব শক্তি সেই সামাজিক শক্তিতে মিশ্রিত করিয়া দরিদ্র, পদদলিত সনাতন হিন্দু জাতির উদ্ধারে অগ্রসর হইবেন, ইহা বেদের আদেশ—ইহা অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"

অলস ভাবে কেন আয়ুঃক্ষয় করিতেছ ? বৃথা চিন্তা ত্যাগকর। বৃথা বাক্যে ফল কি ? কোন্ বৃথা কার্য্যে কোন্ বৃথা চেষ্টা করিতেছ ? আমি তোমাকে শ্রবণ-ভূষণ প্রকৃত কথা বলি, শ্রবণ কর। আমার উপদেশ গ্রহণ কর। দেখ দেখি আমি কে ? আমি তোমার শাস্ত্রো-

জ্জ্বলা বুদ্ধি, আমিই তোমার গুরু। আমি তোমার নারায়ণী—আমিই চরাচরের ঈশ্বরী। আমিই জগতের আধারভূতা আমিই বৈষ্ণবী শক্তি। আমার বীর্য্য অলঙ্ঘ্য। আমি আত্ম-মায়ায় জগৎকে মোহিত করি, আমি প্রসন্ন হইয়া অনন্ত সীমাশূন্য সুখ প্রদান করি, আমি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী। আমাকে প্রণাম কর, প্রণাম করিতে করিতে বল—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে! দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

বল, হে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিরূপা, হে সর্ব্বহৃদয়বাসিনি! হে স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনি, হে দেবি, হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। আমি শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি, বসিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া তোমার কূটস্থ মধ্যে দাঁড়াইয়া উপদেশ করিতেছি।

তস্মাৎ প্রকৃতমেবেদং শৃণু শ্রবণভূষণম্।
ময়োপদিশ্যমানং ত্বং জ্ঞানমজ্ঞান-নাশনম্॥

শ্রবণভূষণ প্রকৃত কথা তোমায় উপদেশ করি। এই কথা অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবে এই কথা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, এই কথায় তুমি চির সুখময় আত্মাস্বাদনে সমর্থ হইবে। উঠ আলস্য ত্যাগ কর—পৌরুষ প্রদর্শন কর—উৎসাহান্বিত হও—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক—কেন সিদ্ধ হইবে না? হইবেই।

কখন ভাবিও না, জীবন্মুক্তি দুঃসম্পাদ্য। কখন ভাবিও না, শুক ব্যাসাদি শম দম সাধন সম্পন্ন মহা পুরুষেরা যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোন্ আধুনিক ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে? এই ভুল বিশ্বাস ত্যাগকর, আমার দিকে চাহিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ কর—"পুরুষ প্রযত্নস্য অসাধ্যং নাস্তি" পুরুষকারের অসাধ্য কিছুই নাই।

"সর্ব্বমেবেহ সদা সংসারে রঘুনন্দন!
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে"॥

রাম! সংসারে যে যাহা চায়, যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বদা তাহাই প্রাপ্ত হয়। তুমি পাইবেই, প্রযত্ন কর।

"যত্নবদ্ভির্দ্দৃঢ়াভ্যাসৈঃ প্রজোৎসাহসমন্বিতৈঃ।
মেরবোঽপি নিগীর্য্যন্তে কৈব প্রাক্ পৌরুষে কথা॥"

সহায় ও উৎসাহ সমন্বিত দৃঢ়াভ্যাসী যত্নশীল পুরুষগণ মেরুপর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারেন। প্রাক্তন পৌরুষরূপ আলস্য অনিচ্ছা দুষ্কৃতি খণ্ডনের আবার কথা কি? তোমার অভিমত ফল সিদ্ধি হইবেই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

২

"মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ"

মন্ত্র কর্ম্ম সাধনের কৌশল মাত্র। উপায় জানিয়া কর্ম্ম সম্পাদন জন্য তীব্র পুরুষার্থ অবলম্বন করিতে হইবে। মন্ত্র সিদ্ধ করিতে হইবে, তজ্জন্য শরীর যায় যাক্। শরীরের কষ্ট হইবে, বলিয়া এখন থাক্ এরূপ শিথিলতা আদৌ থাকিবে না। কার্য্য সাধন করিতে গেলে শত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, শত অনিষ্ট পাত ঘটিবে, সে সময়ে মনে করা চাই, পূর্ব্বকৃত অনিষ্ট জনক দুষ্কর্ম্ম অধিক আছে। কিন্তু প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। নিত্য কর্ম্ম দ্বারা যতক্ষণ না উপস্থিত অশুভ দূর হয়, ততক্ষণ প্রবলবেগে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে, এ চেষ্টা কখনই নিস্ফল হয় না।

৩

"কি করিতে হইবে"

বলিতেছ কোন কার্য্যের জন্য পুরুষার্থ করিতে হইবে, কর্ত্তব্য বহু, কিন্তু সকল কর্ত্তব্যের মূল কোথায়? কিসের জন্য বিদ্যাশিক্ষা কাহার জন্য পরিজন পোষণ? কেন এই সংসার গঠন সমাজ স্থাপন জাতি নির্দ্ধারণ? কেন এই জীবন রক্ষা? কোন প্রয়োজনে জাতীয় জীবন? মূল উদ্দেশ্য একটী। মূল উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য উপায় বহু। উপায়কে উদ্দেশ্য করিও না। করিলে সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। অর্থ দ্বারা সুখ ক্রয় করা যায়; সুখ উদ্দেশ্য অর্থ উপায়; নৌকা দিয়া নদী পার হওয়া যায়, নদী পার উদ্দেশ্য, নৌকা উপায়। নিষ্কাম কর্ম্ম উপাসনা, জ্ঞান সাহায্যে আত্ম দর্শন হয়; কর্ম্ম উপাসনা, জ্ঞান উপায়, উদ্দেশ্য আত্ম দর্শন। কর্ম্মই উদ্দেশ্য জ্ঞানই উদ্দেশ্য উপাসনাই উদ্দেশ্য করিয়া ফেল উহাদের কোঠায় আটকাইয়া যাইবে, আত্ম দর্শন হইবে না। প্রাণহীন অভ্যাস লইয়াই থাকিবে। কাশীর বিশ্বেশ্বর দর্শন জন্য বারাণসী যাত্রা করিয়াছ, লক্ষ্মীসরায়ে বন্ধুর বাসায় যত্ন সমাদর পাইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন ভুলিও না। শরীর মন ও বাক্য শুদ্ধি রূপ ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পরিবার সমাজ রাজ্য জাতি শাসন পালনরূপ কর্ত্তব্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য? সে উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া কর্ত্তব্যকেই উদ্দেশ্য করিয়া ফেল, তোমার বিষম ভুল হইবে, তুমি বহু জন্মের ফেরে পড়িবে।

মূল লক্ষ্য কি? জীবিতোদ্দেশ্য কি?

শ্রবণ কর। যাহার জন্য পুরুষার্থ করিবে, তাহার বিষয় শ্রবণ করিয়া দৃঢ় নিশ্চয় কর। তল্লাভে মরণ পর্য্যন্ত পণ কর।

"স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যেতি"

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চ ন"

শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দই আকাঙ্ক্ষার বস্তু। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ সীমাশূন্য, আনন্দ নিত্য, আনন্দই জীবের জীবন। এই আনন্দ ব্রহ্মকে অবগত হও, তোমার সকল ভয় দূর হইবে। তুমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া যাইবে।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥

প্রাণাপানের জীবন ধারণকেই জীবন বলে না, ইতর জীবই প্রাণাপান দ্বারা জীবিত থাকে। মানুষের জীবন প্রাণ অপান নহে, মানুষের জীবন আনন্দ। সকল জীবেরই জীবন আনন্দ; ইতর জীবে ইহা বুঝে না—মানুষ ইহা বুঝিতে পারে। যে হতভাগ্য মূঢ় মানব প্রাণাপানরূপ শরীর রক্ষার উপায়কে উদ্দেশ্য আনন্দের সহিত এক করিয়া ফেলে, সে উপায়ের ঘরে আটকাইয়া যায়।

"স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥"

যাহা হইতে আনন্দ কণা আকাশে ও ভূমিতলে স্ফুরিত হইতেছে, সর্ব্ব জীবের জীবন সেই আনন্দ ব্রহ্মকে নমস্কার।

আকাশে ও ভূমিতলে কোন্ আনন্দ স্ফুরিত? বিষয়ানন্দ। আর স্থূল আকাশ যাহাতে স্থিত, সেই চিত্তাকাশে বাসনানন্দ স্ফুরিত।

রূপরসগন্ধস্পর্শ ও শব্দ এই কয়েকটী বিষয়। আনন্দ বিষয়ে থাকে না। কিন্তু বিষয় প্রাপ্তির পরে মন যখন ক্ষণকালের জন্য নিশ্চিন্ত হয়, সেই স্থির অবস্থায় ইহার বৃত্ত ঊর্দ্ধ মুখে প্রবাহিত হয়। সেই সময়ে বুদ্ধি প্রতিফলিত আনন্দের আভাস মনে পতিত হয়। ইহাই বিষয়ানন্দ। এই বিশ্ব জীবময়। বিষয়ানন্দ কোথাও জ্ঞাতসারে—কোথাও অজ্ঞাতসারে—ভোগ হয়। আকাশে ও ভূমিতলে এই আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে। কিন্তু বাসনানন্দ অন্যবিধ। মানবের চিত্তকেও আকাশ বলে। ইহা চিত্তাকাশ; আকাশের মত ইহাও সর্ব্বত্র প্রসারিত। চিত্তাকাশে বাসনানন্দ স্ফুরিত হয়। সুষুপ্তি কালে যখন চিত্ত শান্ত থাকে, তখন জীবাত্মা আপন স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করেন। তাই সুষুপ্তি ভঙ্গে লোকে বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। যাহার অনুভব না হয়, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। এই সুষুপ্তি কালের আনন্দ যখন জাগরিত হইয়া স্মরণ করা যায়, তখনও চিত্তবৃত্তি ঊর্দ্ধবাহিনী। আহা! সুষুপ্তি আনন্দ কত সুন্দর—আমি সর্ব্বদা ঐ আনন্দে কিরূপে থাকিব ইত্যাদি ইচ্ছা প্রবল হইলে বাসনায় একটা আনন্দ ভোগ হয়, তাহার নাম বাসনানন্দ।

বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ ব্রহ্মানন্দের সহোদর। কোন কারণে উহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যতদিন উহারা ব্রহ্মানন্দে মিলিত না হয়, ততদিন জীবের দুঃখ।

তাই বলিতেছিলাম। কি করিতে হইবে? বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ ধরিয়া ব্রহ্মানন্দে পৌছিতে হইবে। বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ ব্রহ্মানন্দের সংবাদ দেয় মাত্র; কিন্তু যেখানে উহাদের অন্ত সেখান হইতে ব্রহ্মানন্দের আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে ছুইয়া আছেন। আনন্দব্রহ্ম সেইরূপ বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ দ্বারা বিচিত্র জগৎ স্পর্শ করিয়া আছেন। অন্ধকার গৃহে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া আলোক রেখা প্রবেশ করে, সেই আলোক রেখা গৃহের ততটুকু পর্য্যন্ত অন্ধকার দূর করে। সেই আলোক রেখা ধরিয়া বাহির হইতে পারিলে, সূর্য্যালোকে পৌছিতে পারা যায়, সেইরূপ বিষয়ানন্দ বাসনানন্দ ধরিয়া অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ আনন্দময় প্রবেশ করা যায়।

"আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেসাং লয়ঞ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ॥"

আনন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রাণিসমূহ জাত, আনন্দেই স্থিত, এবং আনন্দেই লয়। আনন্দে সৃষ্টি স্থিতিও লয়। বিষয়ানন্দ ভোগ ত সকলেই করে; তবে সে আনন্দে পৌছায় না কেন? কারণ আছে, আনন্দের আধারে পৌছিতে কেহ পুরুষার্থ করে না। মানুষ অন্ধকার গৃহের আলোক রেখা নানা প্রকারে ভোগ করিতে চায়। অন্ধকারে শতবার আছাড় খায়, তথাপি প্রকার করিয়া ছাকিয়া ছানিয়া বিষয়জড়িত আনন্দভ্রমে বিষয় ভোগ করিতে থাকে। এখানেও উদ্দেশ্য আনন্দ, বিষয় উপায়। উদ্দেশ্য উপায় এক করিয়া গোল করে। সংসার স্ত্রী পুত্র রাজ্যাদি আনন্দ প্রদান করুক বা না করুক, স্ত্রী পুত্রকেই আনন্দ বলিয়া ভাবে, উপায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বিষয়-বিষ ভক্ষণে জর্জ্জরিত হয়। বিষয়কামনা বিষয়তৃষ্ণা না ছাড়িয়া বড় ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু তৃষ্ণাক্ষয়ে পুরুষার্থকর প্রবল প্রযত্ন কর—অন্ধকার গৃহ ছাড়িয়া পূর্ণানন্দ সূর্য্যালোকে যাইতে পারিবে।

স্মৃতি বলেন—

যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

এই আনন্দ ব্রহ্মই আত্মা। আত্মাকে জান। সুখময় আনন্দময় আত্মাকে আস্বাদন কর, আপনি আপনাকে আস্বাদন—এত সুখ কোথাও নাই।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥"

ইহাই জীবন্মুক্তি। মুক্তি হইলেই সীমা শূন্য আনন্দ প্রকাশ হইবে। বুঝিলে, কি করিতে হইবে? অজ্ঞান দূর করিতে হইবে, এবং হৃদয় মধ্যে কামক্রোধাদি সন্তাপ অপ্রতিহত শীতল আনন্দ লাভ করিতে হইবে। আত্মাস্বাদন আপনাকে করিতে হইবে, পরকেও শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহ হীন্দোরিবোদেতি শীতলাহ্লাদনং হৃদি।
পরিস্পন্দফলপ্রাপ্তৌ পৌরুষাদেব নান্যতঃ॥

শ্রীরামদয়াল মজুমদার—এম, এ

আত্মাস্বাদন।

"আত্মানুভবসন্তুষ্টো জীবন্মুক্তো বভূব হ।"

অঃ রা কি ৩৩৭।

বুঝিলাম আত্মজ্ঞান, আত্মাস্বাদন মানবের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, ·াতি যদি ইহার জন্য গঠিত না হয়, তবে গৃহস্থাদি আশ্রম অনাবশ্যক। রাজার রাজ্যশাসন যদি ইহার বিঘ্নকারী রাক্ষসকে শাসিত করিবার জন্য না হয়, তবে শাসন প্রণালী অনাবশ্যক। বুঝিলাম মূল লক্ষ্য কি। বুঝিলাম পুরুষার্থ কিসের জন্য প্রয়োজন? কিন্তু এই নিত্যানন্দ প্রাপ্তির উপায় উল্লেখ কর—আমি আমার সকল পুরুষার্থকে সেই দিকে প্রধাবিত করি।

গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য গন্তব্য স্থানে অন্যকে লইয়া যাইবার জন্য শুনিয়াছি:—

"সাধূপদিষ্টমার্গেণ যন্মনোঙ্গবিচেষ্টিতম্।
তৎ পৌরুষং তৎ সকলমন্যদুন্মত্তচেষ্টিতম্॥"

সাধুর উপদেশ মত যে মন বাক্য ও শরীরের চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষ কার। তাহাই ফল প্রদান করে। অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র।

আমি আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দ পথে চলিব—আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মন বাক্য ও শরীরকে সাধু উপদেশ মত নিয়োগ করিব—তুমি বেশ করিয়া বলিয়া দাও, যাহা যাহা করিতে হইবে।

আত্মাকে জানিতে হইবে। আত্মাকে জানাই আত্মার আস্বাদন। কিন্তু আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতা—একমাত্র দ্রষ্টা। ইহাকে জানিবে কে? আত্মাই এক মাত্র চৈতন্য, অন্য সমস্ত জড়। জড় চেতনকে জানিবে কিরূপে?

জড় কখন চেতনকে জানিতে পারে না। চেতনই চেতনকে জানিবে। যে চৈতন্য আশ্রয়ে জড় চেতনের মত দেখা যায়। যে চৈতন্য জড়ের সহিত মিশিয়া আপন অখণ্ড স্বরূপে যাইতে পারিতেছেনা, তাহাকেই আপন স্বরূপ অনুভব করাইতে হইবে। মন নিজে চেতন নহে, কিন্তু জীব চৈতন্য মনের বশে আসিয়া আপন অখণ্ড স্বরূপে যাইতে পারিতেছে না। জীব চৈতন্যকে মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইহার জন্যই পুরুষার্থ আবশ্যক—ইহার

জন্যই মনুষ্যের মধ্যে দেহ মন ও বুদ্ধির সমাবেশ। মন বাক্য ও শরীর সাধু উপদেশ মত চালনা ইহারই জন্য। ইহার জন্য বিবাহ—সংসার—সমাজ। ইহারই জন্য রাজা—রাজ্যপালন।

আর্য্যজাতি এই উদ্দেশ্য মত চলিয়া ছিলেন, এইজন্য ভগবান চারি আশ্রম ও চারিবর্ণ—স্বভাবজ কর্ম্ম অনুসারে গঠন করিয়াছেন।

উপস্থিত সময়ে সমস্তই শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত যে টুকু কর্ত্তব্য, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। জাতিগত কর্ত্তব্য বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পূর্ণভাবে প্রচলন জন্য যাঁহারা তপস্যাদ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। সময়ে তাঁহারা বেদশাস্ত্রমত জাতিকে চালাইবেন। এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কে বলিতে পারে, এই চেষ্টাতে সেই সমস্ত সাধু পথপ্রদর্শক কি না? ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—

সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ।
যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ॥
কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ।

ভা. পু ৯।১২ ৬।

অপিচ—দেবাপি র্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি॥ ৯।২২।১০
আরও—দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ॥
তৌ হিবেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥ ১২।২।৩৮

অস্যার্থ।—এই যে দেবাপি ও মরু যোগ বলান্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। বাসুদেবের শিক্ষামত তাঁহারা কলির অন্তে প্রকট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

জাতি উদ্ধার জন্য সাধুদিগের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালন জন্য কতক গুলি লোকের প্রয়োজন। আমরা ইহাদের কর্ত্তব্য আলোচনা করিতেছি।

আবার বলি যাহার জন্য পুরুষার্থ করিতে হইবে, তাহা আত্মজ্ঞান বা আত্মাস্বাদন। উদ্দেশ্য সিদ্ধিজন্য উপায় চাই। শরীর বাক্য ও মনকে সাধু উপদেশ মত চালাইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

গীতার উপদেশকে আমরা সাধু উপদেশ বলি; যোগবাসিষ্ঠ যাহা বলিতেছেন, গীতা তাহাকে ত্রিবিধ তপস্যা বলিতেছেন। (১) শারীরিক তপস্যা ২) বাচিক তপস্যা ও (৩) মানস তপস্যা। ১৭ অধ্যায় ১৪ হইতে ১৯ শ্লোক আলোচনা কর। শারীরিক তপস্যা মধ্যে দেখি, দেব দ্বিজ

গুরু ইত্যাদির প্রণাম ও পূজা, তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানবান্ আচারবান্ ব্রাহ্মণগণের সেবা, পিতা মাতার সেবা, মৃত্তিকা জল ইত্যাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি, সরলতা, মৈথুনাদি ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রাণি পীড়নাদি রূপ হিংসা ত্যাগ।

বাচিক তপস্যার মধ্যে অনুদ্বেগ কর বাক্য ব্যবহার, সত্যপ্রিয়, হিতকর বাক্য বলা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ ও প্রণব জপাদি স্বাধ্যায় অভ্যাস।

মানস তপস্যা মধ্যে মনকে প্রসন্ন রাখা, মুখেও প্রসন্ন ভাব ধারণ করা, আত্মচিন্তন জন্য বাক্য সংযম, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, কাম, ক্রোধাদি নিবৃত্তি রূপ ভাব সংশুদ্ধি।

তপস্যা করিতে হইবে এবং তপস্যা করাইতে হইবে। তপস্যার কতটুকু এই সময়ে আছে? অতি সামান্য। বাচিক নিতান্ত বিরল। মানস আরও বিরল।

শারীরিক তপস্যার জন্য দেহ শুদ্ধি সেবা এবং ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। বাচিক জন্য নাম জপ এবং ভাল বাসিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মানস জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য আবশ্যক।

বিষয় ভাবনা ত্যাগ (বিষয়ের দোষ দর্শন) ইহা বৈরাগ্য।

আমি জড় নহি, আমি আত্মা, আমি চৈতন্য ইহা ভাবনা করাই অভ্যাস।

শ্রীভগবান মনস্থিরের যে উপায় দিয়াছেন, তাহা অভ্যাস ও বৈরাগ্য। ভগবান পতঞ্জলি বলিতেছেন মনকে একাগ্র করিতে হইবে। কারণ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ়মনে তপস্যা হয় না।

এই শিক্ষাই সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। মনকে একাগ্র কর, ইহার উপায় এক মতে বিষয় ভাবনা ত্যাগ ও চৈতন্য ভাবনা গ্রহণ; অন্যমতে ধ্যান ও প্রার্থনা। একটি জ্ঞান মার্গ অন্যটি ভক্তি-মার্গ। এই দুই পথের অধিকারী হইবার জন্য যোগাদি কর্ম্ম। তপ যজ্ঞ দান ইত্যাদি কর্ম্ম কামনা শূন্য হইয়া করিতে হইবে। শুধু ঈশ্বর প্রীতির জন্য করিতে হইবে। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ চিত্তে ভক্তির উদয় হয়, ভক্তিদ্বারা পরম জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয় মতটীর বহুল প্রচার দেখা যায়। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী নিত্য উপাস্য, ইহাতে তেজের ধ্যান ও প্রার্থনা দেখা যায়। ধ্যান করিতে পারিলেই ধীশক্তিকে তিনি প্রেরণ করেন। ধী অর্থ বুদ্ধি, বুদ্ধি বিচার করেন। গীতাও বলিতেছেন, আমি প্রসন্ন হইলে "দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে" আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বুদ্ধি যোগ দিব, যাহাতে তুমি আমাকে পাইবে অর্থাৎ বুদ্ধি উজ্জ্বল করিয়া দিব যদ্দ্বারা তুমি বিচার করিয়া আত্মাকে অনাত্মা হইতে পৃথক্ জানিবে এবং আত্মানন্দ আস্বাদন করিবে।

আত্মজ্ঞান জন্য ধ্যান ও বিচার প্রধান আবশ্যক; যাহার যাহাতে সুবিধা তিনি এই দুইটীর জন্য তাহা করিয়া লইবেন।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

মহামণ্ডল রহস্য। *

(হিন্দী হইতে অনূদিত।)

সকল জীব ত্রিতাপহারী, পূর্ণশক্তির আধার, সর্ব্বলোক হিতকারী ভক্তমনোমন্দির বিহারী সচ্চিদানন্দময়, শ্রীহরির চরণ কমলে বার বার প্রণাম।

শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজীব হিতকারীভাবের সদৃশ সনাতন ধর্ম্মও সার্ব্বভৌম লক্ষণযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রজা হিতকর। এরূপ সনাতন ধর্ম্ম সদা জয়যুক্ত হউন।

সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে স্মৃত্যাদি কথিত লক্ষণ যথা,—

বেদপ্রাণিহিতং ধর্ম্মঃ কর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরম্।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥
প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গমোক্ষৌ ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
মানবা মুনিভির্নুনং সধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥

---

* এই স্থানে শ্রী ভারতে ধর্ম্ম মহামণ্ডল নামের তাৎপর্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা, শ্রী শব্দ মঙ্গলবাচক। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় তদনুকূলে মঙ্গলাচরণের রীতি প্রচলিত আছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের পরিমাণ সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইল

"ব্রহ্মপুত্র ইতি খ্যাতো নদঃ স্রোতস্বিনীপতিঃ।
প্রাচ্যাং যস্য বহন্নাস্তে বীচিমালা সমাকুলঃ॥
প্রতীচ্যাং চ নদীনাথঃ সিন্ধুঃ শাখাগণৈঃ সহ।
বহতি প্রোচ্চলদ্বীচিরার্দ্রয়ন্ সততং স্থলীম্॥
উত্তরাং শোভয়ন্নাশাং নগরাজো হিমালয়ঃ।
দৈবীং ভূতিং সমাগম্য স্থিতো গৌরীগুরুর্গিরিঃ॥
দক্ষিণাং দিশমালম্ব্য বীচিভিস্তাড়য়ন্ তটম্।
রাজতে লবণাম্ভোধির্দুর্দ্ধর্ষো লোক দুস্তরঃ॥
সোঽয়ং বিস্তীর্ণভূভাগো নানারত্নবিভূষিতঃ।
নানাবৃক্ষলতাপূর্ণো নানা গিরিনদীযুতঃ॥
নানাপশুগণৈর্জুষ্টো নানাপক্ষিনিষেবিতঃ।
আর্য্যাণাং পুণ্যভূমিঃ সা ভারতং বর্ষ মুচ্যতে॥

সত্ত্ববৃদ্ধিকরো যোঽত্র পুরুষার্থোঽস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলে তমেবাহুর্ধর্ম্মং কেচিন্মহর্ষয়ঃ॥
যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়ঃ॥
উন্নতিং নিখিলাং জীবা ধর্ম্মেণৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেঽন্তে পরং পদম্॥

মহামণ্ডল শব্দের অর্থ মহাসভা। সনাতন ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মালয় প্রভৃতি পুরুষার্থ ব্যষ্টিরূপে আছে, মহামণ্ডল সেই সকলের সমষ্টিরূপিণী বিরাট ধর্ম্মসভা।

সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ যথা,—

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥"

ইতি স্মৃতি॥

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি,
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

ইতি শ্রুতিঃ॥

আর্য্যজাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন।

আর্য্যজাতিই পৃথিবীর আদি মনুষ্য, আদি শিক্ষিত, আদিসভ্য, আদিকবি, আদিজ্ঞানী, আদি বিজ্ঞানবিৎ, আদি ধার্ম্মিক, আদি যোগী, আদি মননশীল, এবং আদি ভগবদ্ভক্ত। আর্য্যজাতির পবিত্র ভারতভূমিতে অনাদিকাল হইতে অপৌরুষেয় বেদজ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। এই একমাত্র কর্ম্মভূমিতে ধ্রুব প্রহ্লাদপ্রভৃতি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই পবিত্র ভূখণ্ডে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি কুলকামিনীগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই স্বর্গীয় স্থানে শ্রীজনকের ন্যায় গৃহস্থ এবং শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যসমাজ ও দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবানের এই প্রধান লীলা ভূমিতে শ্রীবেদব্যাস এবং শ্রীবাল্মীকির ন্যায় গ্রন্থকার, শ্রীমনু এবং শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় বক্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবসিষ্ঠের ন্যায়

উপদেশক, শ্রীকপিলদেবের ন্যায় সাধক এবং শ্রীশুকদেবের ন্যায় জ্ঞানবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষ যে স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মভূমি তাহার আর সন্দেহ নাই।

"যতদিন পর্য্যন্ত এই ভারতভূমিতে পূজ্যপাদ, ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের পবিত্র ধর্ম্মমার্গের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় নাই। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয় হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে উল্লিখিত বিভূতিসম্পন্ন মহাত্মগণের আবির্ভাব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত স্থূল হইতে সুক্ষ্মতর বিচারের অধিকারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও বিরোধ উপস্থিত হইত না। ঐ সকল মহাত্মার অনুগ্রহে এই ভারতভূমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মভূমি রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অধিকারি মাত্রেই স্ব স্ব অধিকারানুসারে সাধনা দ্বারা ক্রমে শ্রেষ্ঠ দশায় উপনীত হইতে পারিতেন। রাজা হইতে নিম্নপ্রজা কিরাত পর্য্যন্ত ধর্ম্মাবতার ঋষিগণের আদেশ এবং অনুশাসন অবনত মস্তকে স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। অধিকার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিলেও সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বজীব হিতকরী দৃষ্টিতে সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেন। ঐ সুসময়ে একমাত্র অভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্মই পৃথিবীকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর কলিযুগের প্রারম্ভে ভারতে ধর্ম্মহানি এবং গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, রাজগণ ধর্ম্ম মর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিগণকে উপেক্ষা করত বিপথগামী হইয়া পড়িলেন, পরস্পরের মধ্য হইতে ক্রমশঃ একতা বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় ভারত সাম্রাজ্য অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া পরস্পরে কুক্কুর-বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সময় পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। কলিকাল—তমঃপ্রধান কলিকালের অজ্ঞানরূপী বারিদমালা ভারতের ভাগ্যগগন ঐ সময়ে যেরূপ প্রবলবেগে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যদি সেই সময় মহাভারতের মহাযুদ্ধ দ্বারা সেই দিগন্ত-ব্যাপী তামসিকতার হ্রাস না হইত, তবে ভারতবর্ষের বিপত্তির সীমা থাকিত না। পরন্তু দাম্ভিক নরপতিদিগের অত্যাচারে আর্য্যজাতির আর্য্যত্ব পর্য্যন্তও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ঐ সময় ভারতবর্ষ এবং আর্য্যজাতির অবস্থা নিতান্ত বিপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সেই গভীর দুঃখে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীভগবানকে পূর্ণাবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। জগদীশ্বর কৃপাসাগর; তাঁহারই অনুগ্রহে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধাবসানে ভারতবর্ষে একতা এবং শান্তি সংস্থাপিত হয়। তদবধি কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত শান্তিপ্রিয় আর্য্যজাতি আবার শান্তি সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের তিরোভাবকালে শ্রীজগদীশ্বরের অপার অনুকম্পাপ্রভাবে অবার কিছু কালের জন্য তাঁহারা সামান্য সুখের অধিকারী হইলেন। কিন্তু কালের গতি অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কলিকালের করাল গতির মহিমায় আর্য্য-জাতির মধ্যে আবার প্রমাদ বৃদ্ধি উপস্থিত হইল, পূজ্যপাদ ঋষিগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ধর্ম্মবিপ্লবেরও সূত্রপাত হইল।

অজ্ঞানতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার যতই হ্রাস হইতে লাগিল, ততই তাহারা সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম ভাব বিস্মৃত হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি সংঘটিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব লক্ষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম হইতেই অধর্ম্মের উৎপাদন আরম্ভ করিতে লাগিল। সেই সময়ে জীবের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদিগের গতি-পরিবর্ত্তন-পুরঃসর মুক্তিপথ প্রদর্শন এবং সাংসারিক সুখাভিলাষ বিস্মৃত করাইবার নিমিত্ত দয়ার অবতার শ্রীভগবান বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে বহু সংখ্যক জীবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনটীর সমতারূপী ভিত্তির উপর সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সেই অজ্ঞানতার দিনে উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ড প্রজাগণের মধ্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ডের রুচি তাহাদিগের মধ্যে এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, ক্রমশঃ আর্য্যসন্তান বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের রহস্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তামসিক কর্ম্মেরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যপদেশে বিবিধ ভীষণ অত্যাচার বহ্নির প্রাবল্যে ভারতভূমি দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। পীড়া কঠিন আকার ধারণ করিলে যেরূপ বিষ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়, তদ্রূপ সেই ঘোর প্রমাদ সময়েও আধিদৈবভাব-বিহীন জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীবুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব হইবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের উপাদেশাবলি তৎকালীন প্রজাদিগের পক্ষে হিতকরী হইলেও তাহাতে বৈদিক মার্গাধিকারী আর্য্যসন্তানগণের কোনরূপ স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি কেবল স্বীয় দয়াভাবেই নিমগ্ন ছিলেন এবং সেইজন্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক উদ্দেশ্যসাধন প্রয়াস ব্যতীত তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। এই কারণে শ্রীবুদ্ধ দেবের তিরোভাবের পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকেরা ঐধর্ম্মকে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ গঠন করিয়া লইলেন। ক্রমে আত্মোদ্ধার লক্ষ্য পরিত্যক্ত হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে বহির্লক্ষ্য এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বিশেষ: বিপত্তিরই কারণ হইয়া উঠিল। শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম আপনারই দোষে স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য অনার্য্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যাচারে পীড়িত হইবার পর আর্য্যগণ আবার মস্তক উন্নীত করিলেন। ঐ সময় দার্শনিক শিরোমণি কুমারিল ভট্টাদি ঋষিতুল্য আচার্য্যগণের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর সুযোগ ক্রমে ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব হইল। আপনার পূর্ব্বলীলায় যে সকল অভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন এবার তিনি তাহা পরিপূরণ করিলেন।

প্রভু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব দ্বারা ভারত পুনর্জীবন লাভ করিল, কাল সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়া উঠিল, গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রসন্ন হইল, দিঙমণ্ডল নির্ম্মল হইল, আকাশস্থিত তারকারাজি সম্পূর্ণ রূপে স্বচ্ছতা প্রাপ্তি পুরঃসর দেদীপ্যমান হইল নদী, প্রসন্নসলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া হ্রদসমূহের শোভা সংবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিল, বন উপবনে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং ওষধিসমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পফলে সুশোভিত

হইল এবং ঐ সকল বৃক্ষে বিহঙ্গম কুল গীতিপ্রবাহ উত্থিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, বায়ু শীতল এবং সুগন্ধ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল, দ্বিজগণের অগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সাধুগণের হৃদয় পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইল। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের প্রকৃতি এই প্রকার পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ বাল্যাবস্থাতেই অদ্ভুত বৈরাগ্যের পরিচয় প্রদান করেন এবং সন্ন্যাসাবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের কল্যাণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় ঐশ্বরিক বিভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক অদ্বৈত বৈদিক মার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। হিমালয় হইতে ভারতসমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীকেই তিনি স্বীয় মতের প্রাধান্য স্বীকার করাইয়া বৈদিক মার্গে প্রবর্ত্তিত করেন এবং ভবিষ্যতে ধর্ম্মমর্য্যাদা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অভিলাষে তিনি ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্বদিকে মহাতীর্থ জগন্নাথ পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকা পুরীতে শারদা মঠ, দক্ষিণপ্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠ এবং উত্তরে হিমালয়ের পবিত্র প্রদেশান্তর্গত বদরিকাশ্রমে জোশী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম বিভাগ শাসন করিবার জন্য তিনি এই চারিটী মঠে চারিজন আচার্য্য স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহা ঐ চারিজন আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

ভারতবাসীদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া প্রভু শঙ্করাচার্য্য যে শক্তি প্রয়োগ করিয়া ছিলেন, তাহারই বলে বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজিত ছিল, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে সেই শক্তি শিথিল হইয়া পড়িল, আবার ধর্ম্মহানি সংঘটিত হইল, আবার লোকে সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম, সর্ব্বজীব-হিতকারী ভাব বিস্মৃত হইয়া গেল, পুনরায় গৃহবিবাদানলে ভারতদগ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় আর্য্যজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে পবিত্র ভারত ভূমিতে যবন রাজের আধিপত্য সংঘটিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে যবন নৃপতিবর্গ এখানে আসিয়া আর্য্য-রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং বল প্রয়োগ দ্বারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা অত্যন্ত শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যবন রাজের শাসনাধীন হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি ধর্ম্ম ব্যতীত জীবনধারণ করিতে কখনও পারিয়াছে কি? যে সময় যবনদিগের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, সেই সময় করুণানিধির কৃপাদৃষ্টি ভারতবাসীর উপর পতিত হইল, তখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। বিশিষ্টাদ্বৈত মতপ্রবর্ত্তক পূজনীয় শ্রীরামানুজাচার্য্য, শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবল্লভাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মাননীয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, দ্বৈত মত প্রবর্ত্তক আরাধ্য শ্রীমাধবাচার্য্য এবং যতিবর শ্রীচৈতন্যাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব হওয়ায় সনাতন ধর্ম্ম আসন্ন ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। ঐ সকল মহাপুরুষ সেই সময় আর্য্যসন্তানদিগের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তি সলিল সেচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রফুল্লিত করিলেন। সেই আপৎকালে যদি এই

সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব না হইত, তবে যবন শাসকদিগের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের যে অত্যধিক হানি উপস্থিত হইত এবং আর্য্যসন্তান যে আপনার স্বরূপ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে ধর্ম্ম-সংস্থাপকদিগের মধ্যে ঋষিতুল্য শ্রীমধুসূদনাচার্য্য, সিদ্ধবর শ্রীনানক, ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীতুলসীদাস, কবিবর শ্রীসুরদাস, যতিবর শ্রীরামদাস স্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ ধর্ম্মের রক্ষাকার্য্য সাধনে পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা যবন থাকিলেও একবার সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রবাহ বহিতে লাগিল এবং সেই প্রবাহ দ্বারা মলিনতা বহু পরিমাণে ধৌত হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। সেই সময়ে বহু জীবের কল্যাণও সাধিত হইয়াছিল।

সংসারের সমস্ত পরিবর্ত্তন নিয়মের অধীন। এই নিয়মের অধীনতাবশতঃ যবন রাজ্যও বিনষ্ট হইয়া গেল। সে সময়ে যবনরাজগণ একেবারেই রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘোর অত্যাচারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া সনাতনধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় হিন্দুদিগের আবার একবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই সময়েই মহারাষ্ট্র এবং শিখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা কখনই হইতে পারে না। যবনদিগের দাসত্ব কার্য্যে হিন্দুদিগের বহুকাল অতীত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত রাজধর্ম্ম রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহাদিগের ছিল না। তাহার পর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ-রাজ ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করায় প্রজাবর্গ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মের মধ্যে সার্ব্বভৌম লক্ষ্য কোথায়? ইংরাজদিগের শাসন সময়েও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের হৃদয়ে বিস্তর আঘাত লাগিয়াছে। তাই পুনরায় তমোগুণপ্রাপ্ত আর্য্যজাতি একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। বর্ত্তমান সম্রাটের রাজধানী বঙ্গদেশে অবস্থিত, সেই স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার হইয়াছিল। এই নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্মের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনও বঙ্গদেশ হইতেই আরব্ধ হয়। ঐ সময় যখন লোকে সনাতন ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক বুঝিতে পারিল যে আমরা পূর্ণ বলশালী হইলেও আপনাদিগের উপেক্ষার ফলে আপনাদিগের দুর্গতি করিতেছি, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের আক্রমণ হইতে এই দেশকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি তাঁহার তমোগুণবিশিষ্ট ভ্রাতৃগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে "তোমাদিগের সনাতন ধর্ম্মে কোন বিষয়েরই অভাব নাই। তোমাদিগের ধর্ম্মেও এক ব্রহ্মেরই উপাসনা আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তোমাদিগের ধর্ম্মেও জাতি ভেদ নাই, তবে তোমরা কি অভিপ্রায়ে খৃষ্টান হইয়া যাইতেছ?" তখন সেই স্রোত পুনরায় ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় ঐ অঞ্চলেও রক্ষকের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাই মৌন-ব্রতধারী সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতী আপনার ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই প্রদেশে সেই উপধর্ম্মের স্রোত অবরুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী বেদের অংশ মাত্র মুখ্য রাখিয়া সময়োপযোগী এরূপ নিয়ম সমূহ বিধিবদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে ভ্রান্ত ভারতবাসীর চিত্ত স্থির হইল। একে ধর্ম্মপ্রাণ

ভারতবাসীদিগের ভক্তি আবহমানকাল হইতেই সন্ন্যাসীদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার উপর যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদিগেরই রুচি অনুযায়ী ধর্ম্মমার্গও সন্ন্যাসী দ্বারা মিলিল। তখন দেখিতে দেখিতে বিস্তর আর্য্যসন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পরিণাম যাহাই হউক—কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পণ্ডিতবর রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং যতিবর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ এই দুই মতের দ্বারা সেই আপৎকালে সনাতনধর্ম্ম বিস্তর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি সেই সময় এই দুই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি না হইত, তবে বর্ত্তমান সময়ে সহস্র সহস্র অসহায় আর্য্য নরনারীকে খৃষ্টধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিতে দেখা যাইত, বিনা কারণেই সহস্র সহস্র নর-নারী ভ্রান্তিজালে নিপতিত হইতেন।

ক্রমে যখন ব্রাহ্মসমাজের বহির্দৃষ্টি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,যখন সনাতনধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এদিকে আর্য্যসমাজ যখন আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সনাতনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদিগের প্রিয় শাস্ত্রপুরাণাদির নিন্দা করাই আপনার উদ্দেশ্য স্থির করিল, যখন ইহার ফলে ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহার মধ্যে বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তখন সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তখন তাঁহাদের পুনরায় চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করণাভিপ্রায়ে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ধর্ম্মসভা, হরিসভা, ধর্ম্ম-মণ্ডলী, ধর্ম্মমহামণ্ডল এবং ধর্ম্মপরিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মোদ্ধারক সভাসমূহ স্থাপিত করিয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। ধর্ম্মপ্রবাহ বহিতে লাগিল। সেই প্রবাহে ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ এই চারিদিকের লোকেরই নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আবার পরিদর্শক হইলেন, তাঁহাদিগের তেজস্বিনী বক্তৃতাসমূহ দ্বারা ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে দেখা গেল। সনাতনধর্ম্মের ধর্ম্মাচার্য্য, সংস্কৃত অধ্যাপক এবং সদ্বক্তা ব্রাহ্মণগণ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের নবোৎসাহ প্রবাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কার্য্যও অল্প বিস্তর হইল, ধর্ম্মপ্রবাহও বহিতে লাগিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার সাময়িক পত্র এবং পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঐ আধ্যাত্মিক প্রবাহের প্রতিঘাত ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। যে সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আপনাদের বাল্যসুলভ চঞ্চলতা বশতঃ সনাতন ধর্ম্মকে অজ্ঞানীদিগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সমাজে অসাধারণ বুদ্ধিমতী পরমবিদুষী শ্রীমতী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশল, তপস্যা এবং বিদ্যাপ্রভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও বেদ-বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানজ্যোতির বিস্তার করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে সনাতনধর্ম্মের প্রশংসা করিতে দেখিয়া ভারতবর্ষের ইংরাজী বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিদিগের নেত্র উন্মীলিত হইল। তাঁহারাও এই ধর্ম্মপ্রবাহে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহারাও আপন পৈতৃক ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা স্বস্ব কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সময়োচিত ধর্ম্ম-

পুরুষার্থ বৃদ্ধি কর্য্যে তৎপর হইতে লাগিলেন। সরোবরের জল যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, পুষ্পশ্রেষ্ঠ কমলের মৃণালও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু কালপ্রভাবে জল শুষ্ক হইয়া গেলে মৃণাল কখনই ক্ষুদ্র হইতে পারে না, কমলদল ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় তথাপি মৃণাল ক্ষুদ্র অবস্থা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া আর্য্যসন্তানদিগের মানসিক দৃষ্টি একসময় অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে অধ্যাত্মভাব রহিত পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ইংরাজী শক্ষিত বিদ্বানগণের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তাঁহাদিগের উচ্চ দৃষ্টি কখনই নীচ হইয়া পড়ে নাই। তাই তাঁহারা বিপথগামী হইতেছেন, তথাপি অন্য উপধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধ্যাত্মভাব যাঁহাদিগের শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয় লোলুপ বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে কি কখনও তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধিত হইতে পারে? অতঃপর শ্রীমতী ব্লাভট্‌স্‌কী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর যত্নে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে লাগিল। *

বিশেষতঃ শ্রীমতী যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন এক সময়ে সেই জাতির দ্বারাই আর্য্যসন্তানের স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছিল। এ অবস্থায় যখন সেই জাতিরই একটী অসাধারণ তেজ এবং বুদ্ধিসম্পন্না বিদুষীর দ্বারা আপনাদের আর্য্যবিজ্ঞানের অনুকূল উপদেশ অর্য্যসন্তানের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই আপনাদের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমতীর অসাধারণ শক্তি, প্রতিভা এবং পুরুষার্থ এবং তাঁহার শিক্ষা পরম্পরা দ্বারা যে বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রবাহের উন্নতি সাধন পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময়ে যোগিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহারাজের অসাধারণ তেজে অনুপ্রাণিত স্বদেশহিতৈষী শ্রীবিবেকানন্দ স্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং উল্লিখিত স্বামীজির অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির প্রভাবে আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিবাসিগণ উত্তম রূপে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিচার এবং ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বকালেই সম্যক প্রকারে জগতের আচার্য্য স্থানে উপবেশন করিবার উপযুক্ত।

বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস শীর্ষস্থানীয়। অতএব সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণদিগের গুরুস্থানীয়। অধুনা যে প্রকার গৃহস্থাশ্রমের অধিকারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের উত্তেজনায় সামান্য পুরুষার্থ শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সেই প্রকার সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও পরোপকার ব্রত অবলম্বন দ্বারা ধর্ম্মোত্তেজনা প্রবৃত্তির বিশেষত্ব দেখা দিল। প্রতি তিন বৎসরে ভারতের চারিটী প্রসিদ্ধ তীর্থে যে মহাকুম্ভের মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলার সমাগম

* থিওজফিক্যাল সোসাইটীর তিনটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে যথা,—অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পঠনপাঠন, যোগাদি সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন। এই মহা সভার শাখা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। সেই সকল সভার সংখ্যা বহুশত হইবে। ইউরোপাদি সকল দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যালয় আছে। সমস্ত পৃথিবীর জন্য ইহার প্রধান কার্য্যালয় মান্দ্রাজ এবং ভারতবর্ষের জন্য কাশীধামে অবস্থিত।

ক্রমশঃ এক এক তীর্থে দ্বাদশ বৎসরে সংঘটিত হয়। সাধু মহাত্মাদিগের সেই অসাধারণ সম্মিলনের দ্বারা লোকহিতকর ধর্ম্মপুরুষার্থের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে সাধিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীদিগের মধ্য হইতেও কোন কোন পরোপকার ব্রতধারী মহাপুরুষ প্রভূতপরিমাণে কার্য্য করিয়াও দেখাইলেন। সেই সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে শারদা-মঠাধীশ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীস্বামী মদ্রাজরাজেশ্বর শঙ্করাশ্রম শঙ্করাচার্য্য মহারাজ প্রচারকার্য্যে এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমান স্বামী ব্রহ্মনাথ আশ্রমজী মহারাজ বিদ্যা প্রচার বিষয়ে অনেক কার্য্য করিলেন। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা নবীন উৎসাহে উৎসাহিত ব্রাহ্মণদিগের চিত্তে অল্পাধিক পরিমাণে উৎসাহের দৃঢ়তা হইয়াছে। এই সময়ে সাধুগণ প্রতিষ্ঠিত কাশীর ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভাদ্বারা * পূর্ব্বভারত এবং বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রান্তে নানা শাখা সভা স্থাপন, ধর্ম্ম বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারাদি কার্য্য এবং ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বিচলিত হিন্দুসন্তানের শ্রদ্ধা পৈতৃক সনাতন ধর্ম্মের প্রতি প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই প্রকার বোম্বাই প্রান্তে শ্রীশারদা মঠাধীশ আচার্য্য প্রভুর অনুশাসনাধীন থাকিয়া সনাতন ধর্ম্ম-পরিষদ প্রভৃতি সভা তদঞ্চলস্থ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি পরিবর্ত্তন বিষয়ে বহুল পরিমাণে কার্য্যকারী প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম একমাত্র সংস্কৃত বিদ্যারূপী ভিত্তির উপর অবস্থিত, শাস্ত্রীয় গ্রন্থই বিদ্যার প্রধান আশ্রয় স্থল। আজ কয়েক সহস্র বৎসর হইতে ভারতে নানা রাজনৈতিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় বেদ এবং নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক সহস্রাংশও পৃথিবীতে নাই এবং যে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ অবশিষ্ট আছে সে সকলও প্রায় অপ্রকাশিত অথবা লুপ্ত। সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিরূপী সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ইটাওয়া নগরস্থ পুস্তকোন্নতি সভা অসাধারণ কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সময় পঞ্জাবের ধর্ম্মসভা এবং বঙ্গদেশের হরিসভা সমূহ সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষা, সংস্কৃত বিদ্যাপ্রচার এবং ভগবদ্ভক্তিবিস্তার প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল প্রান্তে সময় সময় বহুল পরিমাণে পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ার্থ এই আনন্দময় এবং শান্তিবর্দ্ধক শুভসময়ে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত † প্রদেশে কিছু বিশেষ কার্য্য হইল। প্রথম হরিদ্বার তীর্থের মেলার সময়ে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল নামক মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়; তাহার পর ত্রিবেণী তীর্থের মহাকুম্ভ মেলার সময় আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা নিগমাগম মণ্ডলী নামক দ্বিতীয় সভার সৃষ্টি হইল। প্রথম সভা প্রচার কার্য্যে এবং দ্বিতীয় সভা ব্যবস্থা কার্য্যে সফলতা লাভ করিলেন। অতঃপর কলের্গতাব্দাঃ ৫০০১ তে দুইটী পুরুষার্থ এক হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত সুঅবসর প্রাপ্ত হওয়ায়, উল্লি-

* আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামী কৃষ্ণানন্দজী সর্ব্বপ্রধান।

† আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তংবিদুর্বুধাঃ॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
ইতি মনুঃ।

খিত দুইটী সভার সম্মিলনে কলের্গতাব্দা: ৫০০২তে * শ্রীমথুরাপুরীর মহাধিবেশনে নিয়মবদ্ধ বিরাট সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের জন্ম হয়। এই স্বজাতীয় অধ্যাত্ম মহাযজ্ঞের প্রারম্ভ কার্য্য এই সময়ের বড় বড় সিদ্ধ মহাত্মার উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তবর্ত্তী সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে এই ধর্ম্ম কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। দার্শনিক কবিগণ ভারতবর্ষবিষয়ে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, যেন শ্রীভগবান আপনার পূর্ণশক্তি বিকাশ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী মধ্যে একটী অতি সুন্দর রম্য পুষ্পবাটিকা রূপে ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে কেবল ধর্ম্মরূপী পুষ্প সমূহ বিকশিত হইয়া থাকে এবং মোক্ষরূপী ফলের উৎপত্তি নিমিত্ত জগৎপিতা যেন এই একটীমাত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। † প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের এই প্রশংসা অত্যুক্তি নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এ কথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণবর্গ দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অধ্যাত্মজ্ঞানের বিস্তার হইয়া মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।‡ প্রাচীনকাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। পরন্তু সর্ব্বকালেই ঋষিবাক্যের সফলতা প্রতিপাদনার্থ এই করাল কলিকালের বিকরাল সময়েও ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিস্তার করিবার নিমিত্তই যেন এই বিরাট সভার সৃষ্টি হইয়াছে। পরম আনন্দপরিপূর্ণ কৈলাসকাননে শিবশক্তির সম্মিলন হইতে যে প্রকার পরমপদরূপী মুক্তিফলের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, সেই প্রকার ত্রিতাপে তাপিত আর্য্যজাতিকে ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপী ফল প্রদানের নিমিত্ত ভারত-কাননে উক্ত ধর্ম্মমণ্ডল এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্মিলনের দ্বারা শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ দুইটী পক্ষের সহায়তা ব্যতীত পক্ষী উড়িতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ এই উভয়েরই সহায়তা ব্যতীত জীবের অভ্যুদয় হয় না এবং কেহই কোন প্রকার শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পারে না মহাভারতের মহাযুদ্ধের পর আর্য্যজাতির রাজসিক সহায়তা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, এ প্রকার সর্ব্বপ্রান্তব্যাপী শান্তিময় সুঅবসর অতি অল্প বারই প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের তিরোভাবের পর রাজকীয় সার্ব্বভৌম এবং সুশাসন বিচার দ্বারা স্থায়ী সুঅবসর আর্য্যজাতির পক্ষে বর্ত্তমান সময়েই মিলিয়াছে। ন্যায় পক্ষপাতী বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসন দ্বারা অধুনা যে আর্য্যজাতির পক্ষে আত্মোন্নতি করিবার অতি উন্নত অবসরই উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সনাতন ধর্ম্মানুসারে রাজা দেবতাবৎ মাননীয়; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে

* কলের্গতাব্দা ৫০০২র অন্তে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে এই বিরাট সভার জন্ম হয়।

† মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং বিনির্ম্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনম্।
ধর্ম্মাখ্যপুষ্পাণি কিরন্তি যত্র বৈ কৈবল্যরূপং চ ফলং প্রচীয়তে॥

‡ এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
ইতি মনুঃ।

আর্য্যজাতি আত্মোন্নতি এবং বহুল পরিমাণে পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইবেন। অতএব এ সময় আর্য্যজাতির শুভাদৃষ্টই উদিত হইয়াছে। কেবল পুরুষার্থ প্রকাশ দ্বারা আত্মোন্নতি করিবার অপেক্ষা আছে। কিন্তু নিয়ম পালন ব্যতীত কোন প্রকার পুরুষার্থেরই সফলতা প্রাপ্তি অসম্ভব। কেবল অনুশাসনের দ্বারায় নিয়ম রক্ষা হইতে পারে। ধর্ম্মানুশাসনই সফলতা প্রাপ্ত হইবার বীজ মন্ত্র; অতএব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সমাজ মধ্যে দেশকাল এবং অধিকারানুসারে যথাসম্ভব ধর্ম্মানুশাসন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং সদ্বিদ্যা-বিস্তার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির অপার অনুগ্রহে এই বিরাট সভার উৎপত্তি হইয়াছে।

চিন্তার কারণ।

সদাচারমূলক জাতি ধর্ম্মের সহিত জীবের ক্রমোন্নতি এবং অন্তিমকালে মুক্তি পর্য্যন্ত কি প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে, শাস্ত্রানুসারে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আচারই জাতির মূল; * প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, গুণ এবং কর্ম্মের ভেদে জাতিসমূহের সৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিমিত্ত সদাচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছে এবং আপন আপন জাতি অনুসারে সদাচার প্রতিপালিত হওয়াই জাতিত্ব রক্ষার মূল কারণ। সদাচার শাস্ত্র দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শাস্ত্রই সদাচারের মূল। বেদ বাক্যই শাস্ত্রের মূল; কারণ অভ্রান্ত সনাতন ধর্ম্মানুসারে বেদ অপৌরুষেয়। কেবল জীবের কল্যাণার্থ শ্রীভগবান আপনিই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সনাতন ধর্ম্মে যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সমস্তই বেদের অনুযায়ী। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আপনাদিগের অভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা বেদমত প্রতিপাদনার্থ নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বেদমতানুযায়ী সমস্ত শাস্ত্রের মূলেই শ্রীবেদ-ভগবান্ বিদ্যমান। যেরূপ মলয়মারুত প্রবাহিত হইলেও অন্তঃসার শূন্য বংশবৃক্ষ চন্দনে পরিণত হয় না, কিন্তু সেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমস্ত সারবান্ বৃক্ষই সুগন্ধি চন্দনে পরিণত হইয়া যায়, তদ্রূপ সাধনবিহীন জড় অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্যোতীরূপী বেদ প্রতি-বিম্বিত হয় না। পরন্তু অসাধারণ তপ এবং যোগসম্পন্ন সাধকের নির্ম্মল হৃদয়ে স্বতঃই তাঁহার

* আচারমূলা জাতিঃ স্যাদাচারঃ শাস্ত্রমূলকঃ।
বেদবাক্যং শাস্ত্রমূলং বেদঃ সাধকমূলকঃ।
ক্রিয়ামূলঃ সাধকশ্চ ক্রিয়াঽপি ফল-মূলিকা।
ফলমূলং সুখং দেব সুখমানন্দমূলকম্॥
আনন্দোজ্ঞানমূলং চ জ্ঞানং জ্ঞেয়স্য মূলকম্।
তত্ত্বমূলং জ্ঞেয়মাত্রং তত্ত্বং হি ব্রহ্মমূলকম্॥
ঐক্যং হি পরমেশান ভাবাতীতং সুনিশ্চিতম্।
ভাবাতীত-মিদং সর্ব্বং প্রকাশভাবমাত্রকম্।”
ইতি বিজ্ঞানভাষ্যে।

স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধক না হইয়া কেবল ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য ভগবৎজ্যোতির অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু অসাধারণ তপ এবং যোগ সাধন দ্বারাই মানবের অন্তঃকরণে বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব সাধকই বেদের মূল। ক্রিয়া করিলেই মনুষ্যকে সাধক বলা যায়, এই নিমিত্ত ক্রিয়াই সাধকতার মূল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই ফলচতুষ্টয়ের আশা করিয়া অথবা এই সকলের মধ্যে কোন একটীর আশা করিয়া জীব ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ফলই ক্রিয়ার মূল। কিন্তু জীব এই ফলের ইচ্ছা কেন করে? যদি ইহা বিচার করা যায়, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীব সুখের ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই চতুর্বর্গরূপী ফলের ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই কারণে সুখই ফলের মূল। বৈষয়িক সুখদুঃখের পরপারে অবস্থিত যে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ তাহা যথার্থ আনন্দ। পরমাত্মার যে সৎচিৎ আনন্দরূপ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, সে আনন্দ ইন্দ্রিয়াদির সুখদুঃখের পরপারে অবস্থিত। জীব পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে সেই আনন্দ অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমক্রমে সাংসারিক সুখকেই যথার্থ আনন্দ বিবেচনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আনন্দই সুখের মূল। "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা জীব আপন জ্ঞানশক্তির সাহায্যে নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই মায়াকল্পিত বৈষয়িক সুখ প্রকৃত পক্ষে সুখ নহে; কারণ ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের সুখ ক্ষণভঙ্গুরই হইয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালস্থায়ী পরমাত্মার যে আনন্দ, উহাই যথার্থ আনন্দ; যখন জ্ঞানই এই বিচারের কারণ তখন সেই জ্ঞানই আনন্দের কারণ। লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অবগতির নিমিত্তই জীবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জ্ঞেয়বস্তুই জ্ঞানের মূল। পরমতত্ত্বই জ্ঞেয়বস্তুর শেষ অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আর কোন পদার্থ জানিতে বাকী থাকে না। এই নিমিত্ত তত্ত্বানুভবই জ্ঞেয়পদার্থের মূল এবং তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মই সকল তত্ত্বের মূল। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে, সমস্ত মতের মধ্যে, সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে, সমস্ত সাধনার মধ্যে, একতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করাই সকলের মূল। এবং এই প্রকার একতা যুক্ত সার্ব্বভৌম জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল এবং সেই পরব্রহ্ম ভাবাতীত হইয়াও নিখিল চরাচর বিশ্বের ভাব প্রকাশক। এই প্রকারে জাতিরও ব্রহ্মসদ্ভাব পদ হইতে দৃঢ় পরম্পরা সম্বন্ধ আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

গুণ এবং কর্ম্মদ্বারা জাতির বিচার হইয়া থাকে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যে সকল প্রাণীতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সেই গুণ বিশেষত্বের দ্বারা বিশেষ বিশেষ জাতি নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবগণের স্বাভাবিক কর্ম্মের গতি মিলাইয়া কর্ম্ম বিচার দ্বারা জাতি নির্ণয় করা হয়। এই নিয়মানুসারে গুণ এবং কর্ম্মের পার্থক্য দেখিলে প্রত্যেক জীব শ্রেণীতে বিশেষস্বরূপ জাতির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে সাধারণ প্রাণীদিগের মধ্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ জাতির বিভাগ করা হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক বিচারানুসারে পুনরায় পৃথিবীস্থ জরায়ুজ জাতি চারি সংজ্ঞায় অভিহিত। যথা আর্য্যজাতি, অনার্য্যজাতি, উন্নত পশু জাতি এবং নিকৃষ্ট পশুজাতি। এবং এই বৈজ্ঞানিক

বিচারের সহায়তায় আর্য্যজাতি চারি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। ইহার উপর গুণ এবং কর্ম্মের তারতম্যবিচার দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত অঙ্গেই জাতির বিচার বিজ্ঞানসিদ্ধ হওয়ায় জাতি বিভাগ স্বতঃসিদ্ধ। * গুণ এবং কর্ম্মসংক্রান্ত রহস্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলে, গুণ এবং কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং এই দুইয়ের আধার কি, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতিতে এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ এই তিন প্রাকৃতিক গুণের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ জাতিধর্ম্মের সহিত যে গুণত্রয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদাহরণ স্থলে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে সত্বগুণের প্রাধান্য ব্রাহ্মণ জাতিতে, সত্ব এবং রজো গুণের মিশ্র সম্বন্ধ ক্ষত্রিয় জাতিতে, রজ এবং তমোগুণের যুক্ত সম্বন্ধ বৈশ্যজাতিতে এবং তমোগুণের প্রাধান্য শূদ্র জাতিতে বিদ্যমান আছে। যদিও সকল স্থানেই ত্রিগুণের অবস্থিতি আছে, কিন্তু ঐ প্রাধান্য বিচার দ্বারা উপরিলিখিত রীতি অনুসারে গুণের ব্যবস্থা চারি বর্ণে স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণে সনাতন ধর্ম্মের বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে গুণের লক্ষণ প্রত্যেক বর্ণের অধিকারী মধ্যে আপনা আপনি প্রকটিত হইয়া থাকে। † জীব যে কিছু ক্রিয়া করে, তাহা কর্ম্ম নামে অভিহিত। জীবের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অভ্যাস দ্বারা তাহাতে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই গুণ এবং কর্ম্মের সংক্ষেপ রহস্য। এই উভয়ের আধার বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্থির হইবে যে, অভ্যাসের সহিত কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্য যে রূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ কর্ম্মই করিতে সক্ষম হয়। কর্ম্মসংগ্রহ ব্যাপারে মনুষ্য স্বাধীন।

* উদ্ভিজ্জাশ্চাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
জীবাশ্চতুর্ব্বিধাং জাতিং লভন্তে স্বস্বভাবতঃ॥
যথা জরায়ুজা যান্তি জাতিভেদঞ্চতুর্ব্বিধম্।
আর্য্যানার্য্যনরাশ্চৈব পশবশ্চোত্তমাধমাঃ॥
যথা নিসর্গসংসিদ্ধো হ্যার্য্যাণামার্য্যমানিনাম্।
চতুর্দ্ধা জাতিভেদোঽয়ং চাতুর্ব্বর্ণ্যং তদুচ্যতে॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ স্বতঃ সিদ্ধাদন্যদ্বর্ণান্তরং যদা॥
বিরুদ্ধং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং প্রকৃতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি বৃহত্তন্ত্রসারে।

† ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্মস্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজম্॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ভগবদ্গীতা॥

কিন্তু গুণের সহিত শরীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় গুণের বিচারে মনুষ্যকে অবশ্য পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থূল শরীরই গুণের বিকাশভূমি। এই স্থূলশরীর গঠন হইবার সময় কর্ম্মাশয় হইতে গুণত্রয়ের বীজরূপী যে সকল প্রবল সংস্কার এই শরীরের আশ্রয় স্থান হয়, কেবল সেই সংস্কারানুযায়ী গুণই সেই শরীরে প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাই গুণ প্রকাশের মুখ্য কারণ; পিতা মাতার শুক্রশোণিতের সহায়তা গুণ প্রকাশের দ্বিতীয় গৌণ কারণ অভ্যাস দ্বারা কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া একজাতীয় মনুষ্য ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের কর্ম্ম অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু গুণের সহিত শরীরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা গুণের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। অবশ্য যোগ অথবা তপোরূপী অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা স্থূল শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন হইলে, পরে গুণ সমূহেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পুরাণাদি শাস্ত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং নন্দীদেবাদির জীবনে এইরূপ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহা সাধারণ নিয়ম নহে এতদ্ব্যতীত জন্মের সহিত স্থূল শরীর এবং স্থূল শরীরের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্ত গুণের বিচার করিয়া দেখিলে মনুষ্যকে অবশ্যই পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অতএব বিচার দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, যে মনুষ্য যে জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সেই জাতিতেই অবস্থান করিতে বাধ্য। নিম্ন জাতীয় মনুষ্য কর্ম্মের পরিবর্ত্তন দ্বারা কখনই উচ্চ জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। এক জাতীয় মনুষ্য যদি গুণ এবং কর্ম্ম উভয়ই আপনার জাতি ধর্ম্মানুসারে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তবে সে সেই জাতিধর্ম্মের পূর্ণ অধিকারী ইহা বলা যাইতে পারে। গুণ ও কর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটীর অভাব হইলেও মানুষের অর্দ্ধ অধিকার থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য কেবল কর্ম্মপরিবর্ত্তন দ্বারা জাতিধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। জাতি সৃষ্টির একটী স্বাভাবিক অঙ্গ ইহাও ইহার অন্যতর কারণ। অতএব সাধারণতঃ সৃষ্টি এবং লয়ের ক্রমানুসারেই জাতিধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। পরন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, এক জাতি ক্রমে বর্ণসঙ্কর এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মসঙ্কর হইতে হইতে ক্রমে পতিত হইতে অতি পতিত দশা প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে সর্ব্বনিম্নে উপস্থিত হইতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি কোন জাতি আপনার কর্ম্ম সংশোধন করিলেও উচ্চ জাতিতে পরিণত হইতে সক্ষম না হয়, তবে আপন দশাকে আরও অধঃপতিত করিতে করিতে নীচজাতি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে।

বিজ্ঞানসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে এক প্রকারে সৃষ্টি অনাদি এবং দ্বিতীয় প্রকারে সাদি স্বীকৃত হইয়া থাকে। বেদান্ত এবং সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভ দুই প্রকারে স্বীকৃত হইলেও সমষ্টি এবং ব্যষ্টিবিচার দ্বারা উভয় মতই সত্য এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ। শাস্ত্রে ঐ প্রকার সৃষ্টিপ্রকরণও দুই প্রকারে কথিত আছে। অধ্যাত্ম বর্ণনায় পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় ভাব এবং ইচ্ছা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পঞ্চতত্ত্বের সত্ত্বাংশ হইতে

অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি এবং তদনন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইতে হইতে এই পঞ্চীকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। * পুনরায় জীব সৃষ্টির বিষয়ে প্রথম পরিণামে উদ্ভিদ্, তাহার পর স্বেদজ, তদনন্তর অণ্ডজ, তৎপশ্চাৎ জরায়ুজ; এবং এই জরায়ুজ সৃষ্টির উন্নতাবস্থায় মনুষ্য সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে। মনুষ্যদেহেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলে ব্যষ্টি সৃষ্টিরও লয় হইয়া যায়। পরন্তু বেদ স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে যে আধিভৌতিক সৃষ্টির বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় প্রথম কারণবারির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ সেই কারণরূপী মহাসমুদ্রে স্বর্ণ প্রভাবিশিষ্ট অণ্ডের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সেই অণ্ডের মধ্য হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। তাঁহার রূপের বিষয়ে পুরাণে অতি অপূর্ব্ব বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ মহাসমুদ্রে অনন্তরূপী শেষ শয্যার উপর শ্রীবিষ্ণু ভগবান শায়িত ছিলেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে চতুর্ব্বেদ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক চতুর্মুখ ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। † ভগবান ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথম চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিবার সময় তাহাতে জীবসৃষ্টিবিস্তারের নিমিত্ত সনক সনন্দাদি চারিটী মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। পুত্র চারিটী পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় নাই। পরমহংসাবস্থাই মনুষ্যের পূর্ণতা, পরমহংসাবস্থাতেই পূর্ণবিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মসদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় এই চারিটী মহাপুরুষের দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহের বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ ব্রহ্মার সমীপে নিবেদন করিলেন যে, আমাদের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা হওয়া অসম্ভব। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা গত্যন্তর না দেখিয়া, পুনর্ব্বার আপনার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সপ্ত (মতান্তরে দশ) ঋষির উৎপত্তি করিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত হইল, কিন্তু তাঁহারাও এরূপ উন্নত ছিলেন যে তাঁহাদিগকে মৈথুনী সৃষ্টি করিতে হয় নাই, কেবল মনের দ্বারাই তাঁহারা অনেকানেক জীবময় অনন্ত সৃষ্টির বিস্তার করিয়াছিলেন। ‡

* তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ
অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥
তৈত্তিঃ উঃ প্রঃ অং।

† তস্মিন্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥
ঋ ১০ অং ৮২ সূ ৬ মন্ত্র।

অধিভূত সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার শ্রুতির সহায়তায় পুরাণ সমূহের নানা স্থানে সৃষ্টি প্রকরণের বর্ণনা আছে। বিস্তার বাহুল্যের নিমিত্ত বিস্তারিত প্রমাণ দেওয়া গেল না।

‡ সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥
তান্ বভাষে স্বভূঃপুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব-পরায়ণাঃ॥

সময় যে সকল মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা উন্নতাধিকারী থাকায় সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, সে সময় এই সংসার জ্ঞান এবং শান্তিযুক্ত ছিল। * তদনন্তর বহুকাল পরে যখন সেই সকল ব্রাহ্মণ প্রজার কর্ম্ম মধ্যে অধিকার গত ন্যূনাধিক্য হইতে লাগিল, সেই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকারভেদ উৎপন্ন হইল। সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষি মনুকে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক প্রজাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া রাজানুশাসন মর্য্যাদার বিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন। সেই সময় হইতে বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা স্থাপিত হয় এবং প্রজা সমূহের নিম্নগামী স্রোত রুদ্ধ হয়।

এই জড়-চেতনাত্মক সৃষ্টি লীলা মধ্যে দুই প্রকার প্রবাহ পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রবাহ অজ্ঞান তমোময় জড় রাজ্য হইতে জ্ঞানপূর্ণ চৈতন্যরাজ্যের প্রতি প্রবাহিত হইতেছে এবং দ্বিতীয় প্রবাহ জ্ঞানপূর্ণ চৈতন্যরাজ্যের দিক হইতে তমঃপূর্ণ জড় রাজ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে, ঐ দুই প্রবাহানুসারে জীবসৃষ্টিকেও দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সূক্ষ্ম বিচার অনুসারে জীবগণকে জড় প্রবাহ এবং চৈতন্য প্রবাহের অন্তর্গত স্বীকার করিয়া দুই অধিকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জ হইতে মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত জরায়ুজ জীব পর্য্যন্ত জড়-প্রবাহের অন্তর্গত এবং ভগবৎকৃপাধিকারী মনুষ্যগণই চেতন-প্রবাহান্তর্গত জীব। এই বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম প্রমাণ এই যে মনুষ্য ব্যতীত সকল জীবই স্ব স্ব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন। অন্য প্রাণী আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন সম্বন্ধীয় ক্রিয়াসমূহ সকলই তাহার প্রকৃতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়া থাকে। সিংহকে তৃণ ভক্ষণে অভ্যস্ত করা অথবা তৃণভোজী পশুকে মাংসাশীরূপে পরিণত করা সর্ব্বথা অসম্ভব। এই নিয়মানুসারে মৈথুনাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিত। কেবল তাহাই নহে, মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণী স্ব স্ব প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কার্য্যই

* অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশপুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ॥

ভাগং। ৩ স্ক। ১২অ।

অসৃজৎ ব্রাহ্মণানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোভিনির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বসৃষ্টা হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতাঃ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারত, শাং ১৯৯অঃ।

করিতে কখন সমর্থ হয় না। কিন্তু মনুষ্য আপন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনা পূর্ব্বক বহু প্রকার অপ্রাকৃতিক কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়, ইহাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন কেবল ভগবানই করিতে পারেন, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় মনুষ্যগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ শক্তি অনুসারে যথাসম্ভবরূপে স্ব স্ব প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। মানবগণ এই অসাধারণ শক্তির দ্বারাই যে পাপ-পুণ্য ভাগী হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মনুষ্য যে সময়ে আপন শক্তিকে প্রকৃতি-প্রবাহের অনুকূল করিয়া ধর্ম্মোন্নতি করিয়া থাকে সে সময় সে পুণ্যের অধিকারী হয়, এবং যে সময় সে অজ্ঞান-কবলিত হইয়া তামসিক কার্য্য দ্বারা অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সে সময় সে পাপাধিকারী হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান মনুষ্য যোনিতে যে জীবকে স্বীয় স্বাধীন শক্তির অধিকার যে প্রকার প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রকার অন্য যোনিজাত জীব অপেক্ষা তাহাকে পাপপুণ্যের ভোগ বিষয়ে অতিরিক্ত পরাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। এই কারণে অন্য প্রাণীরা স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলভোগী হয় না, কিন্তু মনুষ্যকে আপন মানসিক এবং শারীরিক সকল প্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। অতএব সকলের সহিত ক্রমোন্নতি সম্বন্ধ থাকিলে ও জড়-প্রবাহের জীবে প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ এবং মনুষ্য যোনিতে জ্ঞানের বিকাশ হওয়া বিচার সিদ্ধ। এই জ্ঞান-শক্তির সহায়তার ফলেই মনুষ্যগণ আপন প্রকৃতি শক্তির উপর আধিপত্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে সমর্থ হয় এবং অন্তে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তিপদের অধিকারী হইতে পারে। জড়-প্রবাহান্তর্গত জীব প্রকৃতিমাতার আজ্ঞাধীন থাকে, এই নিমিত্ত প্রকৃতিমাতা তাহাদিগকে স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপস্থিত করিয়া দেন, এবং কোন অবস্থাতে তাহাদিগকে নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে দেন না। কিন্তু মনুষ্য যোনিতে জীব ঐশী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইয়া যায়, তখন তাহাদের অবস্থাও কিছু অন্য-রূপ হয়। মনুষ্য যোনিতে অহংতত্ত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার জালে আবদ্ধ হইয়া মহামায়ার মোহে সে মনে করিতে আরম্ভ করে যে আমিই সব করিতে পারি। এই কারণে সেই অবস্থায় তাহার অন্তঃকরণে আবরণ শক্তির আধিপত্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া শক্তির আধিক্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া যায়। এজন্য জড় ভাবের জীবগণ নিয়মিত ইন্দ্রিয় চালনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনে সমর্থ হয় না, এবং তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগ ইচ্ছারও উৎপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু চেতন-প্রবাহের অধিকারী, মনুষ্য যোনিতে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ইচ্ছা প্রতি মুহূর্ত্তে বলবতী থাকে। এবং ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় চালন-শক্তি ও ক্রমশঃ অসাধারণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব মনুষ্য যোনিতে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক প্রবাহ জড়ময় তমোভূমির প্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞান-বেত্তারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুষ্যগণ যদিও আপনাদিগের অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাহাদিগের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি যে নিম্নগামিনী

তাহাতে সন্দেহ নাই। জড়-চেতনাত্মক-সৃষ্টি-প্রবাহের গূঢ়রহস্য এই যে আদি সৃষ্টিকালে পূর্ণ মানবের উৎপত্তি হইবার পরেও পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে মনুষ্যের গতি ক্রমে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, এবং এই কারণেই শ্রীভগবানকে বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়া সেই অধোগামী প্রবাহকে অবরোধ করিতে হইয়াছে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা দ্বারা ঐ স্রোত অবশ্যই অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্ব্ব কথিত জড় এবং চেতন প্রবাহান্তর্গত জীবসম্বন্ধী বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে স্থিরীকৃত হইল যে কোন জাতি আপন কর্ম্মসমূহকে উন্নত করিলেও একাএক উন্নত জাতি হইতে পারে না। কারণ প্রথমে পূর্ণ মানবের উৎপত্তি হইবার পর হইতে ক্রমাগত হই-য়াছে এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি অধোমুখী হইয়া আছে। পরন্তু কোন জাতি যদি আপনার জাতিগত কর্ম্মকে সংশোধন করিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর না থাকে তবে তাহার নীচ জাতিতে পরিণত হওয়া সর্ব্বথা সম্ভব। আর্য্য এবং অনার্য্য জাতির সাধারণ লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রায় এরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কর্ত্তাকে আর্য্য জাতি এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধীকে অনার্য্যজাতি বলা যায়। বেদেও এই জাতি বিভাগের বর্ণনা আছে। * আর্য্য শব্দের অর্থবিষয়ে বিচার করিতে করিতে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ আর্য্য জাতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যে, যে জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে করিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতিশীল হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, তাহা দিগের নাম আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতির ভাবার্থ যাহাই হউক, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বেদ-বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদাই আর্য্য জাতির ধর্ম্মের মূলভিত্তি এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষাই প্রধানতঃ আর্য্যগণের জাতিগত জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। বহিঃ প্রকৃতি অন্তঃ প্রকৃতির বিকাশমাত্র। জীবগণের অন্তঃপ্রকৃতি যে যে ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকে সেই সেই ভাবের বহিলর্ক্ষণ ও সেইরূপ ভাবময় হইয়া থাকে, এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সামুদ্রিক-শাস্ত্র দ্বারা পণ্ডিতেরা মনুষ্যের বহিলর্ক্ষণ সমূহ দর্শন করিয়া তাহার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির এরূপ মিশ্রসম্বন্ধ আছে, যে মনুষ্যগণের বহিশ্চেষ্টার সহিত তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ রহিয়া যায়। প্রত্যেক মনুষ্যের আহার, পান, উত্থান উপবেশন, শ্রবণ, মনন, আচার, বিহার, প্রভৃতি সমস্ত

* বিজানী হ্যার্য্যান্ যেচ দস্যবো বাহর্ষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকো ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তাতে সধমাদেষু চাকন॥
ইতি ঋক্ শ্রুতিঃ।

এই স্থানে ভাষ্যকার আর্য্য শব্দের অর্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৈদিক কর্ম্মাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রের সাধারণ তাৎপর্য্য হইতেও এরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণন আছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য অনার্য্য সম্বন্ধে সৃষ্টি উৎপত্তি বিষয়ে এরূপ কথিত হয় যে "জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ। জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ইহা হইতেও এই তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়, যে বৈদিক ধর্ম্মের অধিকারীকে আর্য্য এবং বৈদিক ধর্ম্ম রহিতকে অনার্য্য বলা যায়।

দেখিলেই তাহার জাতিগত বিচার নির্ণীত হইতে পারে। এই নিমিত্ত তমো-গুণ-পক্ষপাতিনী এসিয়াও আফ্রিকার বিশেষ বিশেষ জাতি সমূহ, রজোগুণ পক্ষপাতিনী বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকার বিশেষ বিশেষ জাতি সমূহ এবং সত্ত্বগুণ পক্ষপাতিনী আর্য্যজাতির বাহ্যিক আচারসমূহ মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্থলে ইহা বিচার করা যাইতে পারে যে, এই ত্রিবিধ মনুষ্য জাতির ভাষা, পরিচ্ছদ, রীতি, নীতি, আহার বিহার প্রভৃতির দ্বারা স্পষ্টরূপে তাহাদিগের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ যে প্রকার আহার এবং বিহারাদির পক্ষপাতিনী, সে প্রকার ইউরোপীয় জাতির মধ্যে দেখা যায় না। প্রত্যেক জাতির স্বীয় জাতিধর্ম্মের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহার ফলে আর্য্যজাতির সদাচারিগণ অন্য জাতির আচার দেখিয়া সে সকল বালক্রীড়াবৎ বিবেচনা করেন। এবং সেইরূপ অন্য ইউরোপবাসিগণ ভারতবাসীদিগের রীতি নীতির উপর কটাক্ষ করিয়া হাস্য করিয়া থাকেন। বহির্ভাবের সহিত অন্তর্ভাবের এবং অন্তর্ভাবের সহিত বহির্ভাবের মিশ্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে প্রকার অন্তর্ভাবের প্রভাব বহিশ্চেষ্টা সমূহে নিপতিত হয়, সেই প্রকার বহিঃক্রিয়াসমূহের প্রভাবও অন্তর্ভাবের উপর পড়িয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক মনুষ্যজাতির প্রধান প্রধান নেতৃগণকে আপনাদিগের জাতীয় আচারসমূহ রক্ষা করিতে তৎপর দেখা যায়। পৃথিবীর মনুষ্যজাতিসমূহ মধ্যে যে জাতির আচার যেরূপ থাকুক না কেন, এবং এক জাতির আচার অন্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট হউক না কেন, অথবা যাহার যে কোন বিষয়ে কিছু যোগ্যতা থাকুক না কেন, কিন্তু সেই জাতি আপন জাতীয় ভাবের রক্ষা ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে, আপনার জাতিগত জীবন ততক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার জাতিগত রীতি, নীতি, আহার পান, ভূষণ, আচ্ছাদন, ভাষা এবং সদাচার রক্ষায় দৃঢ় এবং তৎপর থাকে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবল আর্য্যজাতি তেজস্বিতার সহিত বলিতে পারেন যে 'আমরাই আপনাদিগের ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষায় সক্ষম। আমাদিগের জননীগণ কখনও দ্বিচারিণী হইয়া আপন শরীর কলঙ্কিত করেন নাই, আর্য্য নারী ধর্ম্মানুসারে এক জীবনে কখনও দুই স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবী মধ্যে এক মাত্র আর্য্যজাতিই গৌরবের সহিত বলিতে পারেন যে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের পবিত্র মর্য্যাদা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। ইহলোকে 'কেবল আর্য্য জাতিই লোকশিক্ষার্থ বলিতে সমর্থ যে, তাঁহাদেরই জাতি ধর্ম্মে এরূপ দৃঢ় নিয়ম আছে যে, মনুষ্যের প্রত্যেক শারীরিক চেষ্টারূপী সদাচারের সহিত ধর্ম্মের অসাধারণ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্য লোকে একমাত্র আর্য্য জাতিই ধর্ম্মের অসাধারণ শক্তি প্রচার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ যে, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই তিন কাণ্ডের ক্ষমতা এবং এই তিন কাণ্ডের সমান অধিকার তাঁহাদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত এই ক্ষণভঙ্গুর সৃষ্টিমধ্যে কেবল আর্য্যজাতিই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মনুষ্যদিগকে বিষয়বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার

নিমিত্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ কথা বলিতে পারেন যে, মনুষ্যের সর্ব্বদা অন্তর্লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সকল উন্নত মানব বলিতে সক্ষম যে তাঁহারা আপনাদিগের প্রত্যেক শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টা করিতে করিতে এই সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতাকে বিস্মৃত হন না এবং সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে আপনাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিই লক্ষ্য রাখেন। একজাতি যখন আপনাদিগের সদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর জাতির রীতি, নীতি, আহার পান, ভাষা এবং আচার গ্রহণ করিতে থাকে, তখন বহির্লক্ষণ বিচার করিলে, দেখা যায় যে, সেই জাতির জাতিগত পার্থক্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কালান্তরে সেই জাতির অন্তঃপ্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া, তাহার পূর্ব্ব জাতিভাব পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং শেষে সেই জাতি একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই প্রকারের অনুকরণ দ্বারা জাতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতি যদি কখনও অপর জাতির দ্বারা বিজিত হইয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশবাসীরা যদি অন্য কোন দেশে গমন করিয়া, তদ্দেশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের অধীন করিয়া লয়, তবে প্রায়ই দেখা যায় যে পরাজিত জাতি ক্রমশঃ বিজয়ী জাতির রীতি, নীতি, ভাষা, আচার এবং বেশ প্রভৃতির অনুকরণ করিতে থাকে। সংসারে দুইটী শক্তি দেখা যায়—একটী লঘু এবং অপরটী গুরু। গুরু শক্তির দ্বারা লঘুশক্তি অধিকৃত হইয়া যায়। এই কারণে গুরু সাত্ত্বিকশক্তির দ্বারা শিষ্যকে অধীন করিয়া লয়েন, ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগের মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈশ্বরাবতার বলিয়া উক্ত হন এবং এই কারণে জেতৃগণ প্রথমে আপনাদিগের রাজসিক শক্তির দ্বারা বিজিত জাতিকে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের অধীন করিয়া লয়েন এবং ক্রমশঃ বিজিত জাতির আহার বিহারাদি সদাচারের উপরেও আপনাদিগের পূর্ণাধিকার স্বতঃই স্থাপন করিতে পারেন। এই অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই জেতৃগণের গুরু-শক্তির দ্বারা পরাজিত জাতির লঘুশক্তি স্বতঃই অবনত মস্তক হইয়াছে এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে হইতে গুরু-শক্তির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে জগদ্বিজয়িনী প্রাচীন ইউনান জাতি রোমান শক্তিমধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া একটী নূতন ক্ষুদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে পুনরায় রোমান জাতির সম্পূর্ণ রূপে লোপ হইবার পরে সেই স্থানে এক নূতন ইটালিয়ান জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সমস্ত দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, যে যে স্থানে কোন সময়ে বিজয়ী জাতির গুরুশক্তি কোন পরাজিত জাতির লঘুশক্তিকে আপনার অধীন করিয়া লইয়াছে, সেই সেই স্থানে শেষে সেই বিজিত জাতির লোপও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্য্যগণ আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে নানা জাতির দ্বারা বিজিত হইলেও এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হয় নাই; ইহা আর্য্য জাতির একটী অপূর্ব্ব মহত্ত্ব। সৃষ্টির সকল বিভাগের রক্ষা এবং ক্রমোন্নতির নিমিত্ত জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি এই দুই শক্তির আবশ্যকতা হইয়া থাকে। জাতিগত জীবনের রক্ষা এবং উন্নতির নিমিত্ত এই দুইটী শক্তির আবশ্যকতা

আছে। এই দুই শক্তির বিচার দ্বারা ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষাত্র তেজের বিভাগ স্বীকার করা যায়। এই দুই শক্তিকে সাত্ত্বিক শক্তি এবং রাজসিক শক্তিও বলা যাইতে পারে। মনুষ্য জাতির উন্নতাবস্থা এবং অবনতাবস্থার বিচার দ্বারা এই শক্তিদ্বয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যজাতি মধ্যে সাত্ত্বিক শক্তির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু নবীন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে রাজসিক শক্তির প্রাধান্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কোন জাতির শক্তি লঘু হইয়া পড়িলেই, অন্য জাতি কর্ত্তৃক তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির রাজসিক শক্তি লঘু হইয়া পড়ায় আজ সহস্রাধিক বর্ষ মধ্যে যদিও এই জাতি রাজসিক হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাত্ত্বিক শক্তির আধিক্য সম্পন্ন জাতি ইহাকে পরাস্ত করিয়া লইতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত যে সকল বৈদেশিক জাতি এই দেশ জয় করিয়াছে, সে সকল জাতিই আধ্যাত্মিক বিচাররূপ সাত্ত্বিকশক্তির বিচার বিষয়ে আর্য্যজাতি অপেক্ষা লঘু হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে রাজসিক অবনতির পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও সাত্ত্বিকশক্তির প্রবলতা অবস্থিতি নিমিত্ত এই আর্য্যজাতি মৃতকল্প হইয়াও অদ্যাপি জীবিত আছে। রাজসিক শক্তির নাশ প্রথমেই হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, অন্য জাতিরা এখানে আসিয়া এই জাতিকে আপনাদিগের বশীভূত করিতে পারিয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি স্বীয় রাজসিক শক্তি বিনাশের জন্য বিশেষ চিন্তিত নহেন। যদিও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আজ পর্য্যন্ত এরূপ আশঙ্কা করেন না যে, আর্য্যজাতির মধ্য হইতে সাত্ত্বিক শক্তিও একেবারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি দূরদর্শী পুরুষেরা এক্ষণে ঐ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া চিন্তিত হইয়াছেন। সদাচার পালন বিষয়ে আর্য্য-জাতির প্রবৃত্তি প্রত্যহ তীব্রবেগে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুধর্ম্মসমাজ হইতে বিষয়-বৈরাগ্য প্রবাহ হ্রাস হওয়ায় প্রতিদিন বিষয় তৃষ্ণা প্রবলবেগে ধাবণ করিতেছে। এখনও আর্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকিলেও কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনের উপর কাহারও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা একপ শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, যথার্থ বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের আদর্শজীবন কদাচিৎ বহু অনুসন্ধান করিলে, পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের মধ্য হইতে পতিসেবারূপী ধর্ম্মের ন্যূনতা হওয়ায় বিলাস-বুদ্ধির বৃদ্ধিই চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক পুরুষগণ নারী জাতির পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অনার্য্যসেবিত বিধবা-বিবাহ এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রচারে অনেক স্থানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আর্য্যনারীগণের মধ্যে পতিভক্তির অভাব আর্য্য পুরুষদিগের মধ্যে সত্যপ্রিয়তার অভাব, এবং আর্য্যবালক বালিকাদিগের মধ্যে পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তির অভাব দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যে অন্তঃশুদ্ধি সনাতন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যছিল তাহার লোপ হওয়ায় বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি এই জাতির অধিক লক্ষ্য পড়িয়াছে। পরোপকারপ্রবৃত্তি, স্বজাতি-অনুরাগ, স্বদেশপ্রেম, উৎসাহ, ন্যায়দৃষ্টি, সরলতা, পবিত্রতা, ঐক্য, আস্তিকতা, শৌর্য্য পুরুষার্থশক্তি আদি মনুষ্যজাতির উন্নত গুণাবলীর অভাব এই জাতির মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। গুণ পরীক্ষার শক্তি সমাজের মধ্য

হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। সমাজের মধ্যে এরূপ লঘুতা প্রবেশ করিয়াছে যে, যদি কোন মহাপুরুষ দেশের নিমিত্ত, জাতির নিমিত্ত এবং আপনার প্রিয় সনাতন ধর্ম্মের নিমিত্ত কদাচিৎ আত্মোৎসর্গ করেন, তবে তাঁহাকে লোকে স্বার্থপর, প্রবঞ্চক এবং কপটী বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত দুর্ব্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন স্বার্থপর লোক ধর্ম্মসেবী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দৈবকোপ এবং মন্দভাগ্যের লক্ষণ রূপে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ এই আর্য্যজাতিকে গ্রাস করিতেছে। ইহার শান্তির নিমিত্ত কোন লৌকিক উপায়ের সম্ভাবনা হইতেছে না। অতএব আর্য্যজাতির ভাবের নানা পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মীদিগের শনৈঃ শনৈঃ অধোগতি হইতেছে, এইরূপ অনুভব করিয়া বিদ্বজ্জন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং বিচার করিতেছেন যে, এই নিম্নগামী স্রোতের অবরোধ করিবার নিমিত্ত প্রবল যত্ন হওয়া উচিত।

ব্যাধি-নির্ণয়।

শরীরের মধ্যে যেরূপ মস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা সেইরূপ ভারতবর্ষ এই পৃথিবীমধ্যে শীর্ষস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিকাশ বশতঃ সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের ক্রমোন্নতির লক্ষণ দেখিয়া মনুষ্যের ক্রমোন্নতি বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানের পূর্ণতাই মনুষ্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এবং পূর্ণজ্ঞানী মনুষ্যদিগের মধ্যেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষই ধর্ম্মের আদি বিকাশ ভূমি। পূর্ণ-প্রকৃতি-যুক্ত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এবং পূর্ণ-শক্তি-যুক্ত অবতারগণের আবির্ভাব ভারতবর্ষেই হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির সহায়তা হইতেই অন্য দেশসমূহের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পুষ্টি হইয়াছে এবং অনাদিসিদ্ধ, অভ্রান্ত এবং পূর্ণবিজ্ঞানযুক্ত সনাতন ধর্ম্মের আবির্ভাব ভারতবর্ষ মধ্যেই হইয়াছে। এই কারণে বিচারবান্ মাত্রেই স্বীকার করেন যে, আধ্যাত্মিক বিচারানুসারে ভারতবর্ষই পৃথিবীর উত্তমাঙ্গ।

প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ-ভূমি ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের মুকুট-মণির ন্যায়। ইহার তিন দিকে অপার অনন্ত জলরাশি এবং অপর এক দিকে অনন্ত সৌন্দর্য্যময় গগনভেদী অটল হিমাচল বিস্তৃত হইয়া আছে। সুতরাং এই পবিত্র ভূমিকে চারিদিক হইতেই প্রকৃতিদেবী স্বীয় অতুলনীয়া শক্তির দ্বারা রক্ষা করিতেছেন। জলের দিক তো স্বভাবতই অতি দুর্গম এবং স্থলের দিক দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট অত্যন্ত কষ্টের সহিত অতিক্রম না করিলে কেহই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের বাহির হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, এই পবিত্রভূমিতে প্রবেশ করা বহু পরিশ্রম এবং অতি ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতি মাতার এরূপ পরিমাণে অনুগ্রহ

সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষকে বিজাতীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে সময় হইতে ভারতবর্ষে রাজসিক-শক্তির লোপ আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে নিয়মিতরূপে এই চিরস্বাধীন আর্য্যজাতি নানা বিজাতীয় জাতি দ্বারা বিজিত হইয়া আসিতেছে। ভারত-বর্ষীয় ভূমির অতুলনীয়া উর্ব্বরা শক্তি, ভারতবর্ষীয় পর্ব্বতসমূহের অমূল্য-রত্ন-প্রসবিনী শক্তি, ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভের অপূর্ব্ব মুক্তা প্রবালাদি উৎপাদিকা শক্তি, ভারতবর্ষীয় অরণ্যানী সমূহের নানা বিচিত্র জীবজন্তু এবং নানা বিচিত্র বৃক্ষলতা গুল্মাদি প্রসব করিবার স্বাভাবিক শক্তি, ইহসংসারে অতুলনীয় এবং এই কারণে এতকাল অবধি বিজাতীয় রাজ-গণের দ্বারা মর্দ্দিত এবং লুণ্ঠিত হইয়াও এপর্য্যন্ত ভারতভূমি হতশ্রী হইয়া যায় নাই। ভারত-বর্ষের এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কারণেই নানা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি সময়ে সময়ে এই ভূমির উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপনার্থ যত্ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি যত্নের দ্বারা সফলকামও হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত গত দুই সহস্র বৎসর মধ্যে ক্রমে নয়টী বিজাতীয় রাজা স্থলপথের দ্বারা ভারতে অধিকার স্থাপন করিবার নিমিত্ত এই ভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রজা এবং দ্রব্যনাশের সম্বন্ধে সকলেই এক প্রকার পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু কেবল দুইটী নরপতিই স্থায়িরূপে অধিকার স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই পুরুষার্থ দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় পাঠান এবং শেষ ভাগে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বিজাতীয় এবং বিধর্ম্মী রাজগণের দ্বারা এই আর্য্যজাতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও আপনার সাত্ত্বিক শক্তির প্রভাবে সে সময় সম্পূর্ণরূপে হীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্যধর্ম্ম-বিরোধী এবং পক্ষপাতী মুসলমান শাসকদিগের হস্তে অসহনীয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও আর্য্যগণের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন না হওয়ায় সে সময় চতুর্দ্দিক-ব্যাপী অত্যাচাররূপী প্রজ্বলিত অগ্নিশিখামধ্যেও তাঁহারা আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় প্রকৃতিতে এই তিনটী স্বাভাবিক গুণ বর্ত্তমান আছে। এই অভ্রান্ত নিয়মানুসারে উন্নতির সহিত অবনতিও অবশ্যম্ভাবী। এই অকাট্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সময় মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজসিকশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শাসক-সম্প্রদায়ের পাপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, সেই সময় মুসল-মান-পীড়িত আর্য্যগণ পুনরায় আপনাদিগের রাজসিক শক্তিবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

সেই পরিবর্ত্তনের ফলে শিখ, গুরখা প্রভৃতি জাতির মধ্যে পুনরায় বীরত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পতিত আর্য্যগণের মধ্যে রাজসিক-শক্তির পূর্ণবিকাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই সময়ে ভারতবর্ষে রাজসিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নত ইউরোপীয় জাতির প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গুণের স্বভাব এই যে তমোগুণ রজোগুণ দ্বারা এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণ দ্বারা স্বতঃই দমিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে পুনরুত্থিত

আর্য্যজাতির মধ্যে রাজসিক-শক্তির বিকাশ হইতে পারিল না। পরন্তু রাজসিক শক্তিতে বিশেষ উন্নত ইউরোপীয় জাতিকে আপনাদিগের জন্মভূমিতে দর্শন করিয়া স্বতঃই তাঁহারা (আর্য্যজাতি) আপনাদিগের সাম্রাজ্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে গুণের শ্রেষ্ঠতানুসারে ইংরাজ জাতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। এই নিমিত্ত সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ এই রত্নশ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষ স্বতঃই তাঁহাদিগের লাভ হইল। এই আধিদৈবিক কারণেই ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনার্থ ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধিকতর শারীরিক বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই, যে প্রকার ঘোরতর পাশব-বলপ্রয়োগ দ্বারা মুসলমানগণ পূর্ব্বকালে আপনাদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কর্ম্মের অপূর্ব্বগতি অনুসারেই গুণবান্ ইংরাজজাতিকে সে প্রকার পাশব-বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় নাই। মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে পর অধঃপতিত আর্য্যজাতির ক্ষীণ রাজসিক-পুরুষার্থ-বিকাশ কালে, স্বতঃই বুদ্ধিকৌশলপ্রয়োগ দ্বারা ইংরাজসাম্রাজ্যের প্রাবল্য স্থাপিত হইল, এবং ক্রমশঃ তাঁহারা ভারতবর্ষে পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তকাল হইতে * স্বাধীনতা সুখাস্বাদনকারী আর্য্যজাতি অল্পদিন হইতেই হীনবল হইয়াছেন। আর্য্যজাতির পরাধীন অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা,

* প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে বিদিত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি এপ্রকার বহুদিনের নিমিত্ত হীনবল কখনও হয় নাই। যে প্রকার অতি পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের প্রাচীনত্ব জ্ঞান আর্য্যজাতির আছে, ঐ প্রকার জ্ঞান পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাল পরিমাণ যথা,—

"লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্ মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে॥
প্রাণাদিঃ কথিতোমূর্ত্তস্ত্রুট্যাদ্যোঽমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ।
ষড়্ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়ীস্যাত্তৎ ষষ্ট্যা নাড়িকাস্মৃতা॥
নাড়ীষষ্ট্যাত্তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
তৈস্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা॥
ঐন্দবাস্তিথিভিস্তদ্বৎ সঙ্ক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে॥
সুরাসুরাণামন্যোঽন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।
তৎ ষষ্টিঃ ষড়্গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেবচ॥
তদ্দ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগ মুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দ সংখ্যায়া দ্বিত্রি সাগরৈরযুতাহতৈঃ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপদে ব্যবস্থয়া॥
যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ॥
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পজ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃত প্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ॥

প্রথমে মুসলমান সাম্রাজ্যের সময় এবং দ্বিতীয় ইংরাজ সাম্রাজ্যের সময়। মুসলমান সাম্রাজ্য-কালে আৰ্য্যজাতি অত্যন্ত অধঃপতিত হইয়া পড়িলেও তাঁহারা আপনাদিগের জাতীয় ভাব বিস্মৃত হন নাই। সেই সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, সেই ঘোরতর আপদ কালেও এই আর্য্যজাতি আপনাদিগের রীতি, নীতি, ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য, বেশ, ভাষা এবং সদাচারাদি আর্য্যভাব বিস্মৃত হন নাই। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীনিম্বকাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যাচাৰ্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীরামানন্দ স্বামী শ্রীরামদাস স্বামী, শ্রীমধুসূদনাচার্য্য প্রভৃতি ধৰ্ম্মাচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্য কালে আগরার তাজ্ এবং শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতি স্থাপত্যশিল্প এবং কাশ্মীরী শাল, ঢাকাই তাঞ্জাব, কটকের অলঙ্কার এবং দিল্লীর নানা প্রকার শিল্পসম্ভারের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে শ্রীজয়দেব, শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস, শ্রীসুরদাস, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীকেশবদাস, শ্রীক্ষেমানন্দ এবং নৃপতিগণের মধ্যে শ্রীমহারাণা কুম্ভ, শ্রীমহারাজ প্রতাপ সিংহ, শ্রীমহারাজ সাবন্ত সিংহ, অর্থাৎ নাগরীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে গোপাল নায়ক, বৈজু নায়ক, হরিদাস গোস্বামী এবং তানসেন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অপূৰ্ব্ব আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যার মহিমা পালন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের দ্বারা কেবল আর্য্য-জাতিরই লাভ হয় নাই, পরন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রের মহাদ্বেষী মুসলমানগণও সেই মাধুরী বিদ্যার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যসময়ে ভারতীয় বাণিজ্যেরও এরূপ বিস্তার ছিল যে, তাহার লোভেই ইউরোপের সমস্ত উৎসাহী জাতিসমূহ ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত সৰ্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। এই বাণিজ্যোন্নতির জন্যই ইউরোপ নিবাসী ভাস্কো-ডিগামা অতুলনীয় যোগ্যতা দেখাইয়া ভারতবর্ষের সরল পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই বাণিজ্যোন্নতির কারণেই ইংরাজজাতি আজ ভারতবর্ষে পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুসলমান সাম্রাজ্য সময়ে ভারতবাসী অত্যন্ত হীনবীর্য্য হইলেও তাঁহারা আপনাদিগের বেশ-পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হন নাই; সাধারণ শরীরাচ্ছাদন এবং উষ্ণীষাদির যথাবিৎ রীতি

ইত্থং যুগ সহস্রেণ ভূত সংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শৰ্ব্বরী তস্য তাবতী॥
কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড় ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্য মনোর্যুগানাং ত্রিধনো গতঃ॥
অষ্টাবিংশাদ্‌যুগাদস্মাদ্ যাতমেতৎ কৃতং যুগম্।
অতঃ কালং প্রসংখ্যায় সংখ্যামেকত্র পিণ্ডয়েৎ॥

ইত্যাদি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রানুসারেণ কল্যাব্দ ৪৩২০০০, দ্বাপরাব্দ ৯৬৪০০০, ত্রেতাব্দ ১২৯৬০০০, কৃতাব্দ ১৭২৮৪৪৯৬০০০
ইদং চতুর্দ্দশগুণং কল্পপ্রমাণং কৃতোনং যুগসহস্রমিত্যুক্ত আছ।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ছিল; পরিচ্ছদের দৃঢ়তা রক্ষা বিষয়ে সে সময় ভারতবর্ষের প্রভাব এরূপ প্রবল ছিল যে, জেতা হইলেও মুসলমানগণ ক্রমশঃ আপনাদিগের বেশপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আর্য্যবেশের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে যদিও আর্য্য-দিগের ভাষামধ্যে বিস্তর প্রভেদ পড়িয়া গিয়াছিল এবং রাজকার্য্য চালাইবার নিমিত্ত নূতন উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আরবী অথবা পারসী ভাষার বিস্তার অধিক পরিমাণে হইতে পারে নাই, অথবা আর্য্যগণ আপনাদিগের ভাষায় দ্বেষপরায়ণ হইয়া পড়েন নাই। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে মনুষ্যদিগের দৃঢ়চিত্ততা বশতই ভারতবর্ষে আরবী এবং ফারসীর পূর্ণ বিস্তার না হইয়া বরং জেতৃগণের ভাষা মধ্যেই পরিবর্ত্তন সাধিত নূতন উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্বন্ধেও সে সময় অনন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোর অত্যাচার বর্ণন না করিয়া এই মাত্রই বলিতে পারা যায় যে, মহম্মদীয় জাতি একহস্তে কোরাণ এবং অপর হস্তে উলঙ্গ তরবার লইয়া ভারত-শাসন-কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহা-দিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ প্রযুক্ত হইলেও আর্য্যদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ প্রভেদ হইয়া যায় নাই। আর্য্যসদাচার সমূহের দৃঢ়তা বিষয়ে ইহার অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি থাকিতে পারে যে, যে সকল ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ লোভ অথবা ভয়ের বশীভূত হওয়ায় আচার-হীনতা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা মুসলমান সম্রাটদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ণ বলবান হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আর্য্যগণের নিকট আপনাপন সমাজের মধ্যে আপনা-পন সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অপরদিকে মুসলমান সম্রাটগণ দ্বারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিষ্ট হইয়াও সদাচারী মেওয়ার রাজবংশীয়গণ আর্য্যদিগের নিকট "হিন্দুসূর্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রশ্ন করা যায় যে, পৃথিবীমধ্যে কোন জাতি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ঘোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্বজাতি-গৌরব ত্যাগ করে নাই, তবে এই উত্তর মিলিবে যে পৃথিবী মধ্যে মেওয়ারের রাজ-পুতগণই সেই গৌরবান্বিত পদের অধিকারী। যে সময় রোমানগণ বৃটন জাতির উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন বৃটনজাতি ক্রমশঃ রোমান জাতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রকারের পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সমূহের মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বীরপ্রসবিনী মেওয়ারের ক্ষত্রিয় জাতি ক্রূরতাপূর্ণ যবন সাম্রাজ্যের মধ্যে আপনার পূর্ণ দৃঢ়তার পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্যের লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এবং মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সময়ে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের আধিপত্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইংরেজরাজকে সৈন্যবলের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারত-বিজয় কার্য্য সাধন করিতে হয় নাই, তাঁহাদিগের গুণের প্রভাবে আলস্য এবং প্রমাদের পক্ষপাতী ভারতবাসিগণ কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান্ ইংরাজজাতিকে আপনাদিগের হিতকারী রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে দাসভাবাপন্ন, হীনবীর্য্য ভারতবাসিগণ যে সময় রাজ্য শাসন ক্ষমতা আপনাদিগের মধ্যে দেখিতে পান নাই এবং অপরদিকে মুসল-

মান সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া দীনহীন ভারতবাসিগণ বুদ্ধিমান্, দেশকালপারদর্শী নীতিজ্ঞ এবং রজোগুণাবলম্বী ইংরাজজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই পলাশী যুদ্ধের বিবরণস্মরণ পূর্ব্বক এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন। খৃষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে পরাক্রান্ত জুলিয়াস সিজর কয়েক সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া ব্রিটন দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত যে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাহাদের সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, বৃটন দ্বীপবাসীদিগের অবস্থা অৰ্দ্ধপশুর ন্যায়। অপক্ক মাংস তাহাদিগের আহার্য্য, ভূগর্ভ অথবা সাধারণ পর্ণকুটীর তাহাদিগের আবাস গৃহ, তরুশাখা তাহাদিগের বিহার পদার্থ, তাহাদিগের শরীর বিবিধ বর্ণের রঙ্গের দ্বারা চিত্র বিচিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের ভাষা বিকট পশু-শব্দাবলির ন্যায় শ্রুতি-কঠোর। কিন্তু যে সময় বীরচূড়ামণি সেকেন্দর সাহ রোমান বীর জুলিয়াস সিজারের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশে ভারত-বিজয়-সাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি এবং তাঁহার সহচরবর্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, স্বদেশে অবস্থিতি কালে যে আর্য্যজাতিকে তাঁহারা হীনবীর্য্য এবং অসভ্য বিবেচনা করিতেন, সেই আর্য্যজাতি তাঁহাদিগের গ্রীকজাতির শিক্ষাগুরু। আর্য্যজাতির অতুলনীয় বীরত্ব, আর্য্যজাতির বেশ ভূষা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতা, আর্য্যজাতির দয়াশীলতা, নির্ভয়তা, আতিথ্যবৃত্তি এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলী সন্দর্শনে মন বিমোহিত হয় এবং আর্য্যজাতির ভাষা মন্দাকিনী মৃদুতরঙ্গভঙ্গনাদের মধুরতা এবং স্বর্গীয়তার ন্যায় শ্রুতিমধুর। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারেন যে, আর্য্যজাতিই পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির আদি এবং শিক্ষাগুরু। ধর্ম্মোন্নতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, শিল্পোন্নতি, সংগীতবিদ্যার উন্নতি, যুদ্ধবিদ্যার উন্নতি, দার্শনিক উন্নতি, সাহিত্যোন্নতি, সমাজ গত উন্নতি, এবং ভাষাগত উন্নতি প্রভৃতির বিষয়ে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ভারতেরই জ্ঞানপ্রভা শিষ্যপরম্পরা দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা ইহা দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের জ্ঞানজ্যোতিঃ ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া যুনান (গ্রীস) দেশে উপস্থিত হয়। পরে সেই জ্যোতিঃ রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করায় তাহা ইউরোপ মধ্যে পূর্ণরূপে আলোক প্রদানে সমর্থ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কালে এই স্থানের জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা প্রাচীন আরব এবং প্রাচীন চীনবাসিগণ যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু করাল কালের বিকরাল গতির বিশ্রাম নাই! প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি পশুবৎ ছিল, আজ সেই জাতি যোগ্যতা লাভ পূর্ব্বক অধঃপতিত আর্য্যজাতির শিক্ষা গুরু হইতে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে যে জাতি জগদ্গুরু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই আর্য্যজাতির বর্ত্তমান হীনাবস্থা দেখিয়া আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ উপহাস পূর্ব্বক অঙ্গুলি উত্থিত করিতেছে!!

অনুকরণ শূন্যতা এবং একতা না হইলে, জাতীয় ভাবের উন্নতি হইতে পারে না, এবং জাতীয়ভাব রক্ষা ব্যতীত কোনজাতি চিরকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। স্বজাতীয় ঐক্যতার অভাব এবং পরজাতীয় অনুকরণ বৃদ্ধি দ্বারা আজ আর্য্যজাতি এরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার দুর্গতি দেখিয়া স্বদেশহিতৈষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই এক্ষণে সশঙ্কিত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির সাত্ত্বিক শক্তির কিয়দংশ প্রবল থাকায় তাঁহারা আপনার জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে এই জাতির ভিতর হইতে যদিও রাজসিক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু স্বধর্ম্মরূপী সাত্ত্বিকী শক্তির পূর্ণরূপে হ্রাস না হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে স্বজাতীয় ভাবের অবস্থিতি পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু এক্ষণে প্রতিদিন এই জাতির মধ্য হইতে স্বজাতীয় ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এরূপ সন্দেহ করেন যে, অধুনা আর্য্যজাতির মধ্য হইতে সাত্ত্বিক তেজের নাশ আরব্ধ হইয়াছে। এই সন্দেহ অমূলক নহে। কারণ বর্ত্তমান শান্তিযুক্ত সাম্রাজ্য মধ্যে এপর্য্যন্ত জাতীয় ভাবের কোনও প্রকার উন্নতি পরিদৃষ্ট হইল না। ইহার মধ্যে এরূপ কোন ধর্ম্মোদ্ধারক আবির্ভূত হইলেন না, যাঁহাকে আমরা ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যদিও দুই এক ব্যক্তির দ্বারা কোন কোন নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে একতার অভাব, সদাচার সমূহের অভাব, শক্তির অভাব, এবং ঈশ্বর ভক্তির অভাব প্রভৃতি ন্যূনতার নিমিত্ত ঐ সকল আচার্য্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মাচার্য্য বলিতে পারা যায় না। এই সাম্রাজ্য মধ্যে যদিও গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের বহুল পরিমাণে নূতন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রজা হিতকারী গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে যদিও রেলওয়ে লাইন, তার লাইন, বহুসঙ্খ্যক বৃহৎ সেতু এবং নানা যন্ত্রাগার ও বিবিধ অট্টালিকা দেখা যায়, কিন্তু সে প্রকার শিল্পোন্নতি বিষয়ে আর্য্যজাতির ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল শিল্পনৈপুণ্য কার্য্যে ভারতবাসী কেবল পরিশ্রমজীবীর (কুলী মুজুরী) কার্য্য করিয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল শিল্প-সম্বন্ধীয় কার্য্যের সহিত ভারতীয় শিল্পোন্নতির কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহার মধ্যে অনুকরণপ্রিয় বাবুদলের মধ্যে দুই একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার এবং বক্তা দেখা যায়। ইংরাজী ভাষায় তাঁহারা আপনাদিগের এরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিত ইংরাজদিগকেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এপর্য্যন্ত আপনাদিগেরই মাতৃভাষায় এমন একজনও এরূপ গ্রন্থকার অথবা সুকবির আবির্ভাব হইল না যে, আমরা এরূপ বিবেচনা করিতে পারি যে, এপর্য্যন্ত আমাদিগের আর্য্যজাতির মধ্যে তাঁহার দ্বারা ভাষাগত জীবন গঠিত হইতে পারে। যদিও তাঁহাদের মধ্যেও দুই এক জন সাধারণ কবি অথবা মিশ্রিত হিন্দীর দুই একজন গ্রন্থকার হইয়াছেন এবং বঙ্গ অথবা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দুই এক ব্যক্তিকে তত্তদ্দেশীয় ভাষার নূতন কবি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমূহদ্বারা জাতিগত ভাষা, জাতিগত জীবন, এবং জাতিগত ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা হয় না। এস্থানে সাহিত্যের সহিত সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ

সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্ত তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের সমাজ হইতে একেবারেই সঙ্গীত বিদ্যার লোপ হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে তাহা, আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উপর সংক্রমিত হইয়াছে। যে শিল্প এবং বাণিজ্যের দ্বারা ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ভারতের যে শিল্প এবং বাণিজ্যের লোভে উদ্যমশীল ইউরোপবাসিগণ এই ভূমিতে আসিবার নিমিত্ত লোলুপ হইতেন, আজ ভারতবর্ষে সেই শিল্পসমূহের নাম মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে আজ ভারবর্ষের প্রাচীন শিল্পের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি হইয়াছে এবং অত্রত্য প্রধান বাণিজ্য এক্ষণে বৈদেশিকদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। এস্থান হইতে তুলা প্রেরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরা "দক্ষিণা" দানের ব্যবস্থা করিয়া তবে আর্য্যজাতিকে বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা আপনাদিগের লজ্জা নিবারণ করিতে হয়। গৃহস্থালী পদার্থ সম্বন্ধেও ইহা বলিতে পারা যায় যে, এক্ষণে সূচী (ছুঁচ) হইতে পর্য্যঙ্ক (পালঙ্গ) পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ দ্রব্যই বিদেশীয় পরিদৃষ্ট হয়। এ স্থান হইতে অমূল্য রত্ন সমূহ প্রেরণ পূর্ব্বক বিদেশীয় কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য সমূহ আনাইয়া তাহার দ্বারা আজ আর্য্যজাতির গৃহশোভা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়ে অধুনা আর্য্যজাতি এরূপ হীনাবস্থ হইয়া গিয়াছে যে, যদি আজ বৈদেশিকগণ আপনাদিগের শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা এই জাতিকে রক্ষা না করেন তবে, এই জাতি কখনও আপনাদিগের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত এবং রাজা মহারাজগণ হইতে সামান্য দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই বিদেশীয় বেশের পক্ষপাতী দেখা যায়। বস্তুতঃ আর্য্যদিগের মধ্যে অধুনা এরূপ প্রমাদযুক্ত রীতি দেখিয়া বোধ হয় যে, বিদ্বানগণ হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যক্তিগত বেশের কিছুমাত্র বিচার না করিয়া একমাত্র বিদেশীয় বেশ "কোট, পান্টুলন এবং হ্যাট" প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিতে তৎপর। ইংরাজী ভাষার অদ্বিতীয় গ্রন্থকার সদি (Southey) সাহেব লিখিয়াছেন যে "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ এবং সুন্দর। ইংরাজী এবং জর্ম্মন ভাষার পরস্পরে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ থাকায় জর্ম্মন ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহার করিবার জন্য ক্ষমা করিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্থানে ইংরাজী ভাষায় শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়, সেখানে যদি কেহ কোন লাটিন বা ফ্রেঞ্চ ভাষার শব্দ ব্যবহৃত করেন, তবে মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ পাপে তাঁহার প্রতি ফাঁসি দণ্ডের ব্যবস্থা অথবা দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হওয়া উচিত।" বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আপনাদিগের ভাষার নিমিত্ত এরূপ অভিমত আছে, কিন্তু আমাদিগের আর্য্যজাতির মধ্যে অধুনা এরূপ প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় যে, দিন দিন ভারতবাসিগণ আপনাদিগের মাতৃভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বিবেচনা করিয়া থাকে। এসময় ইংরাজী শিক্ষিত আর্য্যগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে অসহনীয় ক্লেশের আবির্ভাব হয়। সকল ব্যক্তির নিকট বিদেশীয় ভাষার

বাক্যালাপ করাই সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হয়, অথবা যদি কেহ আপনার ভাষায় আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে তবে, বিদেশীয় ভাষার সহায়তা ব্যতীত সে ব্যক্তি স্বীয় মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়। এপর্য্যন্ত ইহাতে এরূপ কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে অধুনা প্রকৃত পক্ষে ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ মধ্যে আপনার মাতৃ-ভাষার বিনাশ সাধিত হইতেছে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্ত্রী পতিকে, পতি স্ত্রীকে, মিত্র মিত্রকে, এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিদেশীয় ভাষায় পত্র ব্যবহার করা উপযোগী, হিতকারী এবং সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করে। আরও একটী বিচিত্রতা দেখা যায় যে, আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময় বিদেশীয় ভাবেরই অনুসরণ করা হইয়া থাকে (যথা রাম লাল লিখিতে R. Lal, উদয় সিংহ লিখিতে U. Singh, ব্রহ্ম মোহন শর্ম্মা লিখিতে B. M. Sharma, এবং মহেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিতে M. N. Mitra ইত্যাদি) এমন কি ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও অন্ততঃ নাম স্বাক্ষরটী বিদেশীয় ভাষায় অভ্যাস করিয়া লয়। শিখা সূত্র ধারণ যে আর্য্যজাতির বহিশ্চিহ্ন, যে সকল চিহ্নের সহিত দ্বিজগণের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সংরক্ষিত হইয়া থাকে, সেই আর্য্যজাতির বর্ত্তমান পথিপ্রদর্শক ইংরাজী শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিবর্গের নিকট আজ উপবীত অথবা শিখাধারণ লজ্জাজনক বলিয়া বিবে-চিত হয়। প্রমাদ বৃত্তির অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া কখন কখন মনোমধ্যে হাস্য রসের উদয় হইয়া থাকে। আবার কখনও বা ঘোরতর করুণ রসে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে জাতি এক সময়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া জগতে আদিগুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, হায় আজ তাহাদিগের এরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে! সদাচার-হীনতার ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, অধুনা কি রাজা, কি প্রজা, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, প্রত্যক্ষ রূপে আপনাদিগের ধর্ম্মনিন্দা, বিরুদ্ধ আচার গ্রহণ এবং আপনাদিগের সদাচার বিনষ্ট করিয়া অন্তজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেও আপনার জাতিমধ্যে নিন্দনীয় হয় না। এই কারণে সকল বর্ণ মধ্যে স্বেচ্ছাচার প্রবাহ দিন দিন প্রবলতর ভাবে চলিতেছে। * এই সদাচার হানির ইহাই প্রত্যক্ষ ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, ইহার নিমিত্ত আর্য্যজাতীয় পুরুষদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সংজ্ঞা দূরীভূত হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে "বাবু সাহেব" রূপী একটী নূতন সংজ্ঞার সৃষ্টি এবং নারী-গণের মধ্যে সহধর্ম্মিণী ভাব বিলুপ্ত হইয়া "সহচারিণী" রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আর্য্য-জাতিগত জীবনের প্রতি যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ততই ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অনুশাসনের অভাব বশতই সামাজিক পীড়া এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আর্য্যজাতির আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি এবং ক্লেশের অনেক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই জাতি, সমাজ এই জাতির নিবাস

* প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে চারি বর্ণের দ্বারা চারি প্রকার অনুশাসন প্রচলিত ছিল ; যথা,—ব্রাহ্মণদিগের বাগ্দণ্ড (শাপ) ক্ষত্রিয়দিগের রাজদণ্ড (শরীর এবং ধন সম্বন্ধীয়) বৈশ্যের ব্যবহারদণ্ড এবং শূদ্রের সেবা দণ্ড অধুনা এই চারি প্রকার দণ্ডের রীতি এবং শক্তি আমাদিগের সমাজ হইতে সর্ব্বথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভূমির উপর যে ঘোর আধিভৌতিক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিচার করিলে স্বদেশহিতৈষীদিগের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। ঘোর মর্ম্মভেদী চিরস্থায়ী দুষ্কাল ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়াছে, ভারতভূমি মহামারীর চিরবাসভূমি হইয়া গিয়াছে, প্রতিদিন প্রজাক্ষয় এবং অধোগতি হইতেছে, প্রজার অধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং দুর্গতির নিমিত্তই দেশে পঞ্চতত্ত্বের বিকার হওয়ায় ঋতুবিপর্য্যয়াদি দোষের উৎপত্তি হইয়া বিরাট পুরুষের পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে। * অতএব ভারতবর্ষের নানা আধিদৈবিক বিপত্তির উপর বিচার করিলেও ইহা সিদ্ধান্ত হইবে যে, আর্য্যজাতি এক্ষণে কর্ম্মভ্রষ্ট, তপোভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট, এবং শক্তিভ্রষ্ট হওয়ায় হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নানা প্রকারে লাঞ্ছিত এবং বিড়ম্বিত হইয়াও মুসলমান সাম্রাজ্যকালে এই আর্য্যজাতির সাত্ত্বিক তেজের সেরূপ অনিষ্ট হয় নাই, যেরূপ নবীন সময়ে প্রতীত হইতেছে। বুদ্ধিমান্, গুণগ্রাহী এবং সত্যপ্রিয় ইংরাজ জাতি আপনাদিগের স্বাভাবিক উদারতার জন্য অধুনা এই আর্য্যজাতির অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা এবং শান্তিসুখ দান করিয়াছেন। কিন্তু তমোগুণপ্রাপ্ত আর্য্য সন্তানগণ সেই স্বাধীনতা এবং শান্তি হইতে কোনও লাভবান হইতে পারে নাই, পরন্তু আপনাদিগের ভ্রান্ত বুদ্ধির নিমিত্ত দিন দিন আরও হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহের দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বিচার করিতে পারেন যে, মুসলমান সাম্রাজ্য সময়ে আর্য্যজাতির দৃঢ়তা আপনাদিগের জাতীয়ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে প্রকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে সময়ের জাতিগত লক্ষণ দ্বারা যে প্রকার তাঁহাদিগের সাত্ত্বিক তেজ সপ্রমাণ হইত, বর্ত্তমান সাম্রাজ্য কালে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের উদারতা এবং অনুগ্রহে যদিও এই জাতি পূর্ণ শান্তি এবং সুসময় প্রাপ্ত হইয়াছে, বিদ্যানুরাগী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় যদিও এই জাতি ইংরাজি শিক্ষার পথে বিশেষ পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি জানি না কোন্ দৈব কারণে এই জাতি দিন দিন আপনাদিগের জাতিগত সম্মান রক্ষা বিষয়ে হীন হইয়া পড়িয়াছে। আজিও আপনাদিগের মাতৃভাষা অথবা স্বদেশীয় শিল্পোন্নতির প্রতি এই জাতির কিছুমাত্র দৃষ্টি পরিলক্ষিত হইতেছে না, বৈদিক ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ এবং আর্য্যসদাচারের এরূপ লোপ হইয়াছে যে, ধর্ম্ম এবং সদাচারের বাহির্লক্ষণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তিরস্কার এবং পুরস্কার দ্বারা জাতিগত ভাব রক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ আপনার স্বজাতির রীতি অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমাজ আপনার সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের অহিত আচরণে তিরস্কার এবং সদাচরণের পুরস্কার রূপ সম্মান প্রদান দ্বারা আপনার জাতিগত ভাবের রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু অধুনা এরূপ গভীর শোক

* বিরাট্ ধাতু বিকারেণ বিনম্পন্দনাদিনা।
তদঙ্গাবয়বস্যাস্য জন জালস্য বৈষম্যম্॥
দুর্ভিক্ষাবগ্রহোৎপাতমায়াস্তি॥ ইতি শ্রীবশিষ্ঠ বচনম্।

এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদিগের আর্য্যজাতি হইতে জাতিগত পুরস্কার অথবা জাতিগত তিরস্কার উভয় প্রকার রীতিই একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই জাতির ব্যক্তিবর্গ এখন পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জার বিচার করে না, অথবা সমাজ মধ্যে তাহাদিগের নিন্দনীয় হইবার ভয় নাই। ফলতঃ জাতিগত বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ আজ আর্য্যজাতীয় মনুষ্যগণ নিরঙ্কুশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই তাহারা অত্যন্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তপস্যা এবং দয়া বিনষ্ট হওয়ায় আলস্য এবং বিষয়াভিলাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ শৌর্য্যনাশ বশতঃ ঘোরতর কামাসক্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে, বৈশ্যগণ উদ্যমহীন হওয়ায় নিধন হইয়া পড়িয়াছে, শূদ্রগণ সেবা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শিগণ আচারহীন এবং ধর্ম্মজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রশ্রদ্ধা বিহীন, স্বেচ্ছাচারী এবং অনার্য্যভাবাপন্ন হইতেছেন। কলিযুগে দানধর্ম্ম প্রধান হইলেও ধনাঢ্য পুরুষেরা কেবল সুখ্যাতি এবং রাজসম্মান লাভের নিমিত্ত দান করিয়া থাকেন। সকল দিকেই বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে আর্য্যজাতির মন্দভাগ্যের ফলে যদিও ঐ সাম্রাজ্যের দ্বারা এই জাতিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি সে সময় এই জাতির পুরুষার্থ ধর্ম্মানুকূল ছিল। সে সময়ের ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে, সে সময় এই জাতির মধ্যে সাত্ত্বিক তেজ বর্ত্তমান ছিল, তাই আর্য্যজাতির জাতিগত জীবনের মধ্যেও সরলতা ছিল। ইংরাজ শাসন কালে আর্য্যজাতির প্রারব্ধ সম্পূর্ণ অনুকূল প্রতীত হইতেছে। কারণ বর্ত্তমান কালে এ প্রকার উদার, দেশকালজ্ঞ, এবং গুণগ্রাহী সাম্রাজ্যের সহায়তা লাভ করা অত্যন্ত আশা এবং শান্তি জনক হইয়াছে। তথাপি আর্য্যজাতি দিন দিন হীনমতি হইয়া পড়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক তেজ বিনাশের সহিত জাতিগত ভাবেরও শিথিলতা ঘটিতেছে। তাই তাঁহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল দেখিয়া চিন্তাশীল, ধার্ম্মিক এবং দূরদর্শী মহাত্মাগণ সর্ব্বদা চিন্তিত রহিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুসলমান শাসন কালে আর্য্যজাতির রাজসিক শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িলেও তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক শক্তির বৃদ্ধিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ঐ সময় আর্য্যজাতির মধ্য হইতে ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক শক্তিও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে কেবল সর্ব্বনাশকারী তমোগুণের প্রভাবও বৃদ্ধি হইতেছে। এই নিমিত্ত নিঃস্বার্থ, প্রেমিক আর্য্যসন্তানগণ আজ ঘোর স্বার্থান্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যজাতির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব অতি শীঘ্রই উহার চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।

ঔষধি প্রয়োগ।

নিয়মই সফলতার বীজমন্ত্র! অনুশাসনের দ্বারাই নিয়ম রক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক অনুশাসনের কারণেই সূর্য্যদেবের নিয়মিত রূপে উদয়াস্ত হওয়ায় নিয়মিতরূপে দিন এবং রাত্রির সমাগম হইয়া থাকে। এই দৈব অনুশাসনের নিমিত্তই জীবের আবশ্যকতানুসারে পবনদেব বায়ুসঞ্চার করিতেছেন, বরুণদেব নিয়মিত সময়ে বারি বর্ষণ করিতেছেন, এবং ষড়ঋতু আপন আপন সময়ে উদয় হইয়া জীব সমূহের পুষ্টি এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। এই প্রকৃতিমাতার অনুশাসনের কারণেই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঔষধি প্রভৃতি পদার্থ নিচয় নিয়মিত সময়ে মনোমুগ্ধকর পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া নিয়মিত সময়ে জীবদিগকে ফল দান করিতেছে। এই রাজানুশাসনের ফলে প্রজা শান্তিসুখ উপভোগপূর্ব্বক সংসারপথে অগ্রসর হইতেছে। এই বেদানুশাসনের ফলে ধার্ম্মিকগণ সাধনমার্গ দ্বারা ক্রমোন্নতি করিতে করিতে পরিশেষে দুর্ল্লভ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং এই একমাত্র অনুশাসনের ফলেই প্রজা রাজার হিত এবং রাজা প্রজার হিতচিন্তন দ্বারা মনুষ্য সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অতএব মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিমিত্ত অনুশাসন নিতান্ত আবশ্যক। পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী, বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ অনুশাসনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—যোগানুশাসন, শব্দানুশাসন এবং রাজানুশাসন। রাজানুশাসন শব্দানুশাসনেরই অন্তর্গত হওয়ায় এই দুই প্রকার অনুশাসনের বর্ণনা স্মৃতি সমূহের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিগুণ প্রাকৃতিক প্রবাহানুসারে এই সংসারে ত্রিগুণ ভেদে মনুষ্য প্রকৃতিও ত্রিবিধ দেখা যায়, এবং স্বাভাবিকরূপে মানুষ্য সৃষ্টিমধ্যে তিন প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি নিহিত থাকায় জীবগণের রক্ষা, তাহাদিগের ক্রমোন্নতি এবং তাহাদিগের পরমকল্যাণ সাধনার্থ অপৌরুষেয় বেদ সমূহ মধ্যে ত্রিবিধ অনুশাসনের বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক মনুষ্য সমূহের জন্য যোগানুশাসন, রাজসিক মনুষ্য সমূহের নিমিত্ত শব্দানুশাসন এবং তামসিক অধম জীব সমূহের নিমিত্ত রাজানুশাসন বিহিত আছে। গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে পশ্চাতে দুই প্রকার অধিকারীর আধিক্য থাকায় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ একই স্থানে দুই অনুশাসনের বর্ণনা করিয়াছেন। এই তিন প্রকার অনুশাসনের বলে মনুষ্যগণ আপনাপন অধিকারানুসারে নিয়মিত রূপে ক্রমোন্নতি করিতে করিতে পরিশেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের নিমিত্ত অনুশাসনের আবশ্যকতা আছে, অনুশাসনের অধীন না হইয়া কোন মনুষ্যই ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারে না। অতএব আপন আপন গুণাধিকারানুসারে যথাযোগ্য অনুশাসনের অধীনতা স্বীকার করিলেই মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে।

ত্রিগুণ বিচার দ্বারা মনুষ্য বুদ্ধির ভেদবিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ, এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত হয়,

তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যাহার দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য, যথাবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না উহাকে রাজসিক বুদ্ধি বলে এবং যাহার দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল বিচারেই বিপরীত লক্ষ্য হইয়া থাকে সেই অজ্ঞানাচ্ছাদিত বুদ্ধিকে তামসী বলা যায়।* ফলতঃ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে আত্মার পূর্ণ প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় উহাতে ভ্রম হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; এই কারণে সাত্ত্বিক অধিকারীই বিজ্ঞানাধিকাররূপী যোগানুশাসন প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে। † কিন্তু রাজসিক বুদ্ধিতে বিচার শক্তি থাকিলেও কেবল তাহার দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিবার শক্তি না থাকায়, সে সময় সাধকের নিমিত্ত শব্দানুশাসনরূপ বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তামসিক বুদ্ধির নিম্নাধিকারিগণের মধ্যে সর্ব্বদা বিপরীত জ্ঞান অবস্থান করায় তাহাদিগের নিমিত্ত পাশব বল প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে। এই কারণে তাহাদিগের কল্যাণার্থ রাজদণ্ডকারী রাজানুশাসনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এই তিন অনুশাসনের মধ্যে প্রথম দুইটী মুখ্য এবং তৃতীয়টী গৌণ বিবেচনা করা উচিত। এই কারণে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ রাজানুশাসনকে শব্দানুশাসনান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব বেদপ্রতিপাদ্য স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যেই উহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন পদ প্রাপ্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠাধিকারীদিগের যোগানুশাসনে পূর্ণাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্রগণ্য যোগিরাজ মহামুনি পতঞ্জলি "অথ যোগানুশাসনম্" বলিয়া যোগশাস্ত্রের বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই বিদ্বজ্জনশিরোমণি, মহর্ষি আগমনিগম প্রবেশ-দ্বার-রূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রকে "অথ শব্দানুশাসনম্" বাক্যের দ্বারা প্রারম্ভ করিয়াছেন। যোগানুশাসন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত মহর্ষি ঐ শাস্ত্র সূত্র দ্বারা পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু শব্দানুশাসনের বিস্তার অনন্ত, এই নিমিত্ত বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের বিস্তারও অনন্ত। ফলতঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি কেবল সেই শব্দানুশাসনের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানভূমির ভেদ হইতে যোগানুশাসনের দুইটী অবস্থা স্বীকার করা যায়। এই নিমিত্ত

* প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য মেবচ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

† যোগানুশাসনং প্রজ্ঞা শব্দোবুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্তর্বহিঃ প্রকাশায় জ্ঞানবিজ্ঞানহেতুকম্॥
ইতি জ্ঞানভাষ্যে

জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের তারতম্য হইতে যোগীর পরোক্ষানুভূতি এবং :অপরোক্ষানুভূতিরূপী যথাক্রমাধিকার লাভ হইয়া থাকে। * উন্নত যোগিরাজগণই যোগানুশাসনের এই দুই ভাবের পার্থক্যানুভব করিতে সক্ষম হয়েন। যোগানুশাসনের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবার পর যোগিরাজ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যান। সেই সময় তৎকর্ত্তৃক কোন ভ্রম অথবা প্রমাদের কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, তখন তিনি কেবল ভগবৎ কার্য্যই সাধন করিতে থাকেন। অতএব এ সময় যোগানুশাসনরূপী উন্নত অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিক আবশ্যকতা নাই।

আচার্য্যাজ্ঞা এবং শাস্ত্রাজ্ঞার ভেদানুসারে তত্ত্বদর্শীরা শব্দানুশাসনের দুই ভেদ করিয়াছেন, অভ্রান্ত এবং পূর্ণবিজ্ঞান যুক্ত ভগবদ্‌বাক্যই বেদ। † ঐ বেদ সমূহের আজ্ঞা এবং বেদ সম্মত স্মৃতি আদি শাস্ত্রের আজ্ঞাকেই শব্দানুশাসন বলা যায়। এবং গুরু এবং আচার্য্যের আজ্ঞা ও শব্দানুশাসন মধ্যে প্রধান অবলম্বনীয় ‡ এই প্রকার দুই প্রকারে শব্দানুশাসন রজোগুণপ্রধান অধিকারীদিগের কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে।

যদিও আমাদিগের বেদ এবং শাস্ত্রের মধ্যে জীবহিতকরী সমস্ত আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ আমাদিগের বেদ এবং বেদ সম্মত শাস্ত্র পূর্ণবিজ্ঞানযুক্ত, তথাপি লোকহিতার্থ আচার্য্যানুশাসনই প্রধানাবলম্বন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বেদ এবং শাস্ত্রের যথার্থ রহস্যজ্ঞান সকল ব্যক্তির হইতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞান হইলেও আপনাপন অধিকারানুসারে, সাধন নির্ণয় করা সাধারণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল প্রকারেই অসম্ভব। এই নিমিত্ত শব্দানুশাসনের দুই বিভাগের মধ্যে আচার্য্য-আজ্ঞাই প্রথমস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। গুরু এবং আচার্য্যশব্দ একই ভাব প্রকাশক, কেবল আধ্যাত্মিক পথিপ্রদর্শক বলিয়া গুরু শব্দ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং আচার্য্যশব্দ

* ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বামোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যারাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

† প্রত্যাক্ষণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতে বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা॥
ইতি শ্রুতিঃ।

‡ ধর্ম্মোমূলং মনুষ্যাণাং স আচার্য্যাবলম্বনঃ।
তস্মাদাচার্য্যসুমনেঃ শাসনং সর্ব্বতোধিকম্।
ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ

আধ্যাত্মিক ভাবে এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় উপদেষ্টা বলিয়াও ব্যবহৃত হয়।* প্রাচীন কালে সমাজ মধ্যে পবিত্রতা অধিক ছিল বলিয়া বুদ্ধির নির্ম্মলতাও অধিক ছিল। কিন্তু এই অজ্ঞানযুক্ত কলিযুগে মনুষ্যের বুদ্ধি অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। অতএব আচার্য্যানুশাসনের আরও দৃঢ়তা হওয়া উচিত।

ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যজী মহারাজ আচার্য্যানুশাসনের প্রাধান্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রোপযোগী অনেক নিয়ম করিয়া গিয়াছেন এবং চারিটী মঠের মর্য্যাদা বন্ধনপূর্ব্বক মঠাম্নায় আদি অনুশাসন গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন দ্বারা আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির নিমিত্ত বিস্তর সুগম উপায় করিয়া গিয়াছেন। গুরু এবং আচার্য্যপদের মর্য্যাদা স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত এবং আচার্য্যের রীতিনীতি এবং অধিকারীদিগের মধ্যে যাহাতে কোন বিভিন্নতা না হয়, তাহার নিমিত্ত চারিটী আচার্য্যকে প্রধান করিয়া ভারতের

* সগুরু র্যঃ ক্রিয়াকৃত্যা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি
উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।
ইতি স্মৃতিঃ।
আচার্য্যঃ কস্মাদাচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থানাচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা।
ইতি যাস্কমুনি।
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থ মাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাত্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
ইতি স্মৃতিঃ।
আচার্য্যগুরুশব্দৌ দ্বৌ সদা পর্য্যায়বাচকৌ।
কশ্চিদর্থগতো ভেদো ভবত্যেবং তয়োঃ ক্বচিৎ॥
উপপত্তিকনংশস্তু ধর্ম্মশাস্ত্রস্য পণ্ডিতঃ।
ব্যাচষ্টে ধর্ম্মমিচ্ছূনাং স আচার্য্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বদর্শী তু যঃ সাধুর্মুমুক্ষূণাং হিতায় বৈ।
ব্যাখ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রাংশং ক্রিয়াসিদ্ধিপ্রবোধকম্॥
উপাসনা বিধেঃ সম্যগশ্চিরস্য পরাত্মনঃ।
ভেদান্ প্রশাস্তিধর্ম্মজ্ঞঃ সগুরুঃ সমুদাহৃতঃ॥
সপ্তানাং জ্ঞানভূমীনাং শাস্ত্রোক্তানাং বিশেষতঃ।
প্রভেদান্ যো বিজানাতি নিগমস্যাগমস্যচ॥
জ্ঞানস্য চাধিকারাং স্ত্রীন্ ভাবতাৎপর্য্যলক্ষণঃ।
তন্ত্রেষু চ পুরাণেষু ভাষাস্ত্রিবিধাং স্মৃতিং॥
সম্যগ্‌ভেদৈর্বিজানাতি ভাষাতত্ত্ববিশারদঃ।
নিপুণো লোকশিক্ষায়াং শ্রেষ্ঠাচার্য্যঃ স উচ্যতে॥
পঞ্চতত্ত্ববিভেদজ্ঞঃ পঞ্চভেদান্ বিশেষতঃ।
সগুণোপাসনাং যস্তু সম্যগ্‌জানাতি কোবিদঃ॥
চতুষ্টয়ে ন ভেদে ন ব্রহ্মণঃ সমুপাসনাম্।
গম্ভীরার্থান্ বিজানীতে বুধোনির্ম্মলমানসঃ॥
সর্ব্বকার্য্যেষু নিপুণো জীবন্মুক্তস্ত্রিতাপহৃৎ।
করোতি জীবকল্যাণং গুরুঃশ্রেষ্ঠঃ স কথ্যতে॥
ইতি বিজ্ঞান ভাষ্য।

চারিদিকে স্থাপন করিয়াছেন। চারিটী আচার্য্য-পীঠ-স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ইহার সাহায্যে ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজগণ সহায়তা প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয় নৃপতিবর্গের দ্বারা সংরক্ষিত হইলে আর্য্যজাতির জাতিগত জীবনের রক্ষা এবং উন্নতি হইতে পারে। * যদি সেই উন্নতি বিষয়ক নিয়মে কোনও বাধা উপস্থিত হয় তবে এই চারি পীঠাধিপতি পরস্পরে একত্র হইয়া অথবা স্বতন্ত্ররূপে সেই বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তৎপর হইতে পারেন। কারণ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মবক্তা এবং রাজগণই ধর্ম্ম পালক † উভয়ের কার্য্য যথাযোগ্য বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি উভয়ে স্ব স্ব অধিকারানুসারে কার্য্য না করেন, অথবা যদি একজন অপরকে অনাদর করেন তবে সেই সময়ে অনুশাসন পূর্ব্বক সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিমিত্তই এই চারিটী পীঠাধিপতির উচ্চতর অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।

যে প্রকার যোগানুশাসনের দুই ভেদ এবং শব্দানুশাসনের দুই ভেদ আছে, সেই প্রকার লৌকিক দণ্ডেরও দুই প্রকারের ভেদ আছে বলা যায়। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের মধ্যে তিন প্রকার দণ্ড অবধারিত আছে; যথা—প্রথম সমাজ দণ্ড, দ্বিতীয় রাজদণ্ড এবং তৃতীয় যমদণ্ড—কিন্তু যমদণ্ডই পারলৌকিকদণ্ড, স্থূল শরীরের সহিত তাহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় সাধারণ নিয়মানুসারে তাহা গণ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব তৃতীয় অনুশাসনকে রাজদণ্ড এবং সমাজ দণ্ড এই দুই বিধি অনুসারে কেবল দুই ভাগেই বিভক্ত করা যাইতে পারে। কলিযুগে তমঃপ্রধান প্রজার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অতএব কলিযুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী সকলেরই নিমিত্ত প্রত্যক্ষ দণ্ডের আবশ্যকতা আছে। কারণ এই প্রমাদযুক্ত কালে সকলেরই প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা। সাধারণ প্রজার নিমিত্ত দণ্ডই একমাত্র রক্ষক। এই নিমিত্ত স্মৃতি আদি শাস্ত্রে দণ্ডকে ধর্ম্মরূপ বলিয়া উহার অত্যন্ত অধিক মহিমা কীর্ত্তিত আছে। ‡

* না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রং চ সংস্পৃক্তমিহামুত্রচ বর্দ্ধতে॥
ইতি শ্রী মনুঃ।

† ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবক্তাচ রাজা ধর্ম্মপ্রপালকঃ।
ইতি স্মৃতিঃ।

‡ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ময়াদেতে মনুষ্যাবর্ত্মনি স্থিতাঃ॥
না ভীতো যজতে রাজন্নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।
না ভীতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি॥
দণ্ডঃ শাস্তিপ্রজা সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মবিদুর্বুধাঃ॥
যত্র স্বামী লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধুপশ্যতি॥
ইতি মনুঃ।

বিচারের দ্বারা ইহা স্থির হইবে যে, যোগানুশাসনের এই দুই ভেদ সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; কিন্তু অন্য দুই অধিকার অর্থাৎ শব্দানুশাসন এবং রাজানুশাসন সাধারণের পক্ষে অবধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দানুশাসনের দুই অধিকারে আচার্য্যানুশাসন এই সময়ে অধিক হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আচার্য্যানুশাসন রাজদণ্ডের আশ্রয়েই পরিচালিত হইতে সমর্থ।

এই সময়ে ভারতবর্ষের সম্রাট, অনার্য্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় রাজদণ্ডের সম্পূর্ণ সহায়তা আর্য্যজাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু সমাজদণ্ডের পুনঃপ্রবর্ত্তন করা আর্য্য প্রজার হস্তেই আছে। অতএব এইসময়ে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারাই আর্য্যজাতির কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক অনুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজদণ্ড এবং সমাজদণ্ড উভয় প্রকার কার্য্যই সাধিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য্যানুশাসন এবং শাস্ত্রানুশাসনের প্রচার সম্বন্ধেও সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সমাজানুশাসনের উন্নতি ব্যতীত আর্য্যজাতির এই ঘোর দুঃখদায়িনী পীড়ার নাশ কদাচিৎ হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন কালে যে প্রকার সামাজিক অনুশাসনের রীতি ছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তনও করিতে হইবে। দেশ, কাল, পাত্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা রুচি এবং অধিকারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব প্রাচীন কালে গ্রাম এবং নগরে যে সমাজপতির প্রতি অধিকার প্রদত্ত হইবার রীতি ছিল, সে সময় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পঞ্চায়ত স্থাপন করিবার বিধান ছিল, সেই সময় বংশপরম্পরায় যে কিছু অধিকার প্রদত্ত হইত এবং একগ্রাম অথবা নগরের সহিত দ্বিতীয় গ্রাম অথবা নগরের এবিষয়ে কোন বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হইত না, একদেশ বা নগরের পঞ্চায়তের সহিত দ্বিতীয় দেশ অথবা নগরের পঞ্চায়তের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার রীতি ছিলনা, সেই সকল রীতিতে এসময়ের উপযোগী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হইবে। এই সময়ের দেশকাল পাত্রানুরূপ নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সামাজিক অনুশাসন স্থাপন করিতে হইবে।

অধুনা সামাজিক অনুশাসনের বিস্তর প্রশংসনীয় রীতি ইউরোপ এবং আমেরিকার মনুষ্য-সমাজে দেখা যায়। তথায় অন্য উপধর্ম্ম এবং অনার্য্য রীতি সমূহ প্রচলিত থাকায় তত্রত্য মনুষ্য সমাজ মধ্যে অনেক শিথিলতা দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার যে কিছু রীতি ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই সকল রীতি অত্যন্ত দৃঢ় নিয়মযুক্ত এবং প্রশংসনীয়। তত্রত্য নরসমাজে বহুবিধ সামাজিক অনুশাসন এরূপ দৃঢ় এবং শক্তিশালী যে, তাহার দ্বারা রাজা ব্যতিরেকেও আপনার দেশের সম্পূর্ণ রাজসিক ব্যবস্থা বিশেষ বিশেষ দেশে প্রচলিত হইতেছে। ফ্রান্স এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটের প্রজাতন্ত্র রাজনিয়ম (Republic form of Government) সেই সামাজিক অনুশাসন শক্তির অসাধারণ ফল। আর্য্যপ্রজার সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পবিত্র বিচারানুসারে রাজাকে না রাখিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়, পাপজনক এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়া থাকে,

ইহাতে সন্দেহ নাই। "অতি" সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়। মনুষ্যজাতি এবং দেশের স্থায়ী মঙ্গল তখনই হইতে পারে, যখন রাজা এবং প্রজা উভয়ের মধ্যে কাহারও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকে। রাজনীতির বিচারে রাজা প্রজার স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইলে উভয়ের স্বাধীনতা হইতে রাজ্য শাসনের রীতি, যাহা প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং দূরদর্শিতার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যদি এরূপ না হইত তবে, মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, অপার শক্তিশালী চক্রবর্ত্তী সম্রাট হইয়াও অনেক ক্ষুদ্র প্রজার তুষ্টিজন্য আপনার পরমা সতী সহধর্ম্মিণী সীতা দেবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত রাজধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিতেন না।

রাজনীতির বিচারে যদিও আজকাল ইউরোপীয় জাতি নানাবিধ নূতন আবিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজনীতি-বিজ্ঞান সদা পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে; কিন্তু আর্য্যরাজনীতি অপরিবর্ত্তনশীল এবং দৃঢ়। ইউরোপ এক্ষণে লিবারল (Liberal) কন্সরবেটিভ (Conservative) আদি মন্ত্রিসভা সংগঠন প্রণালী এবং লিমিটেড্ মনার্কি (Limited monarchy) রূপী রাজতন্ত্র বিধি, এবং রিপাবলিক (Republic) রূপী প্রজাতন্ত্র বিধি আদি নানা রাজনীতি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু আর্য্যবিজ্ঞানের সম্মুখে ঐ সমস্তই অসম্পূর্ণ। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রজাতন্ত্র ভাব স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে প্রজাতন্ত্র ভাব অধর্ম্মের ভাবী আলয় বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি বিচার করিয়া দেখা যায় যে মনকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রজাতন্ত্র পক্ষপতী ব্যক্তিরা যদিও আপনাদের রাজ্যের নাম প্রজাতন্ত্র-রাজ্য নাম সংজ্ঞা করিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যতঃ সেই সকল প্রজার মধ্যে কোন এক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত তাহাকে রাজা পদবী প্রদত্ত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সেই প্রধান ব্যক্তি রাজাই হইয়া থাকেন।

সৃষ্টিকৌশল বিচার দ্বারা ভারতবাসীরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীবের মধ্যে জ্ঞান প্রভেদ থাকা স্বতঃসিদ্ধ; এই কারণে তাহাদিগের মধ্যে গুরুশক্তি এবং লঘুশক্তির বিচার রক্ষা অপরিহার্য্য। প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত এবং অজ্ঞানী হইতে পূর্ণ জ্ঞানবান পর্য্যন্ত সকল প্রকার অধিকারীর মধ্যে লঘুশক্তি এবং গুরুশক্তি, প্রজা এবং রাজভাব শিষ্য এবং উপদেশকভাব, আজ্ঞাকর্ত্তা এবং আজ্ঞাপালকভাবের স্বতন্ত্রতা থাকা অবশ্য সম্ভব। এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা নিশ্চয় হইবে যে কেবল প্রজাই রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি এই উভয়ের কার্য্য আবহমানকাল পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। যদি প্রজার কোন কৌশল দ্বারা সম্পূর্ণ রাজশক্তি প্রদত্ত হয়, তবে এক সময় না এক সময় তাহাদিগের সেই অধিকার তাহাদিগেরই বিপত্তিরই কারণ হইয়া উঠিবে। এই অভ্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ফ্রান্স দেশে অনেকবার রাজনীতিক বিপ্লব হইয়াছে। এবং বুদ্ধিমানগণ ইহা বিচার করিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎকালেও ফ্রান্স এবং আমেরিকাদি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পুনরায় ঘোর রাজ্যবিপ্লব হইবে ইহাতে সন্দেহ

নাই। এই বৈজ্ঞানিক বিচারের উপর অবস্থান পূর্ব্বক প্রাচীন আর্য্যগণ আপনাদিগের দৃষ্টি এই প্রকার স্বতন্ত্রতার প্রতি কখন নিক্ষেপ করেন নাই। প্রজাতন্ত্র রাজ্যপ্রণালীর বিষয়ে কেবল আমাদিগের এই মত নহে, বড় বড় মননশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও এই নূতন রাজ-নীতির দোষ, অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে যদ্যপি অদূরদর্শিতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সম্রাট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন প্রণালী আর্য্যদিগের প্রাচীন রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিলিতে দেখা যায়। এই কারণে এই সময় শ্রীভগবানের কৃপায় তাহারা ভারতশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হই-য়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতা আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজনৈতিক কৌশলের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য সিদ্ধান্ত হইবে যে, তত্রত্য মনুষ্যদিগের মধ্যে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রশংসনীয় রীতিসমূহ প্রচলিত আছে। তত্রত্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় সভাসমূহের গঠন প্রণালীর বিচার দ্বারা এই সময় আর্য্যগণ আপনাদিগের জাতির মধ্যে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য নিঃসন্দেহ বহুল পরিমাণে লাভবান হইতে পারেন। সেই সকল দেশে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তত্রত্য মনুষ্যগণ রাজনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে বহু প্রকারে লাভবান হইতেছেন, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের এতই উন্নতি হইয়াছে যে বর্ত্তমান কালের আর্য্যপ্রজা তাঁহাদিগের ঐ সকল রীতি নীতির সাহায্যে আপনাদিগের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত সামাজিক অনুশাসন বিধি লাভ করিতে পারেন। উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতে পারা যায়—যেমন ব্রিটন দ্বীপের অধিবাসিগণ সমস্ত রাজ্য মধ্যেই ব্যবসায় এবং ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত "কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন" (Co-operative Union) নামে যে সামাজিক-শক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। তাহার সফলতার বিচার করিলে ভারতবাসিমাত্রেই চকিত হইবেন। এই মহা সভার দ্বারা ব্রিটিশজাতি অল্প কালের মধ্যে এরূপ বৃহৎ লৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তাহার সুব্যবস্থানুসারে সমস্ত রাজ্য মধ্যে সহস্র সহস্র শাখাসভা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে এবং তথায় এরূপ গ্রাম অথবা নগর নাই যে যে স্থানে ধন এবং ব্যব-সায়ের বৃদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। এই ব্যবসায় সম্বন্ধীয় মহা-সভার শাখা সমূহ কেবল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে নহে, পরন্তু ইহার একটি বৈদেশিক বিভাগের সহায়তায় ইহার অনেক শাখা ইউরোপ এবং আমেরিকার সকল রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সমাজের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ এই সভার সভ্য আছেন এবং জাতীয় ধন সমাগম এবং ব্যবসায়ের নিয়মবদ্ধ উন্নতির নিমিত্ত মহাসভা যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন। বাণিজ্য সম্বন্ধে নৃপতিগণকে এই মহাসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা লোকসমাজে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এই মহাসভা প্রধান সহায়ক। এই প্রকারে ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক মহাসভার সভ্যগণের নির্ব্বাচন

সময়ে, ঐ রাজ্যের বৈজ্ঞানিক মহাসভা এবং তাহার শাখা সমূহের গঠনপ্রণালী এবং তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়াদি বিদ্যা প্রচার সম্বন্ধীয় সভাসমূহের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা প্রণালী আদির প্রতি যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ততই ঐ জাতির সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার অসাধারণ যোগ্যতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদিগের আর্য্যজাতির এ সময় আপনাদিগের সমাজে সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, সমাজোন্নতি এবং বিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত অবশ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রশংসনীয় রীতি হইতে অনেক উপযোগী নিয়মের সহায়তা গ্রহণকরা কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, যে কিছু সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে তাহাতে যেন আবার বিরুদ্ধ ফল উৎপন্ন না হয় এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং কেবল সামাজিক অনুশাসন প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ রীতি গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক অনুশাসনের ধর্ম্মযুক্ত প্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এবং উহার দ্বারা ভারতবর্ষ ব্যাপিনী এক সামাজিক শক্তি উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত আর্য্য-জাতির এক্ষণে বিচার, ধৈর্য্য এবং দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করা উচিত। "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে" যাহার সহিত স্বাধীন হিন্দুনৃপতি এবং ধর্ম্মাচার্য্য হইতে নানা সামাজিক নেতা সংস্কৃত অধ্যাপক এবং যোগ্য পুরুষগণ সংযুক্ত আছেন, এবং সর্ব্বসাধারণ আর্য্য প্রজাও সংযুক্ত হইতে পারেন, যে বিরাট সভার দ্বারা ধর্ম্মোন্নতি, সমাজ সংস্কার এবং বিদ্যাপ্রচার সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রকারের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে, এরূপ মহাসভাকে হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্ম-সভা বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই বিরাট সভার সহায়তায় এরূপ প্রযত্ন হওয়া উচিত যে, যাহাতে ভারতবর্ষের মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, রাজপুতানা পঞ্জাব, ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং বাঙ্গালা আদি প্রান্তে এক একটী প্রান্তে ধর্ম্মমণ্ডল স্থাপন করা হউক। ভারত উদ্ধার কর্ত্তা শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য মহারাজ দ্বারা স্থাপিত চারিটী মহাপীঠের মধ্যে যে যোষীমঠ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া চারিটী মঠের শ্রীবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-স্থান সমূহের উন্নতি করিয়া আচার্য্য-মর্য্যাদা পুনঃ স্থাপিত করা হউক। যে যে ধর্ম্মমণ্ডলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মঠের সহিত আছে, সেই সেই মঠের অধীশ্বরগণের সেই সেই প্রান্তীয় মণ্ডলের সভাপতি পদ প্রদত্ত হউক। এবং অন্য প্রান্তীয় মণ্ডলী সমূহের সভাপতি পদের তদ্দেশবাসী সাম্প্রদায়িক প্রধান আচার্য্য অথবা তত্রত্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের স্থান না থাকিলে, অথবা কোন অসুবিধা হইলে তত্রত্য সেই প্রান্তবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব নরপতিকে সভাপতিপদে নিযুক্ত করা হউক। এই-রূপে প্রান্তীয় মণ্ডলীর অধীন প্রত্যেক নগর এবং গ্রামে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইলে সেই সকল শাখাধর্ম্মসভার সভাপতি এবং মন্ত্রিপদে সেই সকল স্থানের সামাজিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ করা হউক। মহামণ্ডল, প্রান্তীয় মণ্ডল এবং শাখাধর্ম্মসভাসমূহ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আপন আপন অধিকারানুসারে কার্য্য করিতে থাকুন

এবং আবশ্যক হইলে পরস্পরের অনুশাসন স্বীকার করিয়া এবং পরস্পরের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আপনাপন শক্তি এবং কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করুন।

সমগ্র ভারতবর্ষে দশ অথবা দ্বাদশ ধর্ম্মমণ্ডল এবং তাহাদিগের অধীন সহস্র সহস্র ধর্ম্মসভা যদি একমত হইয়া ধর্ম্মপুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবে অল্পদিনে আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক ধর্ম্মশক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহামণ্ডলের এবং প্রান্তীয় মণ্ডলের লোক সংগ্রহ এবং ধন সংগ্রহ দ্বারা আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া শাখাসভাসমূহকে রক্ষা করিবেন। এবং শাখাসভাসমূহ সাক্ষাৎরূপে বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের উন্নতি করিয়া জ্ঞান বিস্তারের সহায়তায় আপনাদিগের সভার অধিকার দৃঢ় করিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিসমূহকে তিরস্কৃত করিয়া সমাজের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করিয়া প্রজাকে ধার্ম্মিক করিবেন।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সামাজিক শক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে তিরস্কারের অথবা পুরস্কারের আবশ্যকতা আছে, তাহা রাজার কার্য্য। সভার দ্বারা সে কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে? প্রথমেই বলা হইয়াছে যে রাজদণ্ড এবং সমাজদণ্ড উভয়ই যোগ্যতার সহিত প্রযুক্ত হইলে সমান ফল প্রদান করিতে পারে। স্বাধীন নৃপতিবর্গের রাজ্যমধ্যে মহামণ্ডলের প্রেরণার দ্বারা তিরস্কার এবং পুরস্কার রীতি সহজে প্রচলিত করিতে পারা যায়। কিন্তু সকলের স্বাধীনতা প্রদাতা ব্রিটিশ রাজ্যমধ্যে সামাজিক শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক তিরস্কার এবং পুরস্কারের মর্য্যাদা বন্ধন স্থাপন করা অবশ্য কিছু কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মহামণ্ডল এবং প্রান্তীয় মণ্ডল এবং শাখাসভা সমূহের বিধি ব্যবস্থা (Organization) উত্তম হইলে অবশ্যই এই কার্য্য সুগমভাব সহিত পরিচালিত হইবে।

উপযুক্ত বিদ্বান, সদাচার সম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিবর্গকে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অধিকারানুসারে, অর্থের সহায়তা প্রদান পূর্ব্বক উপাধি প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত করিয়া এবং তাঁহাদিগের সন্তোষার্থে সমাজমধ্যে সম্মানের মর্য্যাদা বাঁধিয়া দিয়া পুরস্কারের রীতি প্রচলিত করা ত সমাজেরই হস্তে আছে এবং সামাজিক সম্মানকে নীতিজ্ঞ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও প্রকারান্তরে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার এবং শাসন করিবার রীতি প্রচলিত করা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই জাতীয় বিরাট ধর্ম্মসভার গঠন প্রণালার উৎকর্ষ সাধিত হইলে সেই কার্য্যও সহজে চলিতে পারিবে। অসম্মানের বিচার, লোকসমাজের ভয় এবং জীবনের সুখসমূহে অসুবিধা আদি দণ্ডের দ্বারা হইয়া থাকে। যদি মহামণ্ডলের ব্যবস্থা দৃঢ় হয়, তবে অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিজ রীতি অনুসারে শাখাসভা সমূহ সামাজিকরূপে দণ্ডিত অবশ্যই করিতে সক্ষম হয়। যদি নগর অথবা গ্রামের মধ্যে এই মহাসভায় উদ্দেশ্য এবং আর্য্যজাতির এ সময়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রজাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই নগর বা গ্রামের পঞ্চায়তি শক্তি পূর্ব্বকালের ন্যায় দৃঢ় হইয়া অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে তিরস্কার আপনা আপনিই করিতে পারে। ফলতঃ প্রাচীন পঞ্চায়ত মণ্ডলীর

কার্য্যভার আধুনিক শাখাধৰ্ম্মসভা সমূহই গ্রহণ করুন এবং তত্রত্য সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় আপনাদিগের শক্তি কার্য্যক্ষম করুন। এই প্রকার অনুশাসন কার্য্যের সংরক্ষণের ভার এবং শাখাসভা সমূহ এ বিষয়ে ধৰ্ম্মানুরূপ কার্য্য করে কি না তাহা দেখিবার এবং সংশোধন করিবার ভার প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের ধৰ্ম্মাচার্য্য সভাপতিদিগের উপর নির্ভর থাকা উচিত।

আজিও পর্য্যন্ত গুজরাট এবং দক্ষিণ প্রান্তে পীঠাধীশ ধৰ্ম্মাচার্য্যগণের হস্তে এই প্রকার শক্তি কিছু কিছু রহিয়াছে। আজিও যে যে স্থানে তাহাদিগের শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তত্রত্য নগর অথবা গ্রামে ধৰ্ম্ম অথবা সমাজসম্বন্ধীয় কোন জটিল মীমাংসার আবশ্যকতা হইলে পীঠাধীশ-গণ আপনাদিগের আজ্ঞাপত্র এবং পীঠের চিহ্নাদি প্রদান পূৰ্ব্বক কোন যোগ্য ব্রাহ্মণ প্রতি-নিধিকে সেই স্থানে পাঠাইয়া তত্রত্য প্রজাসমূহের সম্মতিক্রমে সেই সামাজিক অথবা ধৰ্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের নিরাকরণ করিয়া থাকেন এবং সেই সম্বন্ধে যাহার দোষ নির্ণীত হয় তাহার উপর সামাজিক শাসনের আজ্ঞা প্রদান করেন। যখন আজিও পর্য্যন্ত এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তখন এই প্রশংসনীয় রীতিকে নিয়মবদ্ধ করিতে করিতে ভারতবর্ষের সৰ্ব্ব-প্রান্তে প্রচলিত করা অসুবিধা জনক হইবে না। পরন্তু যদি লোকলজ্জার প্রভাব মনুষ্যের চিত্তের উপর পতিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে প্রথমাবস্থায় মহামণ্ডলের প্রান্তীয় সভাপতি-দিগের অথবা প্রধান সভাপতি আদির হস্তাক্ষরযুক্ত অনুশাসন পত্রদ্বারাই বিরুদ্ধ পথাবলম্বী মনুষ্যগণ অথবা প্রমাদগ্রস্ত দাতৃগণের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে। আর যদি ইহার দ্বারাও ফল না হয়, তবে এতাদৃশ বৃহৎ বিরাট শক্তির সহায়তা হইতে ভারতবাসী সকল সমাজে তাহাদিগের অকীর্ত্তি বিস্তার হইবার ভয়ও বহুল পরিমাণে কার্য্যকারী হইবে। এই প্রকারে সুকৌশলপূর্ণ যত্নদ্বারা এই বিরাট ধৰ্ম্মসভার সহায়তায় শাখাসভা সমূহ সামাজিক দণ্ডের প্রচার দ্বারা ধৰ্ম্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিরস্কারের সহায়তা গ্রহণ গৌণ উপায়; ফলতঃ যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিলেই অযোগ্য ব্যক্তিগণ সাবধান হইতে থাকেন এবং গুণী ব্যক্তিদিগের উৎসাহ আপনা আপনিই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহামণ্ডলের সহায়তায় শাখা ধৰ্ম্মসভা সমূহের দ্বারা উত্তম উত্তম সুন্দর নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সুকৌশলপূর্ণ যুক্তির সহিত প্রযত্ন করিলে, আচার্য্যানুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে; মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ দ্বারা শাস্ত্রানুশাসনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে পারিবে; এবং শাখা সভা সমূহ শক্তিসম্পন্ন হইলে, সামাজিক অনুশাসন দৃঢ় হইয়া সমাজ দণ্ডের সহায়তায় আর্য্যজাতির পুনরুন্নতি এবং সনাতন ধৰ্ম্মের পুনরভ্যুদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে বৰ্ত্তমান অধঃপতিত আর্য্যজাতির মধ্যে সামাজিক অনুশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে আর্য্য-জাতিগত মহারোগের শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের নেতা ব্রাহ্মণ এবং বর্ণের গুরু এবং আশ্রমের নেতা সন্ন্যাসীদিগের বৰ্ত্তমান আচার বিচার সমূহের সংস্কার অবশ্যই হওয়া

উচিত। এই উভয় সম্প্রদায়ই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয়। অতএব উহাদিগের পুনরুন্নতি ব্যতীত আর্য্যজাতির স্থায়ী উন্নতি হইবে না। ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের প্রধান, ব্রাহ্মণই আর্য্য প্রজার সর্ব্বদা চালক হইয়া আসিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ যেরূপ যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইবে, সমাজ মধ্যে তাঁহাদের যতই আদর বৃদ্ধি হইবে, ততই চতুর্বর্ণের কল্যাণ সাধিত হইবে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির উপরই প্রধানতঃ আর্য্যজাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

তমোগুণের আধিক্যনিমিত্ত এবং ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বিদ্যার নিতান্ত অভাব হওয়ায় এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টি বহুল পরিমাণে অর্থের উপর পতিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ তপঃসাধনে বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে পারিবেন যে ধন ও সুবর্ণাদি তাঁহাদিগের প্রকৃত সম্পত্তি নহে, পরন্তু বিদ্যাই তাঁহাদিগের সম্পত্তি। যতই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐশ্বর্য্য তাঁহাদিগের প্রকৃত ভূষণ নহে, পরন্তু ত্যাগ এবং তপস্যাই তাঁহাদিগের প্রকৃত অহঙ্কার, ততই এই জাতির পুনরুন্নতি হইবে। সমাজমধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত যে, ধনদ্বারা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার পরীক্ষা না হয়, পরন্তু কেবল তপঃশক্তি, ত্যাগপ্রবৃত্তি এবং বিদ্যার উপর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। তাহাতে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃ সম্বন্ধে পরস্পর একত্র হইতে পারেন, যদি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি দেশ বিভাগ সমূহ হইতে যে ব্রাহ্মণ জাতির বিভাগ আবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে পরস্পর সোহার্দ্দ্য স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের মধ্যে যে সকল অনাচার আছে, তাহা দূরীভূত করিতে করিতে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে সকল সদাচার আছে পরস্পরে তাহা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি হইতে পারে। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এরূপ বৈষম্য হইয়া পড়িয়াছে যে, গৃহস্থাশ্রমের অবস্থাতেই যে কেবল এক ব্রাহ্মণ অপরের সহিত বিভিন্ন তাহা নহে, পরন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেও তাঁহাদিগের বৈমনস্য দূর হয় না, সে অবস্থাতেও তাঁহাদিগের পৃথক পানাহারে তাঁহাদিগের পৃথক প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। ফলতঃ সামাজিক অনুশাসনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে আচারের সংশোধন এই প্রকারে অশাস্ত্রীয় বৈমনস্য দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পারস্পরিক তপোবলের সহায়তা পরস্পরেরই গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অবিদ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থপ্রবৃত্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব এই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে যে পর্য্যন্ত নিষ্কাম পুরুষার্থ সাধনের পুনঃ প্রবৃত্তি না হইবে, যে পর্য্যন্ত বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এবং আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রীভগবান কথিত গীতোপনিষদের কর্ম্মযোগ বিজ্ঞানের পুনঃ প্রবৃত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত আর্য্যজাতির পুনরুন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব।

অধুনা সাংসারিক ব্যক্তি প্রায়ই এরূপ বিচার করিয়া থাকেন যে, জ্ঞানবান হইলেই,

সন্ন্যাস আশ্রমধারী হইলেই জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যখন কিছু তত্ত্বজ্ঞানের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদিগের হস্তপদ সঞ্চালন করা অনুচিত। গৃহস্থগণ এইরূপ বিচার পূর্ব্বক ইহা নিশ্চয় করিয়া থাকেন যে, সাধুদিগের অপর কোন করণীয় নাই, লোকালয় এবং মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জন বনে গমন করিয়া একান্তসেবী হইয়া যাওয়াই তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য; অথবা মূক, নিষ্ক্রিয়, পুরুষার্থহীন হইয়া জড়বৎ হইয়া থাকাই তাহাদিগের কার্য্য!! অপরদিকে অধুনা নানা রূপধারী সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবৃত্ত সাধুগণের মধ্যেও এরূপ প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের ভিক্ষু আশ্রমধারী সাধকদিগের মধ্যে আলস্য পুরুষার্থহীনতা, পরোপকার প্রবৃত্তি ত্যাগ, শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন রূপ সাধনের অভাবাদি বৃত্তিসমূহ দেখা যাইতেছে!! ফলতঃ এখন বিচার করা যাউক যে সন্ন্যাস অবস্থায় পুরুষার্থের সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য কি না? জ্ঞান দ্বারা অথবা হঠদ্বারা সাধক কোন প্রকারে কর্ম্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু পূর্ণরূপ কর্ম্মের সর্ব্বথা ত্যাগ করিবার সামার্থ্য প্রাপ্তি অসম্ভব। যদিও নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য অথবা সাধন কর্ম্ম আদির ত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শারীরিক চেষ্টারূপ কর্ম্ম লাগিয়া থাকা সম্ভব হওয়ায় পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ কদাপি হইতে পারে না।

শ্রীভগবান এই কারণেই গীতায় স্বীয় শ্রীমুখের আজ্ঞা দিয়াছেন যে * কেহই বিনা কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্য সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কোন সময়ে এক ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; কারণ প্রকৃতিসম্ভূত গুণ সমূহ জীবগণকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লয়। এই ভগবদ্বাক্যরূপ আপ্ত প্রমাণ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে যে জ্ঞানাবস্থাই হউক অথবা অজ্ঞানাবস্থাই হউক কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ফলতঃ যখন কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগই হইতে পারে না, তখন কর্ম্মত্যাগ দ্বারা পূর্ণসিদ্ধিরূপ সংন্যাসাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বথা অযৌক্তিক।

এক্ষণে বিচার করা উচিত যে, তবে যথার্থ সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীগীতার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, † যে পুরুষ কর্ম্মফল লাভের ইচ্ছা না রাখিয়া অবশ্য

* ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

† অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

কর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম সাধন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিলে অথবা অক্রিয় হইলেই সন্ন্যাসী পদবাচ্য হইতে পারা যায় না, হে পাণ্ডব, যাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়, তাঁহাকেই কর্ম্মযোগী বলিয়া জানিও; কারণ যাঁহারা ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা কোন প্রকারে কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না। ফলতঃ এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে, নিষ্কাম পুরুষার্থের পূর্ণাবস্থাই সন্ন্যাস পদবাচ্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পুরুষ সকাম কর্ম্ম করিবার রীতি অভ্যাস করিয়া থাকে; গৃহস্থাশ্রমে সকাম কর্ম্মের সাধন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বানপ্রস্থ আশ্রমে পুনরায় নিবৃত্তির দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিষ্কাম হইবার অভ্যাস করে এবং সন্ন্যাস আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পূর্ণ নিষ্কামী হইয়া আপনার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে নিষ্কাম পুরুষার্থ সাধনপূর্ব্বক মোক্ষাধিকার লাভে সক্ষম হয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে কর্ম্ম জড়শক্তি বিশিষ্ট,—ইহাতে সন্দেহ নাই যে কর্ম্ম মুক্তিপদ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপ "আত্ম-জ্ঞানের" সহিত প্রাকৃতিক কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যেপর্য্যন্ত শরীর বিদ্যমান আছে সে পর্য্যন্ত কর্ম্মরূপী পুরুষার্থের অবস্থিতিও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জ্ঞানদৃষ্টির রহস্য এই যে অজ্ঞানী ব্যক্তি যে প্রকারে কর্ম্ম করে, মুক্ত জ্ঞানিগণ সেই কর্ম্ম অপর ভাবে করিয়া থাকেন। অজ্ঞানী কর্ম্মদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাসনার নাশ হওয়ায় জ্ঞানিগণ আপনারা কোন প্রকার কর্ম্ম হইতেই বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ফলতঃ এই অনাদি এবং অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহ সাধনের অবস্থা এবং সিদ্ধাবস্থা উভয়ের মধ্যেই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান আদেশ করিয়াছেন যে * মুক্তি-ভূমিতে উপস্থিত হইবার ইচ্ছাকারী মুনিগণের নিমিত্ত সাধন রূপী কর্ম্মই কারণ, কিন্তু মুক্তি-ভূমির অধিকারীদিগের জন্য শমরূপ সমাধিই কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে এবং তাহার সাধনভূত কর্ম্মের আসক্তি রক্ষায় বিরত হন; তখন সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগী সেই সকল মহাপুরুষ যোগারূঢ় সন্ন্যাস-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। একমাত্র সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিকারী সৎপুরুষার্থ-সমূহই মুমুক্ষুগণকে ক্রমশঃ মুক্তি ভূমিতে অগ্রসর করিতে করিতে শেষে জীবন্মুক্তি পদ প্রদান করে। পুরুষার্থ ব্যতীত জীবগণের সর্ব্বদা অধঃপতন হইবার ভয় আছে, এই নিমিত্ত কেবল সাধনরূপী সৎপুরুষার্থই সাধকগণের নিমিত্ত হিতকারী।

যাহা হউক কর্ম্মই ব্রহ্মসদ্ভাবরূপী সমাধিভূমিতে আরোহণেচ্ছু মুনিগণের নিমিত্ত একমাত্র সহায়ক এবং যখন সাধক সিদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপসমতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে জীবন্মুক্ত হইয়া যান, তখন যদিও কর্ম্মের কোনও আবশ্যকতা না থাকায় পুরুষার্থ

* আরুরুক্ষো মুর্নের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

অবলম্বনীয় থাকে না, তথাপি সমতাবস্থা ব্যতীত সমাধি প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব হওয়ায় তখনও স্বাভাবিক পুরুষার্থ থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং ক্রিয়াশীলা বলিয়া স্বভাবতঃ শরীর দ্বারা কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মাবস্থায়ও সমতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত মহাত্মা সমাধিস্থ থাকেন। সেই সময় জীবন্মুক্ত পুরুষগণ স্বভাবতঃ আপনাদিগের প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে সকল কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নিঃসঙ্কল্প, সর্ব্বজীব-হিতকারী পুরুষার্থের সহিত লিপ্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপ বাসনা রহিত হওয়ায় তাঁহারা আপনার ইচ্ছায় কিছুই করেন না। অপিচ সমাধিস্থ জীবন্মুক্তগণ যাহা কিছু পরোপকার-ব্রত সাধন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ভগবৎ আজ্ঞাধীন হইয়া জগৎকর্ত্তার ইঙ্গিত ক্রমেই সম্পাদিত হয়। ইহাই জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পুরুষার্থের গুপ্ত রহস্য। প্রকৃত পক্ষে ইহাই সন্ন্যাসাবস্থা।

এই নিমিত্ত ভগবান আজ্ঞা করিয়াছেন * হে অর্জ্জুন আমার সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম্মযোগী, তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকাম কর্ম্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি কর্ম্মযোগী হও। † তোমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে; কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা সর্ব্বথা হিতকারী; কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর কদাপি রক্ষা হইবেনা। ‡ হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানিগণ যে প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানী জীবন্মুক্তগণও জীবগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সেইরূপই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ¶ নিষ্কাম কর্ম্মে যে ব্যক্তি, কর্ম্ম হয়না বলিয়া মনে করে এবং বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগে যে ব্যক্তি কর্ম্ম হয় বলিয়া অনুভব করে সেইব্যক্তি যথার্থ বুদ্ধিমান এবং পুরুষার্থকারী হইলেও সেই ব্যক্তি ব্রহ্মে যুক্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। এই প্রকারে গীতোপনিষদ কথিত ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে মনুষ্যগণের ক্রমোন্নতি করিবার নিমিত্ত যে প্রকার কর্ম্ম করিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে, সেই প্রকার জীবন্মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমধিভাবের পূর্ণতায় স্বাভাবিকরূপে কর্ম্ম হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং, যে পর্য্যন্ত শূদ্র এবং বৈশ্যগণ দীর্ঘসূত্রতা এবং আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসম্ভব কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে তৎপর না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির আধিভৌতিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ লোভ এবং প্রমাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগীতা কথিত নিষ্কাম ব্রত অভ্যাসে তৎপর না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পুনঃ-

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ গীতোপনিষদ্।

† নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ গীতোপনিষদ্।

‡ সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ গীতোপনিষদ্।

¶ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিষ্কাম ব্রত পরায়ণ মনুষ্য উৎপন্ন করিতে হইবে, প্রত্যেক গৃহস্থকে যথাসম্ভব নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্মযোগী, বানপ্রস্থ আশ্রমধারী পুরুষগণ যখন রাত্রিদিন লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সন্ন্যাস আশ্রমের একমাত্র অবলম্বন যে সময়ে শ্রীগীতোপনিষদের বিজ্ঞান হইয়া যাইবে, সেই সময় এই ঘোর রোগের শান্তি হইবে। অনুশাসনাভাবরূপী ক্ষয়রোগের সহিত স্বার্থপরতারূপী বীর্য্যভঙ্গরোগ উৎপন্ন হওয়ায় আর্য্যজাতির দশা এক্ষণে অত্যন্ত কঠিন এবং শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ প্রবল পুরুষার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক যেমন যেমন সামাজিক-শক্তি-সঞ্চাররূপী ঔষধি প্রয়োগ এবং নিষ্কাম-ব্রত-অভ্যাসরূপী অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে, সেই প্রকারই উক্তরোগের শান্তি হইতে পারিবে। আর্য্যজাতিরূপী শরীরে সামাজিক অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা লুপ্তপ্রায় ক্ষাত্রতেজের ক্রমোন্নতি হইবে, এবং শ্রীগীতা কথিত কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী ব্রহ্মতেজের আবির্ভাব হইবে। আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তানের পুনরুন্নতি দেখিয়া ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আর্য্যজাতি তখন জগৎ কল্যাণকারী হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইবেন।

সুপথ্য সেবন।

অনাদিকাল হইতে অনাদি কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই অনাদি সৃষ্টি লীলা প্রকট হইয়া রহিয়াছে। বেদোক্ত দর্শন শাস্ত্রমাত্রেই একবাক্য হইয়া বর্ণন করিয়াছেন যে এই সৃষ্টিক্রিয়া প্রকট করিবার জন্য অনাদিপুরুষরূপী ঈশ্বর এবং অনাদি প্রকৃতিরূপিণী মহামায়াই কারণ। প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইতে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গ হওয়ায় সৃষ্টিক্রিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকেন এবং এই সংসারের স্থিতি প্রকৃতির দ্বারা সংসাধিত হয় বলিয়া এই সংসার প্রাকৃতিক নামে অভিহিত। *

যে প্রকার বনের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে সেই প্রকার ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সম্বন্ধ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এই দেহরূপী পিণ্ডেরও আছে। কেবল এই মাত্র প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় যে, শ্রীভগবান সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকায় এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু জীব মায়ার সহিত লিপ্ত থাকেন বলিয়া আপনার কর্ম্মে বন্দী হইয়া পড়েন; এই কারণে তাঁহাকে এই পিণ্ডের ভোগসমূহের ভোক্তা বলা যায়। যে প্রকার ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শক্তিসমূহ প্রকট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া সমষ্টি রূপে করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই পিণ্ডরূপী

* প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

জীব শরীরে প্রকৃতি এবং পুরুষ-শক্তির সংযোগ হইতে জীবসৃষ্টি হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক্রিয়ায় ঈশ্বরের ঈক্ষণ জনিত প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্তরীতি অনুসারে সংসারে স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বারা রমণীর গর্ভে নূতন সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক্রিয়ার সহিত ব্যষ্টিরূপা জীব সৃষ্টির সম্বন্ধ মিলাইলে পর স্ত্রীজাতির অধ্যাত্ম সম্বন্ধের রহস্য প্রকাশিত হয়। * বেদসমূহের মন্ত্র সংহিতা হইতে লইয়া শাস্ত্রসমূহ এবং পুরাণাদিতে সৃষ্টিবিষয়ে এই ভাব সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

বৈদিক দর্শনসমূহ অনুসারে প্রকৃতিপুরুষ বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পুরুষ চেতন; নিঃসঙ্গ এবং জ্ঞানময়। কিন্তু মূল প্রকৃতি জড়া, সঙ্গশীলা, পরিণামিনী এবং পরাধীনা। যদিও পুরুষের দৃষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর সদা সৃষ্টি হইতে অতীত, স্বাধীন এবং জ্ঞানযুক্ত থাকেন। কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া পুরুষের সঙ্গ দ্বারা মূল প্রকৃতিই করিয়া থাকেন এবং পুরুষের সঙ্গব্যতীত প্রকৃতি কিছুই করিতে পারিতেন না; বলিতে কি পুরুষের দৃষ্টি ব্যতিক্রম ঘটিলেই প্রকৃতির লয় হইয়া যায়। সেই ঐশ্বরিক সৃষ্টির নিয়মানুসারে ব্যষ্টিরূপী নর এবং নারীদেহেও যথাবৎ ক্রিয়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা আদি পুরুষ এবং সৃষ্টি কর্ত্রী মূল প্রকৃতির সহিত নর এবং নারীদেহের সমষ্টি এবং ব্যষ্টি সম্বন্ধ বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই আদি নিয়মানুসারে নারীশরীরে শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টাসমূহ নিজ পতির সম্পূর্ণ অধীন থাকা স্বভাবানুকূল। †

নিজ প্রকৃতির অনুকূল সাধন করিলে, জীবের সফলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল কার্য্য করিলে কার্য্যের গতিরোধ হইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত। নদীতে স্রোতের অনুকূলগামী নৌকা ঠিক চলিতে পারে; কিন্তু তাহাকে নদীস্রোতের বিরুদ্ধে লইয়া গেলে, প্রথমে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে; এবং দ্বিতীয়তঃ যদি কোন বাত্যাদি কারণ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে যে প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রকৃতি প্রবাহের অনুকূল সাধন করিলে, সেই শরীরে শীঘ্রই সফলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ নারীশরীরে যে ধর্ম্মাদি সম্বন্ধ আছে,

* স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণঞ্চ অসৃজৎ। ইতি শ্রুতি
"অগ্নিসোমাত্মকং জগৎ।" 'ইতি স্মৃতি।
বিন্দুঃ শিবোরজঃ শক্তি রুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ পিণ্ড উচ্যতে॥ (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য)

† আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টে নৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ।
প্রধান সৃষ্টিঃ পদার্থ স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র কুঙ্কুমবহনবৎ॥
প্রকৃতি নিবন্ধনাচেন্ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্।
ত্রিগুণা চেতনত্বাদিদ্বয়োঃ॥ (সাংখ্য দর্শন)

সেই ধর্ম্মের অনুকূল নারীশরীর চলিলে পর, সেই শরীরের সাধনে সফলতা প্রাপ্ত হইবে। অন্যথা অধর্ম্ম এবং বিপত্তি দুইই হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। *

যে প্রকার সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতি ক্ষেত্র এবং পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, সেই প্রকার ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে জীব সৃষ্টির মধ্যে নরদেহ বীজরূপ এবং নারীদেহ ক্ষেত্ররূপ। এবং যে প্রকারে ঐশ্বরিক সৃষ্টিতে পুরুষ কেবল দ্রষ্টরূপে অবস্থিতি করেন, কিন্তু প্রকৃতিই সৃষ্টিক্রিয়ার প্রধানা, † সেই নিয়মানুসারে জীবসৃষ্টিতে নরদেহ অপ্রধান এবং নারীদেহ প্রধান। সাধারণ যুক্তির দ্বারাই এই বৈজ্ঞানিক বিচারের সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথম বিচারের যোগ্য বিষয় এই যে, সন্তানের উৎপত্তি কালে যদি পুরুষ বীর্য্য প্রদান পূর্ব্বক পর মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে জীব শরীরের উৎপত্তি ও রক্ষার বিষয়ে কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। পরন্তু গর্ভাবস্থা এবং সন্তান পালন সময় পর্য্যন্ত নারীশরীর বিদ্যমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মাতার কৃপা ব্যতীত সন্তানের উৎপত্তি এবং তাহার লালনপালন হওয়া অসম্ভব। ‡ দ্বিতীয় বিচার করিবার যোগ্য বিষয় এই যে, যদি কোন মনুষ্যের পঁচিশটা পত্নী থাকে এবং সেই সকল পত্নী পতিব্রতা, বুদ্ধিমতী এবং ঋতু অনুগামিনী হয়, তবে সেই গৃহস্থের ধর্ম্মরক্ষা এবং সৃষ্টিনিয়ম পালন করিবার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ঋতুগমনের আদেশ আছে এবং যাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারেও স্বভাবসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মের আদেশানুসারে যদি সেই সকল পতিব্রতা এবং জিতেন্দ্রিয়া রমণীগণ নিজ পতির সেবা করিতে থাকেন, তবে নিয়মিত সন্তানোৎপত্তিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। বরং মাতার ধর্ম্ম পালন এবং ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা অতি ধার্ম্মিক তেজস্বী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি একটী স্ত্রী দুইটী পুরুষের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া সৃষ্টির নিয়ম পালন করিতে ইচ্ছা করে, তবে কখনই সৃষ্টি-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। অর্থাৎ অধিক সংখ্যার ত কথাই নাই, এক ক্ষেত্রে কখনই দুইটী বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। ফলতঃ জীবসৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে নারীই প্রধান। ¶ তৃতীয় বিচার যোগ্য বিষয় এই যে, স্ত্রীর ক্ষেত্র হওয়ায় মনুষ্য সমাজে পুরুষের সৃষ্টি ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তত অনিষ্ট হয় না, নারী সমাজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় অর্থাৎ পুরুষ জাতির দুষ্কর্ম্মের প্রভাব কেবল তাহার উপর পতিত হয়। কিন্তু নারী জাতির

---

* শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

† ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

‡ কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ইতি গীতোপনিষদ্।

¶ যতো বীজাঙ্কুরোৎপত্তৌ তরূণাং পুষ্টিবর্দ্ধনে।
কারণং কেবলা ভূমির্নাস্তদত্তীহ কারণম্ ॥
অতো জগতি নাস্ত্যেব মাতুর্গুরুতরো জনঃ।
প্রাধান্যং প্রকৃতেঃ সিদ্ধং সৃষ্টিকার্য্য প্রসারণে ॥ (তন্ত্র)

ব্যভিচার দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই নষ্ট হইতে পারে। কুল এবং জাতি অপবিত্র হইয়া যায়। ফলতঃ নারীর শরীর সাবধানে রক্ষা না করিলে, তাহার ব্যভিচার দ্বারা সমস্ত কুল এবং সমস্ত জাতিকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। এইরূপ নানা প্রকার কারণে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ স্বতঃই স্বীকার করিবেন যে, মনুষ্য সমাজে পুরুষ এবং রমণী উভয়েরই কখন সমানাধিকার থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত রহস্য প্রকাশ করা গেল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ বিজ্ঞানের অবলম্বনে নারীধর্ম্ম নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবে যে, মনুষ্যসমাজের সৃষ্টিমধ্যে যখন নারী শরীরই সর্ব্বপ্রধান, তখন সেই নারী শরীরের সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করা এবং উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যে প্রধান কর্ত্তব্য ইহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মের লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, যাহার দ্বারা স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যাহার সাহায্যে জীবের ক্রমোন্নতি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। তমোগুণই জীবের নাশের কারণ। কারণ তমোগুণ বৃদ্ধির দ্বারা জীব জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। রজোগুণ দ্বারা ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া, রজোগুণ হইতে চেতন ভাবের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণের বৃদ্ধি হিতকরী। কিন্তু সত্বগুণের স্বভাবই প্রকাশ। অতএব সত্বগুণ হইতে জ্ঞানরূপী ঐশ্বরিক ভাবের প্রকটতা হইয়া থাকে; এই কারণে সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলেই ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধী পুরুষার্থ নির্ণীত হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে যে জ্ঞানময় সত্বগুণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ক্রিয়া কোনওরূপ বাধা প্রদান না করে, বরং তাহা জীবের আত্মোন্নতি কর্ম্ম প্রবাহকে সরল করিয়া দেয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তানুসারে জগতের সকল পদার্থ এবং জীবের সকল ক্রিয়াই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ভাব দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত আছে। অবস্থাভেদে জীব-কল্যাণকারী ধর্ম্মের এবং তদ্বিরোধী অধর্ম্মের তারতম্য হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল স্থানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত কোন স্থান অথবা বস্তু থাকিতে পারে না। *

দৃষ্টান্তস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটী ক্ষুদ্র কীট হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, একটী ব্রহ্ম-হত্যা পর্য্যন্ত অধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উভয় অবস্থার গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। সেই প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, একটী পশুর প্রাণরক্ষা এবং একজন রাজা বা ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধর্ম্মরূপে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম আছে। নদীগর্ভের যে স্থান নিম্ন, সেই স্থানেই জলের গভীরতা থাকিবে এবং যে স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ, সেই স্থানে জলের গভীরতার অভাব হইবে, কিন্তু নদীর প্রবাহ সর্ব্বত্রই সমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

* ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥ (মহর্ষি বেদব্যাস)

এই প্রকার ধর্ম্মের সর্ব্বভৌম ভিত্তির উপর অবস্থিত থাকিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও কোন স্থলে ধর্ম্মের স্থূল রূপের সহিত উহার সূক্ষ্মরূপ মিলাইতে মিলাইতে কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু কখন কখন উভয়কে এক অবস্থাপন্ন অনুমান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম বিজ্ঞানযুক্ত দৃষ্টিদ্বারা দেখিলে আপনাদিগের শাস্ত্রের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কন্যাবিবাহের কাল নির্ণয়ের সময় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ অষ্টমবর্ষ হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত সময় অবধারিত করিয়াছেন। * কোন কোন গ্রন্থে কিছু মতান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ইহা প্রথমেই সিদ্ধ হইয়াছে যে, সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে নারীদেহই প্রধান; এই কারণে তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা আবশ্যক। বিচার করিতে হইবে যে, নারীদেহে অপবিত্রতা এবং চঞ্চলতা প্রভৃতির প্রকাশ হওয়া কোন্ সময় হইতে সম্ভব। বুদ্ধিমান মাত্রেই যখন বালক এবং বালিকার প্রকৃতির প্রতি চিন্তা প্রয়োগ করিবেন, তখন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে বালকের মধ্যে পুরুষ ভাবের উদয় সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ বর্ষের নিম্নে হয় না, কিন্তু বালিকার প্রকৃতি মধ্যে নারীভাবের উদয় অনেক শীঘ্রই হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বালিকার প্রাকৃতিকপূর্ণতা ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষের নিম্নেই প্রাপ্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব; কিন্তু বিচারশীল মনুষ্যগণ স্থিরবুদ্ধি হইয়া বালিকা-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন যে অষ্টমবর্ষ অথবা নবমবর্ষ সময়েই বালিকা শরীরে নারীগত ভাবের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হয়। যখন বালক এবং বালিকা এই উভয়ের শরীরের প্রকৃতি দেখা যায় তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অষ্টম অথবা নবম বর্ষীয় বালক পরম হংসবৎ নির্দ্বন্দ্বই থাকে; কিন্তু অষ্টম অথবা নবম বর্ষীয়া কন্যা আপনি আপনার দেহকে নারী শরীর জ্ঞান করিয়া লজ্জা, শীলতা, সংকোচ প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া যায়। ফলতঃ যে সময় হইতে নারীশরীরে নারীগত চঞ্চলতার উদয় হওয়া সম্ভব, সেই সময় তাহার বিবাহ দিলে সেই নারীশরীরের পূর্ণ শুদ্ধতা স্থাপন করিবার উপায় হইতে পারে। অজ্ঞানান্ধ জীবের নিমিত্ত সংস্কারই বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ, অতএব আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমূহ সংস্কার সমূহকে এতই পরমাবশ্যকীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণে গৃহস্থগণের নিমিত্ত দশবিধ সংস্কার বিধি এরূপ দৃঢ়তার সহিত নির্ণীত করা হইয়াছে। মনুষ্য চিত্তের উপর সংস্কারের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। যেরূপ আলবাল বন্ধন দ্বারা জলস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ সেই জলস্রোত সেই সময় আলবালের বাহিরে প্রবাহিত না হইয়া সরলতার সহিত এক স্থান হইতে অপরস্থানে প্রবাহিত হয়, ঐ নিয়মানুসারে সংস্কার দ্বারা সীমাবদ্ধ চিত্ত পুনরায় নানাদিকে গমন করিতে পারে না এবং সেই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারানুসারে আপনার স্বধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হয়। অপিচ যে সময়ে নারীদেহে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহার পূর্ব্ব হইতে যদি বালিকার অন্তঃকরণকে বিবাহ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া সীমাবদ্ধ করা যায় তবে পুনরায় নারীশরীরে অপবিত্রতার দোষ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

---

* অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্দ্ধং রজস্বলা। মহর্ষি পরাশর॥

বিজ্ঞাপন।

নিগমাগম বুক ডিপো।

ধর্ম্মনিকেতন, কাশী।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এই ডিপোয় পাওয়া যায়।

অবধূত গীতা—মহর্ষি দত্তাত্রেয়কৃত। মূল, বঙ্গানুবাদ, জীবনচরিত ও মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ জানিবার উপায় সমেত আর্য্য শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থ, ভারতবর্ষের যোগীদিগের হৃদয়ের ধন। উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা।

১। আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ—এই গ্রন্থে সমস্ত রোগের নিদান ভেদে চিকিৎসা, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী, পরিভাষা প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ও পথ্যাপথ্য, বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৬।৷০ ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

২। দ্রব্যগুণ—এই পুস্তকে চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহার্য্য ও আহারীয় সমস্ত দ্রব্যের গুণ, তাহাদের পর্য্যায় এবং বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী ও তেলেগু, তামিল, কর্ণাটক, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় তাহাদের নাম এবং ডাক্তারী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

৩। পাচন সংগ্রহ—এই গ্রন্থে রোগের লক্ষণ এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ভেদে প্রত্যেক রোগের পাচন, মুষ্টিযোগ, ঔষধ, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও মোদক সমস্তই দেওয়া হইয়াছে এবং কি অনুপানে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৷৷০ আনা ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

৪। চরক সংহিতা—দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত সুবিস্তৃত সূচী পত্রসহ রয়েল ৮ পেজী ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৫৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

৫। ঐ (বঙ্গানুবাদ)—মূল্য ৫৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

৬। সুশ্রুত সংহিতা—মূল্য ৩৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷৵০ আনা।

৭। ঐ (বঙ্গানুবাদ)—মূল্য ৩৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷৵০ আনা।

৮। সটীক মাধব নিদান—বঙ্গানুবাদসহ মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

৯। ঐ (বঙ্গানুবাদ)—মূল্য ৷৷০ আনা।

১০। চক্রদত্ত—আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থ যত প্রকার আছে তন্মধ্যে চক্রদত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টীকা ও টিপ্পনী সহ। মূল্য ৩৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷৵০ আনা।

১১। ঐ (বঙ্গানুবাদ)—মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷৵০ আনা।

১২। আয়ুর্ব্বেদ প্রদীপ—যাহাতে সকলেই চিকিৎসা শিখিতে পারেন এবং সহজে সকল রোগের তথ্য অবগত হইতে পারেন, এরূপ নূতন ধারণে সরল বঙ্গভাষায় লিখিত ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৷০ আনা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

সুগম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্। (পদ্যবিরচিতম্) ইহা পাঠ করাইলে শিক্ষার্থীদিগের সময়ের অযথা অপব্যবহার রহিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সহজে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে। মূল্য ৷৷৵০ আনা। ডাঃ মাঃ ৴০

ধাতু রত্নমালা তথা অভিন্ন ধাতুরূপম্। অদাদ্যন্তদিক্রমে সমস্ত ধাতুর গণ এই পুস্তকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা সংস্কৃত কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারী। মূল্য ।৵০ আনা। ডাঃ মাঃ ৴০

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭

২৬শ ভাগ। ৭ম ও ৮ম সংখ্যা। | চৈত্র ও বৈশাখ। | সন্ ১৩১২ ও ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৬ খৃঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণ তাণ্ডব স্তোত্রম্।

—:*:—

চামরচ্ছন্দঃ।

হিরণ্যগর্ভশঙ্করপ্রভৃত্যশেষনির্জর-
প্রমোহ রূঢ়দর্পকপ্রসূনচাপদর্পহা।
জয়ত্যদভ্রকীর্ত্তিকঃ স কীর্ত্তিনন্দিনীপতিঃ,
প্রকৃষ্টগোপসুন্দরীসুরাসলাসমণ্ডলঃ ॥ ১

যিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রমোহরূঢ় দর্পকারী প্রসূনচাপ (কামদেব) দর্প দূর করেন এবং রাস বিলাস ভূষিতকারী; অতএব যাঁহার এরূপ বর্দ্ধিত কীর্ত্তি, সেই কীর্ত্তিনন্দিনীর (রাধা) পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বোৎকর্ষরূপে বিদ্যমান আছেন।

করালকুণ্ডলিস্ফটাকটাহমধ্যসঞ্চর-
দ্বিষপ্রভঞ্জনাকুলস্ববৎসযূথপালকম্।
সুমুঞ্জপুঞ্জসঞ্চরদ্ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়ার্ত্তনৈচিকীকুলপ্রমোচকং ভজে ॥ ২

যিনি ভীষণ অঘাসুরের ফণাসমূহ হইতে বাহির হইয়া বিষজ্বালাযুক্ত বায়ুর দ্বারা ব্যাকুল আপনার গোবৎসযূথ পালন করিয়াছিলেন, যিনি মুঞ্জারণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন, এবং ধগদ্ ধগদ্ ধগদ্ এইরূপ শব্দকারী অগ্নি হইতে ব্যাকুল ধেনুসমূহের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি।

অদভ্রমেচকচ্ছবিচ্ছটাকদম্বনির্জ্জিত-
দ্বিরেকবর্হিকন্ধরাতমস্তমালবর্ণকে।

স্ফুরত্তড়িদ্বরাম্বরপ্রভাবিধূতকল্মষে
ময়ূরপুচ্ছশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥ ৩

যিনি অত্যন্ত সুন্দর শ্যাম প্রভাসমূহের দ্বারা ভ্রমরকে পরাস্ত করেন, যিনি ময়ূরসমূহের স্কন্ধদেশ, অন্ধকার এবং তমালাদির বর্ণসম্পন্ন; দমিতবিজলী অপেক্ষাও সুশোভিত বস্ত্রসমূহের শোভার দ্বারা ভক্তদিগের কল্মষ (পাপ) দূর এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেন এই রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে আমার [illegible] সর্ব্বদা অবস্থান করুক।

কলিন্দনন্দিনীতটস্ফুরচ্ছরৎসুকৌমুদী-
প্রমত্তরাগণপ্রমুৎপদপ্রচণ্ডতাণ্ডবে।
বৃষার্কভূপনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ব্রজেন্দ্রজে মতির্ম্মম ॥ ৪

যিনি কালীন্দী তটোপরি প্রকাশমান শরচ্চন্দ্রালোক মধ্যে গোপীপ্রধানা চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি গোপীদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী তাণ্ডব নৃত্যশীল, যিনি বৃষভানু-নন্দিনীর বক্ষঃস্থল মুক্তাহারাদি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিবার একমাত্র শিল্পী, সেই শ্রীনন্দনন্দনে আমার বুদ্ধি অবস্থিত হউক।

সহস্রবক্ত্র সারদাদাশেষদেবনারদা-
দিকর্ষিশেখরপ্রসূনচর্চিতাঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ।
মহীরুহেন্দ্রমালয়া নিবদ্ধকম্বুকন্ধরঃ
শ্রিয়ে চিরায় জায়তাং হরির্জ্জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥ ৫

সহস্রবক্ত্র (শেষনাগ) এবং সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেবতা এবং নারদাদি ঋষিগণের মস্তকের পুষ্পসমূহ হইতে দ্বারা যাঁহার কম্বুগ্রীবা কল্পবৃক্ষের মালার দ্বারা সুশোভিত, যিনি জগৎ পালন রূপী ধুরাকে ধারণ করেন এরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা আমার কল্যাণার্থ আবির্ভূত হউন।

করালকালকূটকালিয়স্ফটাসুসঞ্চরৎ-
পদপ্রপাতদুর্ঘটাঙ্ঘ্রিমুৎকটপ্রভং হরিম্।
নিলিম্পসিদ্ধকিন্নরধ্বননমৃদঙ্গঝর্ঝর-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্ত্তিতপ্রচণ্ডতাণ্ডবং ভজে ॥ ৬

করাল কালকূট যুক্ত কালিয়নাগের ফণাসমূহের উপর নৃত্যশীল যাঁহার চরণ বজ্রপাত অপেক্ষাও দুর্ঘট এবং ক্রোধ অপেক্ষাও উৎকট প্রভা, যে হরি দেবতা, সিদ্ধ, কিন্নর কর্ত্তৃক ধ্বনিত মৃদঙ্গ ঝাঝরাদির ধ্বনির তালে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন, সেই হরিকে সেবা করি।

সুরাসুরেন্দ্রদুর্জ্জয়দ্বিজেরিতাস্ত্রসম্ভব-
ধ্বনংজয়স্ফুলিঙ্গভাপ্রদগ্ধপাণ্ডুপালকম্।

প্রদেশিনি নিদেশনচ্ছলাস্তকৌরবায়ুষং
ধনঞ্জয়স্য সারথিং নমামি নন্দবালকম্ ॥ ৭

দেবাসুর দুর্জ্জয় অশ্বত্থামা প্রেরিত শরাগ্নি প্রভা প্রদগ্ধ পাণ্ডবদিগকে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি পাণ্ডবদিগের জন্য ছলপূর্ব্বক ভীষ্ম দ্রোণাদি কৌরব পক্ষের আয়ু শেষ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

দরেন্দ্রচক্রপঙ্কজেষু চাপখড়্গখেটক-
স্ফুরদ্গদাধরং রমাবিরাজমানবক্ষসম্।
নবীননীরদচ্ছবিচ্ছটাস্তকোটিমন্মথং
পিনদ্ধকণ্ঠকৌস্তুভং নমামি দেবকীসুতম্। ৮

পাঞ্চজন্যশংখ, সুদর্শনচক্র, গদা, বাণ, শার্ঙ্গধনু, খড়্গ ঢাল এবং দানব রুধির দ্বারা প্রকাশমান গদা যিনি ধারণ করেন, যাঁহার বক্ষস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, যাঁহার নবীন নীরদ বরণ প্রভায় কোটী মন্মথ অস্তমিত হয়, যিনি কণ্ঠে কৌস্তুভ ধারণ করেন, সেই দেবকীসুতকে নমস্কার করি।

রতীশতাতমিন্দিরাপতিং কপীশমর্দ্দনা-
নুজং শচীশশক্তিধাতৃবিধীশসংস্তুতাঙ্ঘ্রিকং।
কুরু প্রচণ্ডবাহিনী সমুদ্রগাবগাহনং
বকাঘপূতনাহনং নমামি বীশবাহনম্। ৯

যিনি রতীশতাত (প্রদ্যুম্নের পিতা) ইন্দিরার পতি, কপীশমর্দ্দনের (বলরাম) অনুজ ইন্দ্র, শক্তি, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যাঁহার পদে স্তব করিয়া থাকেন, যিনি প্রচণ্ড কৌরব বাহিনী-রূপ সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছিলেন, যিনি বক, অঘ এবং পূতনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই গরুড় বাহন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

ক্রমশঃ -

(রাজপণ্ডিত) শ্রীঅর্জ্জুন দত্ত শর্ম্মা,
সনেথিয়া।
রাজ করৌলী রাজপুতানা।

স্থূল দেহের পরিণাম চিন্তা।

জীব, শীঘ্রই তোমার স্থূল দেহের শেষ হইবে, অতএব তোমার নিজের অবস্থা ভাল রূপে পর্য্যালোচনা কর। আজ তুমি আছ, কিন্তু হয়ত কল্য কালের কবলে তোমায় পড়িতে হইবে। যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তার পর আর কেহ

তোমার বিষয়ে হয়ত আলাপ করিবে না। কিন্তু জীব তুমি কতই নির্ব্বোধ! তুমি বর্ত্তমান বিষয় লইয়া অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাস, ভবিষ্যতে তোমার কি দশা হইবে তাহার বিষয় এক বারও চিন্তা কর না। তোমার এ প্রকার ভাবে জগতে কার্য্য করা কর্ত্তব্য যেন অদ্যই তোমার শেষ দিন উপস্থিত হইবে। যদি ঐ প্রকার কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু ভয় হইবে না। জীব, তুমি মৃত্যুকে এড়াইতে পারিবে না। যদি শত্রুকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে এই জগৎ সংসারে সদ্ভাবে কার্য্য কর। অহঙ্কার করিও না। কোন প্রকার তমোগুণ যেন তোমাতে না থাকে। যদি তুমি অদ্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে না পার, তাহা হইলে কল্য যে তুমি পারিবে তাহার নিশ্চয় কি? নিশ্চিত পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয় কেহ কি বলিতে পারে? কি করিয়া তুমি জানিতে পারিবে, কল্য তুমি জীবিত থাকিবে? আপনার মনকে সৎপথে চালিত করিতে না পারিলে, অধিক দিন জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি সুখে মরিতে চাও, তাহা হইলে যত পার তোমার নীচ বাসনা সকল ক্ষয় কর। বাসনা ক্ষয় না হইলে সুখে মরিতে পারিবে না। মৃত্যুর পরও ঐ সমুদায় নীচ বাসনা তোমায় কষ্ট দিবে। তখন ত তোমার স্থূল শরীর থাকিবে না, সুতরাং কার্য্য করিবে কে? সেই জীবই অতি সুখী, যিনি নিত্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। যদি তুমি কাহাকেও মরিতে দেখ, তাহা হইলে মনে করিও যে তোমাকেও ঐ প্রকারে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে মনে করিবে যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তোমার এই স্থূল দেহের অবসান হইতে পারে। সন্ধ্যা আসিলেও তুমি বলিতে পার না যে কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। এই নিমিত্ত সর্ব্বদা তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এরূপ ভাবে তোমার জীবন অতি-বাহিত করিবে যেন মৃত্যু সময়ে তোমার গত কার্য্যের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে না হয়। আজ কেহ অস্ত্রাঘাতে মরিতেছে, কল্য কেহবা আহার করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতেছে, এই প্রকারে অনেককে অকালে দৈব ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতে দেখা যায়। মৃত্যুর কালাকাল নাই। মৃত্যু যখন আসিবে, তখন সে কাহারও কোন আপত্তি শুনিবে না।

রূপবন্! কেন তুমি তোমার রূপের জন্য অহংকার করিতেছ? দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চুপে চুপে হাসিতেছ এবং মনে মনে বলিতেছ যে তোমার অপেক্ষা এ জগতে কেহই সুশ্রী নাই। সময়ে সময়ে তুমি আপনার রূপের অহংকারে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে চাও না। তুমি জগতের সকলকে

কুৎসিত ও কদাকার মনে কর। ইহা তোমার অতিশয় ভ্রম! রাত্রিকালে গগন-মণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখ, উহা তোমা অপেক্ষা কত সুশ্রী! উদ্যানে পুষ্পসমূহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, তোমার রূপকে তাহারা লজ্জা দিতেছে। বৃক্ষ-শাক্ষায় বিহঙ্গমগণের দিকে চাহিয়া দেখ তোমার ভ্রম ঘুচিবে। তবে কেন তুমি এ প্রকার মনে কর? তুমি কি আপনার ভ্রম দেখিতে পাও না? তুমি কি মনে কর যে চিরকাল তোমার এ সৌন্দর্য্য থাকিবে? হয় ত রোগে তোমার এ প্রকার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যদিও রোগে না নষ্ট হয়, তাহা হইলে কিছু কাল পরেও তোমার এ প্রকার সৌন্দর্য্য থাকিবে না। তুমি কি আপন চক্ষে দেখ নাই যে, কত বৃদ্ধ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন? কত সুন্দরী উৎকট রোগে শ্রীহীনা হইয়া পড়িয়াছেন? চক্ষের সমক্ষে দেখিয়াও কেন এত অহংকার করিতেছ? যখন তোমার মৃত্যু সময় নিকটে আসিবে, তখন তোমার এ প্রকার অহংকার কোথায় থাকিবে? সেই অন্তিমকালে তোমায় যে ধূলায় শয়ন করিতে হইবে। তোমার এই সোণার শরীর পুড়িয়া ছাই হইবে। বৃথা অহংকার ছাড়, মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা কর।

মহারাজ! আপনি কি মনে করিতেছেন যে চিরকাল এরূপ ভাবে যাইবে? আপনার শরীর কি এই প্রকার থাকিবে? এই শরীরের জন্য কতই যত্ন করিতেছেন! কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও কষ্ট অনুভব করিতেছেন! আপনার আহারের জন্য কত প্রকার উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, আপনার সেবার জন্য কত দাসদাসী নিযুক্ত রহিয়াছে, কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটী হইলে পরিচারক ও পরিচারিকাগণের উপর কতই অযথা ভ্রূকুটী করিতেছেন, দুর্ব্বল প্রজাগণের উপর কতই অত্যাচার করিতেছেন, চাটুকারগণের মিথ্যা তোষামোদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছেন, অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন না, নয়ত কোষাগারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। সতত আমোদ প্রমোদ লইয়াই জীবন যাপন করিতেছেন, একবার ভ্রমক্রমেও জগজ্জননীকে ডাকিতেছেন না, আপনি মহারাজা, আপনার এত ভ্রম কেন। আপনি কি জানিতে পারিতেছেন না যে, এ সংসার অনিত্য। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তবে কেন জানিতে পারিয়াও এই অনিত্য জগতকে নিত্য ভাবিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিতেছেন? কিছু দিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছেন এবং কবে যে সেই কিছু দিনের শেষ হইবে, তাহাও জানিতে পারিতেছেন না। ঐ কিছু দিনের শেষ হয়ত অদ্যই হইতে পারে। ঐ কিছু দিনের উপর আপনার কোন হাত নাই, তবে কেন অহংকারে

মত্ত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন? আপনি যে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া শান্তি পাইতেছেন না, মৃত্যু হইলে সেই শরীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, যে মুখে আপনি বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী দিয়াছিলেন, সেই শ্রীমুখে মক্ষিকা প্রভৃতি প্রবেশ করিবে, যে শরীর কত দাস দাসীতে পরিষ্কৃত করিত, সেই সুন্দর শরীর ভস্ম হইয়া যাইবে, যে হস্ত দ্বারা দাস দাসীগণকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, সে হস্ত অবশ হইয়া যাইবে। সময় হইলে মৃত্যু, সাধারণ লোকের ন্যায়, মহারাজা বলিয়া আপনাকে ভয় করিবে না। তাহার নিকট রাজা ও দরিদ্র প্রজা নাই, তাহার দয়ামায়া নাই, সে কত স্নেহবতী জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া শিশুকে গ্রাস করিয়াছে। সে সতত কাহাকেও না কাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। এই প্রকার সংসারের সমস্তই অনিত্য জানিয়া অহংকার পরিত্যাগ করুন। সৎকার্য্য করুন, পরিণামে সুখী হইবেন। আপনার সমস্ত খেলা এই স্থানে শেষ হইবে না। যাহাতে মৃত্যুর পর সুখে কাল কাটাইতে পারেন সেই প্রকার কার্য্য করুন, অর্থের সদ্ব্যবহার করুন, দরিদ্র প্রজাদিগকে আর পীড়ন করিবেন না, সকলের উপর সদয় ব্যবহার করুন, সৎকার্য্য ফলই আপনার সঙ্গে হইবে, আর সমস্ত পড়িয়া থাকিবে। মনকে দৃঢ় করুন, আর বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না, জগতের জীবের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করুন, জগজ্জননী কৃমি কীটেরও সেবা করিতেছেন, আর আপনি কি মনুষ্যের কল্যাণে রত হইতে পারেন না? অভিমান পরিত্যাগ করুন, মহারাজা বলিয়া অভিমান করিলে কোন কার্য্য হইবে না। যদি বড় হইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাকে ছোট জ্ঞান করুন। ছোট না হইলে, আন্তরিক কেহ বড় বলিবে না। চাটুকারগণ আপনাকে বড় বলিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকে আপনাকে আন্তরিক বড় বলিবে না। হয়ত সাধারণ লোক ভয়ে আপনাকে বড় বলিতে পারে, কিন্তু আপনার উপর তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকিবে না। যাহাতে তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন সেই প্রকার কার্য্য করিতে রত হউন। আর কেন? আপনি ত বুদ্ধিমান, সকলই বুঝিতে পারিতেছেন।

একি জীব! অদ্য তোমায় এত বিমর্ষ দেখা যায় কেন? কল্য তোমার কত আনন্দ ও কত উৎসাহ ছিল, কিন্তু অদ্য এ কি বিপরীত ভাব! কল্য তোমার একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য এত আনন্দিত দেখা গিয়াছিল কিন্তু অদ্য কালের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই কন্যাকে বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছ! যে কন্যার উপর তুমি কতই আশা করিয়াছিলে অদ্য তাহাকে শ্মশানে আনিয়াছ! যে কন্যার পীড়া হইলে তুমি

কত ব্যস্ত হইতে, যাহার স্বচ্ছন্দের জন্য তুমি অর্থব্যয় করিতে কাতর হইতে না, অদ্য তাহার কি ভয়ঙ্কর পরিণাম!! যাহা তুমি কখন স্বপ্নেও ভাব নাই অদ্য তাহাই হইল! কল্য তুমি যে কন্যার বিবাহের জন্য বাসর শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার মন্দভাগ্য বশতঃ অদ্য মৃত্যু তাহার জন্য কাষ্ঠ শয্যা প্রস্তুত করিল! যে মাল্য, যে বস্ত্র, যে সমস্ত গন্ধদ্রব্য তুমি তোমার একমাত্র আদরের কন্যার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, অদ্য কি সেই সমস্ত ভস্ম করিতে আনিয়াছ? যে বন্ধুগণ তোমার আনন্দে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্তই অদ্য তোমার দুঃখে কাতর হইতেছেন। যে সকল পুরস্ত্রীগণ কল্য কত আমোদ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহারাই বক্ষে করাঘাত করিতেছেন। তোমার দাস দাসীগণ কতই আশা করিয়াছিল, কিন্তু অদ্য তাহারা সে আশায় বঞ্চিত হইল।

জীব, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কেন অহংকার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না? ছি ছি, অহংকার ত্যাগ কর। অহংকার তোমার শোভা পায় না। তুমি কে তাহা একবার ভাব দেখি! আত্মভাবটী ভাব দেখি। এ জগতে যাহা দেখিতেছ তাহা নিত্য মনে করিতেছ, পুত্র গুণবান হইয়াছে, তোমার আর ভাবনা কি! পুত্রের অহংকার করিতেছ কিন্তু হয়ত তোমার পুত্রই তোমার শত্রু হইতে পারে। তোমার পুত্র হইতেই তুমি অসুখী হইতে পার। পুত্র হইতে তুমি যে সুখী হইবে মনে করিতেছ, তাহা কি তুমি নিশ্চয় জান? যাহা নিশ্চয় না জানিতে পার তাহার জন্য এত আশা কর কেন? এবং তাহার জন্য এত অহংকারই বা কেন? সংসার অনিত্য, কিছুরই স্থিরতা নাই, তবে এই অনিত্য লইয়াই কেন মিছামিছি বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ? যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য জ্ঞান কর কেন? এ প্রকারে মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিলে ভবিষ্যতে তুমিই অশান্তি পাইবে। এই জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কালক্রমে সমস্তই ধ্বংস হইবে। ধন বল, মান বল, যৌবন বল, রূপ বল, দেহ বল সমস্তই অনিত্য। স্বভাবের দৃশ্য দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর। জগতের সমস্ত বস্তু দেখিয়া মনে মনে বিচার কর তাহা হইলে অহংকার ও অভিমান ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে। গগনমণ্ডলে পূর্ণ চন্দ্র উদয় হইয়াছে দেখ। উহার কিরণ মহারাজা যে প্রকার ভোগ করিতেছেন, একজন সামান্য দরিদ্র পর্ণ কুটীরে থাকিয়াও সেই প্রকার ভোগ করিতেছে। উদ্যানে সুন্দর পুষ্পের দিকে দেখ, উহা ধনী ব্যক্তিকে যে প্রকার সৌরভ দান করিতেছে, দরিদ্রদিগকেও সেই প্রকারে আমোদিত করিতেছে। নদীর দিকে চাহিয়া দেখ, নদী অহংকার ও অভিমান বশতঃ কাহাকেও বঞ্চিত করিতেছে না, সমান ভাবে সকলেরই সেবা

করিতেছে। জগজ্জননী মানবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ সমস্ত ঐ রূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! কেবল হতভাগ মনুষ্য নামধারী জীবদিগের ভিতর ইহার পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও অহংকার! তোমার দেহের অনিত্যতার বিষয় ভাব তাহা হইলে অহংকার আপনা আপনি দূরে যাইবে। মৃত্যু নিকট—সাধু বাক্য কি মনে নাই?

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

আর্য্য, আপনি আত্মজ্ঞানী। আপনি আমাদের আরাধ্য দেবতা। নিষ্কাম কর্ম্মযোগই আপনার পন্থা। জগতের কল্যাণের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিষ্কাম ভাবে পরোপকার করাই আপনার মহাব্রত। আপনার অভিমান নাই, সদাই সহাস্য বদন। ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই হউক কিম্বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারাই হউক কেবল নিজের শরীর রক্ষা করেন মাত্র, কারণ নিজের শরীর কোন প্রকারে রক্ষা না হইলে আপনার নিষ্কাম ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। সৃষ্টি কালে যেমন ব্রহ্মার মনে ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তিই তাঁহার মনকে চঞ্চল করিয়াছিল, এবং ঐ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রকার জগতে কর্ম্ম করিতে হইলে মন চঞ্চল হইয়া থাকে বটে কিন্তু সে চঞ্চলতায় আত্মার উন্নতি হয়, কারণ এ যে নিষ্কাম কর্ম্ম! ইহাতে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। হে মানব উপাধিধারী জীব! এই সাধু জীবন আলোচনা করিয়া পরহিতে রত হও। কিছু দিন পরে তোমার এই সাধের দেহ ভস্ম হইয়া যাইবে। দেহের পরিণাম ভাব, মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ কর, নিষ্কাম ভাবে সংসারের সেবা কর, নিষ্কাম ভাবে স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি দশজন প্রতিপালন কর। স্ত্রী, পুত্র এবং দশ জনের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করিও না, তাহা হইলে মনে অশান্তি হইবে।

যিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মযোগী ছিলেন, আজ তাঁহার অবস্থা দেখ! সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! দেখ, তিনি স্থাণুর ন্যায় বসিয়া আছেন, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। কাহার সহিত কথা কহিবার অবসর নাই। যাঁহাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্কাম যোগী দেখিয়াছিলে, আজ তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মও নাই। সতত ব্রহ্মময়ীর চিন্তায় মগ্ন। বৃক্ষ যদি স্থির থাকে তাহা হইলে তাহার পত্র পর্য্যন্ত

নড়ে না, সেই প্রকার তাঁহার মন মায়ের পাদপদ্মে স্থির রহিয়াছে; এমন কি নিষ্কাম কর্ম্ম চিন্তায়ও তাঁহার মন বিচলিতহয় না। এখন যদি তাঁহার গাত্রে কেহ সূচিকা বিদ্ধ করিয়া দেয় তথাপি তিনি অনুভব করিতে পারেন না, কারণ বাহ্যিক কোন বিষয়ে তাহার মন নাই। তিনি নিজেই আনন্দে বিভোর আছেন। জীব, সাধুর এই অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্ম রাজ্যে অগ্রসর হইতে যত্ন কর। এই অনিত্য দেহ কোন্ সময়ে যে নষ্ট হইয়া যাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অনিত্য দেহের মায়া আর কেন কর? যাহাতে পরকালে সুখে থাকিতে পার সেই প্রকার পুণ্য সঞ্চয় কর। ৫০ বৎসর ধরিয়া সংসার করিয়াছ এখন উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে অগ্রসর হও, দেহের পরিণাম চিন্তা কর।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা।

:০:

আজ কাল ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মেরনি গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক ও সে জন্য অল্প বিস্তর উদ্‌যোগী। কিন্তু অনেকেই আধুনিক ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূলভিত্তি পুরাণ তন্ত্রাদির বিশেষ আলোচনায় ও তাহার নিগূঢ় অর্থ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। বিশেষ আজ কাল তাদৃশ শাস্ত্ররহস্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর সংখ্যা বিশেষ বিরল না হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই শাস্ত্র মর্ম্ম ব্যাখ্যা ব্রতে ও লোকশিক্ষা কার্য্যে প্রায় নিতান্ত উদাসীন দেখা যায়। সুতরাং শাস্ত্র নিহিত নিগূঢ় রহস্য সাধারণ লোকসমাজে অপ্রখ্যাতই রহিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় উপদেশাভাবে অধিকাংশ আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সাধারণ অনাস্থা পরিলক্ষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, যে পুরাণ তন্ত্রোল্লিখিত কোনও ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন, বরং কুসংস্কার-প্রণোদিত বলিয়া, তাহাদিগের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনে বদ্ধ পরিকর হ'ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিতদিগের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলিলে বোধহয় নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মতে তাঁহাদিগের বিশেষ অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইলেও, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মূলতত্ত্বে তাঁহাদিগের মধ্যে কাঁহাকে কাহাকেও বিশেষ আস্থাবান দেখা যায়; এবং এই তত্ত্ব কিরূপে কোথা হইতে বিশদরূপে অবগত হইতে পারা যায় তাহা জানিবার জন্য, তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অদম্য ধর্ম্মপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া

কেহ বা যোগমার্গকে প্রকৃষ্ট পন্থাজ্ঞানে ভগবান পতঞ্জলি প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া, অজ্ঞান তিমিরাপহারী সদ্‌গুরুর অভাবে কৃচ্ছ্র হটযোগে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শরীর ক্ষয়ে প্রবৃত্ত হ'ন, কেহ বা যুক্তিবাদ মূলক আশুমনোহারী সাংখ্যশাস্ত্রকে পরম উদার মত জ্ঞানে তাহারই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে নিরীশ্বর বাদেই ধর্ম্মজ্ঞানের পর্য্যবসান করেন, কেহবা ব্রহ্মাত্মবাদী সংসারমায়া বিধ্বংসী ভগবান বাদরায়ন মীমাংসিত মতকে সর্ব্বদর্শন সারভূত সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট মার্গে গমনে উদ্যুক্ত হইয়া জীব ও জগৎ উভয়ই মিথ্যা, এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অধিরূঢ় হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন; ও তাঁহার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বেদান্ত শাস্ত্রের ভিত্তি উপনিষৎ শ্রুতিকেই চরম বিজ্ঞান প্রতিপাদক ও শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্র জ্ঞানে, যথার্থ অর্থ জ্ঞানে অসমর্থ হইয়াও কেবল মাত্র তাহার আবৃত্তিতেই মনোনিবেশ করেন। অবশেষে কতকটা আপনাদিগের বুদ্ধির জড়তাবশত, কতকটা বা এতাদৃশ উচ্চাঙ্গ অধ্যাত্ম শাস্ত্রাদির পঠন পাঠনাদির বিরল প্রচারে জগতের সারভূত পরাবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষদ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায়, উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তির কোন সহজ উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া একেবারে নিরাশা সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

কেহবা পাশ্চাত্যদিগের মুখে পর্য্যন্ত প্রাচ্যদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থের সনাতনত্ব বা অতি প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে দেখিয়া, বেদ শাস্ত্রে একেবারে আস্থাশূন্য হইতে পারেন না। সুতরাং শ্রুতি শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবান হইয়া বৈদিকতত্ত্ব জানিবার জন্য কাহাকে কাহাকে বিশেষ উন্মুখ দেখা যায়। কিন্তু দরিদ্রের দানেচ্ছার ন্যায়, তাঁহাদিগের তত্ত্ববুভুৎসা হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত হইতে না হইতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থলে সভাসমর জয়ের জন্য নব্য ন্যায়রূপ শান প্রয়োগে তর্কশরের তীক্ষ্ণতা প্রতিপাদন ও নিশিতনিপাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্ম্মভেদ প্রণালী শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইলেও, বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মগ্রন্থাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির ও সাধারণ্যে শাস্ত্রীয় মত ব্যাখ্যার তাদৃশ প্রচার অধুনা আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া যে সমস্ত স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে, সেই নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় স্থানে রঘুনন্দন, বাচস্পতিমিশ্র বিরচিত কতকগুলি ব্যবস্থামূলক স্মৃতিগ্রন্থে, জগদীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের টীকাটিপ্পনীতে, ও মনোরমা, শেখর প্রভৃতি ব্যাকরণের কতকগুলি সময়ক্ষেপক গ্রন্থনিচয়ে ও দুই' চারিখানি কাব্য নাটকের পদ পদার্থ যোজনায় 'সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন' পর্য্যবসিত। অধ্যাপনোপযোগী মনীষি পণ্ডিতগণের অভাবেই যে শাস্ত্রচর্চ্চার এতাদৃশ মর্ম্মবিদারক দুরবস্থা ঘটিয়াছে, এ বিশ্বাস আমাদিগের না থাকিলেও, আজকাল শিক্ষার ও রুচির যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সময়োপযোগী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের দিকে অধ্যাপক ও যাজক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়াতেই, সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি রূপ মহান্ অনর্থ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই যেন মনে হয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ

যখন দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল, তখন বাল্য হইতে আমাদিগকে সংস্কৃত ভাষারই অনুশীলন করিতে হইত, সুতরাং কতকটা নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিলেই, কতকটা আত্ম-চেষ্টায় কতক বা গুরুর কৃপায় ক্রমশঃ আমাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি আলোচনা করিবার কতকটা সুযোগ পাইতাম। সে সময় আমরা অধ্যাপক শ্রেণী হইতে সহায়তাও যথেষ্ট পরিমাণে পাইতাম, কারণ তখন আমরা তাঁহাদিগের বিনীত ছাত্র ও একান্ত অনুবর্ত্তক ছিলাম। তাঁহারাও তখন রাজা ও সমাজের বৃত্তিভোগী ছিলেন, অতএব আগ্রহ সহকারে আমাদিগের শাস্ত্র চর্চ্চায় এবং আনুসঙ্গিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উন্নতি লাভে আমা-দিগকে সাহায্যকরা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। কিন্তু এখন সময়ের স্রোত প্রতাপগামী, আজকাল আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহাদিগকে প্রথম হইতে গুরুপদে বরণ করিবার সুযোগ বা অবসর পাই না। আমাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে যে নিদেশ বাক্য চিরন্তন কাল হইতে আবহমান রহিয়াছে, আমরা সব সময়ে তাহারও সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারি না; বরং দুই এক সময়ে সে গুলির প্রতি প্রকাশ্যভাবে অবমাননা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করি না। তাঁহারাও এখন আর সমাজের কল্যাণ সাধন জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত হন না, কাজেই তাঁহাদিগের উপর আমাদিগের আর সেরূপ আবদার বা দাবি দাওয়া চলে কই? তাই অত্যন্ত আক্ষেপ ও হতাশার সহিত বলিতে হয়, শিক্ষা বিপর্য্যয়ে বিকৃত মস্তিষ্ক আমাদিগের ধর্ম্মাচরণের পথ বলিয়া দিবার জন্য বুঝি কেহ নাই। আমরা সধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বর সেবক হই, ইহা বোধহয় সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরেরও অভীষ্ট নহে, নচেৎ যে পরম দয়াল বিশ্বপাতা আমাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ মাতৃস্তন্যে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদিগের আধ্যাত্মিক ক্ষুধানিরাসে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার আশু প্রতীয়মান উদাসীনতা উপলব্ধি হয় কেন? তাই মনে হয়, আমাদিগের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা সংশয়বাদে, অবিশ্বাসে, পাপাচরণে, হতাশায় ডুবিতে বসিয়াছি। আমা-দিগকে অধঃপতনোন্মুখ দেখিয়া যদি কোন সহৃদয় মহানুভব হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমাদিগের ধ্বংসের গতিরোধ করিতে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে বুঝিব, আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্যের সহিত সনাতন ধর্ম্মও অবনতি মার্গে নির্ব্বাধ প্রধাবিত হইতেছে।*

ক্রমশঃ—

বারাণসী প্রবাসী

শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়।

---

* শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের আশ্বাসবাক্যে আমাদিগের কিছু আশার সঞ্চার হয়। বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের ধর্ম্ম-প্রচারক পত্রে নবপ্রতিষ্ঠিত শারদামণ্ডলের প্রতিজ্ঞা পত্র (Prospectus) পাঠে আমরা অধিকতর আশ্বস্ত। আশাকরি স্বনাম প্রখ্যাত সভ্যগণ অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার সাধনে সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, বারাণসীস্থ 'মিত্রগোষ্ঠী' নামক সংস্কৃত সভা ও শারদামণ্ডল দ্বারা

একনাথ মহারাজ।

—:o:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২১। একনাথের জীবনের কয়েকটী বিশেষ ঘটনা।

(ক) কথিত আছে যে, তাঁহার পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, একনাথ কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। রন্ধন অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার সুগন্ধ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বাটীর বাহিরে গিয়াছিল। কয়েক জন শূদ্র একনাথের বাটীর নিকটস্থ পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহারা এই সুগন্ধ পাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তাহাদের কি দুর্ভাগ্য এমন সুস্বাদু দ্রব্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। এই কথা গুলি, একনাথের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি সেই লোক গুলিকে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে আনিয়া, তাঁহাদিগকে সেই সকল খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গণের জন্য পুনরায় আহার্য্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করাইলেন। ব্রাহ্মণগণ এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া অপমানিত বিবেচনা করিলেন, এবং একনাথের বাটীতে আগমন করিলেন না। একনাথ তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা একনাথের বাটীতে পদার্পণ করিলেন না। ইহাতে একনাথ অতীব ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং কি করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার অপরিচিত কয়েক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে আসিতেছেন। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া শুদ্ধাসনে বসাইলেন। তদনন্তর উঁহাদিগকে, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার অন্ন,

---

গৃহীত কতক গুলি বিষয়ের জন্য ৩।৪ বৎসর হইতে আয়োজন ও বলসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ও উৎসাহের অভাবে আজও তাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে গবেষণামূলক নূতন আকারের মিত্রগোষ্ঠী পত্রিকা নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার প্রচারে ও নবসংকল্পিত অনুসন্ধিৎসামূলক শিক্ষা দানার্থ একটি পুস্তকালয় বিশিষ্ট সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপনের উদ্যোগে তাঁহাদিগের অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের কিছু পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয় ছেন। আশা করি শারদ মণ্ডল ও মিত্রগোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টায় অপরাপর প্রস্তাবিত বিষয়গুলি অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধারণের অভাব মোচনে কৃতকার্য্য হইবে। এই জন্য উভয় সমিতির এক কেন্দ্রী করণ একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্যঞ্জনাদি দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ, কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রামের পর, একনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ একনাথের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত ব্রাহ্মণগণকে ভোজনান্তে একনাথের বাটী হইতে বহির্গমন করিতে দেখিলেন। পরে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষ। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণে বোধের উদয় হইল। তখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, একনাথ একজন ভগবান জানিত মহাত্মা, এবং তাঁহারা একনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের ক্রটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(খ) পৈঠনে, রাম নামে একজন শূদ্র বাস করিত। দেবতার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ছিল। একনাথের কথকতা শুনিবার জন্য সে প্রত্যহ সস্ত্রীক দেবালয়ে গমন করিত। জাতি সম্বন্ধে, একনাথের উদার ভাব শ্রবণ করিয়া, রাম বিবেচনা করিল যে, একনাথ তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, রাম, একনাথকে নিমন্ত্রণ করিল। একনাথ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিরূপিত সময়ে রামের বাটীতে গমন করিলেন। এই বিষয় অবগত হইয়া পল্লীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ রামের বাটীতে গমন করিলেন এবং তথায় একনাথকে ভোজন করিতে দেখিলেন। ব্রাহ্মণগণ কোন কথা না বলিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া গমন করিতে করিতে আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন, এবং রামের বাটীতে একনাথের ভোজনের কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন, যে হেতু, তাঁহারা একনাথকে তাঁহার নিজ বাটীতে দেখিয়া আসিয়াছেন। তখন সকল ব্রাহ্মণই একত্রে একনাথের বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা রামের বাটীতে আগমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে, একনাথ মুখশুদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ, একনাথকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় তিনি অন্তর্ধান করিলেন। কোথায় যে গমন করিলেন তাহা কেহ দেখিতে পাইলেন না।

(গ) কোন সময়ে পৈঠনের একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে যাইবার পূর্ব্বে, একনাথের নিকট এক টুক্‌রা স্বর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। একনাথ, দেবালয়কে, নিরাপদ স্থল বিবেচনা করিয়া সোণার টুকরাটী তথায়

রাখিয়া দিলেন। কিন্তু, ঘটনাক্রমে, দেবতাও নিবেদিত পুষ্পাদির সহিত তাহা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। উক্ত ব্রাহ্মণ পৈঠনে প্রত্যাগমন করিয়া, একনাথের নিকট সেই সোণার টুক্‌রাটী চাহিলেন। একনাথ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহা পাইলেন না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর একনাথের উপর রোষান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। একনাথ ইহা সহ্য করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে, একনাথ, বিনম্র বচনে, তাঁহাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে নদীর দিকে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর একনাথের সহিত গমন করিলেন। গোদাবরী তীরে উপনীত হইলে, একনাথ তথা হইতে কয়েকটী প্রস্তরের টুক্‌রা উঠাইয়া লইলেন, এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে তাহা হইতে তাঁহার দ্রব্যটী লইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিবেচনা করিলেন যে, একনাথ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি একনাথের কথা অনুসারে কার্য্য করা দূরে থাক্ তাঁহার উপর ক্রোধ ভাব প্রকাশ করিলেন। একনাথ তখন ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বিনয়ের সহিত এক টুক্‌রা প্রস্তর উঠাইয়া লইতে বলিলেন। একটী টুক্‌রা উঠাইবার পর, ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেখিলেন যে, উহা সুবর্ণ হইয়াছে।

২২। একনাথের গ্রন্থ রচনা এবং কাশীধামে প্রবাস।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপকার জন্য, একনাথ, মহারাষ্ট্রীর ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। উহার দুরূহ অংশ গুলিও বিশদ করিয়া দিতে লাগিলেন। উক্ত অনুবাদের দুই অধ্যায় সমাপ্ত হইলে, একজন ব্রাহ্মণ উহার প্রতিলিপি করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং প্রত্যহ উহা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর কাশীধামে গমন করিলেন, এবং তথায় অবস্থিতি কালে স্নানানন্তর গঙ্গার ঘাটে বসিয়া উহা প্রতিদিন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাস্নানে যাঁহারা আসিতেন 'তাঁহারা উহা আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন। একদা, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উহা শ্রবণ গোচর হইল। অনুবাদের মধুরতায় এবং ব্যাখার নিপুণতায় তিনি মোহিত হইলেন এবং একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট উহার উল্লেখ করিলেন। উক্ত সন্ন্যাসী, ভাগবতের অনূদিত দুই অধ্যায় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাহা তাঁহাকে দেখাইলেন। সন্ন্যাসীও উহার উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, কিন্তু একনাথের এ কার্য্যে তিনি অনুমোদন করিলেন না, যেহেতু আপামর সাধারণে অনূদিত ভাগবত পাঠ করিলে কেহ আর ভাগবদাচার্য্য

দিগকে অহ্বান করিবেনা, সুতরাং তাঁহাদের মর্য্যাদা ও অর্থ হানি হইবে। এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহার কোন শিষ্যের দ্বারা উক্ত অধ্যায় দুইটী গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। পরে, তিনি একখানি পত্রসহ তাঁহার একজন শিষ্যকে পৈঠনে পাঠাইলেন, এবং একনাথ মহারজকে ভাগবতের অনুবাদ লইয়া কাশীধামে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

পৈঠনে উপনীত হইয়া, উক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসীর পত্র একনাথ মহারাজকে দিলেন। একনাথ উহা পাঠ করিয়া, বিবেচনা করিলেন যে, উক্ত সন্ন্যাসী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। তখন ভাগবতের পাঁচ অধ্যায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। একনাথ তাহা লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার অনূদিত পাঁচ অধ্যায় সন্ন্যাসীকে দিলেন। সন্ন্যাসী উহা পাঠ করিয়া একনাথের যথেষ্ঠ সুখ্যাতি করিলেন, কিন্তু, বলিলেন যে, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি ভাল করেন নাই কেন না পৌরাণিক গণই ভাগবত-ব্যাখ্যাতা। ইহার প্রত্যুত্তরে, একনাথ বলিলেন যে, যাঁহারা সংস্কৃত অবগত নহেন তাঁহাদের উপকারার্থেই তিনি ভাগবতের অনুবাদ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং উহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। ইহার পর, পণ্ডিতগণের একটী সভা আহূত হইল। এই সভায়, সন্ন্যাসীর সহিত একনাথের শাস্ত্র বিষয়ক আলাপ হইতে লাগিল। স্বামীজী একনাথকে কয়েকটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, একনাথ সে সমুদায়ের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেন। পরে, একনাথ স্বামীজীকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু, স্বামীজী সে সকলের সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। এই বাগ্বিতণ্ডায় সন্ন্যাসী ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়াছিলেন, কিন্তু একনাথ ধীরভাবে তর্ক করিয়াছিলেন। শ্রোতৃগণ, একবাক্যে একনাথকে জয়পত্র দান করিলেন, এবং সেই অবধি তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। কাশীর পণ্ডিতগণের অনুরোধে একনাথ মহারাজ কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। এখানে তিনি ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি রুক্মিনী স্বয়ম্বর নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একনাথ যে এস্থানে কথা এবং কীর্ত্তন দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়াছিলেন, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

২৩। একনাথের পৈঠনে প্রত্যাগমন এবং গ্রন্থ রচনা ও সাধারণকে উপদেশ প্রদান।

পৈঠনে প্রত্যাগমন করিয়া একনাথ, মন্দিরে কথকতা আরম্ভ করিলেন, এবং

সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কয়েক খানি গ্রন্থও রচনা করিলেন, তন্মধ্যে ভাবার্থ রামায়ণ, যাহা কবিতায় লিখিত, তাঁহাকে মহাকবি রূপে পরিগণিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কাব্যখানি তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। রাম রাবণের যুদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য, তাঁহার পরলোক গমনের পর, ইহা শেষ করেন। এতদ্ব্যতীত, আত্ম-সুখ, হস্তামলক এবং আনন্দ লহরী তাঁহার কয়েক খানি গ্রন্থ। কিন্তু এ গুলি যে তিনি কোন্ সময় লিখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। একনাথ মহারাজের কয়েকটী উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(১) অন্তরের সহিত ভগবানের নাম লইবে। মৌখিক নাম গ্রহণে কোন ফল নাই। মুখে তাঁহার নাম লইতেছ অথচ অন্তর মধ্যে পাপ পোষণ করিতেছ, ইহা কপটতা।

(২) অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা দূর কর। বিঠ্ঠল (শ্রীকৃষ্ণ) যেন তোমার চিন্তার বিষয় হয়েন।

(৩) পবিত্র অন্তঃকরণ লইয়া ভগবানের পূজায় প্রবর্ত্ত হও।

(৪) পরিবার প্রতিপালন তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। আশ্রিত জনগণের প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন না করিয়া তুমি যদি অপরের দুঃখ মোচন করিয়া তোমার বদান্যতা দেখাও তাহা হইলে তোমার মহা পাপ করা হয়।

(৫) তোমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অপরের সাহায্য করিবে। উহার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করিওনা।

(৬) গৃহস্থ হইয়া কালযাপন কর, কিন্তু পার্থিব দ্রব্যাদির প্রতি তোমার যেন আধিক আসক্তি না থাকে।

২৪। একনাথের পরলোক গমন।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে একনাথ পীড়িত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার সময় উপস্থিত। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তিনি শীঘ্র সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, অতএব তাঁহাকে গোদাবরী নদীর তটে লইয়া যাওয়া হউক, এবং তাঁহারা সকলে হরিসংকীর্ত্তন করুন। একনাথের শিষ্যগণ তাঁহার গোদাবরী যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে একনাথ স্নানানন্তর, নিয়ম মত পূজা পাঠ করিলেন। ইহার পর তাঁহার শিষ্য ও সমবেত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লইয়া যাত্রা করিল। তিনি হরিনাম

করিতে লাগিলেন। গোদাবরী তীরে উপনীত হইলে, একনাথ দেখিলেন, অনেক গুলি নানা জাতীয় লোক একত্র হইয়াছে। তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে, তাহাদের ইচ্ছা তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সমবেত ব্যক্তিগণের আগ্রহ দেখিয়া, একনাথ কীর্ত্তন করিলেন। পরে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কয়েক বার "জয় জনার্দ্দন" উচ্চারণ করিয়া, সমাধিস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একনাথের শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ নদী হইতে উঠাইয়া তাহা দাহ করিলেন। এই স্থানে একটী সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ইহার অভ্যন্তরে একনাথের কাষ্ঠ পাদুকা স্থাপিত রহিল। এই দিনে, প্রতি বৎসর এখানে একনাথের স্মরণার্থ একটী উৎসব হইয়া থাকে।

২৫। একনাথের জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য।

এখন, একনাথ মহারাজের পবিত্র জীবন হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি, তাহার আলোচনা করা যাউক। একনাথ, তাঁহার গুরুদেব জনার্দ্দন পন্থকে যেরূপ সেবা ও ভক্তি করিতেন, তাহা অনুকরণীয়। ভৃত্য যেমন তাহার প্রভুর সেবা করিয়া থাকে, তিনি পাঠদ্দশায় তাঁহার সেই রূপ সেবা করিতেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। জনার্দ্দনপন্থ, ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে পর, একনাথ ভক্তিভাবে তাঁহার নাম লইতেন। বলিতে কি, সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বে, একনাথ "জয় জনার্দ্দন" "জয় জনার্দ্দন" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত লোক এবম্প্রকার সেবাকে হীনতা বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এবম্প্রকার সেবার দ্বারা শিষ্যগণ সর্ব্বগুণান্বিত হইতেন। এবং প্রাচীন কালের শিষ্যগণ, গুরু ভক্তির প্রভাবে বিনয়ী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একনাথ সেই প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া নম্রতা, ধীরতা এবং কার্য্যকুশলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে পৃথিবীর মহাপুরুষদের মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। কতকগুলি লোকের ধারণা এই যে, সংসার ত্যাগ না করিলে মোক্ষ লাভ হয় না। একনাথের জীবন এই মতটীর অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। একনাথ, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে যেমন ঈশ্বরে অটল ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বজনীন প্রেম দেখাইয়াছেন। মুক্তিকোপনিষদে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে এবম্প্রকার সার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন:— অন্তঃ শান্তঃ

সমস্নেহোভব চিম্মাত্র বাসনঃ॥ ২য় অধ্যায়। অর্থাৎ, অন্তঃকরণে শান্তিলাভ কর, সকলের প্রতি সমান রূপে স্নেহ প্রদর্শন কর এবং চিন্ময়ে বাসনা স্থাপন কর। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকলের প্রতি সমভাবে স্নেহ প্রকাশ, ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ এবং সংসারে অবস্থিতি করিলে উহা সম্যক্‌রূপে সাধন করা যায়। বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্ম্মধীরকে সংসারে থাকিয়া তাহার প্রলোভন সকলকে তুচ্ছ করিয়া, কষ্ট সকল সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিরা এবং অন্যের আচরিত নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদাচরণ দেখাইয়া মোক্ষ পথের পথিক হইতে হয়। নতুবা যিনি সংসারের জ্বালায় ব্যথিত হইয়া পলায়ন করেন, তিনি ভীরু—তিনি রণে ভঙ্গ দেওয়া সৈনিক।

একনাথের সময়, ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু তিনি সমধিক উদারতা দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন, কিন্তু একনাথ ব্রাহ্মণে এবং শূদ্রে কোন পার্থক্য দেখাইতেন না। তিনি উভয় বর্ণকে এক প্রকার খাদ্য প্রদান করিতেন, এবং উভয়কে তাঁহার বাটীতে সাদর সম্ভাষণ করিতেন। অধিক কি বলিব, তিনি যথেচ্ছাচার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধর্ম্মিক শূদ্রকে অধিক শ্রদ্ধা করিতেন। শাস্ত্রে আছে যে, ধার্ম্মিক শূদ্রের বাটীতে ভূদেব ভোজন করিতে পারেন। একনাথ রামার বাটীতে ভোজন করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ে ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত হয় নাই, যে হেতু, তাঁহারা প্রচলিত আচার ব্যবহারের দাস ছিলেন। কিন্তু একনাথ শূদ্রান্ন গ্রহণ করিয়া অপদস্থ হওয়া দূরে থাক, হিন্দু মাত্রেরই নিকট মহাপুরুষ রূপে পূজিত।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বদেশী আন্দোলন।

—:০:—

আজ সমস্ত জগতের অধিবাসী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধি নিপীড়িত নিরন্তর অন্নাভাবক্লিষ্ট, সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, দাসত্বোপজীবী, পরপদদলিত, নিতান্ত দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগের স্বদেশ শিল্পোদ্ধার সাধনে অনুরাগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। অনেকে মনে করিতেছেন, ভারতবাসীর স্বদেশ শিল্পোন্নতির প্রতি এই অনুরাগ, বিশেষতঃ বাক্যবীর বঙ্গবাসিপ্রমুখ এই স্বদেশী আন্দোলন জলবিম্ববৎ মুহূর্ত্ত পরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অনেকের বিশ্বাস, নানাবর্ণ ও জাতির দ্বারা বিভক্ত ভারতবাসীর মধ্যে কোন বিষয়ে ঐক্যতা সংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং এই আন্দোলনের অব্যবহিত ফল ভারতবাসীর ধ্বংস অথবা অধিকতর দুর্দ্দশালাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এদেশের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির

মনোমধ্যেও ভারতবাসীর ভবিষ্যজীবনের এই শোচনীয় ভীষণ পরিণাম অঙ্কিত হওয়ায় তাঁহারা কেহ বা নীরব, কেহ বা স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিকূল তর্ক পরায়ণ। প্রকৃত পক্ষে ভারতবাসীর যে ঘোর পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ঘোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ভারতবাসীর জীবন রক্ষা হইতে পারিবে, নতুবা আমেরিকার আদিম নিবাসী অর্থাৎ Red Indians অথবা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদিগের ন্যায় আত্মরক্ষায় অক্ষমতা প্রযুক্ত ভারতবাসীদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অধুনা ভারতবাসীরা যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আত্মরক্ষায় যেরূপ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, এবং দিন দিন অক্ষম হইতে অক্ষমতর হইয়া পড়িতেছে, অন্নাভাব বশতঃ তাহাদিগের শরীর দিন দিন যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, চমৎকারা অন্নচিন্তার কল্যাণে তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক যেরূপ ক্ষীণতা প্রাপ্তি পুরঃসর উদ্ভাবনী শক্তি বিহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে যদি তাহারা আত্মরক্ষায় আরও কিছুদিন উদাসীন থাকে, তবে আর এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের প্রকৃত অধিবাসী হিন্দু মুসলমানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগের স্থানে নানা বর্ণ মিশ্রিত সেবাধর্ম্মাবলম্বী একটী বর্ব্বর, একটী কৃষক জাতির উৎপত্তি হইয়া ভারতবাসী নামে পরিচিত হইবে। বৈদেশিক শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদিগের বহুশতাব্দী ব্যাপী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কঠোর অত্যাচারে ভারতবাসীর শিল্পবিদ্যা সমূহ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে, লৌহবর্ত্ম সমূহের প্রতিষ্ঠার দ্বারা নদী ও খাল সমূহ বিনষ্ট প্রায় হওয়ায় ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আজ ভারতের শিল্পীকুল মসিজীবী রূপে বিরাজ পূর্ব্বক প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে অক্ষম হওয়ায় নিরন্তর লাঞ্ছিত অথবা সামান্য কুলীর কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে আত্মোদর পোষণ করিতেছে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গণও ঐরূপ শোচনীয় দশায় উপস্থিত, কৃষক সম্প্রদায় কুলি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে তন্তুবায়ের গৃহ এক সময়ে নিরন্তর আনন্দোৎসব পরিপূর্ণ থাকিত, তাহারা এক্ষণে কেহ কুলিবৃত্তি এবং কেহবা কেরাণীবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, এই রূপ যে সকল কর্ম্মকার, যে সকল সূত্রধর স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে এবং সম্ভ্রমের সহিত জগতে বিচরণ করিতেন, আজ এদেশীয়দিগের উৎসাহাভাব এবং বৈদেশিক শিল্পীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎ পদ হওয়ায় তাঁহাদিগের বংশধরগণ মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই রূপে ব্রাহ্মণ হইতে সেবাব্যবসায়ী পর্য্যন্ত ভারতবাসীর সকল কার্য্যই প্রতিযোগিতার কণ্টকে নিতান্ত কণ্টকিত। অতএব এখনও যদি ভারতবাসী আপনাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনায় উদাসীন থাকে, এখনও যদি তাহারা আত্মরক্ষায় প্রণোদিত না হয়, এখনও যদি সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষায় উপেক্ষা এবং আত্মনির্ভরশীলতায় যত্নশীল না হয়, তবে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নিতান্ত পশুর ন্যায়, নিতান্ত বর্ব্বর জাতির ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

বৈদেশিক শিল্পের বিরুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম, দরিদ্র এবং দুর্ব্বল ভারতবাসীর উত্থান, বিশেষতঃ যে শিল্পের পশ্চাতে প্রবল ইউরোপীয় রাজশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান, পক্ষান্তরে দুর্ব্বল ভারতবাসীর শিল্পশক্তির প্রতি রাজশক্তির সহানুভূতি পর্য্যন্ত অভাব, পরন্তু সেই সকল

রাজকর্ম্মচারীদিগের—যাঁহাদিগের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীর ভাগ্যলিপির পরিবর্ত্তন এক মুহূর্ত্তেই সম্পাদিত হইতে পারে—সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজকর্ম্মচারীদিগের রোষকষায়িত আরক্ত নেত্র প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্য করিতেছে, সেই শিল্পের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর উত্থানে ভারতের সেই লুপ্ত শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়াস আপাত দৃষ্টিতে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও একটু বিচার করিয়া দেখিলে ভারতবাসীর পশ্চাৎ পদ হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

আহার ব্যতীত কোন প্রাণীরই জীবন রক্ষা হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবন ধারণ করিতে হইলে মনুষ্যের আহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন বলদেখি, যে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মনুষ্যের জীবন ধারণোপযোগী শস্যোৎপাদিত হয় না, ছলে বলে কৌশলে নানাবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই স্থানের অধিবাসীদিগকে যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয় সেই স্থান হইতে শস্যাদি সংগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর আর কি থাকিতে পারে? এই নীতি অনুসারে অস্মদ্দেশে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি নাগরিক পশু গৃহস্থের গৃহ হইতে দুগ্ধাদি চুরি করিয়া খায়, এবং ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু দস্যু তস্কর উভয় বৃত্তির সাহায্যে অন্যপ্রাণী শিকার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, এবং এই নীতি পরিচালিত হইয়া বর্ত্তমান ইউরোপ আজ কৌশলময় যন্ত্র শক্তির সাহায্য সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদন করিয়াছে—ছলে বলে কৌশলে সর্ব্বত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া বুভুক্ষিত সিংহ, ব্যাঘ্রের ন্যায় যে সকল স্থানে শস্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়, সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে কখনও বা বঞ্চিত করিয়া, কখনও বা প্রলোভিত করিয়া এবং কখনও বা বলপূর্ব্বক আত্মোদর পোষণ করিতেছে। তাই যে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয়, সেই সকল স্থানে ইউরোপীয়দিগের একবার পদার্পণ ঘটিলে, সেই সকল দেশের অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধন অবশ্যম্ভাবী—তাই যে সকল দেশে একবার ইউরোপীয়দিগের শুভাগমন ঘটিয়াছে, সেই সকল দেশে অশান্তির কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়দিগের পদার্পণ ঘটিবার অব্যবহিত পরেই আমেরিকার আদিম নিবসী এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস, পরাধীনতাবশতঃ ভারতবাসীর দুর্দ্দশা এত অধিক হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী কোন্ সময় স্বাধীন ছিল, কেহ বলিয়া দিবেন কি? রাম চন্দ্রের সময় হইতে এপর্য্যন্ত ভারতবাসী কখনও আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করে না, আপনাদিগকে রাজার সম্পূর্ণ অধীন বলিয়া স্বীকার করে, ভারতবাসী গৌরব করিয়া আপনাদিগকে প্রজা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের সময়েও যে ভারতবাসী "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া রাজাকে পূজা করিয়াছে, অবনত মস্তকে আপনাদিগকে রাজার অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, বর্ত্তমান ইংরাজদিগকেও যে ভারতবাসী রাজ সম্মানে সম্মানিত করিয়া থাকে, আত্ম-বঞ্চনা করিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকেও বঞ্চিত করিয়া—যাহারা আপনাদিগের মুখের গ্রাস—জীবনধারণের প্রাধান অবলম্বন, রাশি রাশি শস্য অম্লান মুখে বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া

রাজসেবা করিতেছে, হৃদয়ের রক্ত দিয়া যাহারা ইংরাজ রাজের পূজা করিতেছে—তাহাদিগের অনন্ত স্বার্থত্যাগ ও রাজভক্তি বিষয়ে যিনি একবার পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ভারতবাসী কখনও স্বাধীন থাকিতে ইচ্ছা করে না—কোন কালে ভারতবাসী স্বাধীনতা প্রার্থনা করে নাই। একজন কর্ত্তা না থাকিলে যাহাদিগের সংসার চলে না—একজন গৃহিণী না থাকিলে যাহাদিগের সংসারের রমণীরা আপনাদিগকে নিতান্ত ভাগ্যহীনা বিবেচনা করেন, পরাধীনতা বশতঃ তাহাদিগের কখনও অবনতি ঘটিতে পারে না, তবে শাসক জাতির উপেক্ষা এবং আত্মরক্ষার ব্যপদেশে ভারতের শস্য ইউরোপে প্রেরণাধিক্য বশতঃ ভারতবাসী ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতে বসিয়াছে। ভারতবাসীর শস্য বহন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা ব্যতীত ইংরাজ জাতির জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই, তাই ইংরাজ জাতি বাধ্য হইয়া অন্নপূর্ণার রাজ্য ভারতবর্ষ হইতে অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতেছেন এবং ভারতবাসীও বাধ্য হইয়া আপনাদিগের উৎপাদিত শস্য প্রদান পূর্ব্বক রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, এবং পক্ষান্তরে আপনাদিগকে ধ্বংসের মুখে ইচ্ছা পূর্ব্বক অথবা অজ্ঞাত সারে নিপাতিত করিতেছেন। ইহার মধ্যে স্বাধীনতার অভাব এবং পরাধীনতার কোন প্রভাবই থাকিতে পারে না। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকিত এবং ভারতের সেই হিন্দু বা মুসলমান সম্রাট উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ পূর্ব্বক বিনিময়ের অর্থে স্বীয় ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইত না। সুতরাং ভারতবাসী রাজার নিকট সুশাসন প্রার্থনা করিলেও কখনও স্বাধীনতা প্রার্থনা করে না। নতুবা ভারতবর্ষ ব্যতীত বিনা রক্তপাতে ইউরোপ জগতের কোনও দেশে আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারিয়াছেন কি? ভারতবাসী ব্যতীত জগতের আর কোনও জাতি বিধর্ম্মী বৈদেশিকদিগের হস্তে রাজশক্তি ইচ্ছা এবং যত্ন পূর্ব্বক অর্পণ করিতে পারিয়াছে কি? কিন্তু ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি আপনার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। তাই বুভুক্ষিত ইউরোপীয়দিগের উদর পূরণ করিতে গিয়াই এক টাকায় ৮ মন চাউলের দেশে আজ এক টাকায় সাতসের চাউল বিক্রীত হইতেছে। যে দেশে "সর্ব্বদেব ময়োতিথি" বলিয়া অতিথি অভ্যাগতদিগের পূজা হইত, সেই দেশের আজ একজন আত্মীয় অপর আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলে বিরক্তি অথবা অন্নব্যয়ের ভীতি উপস্থিত হইয়া থাকে—যে দেশের লোকে সাধারণতঃ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিত, যে দেশের লোকের পরমায়ু সংখ্যা ১২০ বৎসর, সেই দেশের লক্ষ লক্ষ লোকে পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যেই পরলোক গমন করিতেছে।

অনেকের মতে বর্ণভেদই ভারতবাসীর অবনতি এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিহীনতার কারণ। কিন্তু যদি তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারেন, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি পশুর মধ্যে বর্ণভেদ না থাকিলেও কেবল উদরান্ন সংস্থানের প্রতিযোগিতার নিমিত্ত ঐ সকল পশুর মধ্যে একতার অভাব দেখা যায়—ঠিক এই কারণে একজন ভিক্ষুক অপর ভিক্ষুকের প্রতি হিংসা করে। এই প্রতিযোগিতা, বিশেষতঃ উদরান্ন সংস্থানের নিমিত্ত যেখানে প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান—সেখানে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষই স্বাভাবিক। এই

স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যতই ভারতে অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ভারতবাসীর মধ্যে একতার অভাব হইতেছে, যতই ইউরোপীয় শিল্পবিস্তারের কল্যাণে আপামর সাধারণ লোকের সহিত এদেশীয় শিল্পী সম্প্রদায়ের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতেছে ততই এদেশীয় শিল্পী এবং এদেশীয় সাধারণ লোকের মধ্যে সহানুভূতি বিলুপ্ত হইতেছে। এদেশীয়দিগের উৎসাহাভাবে এখন এদেশীয় শিল্পীরা বিলাতী বণিকদিগের ব্যবসা বা বিলাতী শিল্পীদিগের সুবিধার নিমিত্ত শিল্পকার্য্য করে। নতুবা এদেশ হইতে প্রতিবৎসর বহু কোটী টাকার সূতা ইউরোপে যায় কেন? সুতরাং এদেশীয় শিল্পীদিগকেও ইউরোপীয় শিল্পীদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এইরূপে এদেশীয়দিগের সহানুভূতি না পাওয়ায় তাহারাও এদেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি হীন, এ অবস্থায় ক্রমে যতই এদেশে অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে, ততই বৈদেশিক শিল্পের কল্যাণে এদেশের শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং ততই আমাদিগের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি পশুভাব বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমরাও তাহার অব্যবহিত ফল পশুতা প্রাপ্ত হইতেছি, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা হারাইতেছি।

আমরা এখন কাঁচ ও এনামেলের বাসন ব্যবহারে কাঁসারিদিগের, হ্যামিল্টনের বাটীর অলঙ্কার ব্যবহারে স্বর্ণকারের, ইউরোপীয় জ্যাগ, পুতুল প্রভৃতি ব্যবহারে কুম্ভকারের, বিলাতী ছুরী ব্যবহারে কর্ম্মকারের, ইউরোপীয় ষ্টীল ট্রংক ব্যবহারে সূত্রধরের, বিলাতী বিস্কুট পাউরুটী প্রভৃতি ব্যবহারে দেশীয় হালুইকরের, কমোট ব্যবহারে এদেশীয় মেথরের এবং এমন কি দেশীয় কুকুরের পরিবর্ত্তে বিলাতী কুকুর পুষিয়া এদেশী কুকুরেরও পর্য্যন্ত সহানুভূতি হারাইয়া কেবল লেখনীর প্রতিযোগিতায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন – পরস্পরে পরস্পরের ধ্বংসপ্রার্থী, তাই আমাদের মধ্যে এত আত্মবিচ্ছেদ—এবং যতই আমাদিগের মধ্যে আত্মবিবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে ততই ইউরোপীয়দিগের অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে। এখন যে সকল ভারতবাসী বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অতঃপর সাবধান না হইলে আমাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এ অবস্থায় আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভারতবাসীর আর্ত্তনাদ অস্বাভাবিক নহে—তাই মনে হয় বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন সেই আত্মরক্ষার্থ আর্ত্তনাদেরই অভিব্যক্তি। ভারতবাসী নিতান্ত সরল এবং নিয়ত আত্মবিস্মৃত, পক্ষান্তরে নিয়ত আত্মচিন্তা ব্যতীত আত্মস্মৃতি উদ্রেকের আর কোন উপায় থাকিতে পারে না। যখন ভারতবাসী ক্রমাগত এইরূপ আত্মচর্চ্চা করিতে করিতে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝিতে পারিবে, নিয়ত আন্দোলনের দ্বারা যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা ক্রমে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণে সক্ষম হইবে। বোধ হয় ভারতবাসীর ধ্বংস ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাই এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। তাই হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতবাসী বিবিধ সম্প্রদায় একসূত্রে গ্রথিত হইতেছে, এক দিকেই লক্ষ্য সঞ্চালন করিতেছে—একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে—একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

অধুনা ভারতবাসী জীবন সমস্যায় উপস্থিত হইয়াছে। যদি এই সময়ে তাহারা আত্ম-

রক্ষার্থ সচেষ্ট এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে কৃতকার্য্য না হয়, তবে তাহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ইউরোপীয়দিগকে যে কোন উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক অন্য স্থান হইতে শস্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং অন্যস্থান হইতে শস্য সংগ্রহ করিবার জন্য শিল্প বিস্তারই ইউরোপীয়দিগের প্রধানাবলম্বন। তাই যন্ত্রশক্তির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা প্রচুর পদার্থ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার বিনিময়ে তাহারা অন্যস্থানের শস্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগকেও আত্মরক্ষার্থ সেই সকল শিল্পের অত্যধিক প্রচলন রহিত করিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে প্রাচীন শিল্প প্রচলনের দ্বারা আপনাদিগের ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবহার পূর্ব্বক বৈদেশিক শিল্প প্রচারে বাধা প্রদান এবং এদেশীয় উৎপন্ন পরিধেয়াপকরণ ও আহার্য্য পদার্থ সমূহের যথাসাধ্য বিদেশে প্রেরণ নিবৃত্ত করিতে হইবে। নতুবা কোন কালে আমাদিগের অন্ন বস্ত্রের অভাব এবং মহার্ঘতা দূরীভূত হইবে না—অন্নাভাবের অপর নাম দুর্ভিক্ষ এদেশে চিরকাল সমভাবে বিরাজিত থাকিয়া আমাদিগের ধ্বংস সাধন করিতে থাকিবে—আমাদিগের আত্মরক্ষা চিরকাল সুদূর পরাহত থাকিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের বিনষ্ট শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে কি উপায়ে এদেশে শিল্প পদার্থ সমূহ প্রস্তুত হইত এবং কি উপায়ে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য এদেশে শিল্পজাত প্রস্তুত করিবার জন্য কখনও বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা হয় নাই। নিতান্ত প্রয়োজন এবং সুবিধার নিমিত্ত হস্ত পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রই ব্যবহৃত হইত। নতুবা যাঁহারা বুদ্ধিবলে জড় বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে যে সকল মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, আজিও পর্য্যন্ত ইউরোপ বা আমেরিকা তাহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহারা ইচ্ছাকরিলে যে দুই একটা বয়ন যন্ত্র বা Cotton Mill, দুইটা রেলের এঞ্জিন, অথবা গ্যাস্ বা বৈদ্যুতিক আলোক প্রস্তুত করিতে পারিতেন না, তাহা নহে। প্রয়োজন ব্যতীত জগতে এ পর্য্যন্ত কোনও নূতন পদার্থের আবিষ্কার হয় নাই? ইহাকেই ইংরাজি ভাষায় বলে Want is the mother of invention.

ইউরোপীয়দিগের যে কারণে শিল্পজাতের উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকতা হইয়াছিল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইউরোপে কৃষি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এদিকে কৃষি ব্যতীত জীবের জীবনও রক্ষা হইতে পারে না। আবার ভূমি হইতে যাহা উৎপাদিত অর্থাৎ কর্ষণের দ্বারা যাহা উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কৃষি এবং সেই ভূমিজাত পদার্থ হইতে মনুষ্য আপনাদিগের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লয়, তাহার নাম শিল্প। কৃষিকার্য্যে মনুষ্যের পরিশ্রম, চেষ্টা যত্ন প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন হইলেও ভগবানের কৃপা ব্যতীত—আধিদৈবিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত, তাহা কোন ক্রমেই সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব সেই আধিদৈবিক শক্তি কি, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

বেদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখিতে পাই যে, আর্য্য ঋষিগণ পৃথ্বী, জল, বায়ু, বহ্নি এবং আকাশ এই পঞ্চভূত অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় যাহাদিগকে Five elements

বলে—সেই পঞ্চভূতকেই পঞ্চদেবতা বলিয়া গিয়াছেন। শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজায় ক্ষিতি, জল, বহ্নি ব' তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চবিধ স্থূল মূর্ত্তি অর্থাৎ পঞ্চভূতের পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু মাত্রেই শিবপূজার অধিকারী। পরন্তু শাস্ত্রকারও একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, দৈব শক্তির আনুকূল্য ব্যতীত জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না। তাই আমরা গীতায় দেখিতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১

অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে প্রজাগণ যজ্ঞদ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হও, যজ্ঞ তোমাদিগের অভিলষে পূর্ণ করুন, তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত কর, এই রূপে উভয়ে বর্দ্ধিত হইলে তোমরা পরস্পর অভীষ্ট লাভ করিবে। এই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ কৃষি কার্য্যের প্রধান সাহায্যকারী আর্য্য শাস্ত্রকার তাহাদিগকেই দেবতা নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন—ভূমির উর্ব্বরতা, বৃষ্টির জল, সূর্য্যের উত্তাপ, নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্থান গ্রহণ এই পাঁচটীর সমবায় ব্যতীত কেবল মনুষ্যের শ্রম অথবা চেষ্টার দ্বারা কৃষি কার্য্য কোন প্রকারেই সম্পাদিত হইতে পারে না। আবার জল, উত্তাপ, বায়ু সঞ্চালন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শূন্য প্রদেশ বা আকাশ ব্যতীত ভূমির উর্ব্বরতা থাকা অসম্ভব, পক্ষন্তরে উল্লিখিত পঞ্চভূত পরস্পরে পরস্পরের সহায়ক, পরস্পরেই পরস্পরকে পরিরক্ষণ ও পরিপোষণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার প্রধান সহায়। যে কৃষি কার্য্য ব্যতীত মনুষ্যের জীবন ধারণ হইতে পারে না—ইউরোপ সেই কৃষি বর্জ্জিত প্রদেশ—সুতরাং ইউরোপ যে, দৈব নিগৃহীত সুতরাং ইউরোপের অধিবাসীরা যে, দানব এবং দৈবানুগৃহীত ও ভারতবাসীর কৃপার পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। আবার প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত পদার্থ উৎপাদিত করিতে পারিলে—তাহা হইতেই শিল্প এবং বাণিজ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণ মনুষ্য প্রথমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার পর তাহার বস্ত্রাদির প্রয়োজন হয়. এবং আপনার ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইলে, তখন সে সেই পদার্থ বাণিজ্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করে, ইহাই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মূল সূত্র।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি বিদ্যানিধি।

শ্রীকাশী অধিবেশন।

—————:০:—————

বিগত পৌষ মাসে ৺কাশীধামে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন কার্য্য অতি সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কাশীবাসী যে সকল মহাশয়ের সহিত মহামণ্ডলের কোন সংস্রব ছিল না, তাঁহারা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় নানা ছন্দোবন্দে কবিতা ছাপাইয়া তাহা নানা স্থানে বিতরণ করিয়াছেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় মথুরা নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই অধিবেশনের সময় হইতে প্রধান কার্য্যালয় বারাণসীস্থ কাশ্মীর মহারাজের বৃহৎভবনে স্থাপিত হইয়াছে। কাশীধামে প্রধান কার্য্যালয় প্রবেশ এবং তদুপলক্ষে অধিবেশনের পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণুভগবান এবং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভগবতী সরস্বতী দেবীর বৈদিক যাগযজ্ঞ মহারাজা কাশ্মীর ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কাশীর প্রধান প্রধান কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিত বর্গ আহূত হইয়াছিলেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান তত্ত্বাবধারক মিথিলা রাজকুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ মহোদয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরিশ্রমের সহিত যজমান কৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্য পদ অলঙ্কৃত করিয়া সকল কার্য্য শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

বিগত ১৯০৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে অত্যন্ত সমারোহের সহিত এই দৈবকার্য্যের অঙ্গীভূত শ্রীগঙ্গাস্নান কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ শূন্যপদে গঙ্গাস্নানে গমন করেন। তাঁহার সহিত শাখাসভাসমূহের এবং প্রান্তীয় মণ্ডলসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, উপদেশক, মহোপদেশক, কাশীবাসী এবং প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত এবং পণ্ডিত ও রইসগণ গমন করিয়াছেন। ইটাওয়ার শ্রী১০৮ স্বামী ব্রহ্মনাথ সিদ্ধাশ্রম মহারাজ, কামরূপ মঠের শ্রীস্বামী রামানন্দ তীর্থ মহারাজ, স্বামী শ্রীকেশবানন্দ, স্বামী শ্রীজ্ঞানানন্দ মহারাজ এবং কাশীর অন্যান্য স্বামী মহাত্মগণ আপন আপন শিষ্য সেবকের সহিত এই সমারোহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অগ্রে অগ্রে বাদ্যভাণ্ড, তৎপশ্চাৎ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধ্বজা পতাকা এবং তন্মধ্যে ভজন-মণ্ডলী, ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র মনোজ্ঞ ভজন

সঙ্গীতের সহিত ধীরে ধীরে গমন করিয়াছিল। এইরূপ মহা সমারোহের সহিত সকলে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হন। স্নানের সময় কাশীর যাবতীয় গণ্যমান্য কর্ম্মকাণ্ডী, বিদ্বান এবং পাঠশালার অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের সহিত স্নান বিধি সমাপনান্তে সোপচারে গঙ্গাপূজা হইয়াছিল।

অতঃপর সকলে মহারাজ কাশ্মীরের ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় জয়পুর হইতে আগত প্রধান রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ওঝা, সংস্কৃত রত্নাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিধর শর্ম্মা চতুর্ব্বেদ ব্যাকারণাচার্য্য ন্যায় শাস্ত্রী, সংস্কৃত-চন্দ্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ, শ্রীমান আপ্পা শাস্ত্রী, দ্বারবঙ্গ মহারাজ পাঠশালার প্রধান ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়দেব মিশ্র এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ ত্রিপাঠী, হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামাবতার পাণ্ডে এম, এ সাহিত্যাচার্য্য, মথুরার মাধ্য সাম্প্রাদায়িক শ্রীযুক্ত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিদ্বান, ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবতী সরস্বতীর পূজার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

যজমানাসনে শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ উপবিষ্ট হইয়া নিম্ন লিখিত সংকল্প পাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলেন:—

ওঁ আদিত্যাদি—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলাখ্যায়া আর্য্য জাতীয় ধর্ম্ম মহাসভায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাভ্যুদয়-বিদ্যাবৃদ্ধি-সংঘশক্তি-প্রভৃতি সদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধার্থং শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রীতুলাপতি সিংহ শর্ম্মাহং শ্রীবিষ্ণুসরস্বতীহোমজপমন্ত্রসহিতাপারায়ণ কর্ম্মণি কারয়িষ্যামি।

সংকল্পের পর গণপতি পূজা ও পুণ্যাহ বাচন সম্পন্ন হইলে, আচার্য্যাদির বরণ হয়। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সোমযাজী পণ্ডিত ভোলানাথ অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালমুকুন্দ ভট্ট (হাতুয়া রাজ্যের আচার্য্য) গাণপত্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ ত্রিপাঠী (দ্বারবঙ্গ মহারাজ পাঠশালার ব্যকরণ সাহিত্যাধ্যাপক) সর্ব্বোপদেষ্টা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী সপ্তর্ষি সদস্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালমুকুন্দ মালবীয় মহাশয় সদস্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কুন্দন লাল মিশ্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়রাম জোষী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাশঙ্কর পাঠক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রভুদত্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছুন্নাজী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সঙ্কটা প্রসাদ ঋত্বিকের কার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন।

মহারাজা কাশ্মীরের বিশাল ভবনের তৃতীয়তলে প্রধান কার্য্যালয়ের নিমিত্ত বিশাল দেওয়ান খানা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পূর্ণাহুতির পর যজমান, আচার্য্য

এবং ঋত্বিকগণ তথায় আগমন করেন, এবং কার্য্যালয়ের পশ্চিম দিকস্থিত বেদীর উপর সরস্বতী দেবীর শাস্ত্রময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর সোপচার পূজা সম্পন্ন হইয়াছিল। অতঃপর পারায়ণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাইবার পর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের প্রবেশ কার্য্য বিধিবৎ সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মীপূজা হইবার পর প্রধান কার্য্যালয়ের রোকড় পুস্তকসমূহ যথাবিধি পূজা হইয়াছিল। সেই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব কুমার শাস্ত্রী মহাশয় কতিপয় বিদ্বান বন্ধুর সহিত সরস্বতী দেবীর পূজনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃপর আচার্য্যদিগের প্রচুর দক্ষিণা দানের পর ঐ দিনের দেবকৃত্য সম্পন্ন হয়, ঐ দিবস বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় কাশীস্থিত সমস্ত পাঠশালার ১২৫০ জন ছাত্রকে নিমন্ত্রিত করিয়া চারি আনা করিয়া দক্ষিণা এবং মিঠাই বিতরণ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ মহাশয় আপনার মৈথিল পদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণু ও সরস্বতী পূজা করেন। ঐ সময়ে শ্রীমান পণ্ডিত সূর্য্যনাথ সামবেদী মহাশয় বৈষ্ণব এবং সারস্বত সাম গান করিয়াছেন। লাহোর হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদিগম্বর গায়নাচার্য্য বীণাবাদনের সহিত সংস্কৃত প্রাকৃত কতিপয় মনোহর সারস্বত পদ গান করিয়াছিলেন। অতঃপর ধ্বজারোপণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে মিথিলা রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়দেব মিশ্র মহাশয় সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করেন। তৎপর দিবস পূজান্তে সরস্বতী দেবীর বিজয় যাত্রার মহোৎসব হইয়াছিল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহ সরস্বতী পূজা করিয়া এই কার্য্যে বৃত ব্রাহ্মণ মহোদয়দিগের নিকট হইতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অভ্যুদয়ার্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণা দানে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

এই দৈবকার্য্য ইটাওয়ার শ্রী১০৮ স্বামী ব্রহ্মনাথ সিদ্ধাশ্রম মহারাজ অত্যন্ত শ্রম সহকারে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ ১ মাস পূর্ব্ব হইতে এই কার্য্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরার মাধ্য সাম্প্রদায়িক শ্রীমান শব্দবারিধি পণ্ডিত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী এবং কাশীর শ্রীমান্ পণ্ডিত কৃপাশঙ্কর মিশ্র মহাশয় দেবসেবা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। দিল্লী নিবাসী শেঠ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস সর্ব্বদা করজোড়ে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

এই প্রকারে ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা

হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বকালের নিমিত্ত পুস্তকরূপা সরস্বতী এবং প্রণব চিত্র রূপ বিষ্ণু ভগবান কার্য্যালয়ে বিরাজমান আছেন। তাঁহাদের নিত্য পূজার রীতিমত ব্যবস্থা হইয়াছে। দেবী সরস্বতীর সম্মুখে প্রধান কার্য্যালয়ের কার্য্য এবং বামভাগে অপর এক গৃহে শারদামণ্ডলের কার্য্য হইতেছে।

সভাপতির আগমন।

—:০:—

২৮শে ডিসেম্বর সায়ংকালে শ্রী ১০৮ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য গোবর্দ্ধন মঠাধীশ জগন্নাথপুরী হইতে এই অধিবেশনে সভাপতি হইবার নিমিত্ত আগমন করেন। তাঁহার যথোচিত স্বাগত করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তৃগণ পূর্ণ সমারোহের সহিত রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড এবং ভজনমণ্ডলীর দ্বারা রেলওয়ে ষ্টেশন আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র দর্শক ষ্টেশনে একত্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে সভামণ্ডপে মহামণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ মহোপদেশক পণ্ডিত গণেশদত্ত বাজপেয়ী বিদ্যানিধি মহাশয় আপনার ওজস্বিনী বক্তৃতার দ্বারা ১০।১৫ হাজার শ্রোতাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের উপস্থিতি সংবাদ শ্রুতিগোচর হইল তখন সকলে দলে দলে "জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ষ্টেশনাভিমুখে চলিলেন। এদিকে মহারাজ শঙ্করাচার্য্য রজত নির্ম্মিত তান্‌জামে উপবিষ্ট হইয়া আগমনকরিতে ছিলেন। পথিমধ্যে স্বাগতকারীরা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। প্রায় ২৫।৩০ হাজার ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। ভজনমণ্ডলীর সুমধুর সঙ্গীত, সনাতন ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনি, পুষ্প বর্ষণ, গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকের সমবায়ে উক্ত সমারোহের শোভা বর্ণনাতীত হইয়াছিল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজ হাথুয়া রাজভবনে উপস্থিত হন। প্রতি দিনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কার্য্যারম্ভ। ২৯শে ডিসেম্বর।

যদিও কাশীপুরীর অধিবাসীদিগের প্রশংসনীয় উৎসাহের বশীভূত হইয়া মহামণ্ডল ধর্ম্মবক্তৃতার কার্য্য দুই দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কমিটীর কার্য্যও প্রথম হইতেই হইতেছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিবেশনের

বিশেষ কার্য্যারম্ভ ২৯শে তারিখ হইতেই হইয়াছিল। উক্ত দিবস টাউনহলের মাঠে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রথম দিন হইতে উত্তম ব্যবস্থার সহিত সভা হইয়াছিল। শ্রীমান্ পূজ্যপাদ স্বামী জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজও বিরাজমান ছিলেন। ইটাওয়ার বিদ্যাপীঠ সংস্থাপক শ্রীমান্ স্বামী ব্রহ্মনাথজী মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। এই মহাপুরুষ ইটাওয়া হইতে পদব্রজে কাশী পর্য্যন্ত আগমন করেন। কারণ শ্রীমহারাজ কোন প্রকার যান ব্যবহার করেন না। এতদ্ব্যতীত কাশীধামের বহু গণ্য মান্য সন্ন্যাসী মহাত্মাও সভামণ্ডপের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমান মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শিব কুমার শাস্ত্রী উক্ত দিবস "বেদের বাস্তবিক অর্থ" এই বিষয়ে বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবসের সভায় শ্রীমান্ পণ্ডিত চন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য প্রিন্সিপাল কাশ্মীর বিদ্যালয় (রণবীর পাঠশালা), শ্রীমান মহোপদেশক বিদ্যানিধি পণ্ডিত গণেশদত্ত বাজপেয়ী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন ইত্যাদি সজ্জনের সারগর্ভ ও মধুর বক্তৃতা হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীশারদামণ্ডল, শারদামণ্ডলের অনুসন্ধান (রিসার্চ) কার্য্যের আবশ্যকতা বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ পূর্ণ বক্তৃতা করেন, এবং নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়ঃ—

(১) শ্রীশারদামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থানুসারে শ্রীকাশীপুরীতে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে আপাততঃ ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান করিবার নিয়ম রক্ষা করা গিয়াছে। ঐ কার্য্যের সহিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত ভারতবাসীর সহানুভূতি ও সহায়তা অপেক্ষা করে। এই কার্য্য বিভাগের বিস্তার সংস্কৃত সাহিত্য মাত্র পর্য্যন্ত করা হউক এবং এই কার্য্যবিভাগের সম্বন্ধ ইটাওয়া পুস্তকোন্নতি সভার এবং ঐরূপ সংস্কৃত বিদ্যা অনুসন্ধান কারিণী অন্যান্য সভার সহিত রক্ষা করিয়া কার্য্যোন্নতি করা হউক।

(২) হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, বৃটিশসাম্রাজ্য যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে শ্রীমান ভারত সম্রাট রাজরাজেশ্বর এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীমান্ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী

যাঁহারা এসময়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত আছেন; এবং রাজবংশের সম্পূর্ণ বংশধরদিগের নিমিত্ত তাঁহাদিগের কল্যাণার্থ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এবং ধন্যবাদ করিতেছেন।

(৩) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, আপনার সমস্ত সংরক্ষক মহাশয় যাঁহারা এই বিরাট ধর্ম্ম সভার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছেন। এবং শ্রীমান্ কাশীনরেশ মহারাজা বাহাদুর যিনি এই অধিবেশনে মহামণ্ডলকে সহায়ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ করিতেছেন।

(৪) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, শ্রী১০৮ জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যজী মহারাজ গোবর্দ্ধন মঠাধীশ যিনি এতদূর হইতে আসিবার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, এবং এই অধিবেশনে যোগদান পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছেন।

(৫) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, কাশীর জগন্মান্য পণ্ডিতগণকে যাঁহারা ধর্ম্মকার্য্যের অগ্রণী হইয়াছেন, এবং মহামণ্ডলের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনেকানেক ধন্যবাদ করিতেছেন।

অতঃপর পণ্ডিত গোপীনাথজী আর্য্য সমাজীদিগের সহিত পণ রাখিয়া শাস্ত্রার্থ করিবার নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর পণ্ডিত রঘুনাথজী মারোয়াড়ীর একখানি চ্যালেঞ্জপত্র পাঠ করেন। পণ্ডিত রঘুনাথজী সমস্ত আর্য্য সমাজীদিগকে শাস্ত্রার্থ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং লিখিয়াছিলেন যে, যে পক্ষ জয়ী হইবেন, সে পক্ষ বিজিত পক্ষের নিকট পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ৫০০ টাকার নোট পণ্ডিত গোপীনাথের হস্তে দিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্য সমাজীদিগের পক্ষের কেহই উপস্থিত ছিলেন না।

---

৩০ তারিখের কার্য্য।

৩০ শে ডিসেম্বর ও পূর্ব্ব দিনের ন্যায় উৎসাহে এবং আনন্দের সহিত অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিব কুমার মিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত চন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য প্রিন্সিপাল রণবীর পাঠশালা, বিদ্যাসাগরাদি উপাধিধারী পণ্ডিত বুলাকীরামজী, মহোপদেশক পণ্ডিত মোহন লালজী জগাধারী, মহোপদেশক পণ্ডিত দুর্গাদত্ত শাস্ত্রী বৃন্দাবন, পণ্ডিত কৃপাশঙ্করজী কাশী, পণ্ডিত দুর্গাদত্ত পন্থ কুর্ম্মাচলভূষণ, আলোয়ার রাজ্যমান্য মহোপদেশক পণ্ডিত গণেশ দত্ত প্রভৃতি

পণ্ডিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেক গুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সমস্ত ব্যক্তির উপর এই উৎসবের অসাধারণ প্রভাব পড়িয়াছিল।

---

৩১ তারিখের কার্য্য।

৩১শে তারিখে শ্রীবেদভগবানের অতুলনীয় সওয়ারী অত্যন্ত আনন্দ উৎসাহ এবং মহাসমারোহের সহিত বাহির হইয়াছিল। এরূপ দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে কাশীবাসীর কখনও নয়নগোচর হয় নাই। এই সওয়ারীর ধুমধামের সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করা অসাধ্য। পুষ্প সজ্জিত বিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাত্মাদিগের স্কন্ধের উপর শ্রীবেদভগবানের বিরাজমান হওয়া, বহুসংখ্যক দণ্ডী স্বামীদিগের দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সওয়ারীর সহিত গমন করা, অগ্র পশ্চাৎ প্রায় ৩০।৪০ সহস্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের অগ্রে অগ্রে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভজন মণ্ডলী এবং হরিসংকীর্ত্তন সমাজা বলীর ভজন সংকীর্ত্তন, সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর স্তোত্রপাঠ, সুসজ্জিত সিপাহীদিগের সওয়ারির সহিত গমন, সহস্র সহস্র ধর্ম্মভাব পূর্ণ ভজনের সহিত সমস্বরে "মহাদেব মহাদেব" ধ্বনি, "হর হর মহাদেব শম্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা" "সনাতন ধর্ম্মের জয়" "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের জয়" প্রভৃতি ধ্বনিতে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হওয়া, স্থানে স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হওয়া, প্রভৃতি দৃশ্য বর্ণনাতীত। এই সওয়ারি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ জম্মু কাশ্মীরাদি দেশের অধিপতির বৃহৎ ভবন যাহা দশাশ্বমেধ রাস্তার উপর অবস্থিত—তথা হইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমেধ রাস্তা, গোধূলিয়া, মদনপুরা, সোনারপুরা, শ্রীচিন্তামণি গণেশ, শ্রীকেদারেশ্বর, চৌষট্টি বাজার, বাঙ্গালী টোলা, হইয়া পুনরায় দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হয়। তথা হইতে সাক্ষীবিনায়ক হইয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা, শ্রীবিশ্বনাথের মন্দির, কচুরীগলি, রাণীকুয়া, লক্ষ্মী চৌতরা, ঠেঠরী বাজার, রঙ্গিলদাসের ফাটক, বিন্ধ্যমাধব, গোপাল মন্দির, ভৈরবনাথ এবং বড় রাস্তা মন্দাকিনী হইতে চক, বাঁশ ফটক এবং গোধুলিয়া হইয়া পুনরায় কাশ্মীর ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

উক্ত দিবসের প্রাতঃকালের অধিবেশনে প্রান্তীয় মণ্ডলী হইতে আগত এবং প্রতিনিধিদিগের মণ্ডলিসমূহের উন্নতি বিষয়ক পরামর্শ হইয়াছিল এবং অপর দিকে জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভা-পতিত্বে সকল উপদেশক, মহোপদেশক, এবং মহামহোপদেশকদিগের এক স্বতন্ত্র কমিটী হইয়াছিল, তাহাতে ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়গণের বৃত্তি এবং তাঁহাদিগের

কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পরামর্শ হইয়াছিল। এই পরামর্শ লিপিবদ্ধ হইয়া মহামণ্ডল কমিটীর বিচারার্থ কার্য্যালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

১লা জানুয়ারির কার্য্য।

সোমবার ১লা জানুয়ারির অধিবেশনে মহামণ্ডলের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কার্য্য হইয়াছিল। উক্ত দিবসে একটী কমিটি সমস্ত প্রান্তীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সভা মহোদয়দিগের দ্বারা নিম্ন লিখিত কার্য্য গুলি সম্পাদিত হয়। (১) শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য কারিণী সভা স্থাপনা (২) সংস্কৃত পঠন প্রণালীর সুব্যবস্থা (৩) শ্রীশারদামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগ সম্বন্ধে নিয়ম গঠন। (৪) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম গঠন (৫) কাশীতে ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ সম্বন্ধীয় কার্য্যারম্ভ বিচার। এই শুভ দিবসে এই প্রস্তাবও পরিগৃহীত হইয়াছিল:— "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হিন্দু জাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা এবং শ্রীকাশীপুরী সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থান। অতএব হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে আশীর্ব্বাদাত্মক রাজভক্তি সূচক তার শ্রীমান্ যুবরাজকে প্রেরিত হউক।" এই উৎসাহপূর্ণ প্রস্তাব কারী শ্রীমান্ দ্বারবঙ্গ রাজকুলভূষণ এবং দ্বারবঙ্গ রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ, যশোবন্ত নগরের রইস শ্রীমান্ রায় বাহাদুর দুর্গা প্রসাদজী, মুলতানের রইস শ্রীমান্ রায় বাহাদুর হরিচন্দজী, লাহোরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক মহাশয় এবং মহোপদেশক ছিলেন। এই প্রস্তাব ব্যতীত বহু মহাশয়ের নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, জয়-পুরের রাজপণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতি মধুসূদন ওঝা, জামনগরের হাথীভাই, কোলা-পুরের আপ্পা শাস্ত্রী সম্পাদক সংস্কৃত চন্দ্রিকা, কাশীর পণ্ডিত রামকুমারজী, মুরাদা বাদের পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র, শৃঙ্গেরীর রাম শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক বিদ্বান উপদেশকের নানা ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল।

২রা জানুয়ারির কার্য্য।

২রা জানুয়ারি মঙ্গল বার বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত কার্য্য হইয়াছিল।—পূর্ব্বদিন বিবিধ বিষয়ের নিমিত্ত যে সব কমিটি নির্ব্বা-চিত হইয়াছিল, তাহার নিম্ন লিখিত রিপোর্ট উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছিল:—

(১) ট্রষ্টী মহাশয়দিগের সম্মতি অনুসারে যে প্রবন্ধকারিণী সভা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা এই সভা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কোষাধ্যক্ষের কার্য্য বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উপর প্রদান করা অধিক সুবিধা প্রতীত হওয়ায় সেইরূপ করা হউক। এতদ্ব্যতীত উপসভাপতিপদের আবশ্যকতা নাই বুঝা যাইতেছে। কারণ সভাপতি মহাশয় অন্য স্থানের অধিবাসী হওয়ায় প্রায় এরূপ সম্ভাবনা আছে যে,উপস্থিত সভামহোদয় দিগের মধ্যে ঐ সময়ের নিমিত্ত সভাপতি নির্ব্বাচন করিতেই হইবে। অতএব উক্ত তিন পদ ব্যতীত অপর সকল পদ যথাবস্থিত থাকুক।

(২) সংস্কৃত পঠন প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল স্কীম (Scheme) প্রস্তুত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে বিচার করিবার আরও প্রয়োজন, অতএব ইহার বিচার করিবার ভার নিম্ন লিখিত মহাশয়-দিগের সবকমিটীর উপর ন্যস্ত হউক এবং তদনন্তর এই ব্যবস্থা মহামণ্ডলের প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপক সমূহের মধ্যে প্রচারিত করা হউক ;—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী।
" " " সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী।
" " " সুধাকর দ্বিবেদী।
" পণ্ডিতবর তাত্যা শাস্ত্রী।
" " মধুসূদন ওঝা বিদ্যাবাচস্পতি।
" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্য রাম ভট্টাচার্য্য এম, এ।
" পণ্ডিত রামাবতার পাণ্ডেয় ব্যাকরণ ও সাহিত্যাচার্য্য এম, এ।
" রায় বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ী।
" পণ্ডিতবর উমাপতি শাস্ত্রী।
" চন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য।
" উপেন্দ্র নাথ বসু বিএ, এল, এল, বি।

(সংস্কৃত পঠন প্রণালী সম্বন্ধীয় স্কীম দ্বিতীয় বার সংশোধিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশিত হইবে।)

(৩) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিম্ন লিখিত নিয়ম এই সময় উপস্থাপিত করা হইল। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এক "ব্রহ্মচারী আশ্রম সব কমিটি" নিম্ন লিখিত মহাশয়-দিগের দ্বারা গঠিত হইল:—

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর।
" রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীশারদামণ্ডল।
" বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস।
" সোমনাথ ভাদুড়ী।
" পণ্ডিত রামাবতার পাণ্ডেয়।
" চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী।

তদনন্তর ব্রহ্মচারী আশ্রমের নিম্নলিখিত নিয়মাবলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল;—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

শ্রীকাশী ভারদ্বাজাশ্রমের নিয়মাবলী।

(১) প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যথা সম্ভব পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই আদর্শ ছাত্র নিবাস স্থাপিত করা হইয়াছে।

(২) ইহার নাম "শ্রীকাশী ভারদ্বাজাশ্রম হইবে।

(৩) এই ছাত্রনিবাসে কেবল শাস্ত্রীয় সংস্কারযুক্ত অবিবাহিত দ্বিজাতি বালকই গৃহীত হইবে।

(৪) এই ছাত্র নিবাসে অন্যূন দশম বর্ষীয় দ্বিজবালক গৃহীত হইবে।

(৫) এই ছাত্র নিবাসের সমস্ত ব্যবস্থার ভার একটী সব কমিটীর উপর থাকিবে। শ্রীশারদামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভা ঐ সব কমিটীর নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই ছাত্র নিবাসে প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদিগের যোগ্যতার পরীক্ষা উক্ত সব কমিটী করিবেন। যে ছাত্র যোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাকেই গ্রহণ করা হইবে।

(৭) যে বিদ্যার্থী এই ছাত্র নিবাসে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার পিতা মাতা অথবা রক্ষকের (অভিভাবক) আবেদন পত্র কমিটীর নিকট প্রেরিত হওয়া উচিত।

(৮) আবেদন পত্র স্বীকৃত হইলে বালকের পিতা মাতা অথবা রক্ষককে এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে। তাহাতে নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিতে হইবে:—

(ক) এই আশ্রমে প্রবেশকারী বালক প্রবিষ্ট হইবার তিথি হইতে অন্যূন ৮ বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রম ত্যাগ করিতে পারিবে না।

(খ) যে পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী এই আশ্রমে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহার পিতা, মাতা অথবা রক্ষক তাহার বিবাহ দিতে পারিবেন না।

(গ) যে পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী এই ছাত্র নিবাসে থাকিবে সে পর্য্যন্ত সে গৃহে অথবা অন্যত্র যাইবার আজ্ঞা পাইবে না। কেবল সেই সময় আজ্ঞা মিলিতে পারিবে যে সময় ব্রহ্মচারীর গৃহে যাইবার আজ্ঞা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

(ঘ) যদি কেহ উপরি লিখিত নিয়ম ভঙ্গ করে অথবা ভঙ্গ করিবার কারণ হয় তবে তাহাকে ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত মহামণ্ডলের যত ব্যয় হইবে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

(৯) এই ছাত্র নিবাসে যে ছাত্র থাকিবে তাহাদিগকে উচিত নিয়ম পূর্ব্বক আহার, বস্ত্র, বাসস্থান শ্রীশারদামণ্ডল হইতে প্রদত্ত হইবে।

(১০) যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার বালকদিগাক এই ছাত্রালয়ে প্রেরণ করেন এবং শ্রীশারদামণ্ডলের ব্যয় গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা না করেন, তবে তিনি নিয়মিত ব্যয়প্রদানপূর্ব্বক ছাত্রালয়ের নিয়মানুসারে বালককে এই ছাত্র নিবাসে রাখিতে পারেন।

(১১) এই ছাত্রালয়ে বাসকারী বিদ্যার্থী শারদামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত কোন পাঠশালায় অথবা শারদামণ্ডল দ্বারা নিয়োজিত কোনও পণ্ডিতের নিকট পড়িতে পারিবে।

(১২) এই ছাত্রনিবাসেও একজন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি বিশেষ রীতি অনুসারে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, নিত্যকর্ম্ম এবং সদাচার শিক্ষা প্রদান করিবেন। ঐ সকল শিক্ষা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৩) ছাত্রদিগকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আচারানুসারে দণ্ড, কৌপীনাদি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে এবং শ্রীশারদামণ্ডলের দ্বারা স্থিরীকৃত শাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ পালন করিতে হইবে।

(১৪) এই ছাত্র নিবাসে অগ্নিগৃহ, সরস্বতী দেবীর মন্দির, পাঠাগার, পুস্তকালয়াদি আবশ্যকীয় স্থান থাকিবে। তাহাতে বিদ্যার্থিগণ সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। বিদ্যার্থীদিগের সাত্ত্বিক ভোজনের এবং রোগ হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাদির উচিত ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। পুনরায় নিম্ন লিখিত বজেট অর্থাৎ ব্যয় নিরূপণ পত্র উপস্থাপিত হইল এবং অনেক বিচার করিবার পরে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইল।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বজেট

অর্থাৎ ব্যয় নিরূপণ পত্র।

———:০:———

এ পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ব্যয়ের নিমিত্ত কোন ব্যয় নিরূপণ পত্র প্রস্তুত হয় নাই এবং বিশেষ রীতিক্রমে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয় নাই। এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণ ধার্ম্মিক সজ্জন এবং মহামণ্ডলের সভ্য মহাশয়দিগের বিচারার্থ কাশী অধিবেশনের সম্মতিক্রমে লিখিত ব্যয় নিরূপণ পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে।

প্রধান কার্য্যালয় সম্বন্ধে।

(১) প্রধান কার্য্যালয়, শারদামণ্ডল কার্য্যালয়, পুস্তকালয়, ল্যাবোরেটরি, প্রধান বিদ্যালয়, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত বাগান, পঞ্চদেব উপাসনা মন্দির, শ্রীসরস্বতী মন্দির, অগ্নিশালা, ছাত্র নিবাস (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম) ইত্যাদি সংযুক্ত একটী বিস্তৃত ভূমি—যাহা যথা সময় গঙ্গাতীরে নির্ম্মিত হইবে তাহার নিমিত্ত নগদ টাকা আবশ্যক।

(২) কাশী নগরের মধ্যে এক বিস্তৃত বক্তৃতাগার, ছাপাখানা, বুকডিপো, সাধারণ পুস্তকালয় হইবে, তাহার নিমিত্ত নগদ টাকা আবশ্যক।

(৩) উপরি লিখিত কার্য্যাবলীর নিমিত্ত প্রারম্ভিক অবস্থায় ৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে।

(৪) রিজার্ভ ফণ্ডের নিমিত্ত আপাততঃ দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই প্রকার পাঁচ লক্ষ টাকা আবশ্যক।

মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত মাসিক আমদানি আবশ্যক;—

(১) কাশী মহাবিদ্যালয় ১০০০৲

(২) প্রধান কার্য্যালয় ৫০০৲

(৩) শারদামণ্ডল কার্য্যালয় ৩০০৲

(৪) পুস্তকালয় এবং রিসর্চ বিভাগ ৫০০৲

(৫) সেণ্ট্রল বোর্ডিং হাউস অর্থাৎ প্রধান ছাত্র নিবাস এবং কাশীর অন্যান্য ছাত্রালয়-সমূহের পর্য্যবেক্ষণ (সেণ্ট্রল বোর্ডিং হাউস) প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রণালীর আদর্শে হইবে, তবে কাশীর অন্যান্য বোর্ডিং হাউসের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা থাকিবে না। এবং পরিদর্শক ইনস্পেক্টর ধর্ম্মোপদেশক বৈদ্যাদি থাকিবেন, যাঁহারা প্রধান ছাত্র নিবাসের ভার লইবেন এবং কাশীর অন্যান্য সকল ছাত্র নিবাসের ভার লইবেন ১০০০৲

(৬) কাশীর অন্যান্য বিদ্যালয়ে সহায়তা প্রদান এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিদর্শক ইন্‌স্পেক্টর রক্ষা ২০০৲

(৭) কাশী ধর্ম্মালয় সমূহের উন্নতি বিষয়ে ১০০৲

(৮) কাশী পণ্ডিত সভার ব্যয় ৫০৲

(৯) বাজে খরচ ৩৫০৲

৪০০০৲

মফঃস্বলের কার্য্যের নিমিত্ত মাসিক সহায়তা আবশ্যক।

(১) ভারতবর্ষে ১১ টী ধর্ম্মমণ্ডলের একশত টাকা প্রতি মণ্ডলে সহায়তা ১১০০৲

(২) কাঞ্চী, পুণা, উজ্জয়নী, শ্রীনগর, মথুরা, ইটাওয়া, দ্বারবঙ্গ, এবং নদীয়া এই আটটী বিদ্যাপীঠে মাসিক সহায়তার হিসাবে প্রারম্ভিক সহায়তা মহামণ্ডল হইতে প্রদত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ ঐ সকল বিদ্যাপীঠ স্থানীয় কমিটীর দ্বারাও বহুল পরিমাণে সংগ্রহ হইতে পারে ১৪০০৲

(৩) বিদ্যাপীঠসমূহের ভার গ্রহণ নিমিত্ত পরিদর্শনকারী ইনস্পেক্টর আবশ্যক। তিনি বিদ্যাপীঠসমূহ দেখিবেন, এবং প্রধান কার্য্যালয় হইতে নিযুক্ত পাঠশালাসমূহের ভার লইবেন। এবং প্রধান কার্য্যালয় হইতে নিযুক্ত ধর্ম্মোপদেশক যিনি মণ্ডল এবং শাখা সভা সমূহের ভার লইবেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মালয় পরিরক্ষণের পরিদর্শক ৫০০৲

৩০০০৲

ছাপাই বিভাগের ব্যয় দেখান হইল না। উক্ত বিভাগ হইতে আটটী ভাষার আট খানি মাসিক পত্র ও পুস্তক সমূহ প্রকাশিত হইবে।

ঐ বিভাগ আপনার ব্যয় আপনি সংকুলান করিতে পারিবে। ভাষা যথা:—বাঙ্গালা

হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটী, এবং সংস্কৃত। মহামণ্ডলের সভ্যমাত্রকেই উহা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

জ্যোতিষ যন্ত্রালয় নূতন এবং প্রাচীন একত্র করিয়া বৃহৎ ব্যবস্থার সহিত যাহা স্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাতে যে অনেক অধিক ধনব্যয় হইবার সম্ভাবনায় তাহা ইহার সহিত প্রদর্শিত হইল না। ঐ কার্য্যে সফলতা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র রীতি অনুসারে আরও কিছু উদ্যোগ হইতেছে। তাহা সফলতা হইবার পর প্রকাশিত করা হইবে।

উপরি লিখিত হিসাব অনুসারে এসময় ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ এবং ৭ হাজার টাকা মাসিক আবশ্যক। উহার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের নিকট কোন প্রার্থনাই করা হয় নাই। কেবল দুই এক ব্যক্তির বিশেষ যত্নের দ্বারা স্বতই ১,০০,০০০ একলক্ষ টাকা আপাততঃ এক কালীন দানের প্রতিজ্ঞা এবং ১,৫০০৲ পনরশ টাকা মাসিক সহায়তার প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট এক কালীন দান ও মাসিক সহায়তার নিমিত্ত এখন সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত এই ব্যয় নিরূপণ পত্র শ্রীকাশী অধিবেশন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। যে কর্ত্তব্যপরায়ণ সভ্য মহোদয় অথবা ধর্ম্মোৎসাহী, দাতা পূর্ব্ব-কথিত কার্য্যবিভাগসমূহের নিমিত্ত বিশেষরূপে কোন একটী ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত এককালীন দান করিবেন অথবা সাধারণ রূপে এককালীন দান অথবা মাসিক দান করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা মহামণ্ডল কার্য্যালয় ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিবেন। যদি কোন ধার্ম্মিক সজ্জন সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত কিছু দান করেন তবে সেই দান তাঁহারই নামেই অভিহিত হইবে।

৫। কাশীর ধর্ম্মালয়-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রারম্ভিক কার্য্য করিবার নিমিত্ত শ্রীশারদা মণ্ডলের যে কর্ম্মচারী আছেন তাঁহার উপর ঐ ভার সমর্পিত হউক এবং কাশীতে কতগুলি ধর্ম্মালয় আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটী ডাইরেক্টরি প্রস্তুত করা হউক এবং মথুরা কার্য্যালয়ের দ্বারা ব্রজভূমির ধর্ম্মালয় সমূহেরও একটী ডাইরেক্টরি যতশীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

৩রা জানুয়ারির কার্য্য।

৩রা তারিখের প্রাতঃকালে হাথুয়া রাজভবনে (পিশাচ মোচন) যেখানে শ্রী১০৮ শঙ্করাচার্য্য মহারাজ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় পণ্ডিত সভা হইয়াছিল। কাশীধামের সমস্ত পণ্ডিত এবং বাহির হইতে আগত পণ্ডিতগণ যাঁহাদিগের সংখ্যা ২৫০ ছিল তাঁহাদিগকে দুই টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং মিষ্টান্ন ও পুষ্প চন্দন দ্বারা সৎকৃত করা হইয়াছিল। মিথিলা রাজকুলভূষণ শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহ স্বয়ং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সায়ংকালে সভামণ্ডপে অধিবেশনও অত্যন্ত সমারোহের সহিত হইয়াছিল। এই দিবসের ব্যবস্থা অন্যান্য দিন হইতে উত্তম হইয়াছিল, এবং মণ্ডপের সজ্জা অপূর্ব্ব হইয়াছিল। উক্ত দিবস অনেকগুলি ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল। এবং উক্ত দিবস সমস্ত বক্তৃতার শেষে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে

ইংরাজী ভাষায় অতি মনোহর বক্তৃতা হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র শ্রোতা একত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথজী হিন্দী ভাষায় উহা অনুবাদ পূর্ব্বক উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া আনন্দিত করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস সভার উপসংহারে মহামণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ মহোপদেশক পণ্ডিত দুলাকীরাম বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীমান্ পণ্ডিত তিলক মহাশয়কে যথোচিত ধন্যবাদ করেন এবং তদনন্তর মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে গম্ভীর ভাবপূর্ণ মহামণ্ডলের কর্ত্তব্যসমূহ বর্ণন করেন।

উপসংহার কার্য্য।

৩রা তারিখে যদিও মহামণ্ডলের অধিবেশন আপনার প্রোগ্রাম অনুসারে সমাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকাশীপুরীতে সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপন করিবার উৎসাহ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ৪ঠা জানুয়ারীতে উৎসবের আরও এক দিন বৃদ্ধি করা হয়। সে দিনেও উত্তমোত্তম বক্তৃতা এবং উপদেশ দান ব্যতীত প্রায় ৩ শত ব্যক্তি আপনাদিগের নামও ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীতে লিখাইয়া দেন এবং এইখানে একটী নূতন শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপনের প্রতিজ্ঞা করেন। সেইজন্য জনৈক ধার্ম্মিক মহাশয় একটী বাটী দান করিয়াছেন। এই প্রকারে এই আনন্দযুক্ত উৎসাহজনক শুভ ফলোৎপাদক অধিবেশন কুশল পূর্ব্বক সমাপ্ত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে নগিনা, ধামপুর, চাঁদপুর পীলীভীত এবং তিলহরের ভজন মণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের রাজকীয় বিখ্যাত গায়কমণ্ডলী আসিয়াছিলেন। লাহোর সংগীত বিদ্যালয়ের সংস্থাপক শ্রীযুক্ত গায়নাচার্য্য বিষ্ণু দিগাম্বর আপনার মণ্ডলীর সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যা এবং দ্বারকার প্রেমিক গায়কগণও আপনাদিগের মধুর সংগীত দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। প্রায় সকল প্রান্তের গণ্য মান্য ধর্ম্মবক্তা শ্রীকাশীপুরীর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া এই ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সময়াভাব প্রযুক্ত প্রায় অনেক সদ্বক্তার বক্তৃতা হইতে পারে নাই। এই নিমিত্ত কার্য্য কর্ত্তারা বিশেষ দুঃখিত।

৫ই তারিখে শ্রীকাশীপুরীর সমস্ত দণ্ডিস্বামী মহারাজদিগকে সভাপতির সম্মুখে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার ও বস্ত্রাদির দ্বারা সেবা করা হইয়াছিল। এই দিবসের শান্তিরসময়ী শোভা বিচিত্র হইয়াছিল। ফলতঃ এই পুণ্য তীর্থের মহাধিবেশনে মহামণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তৃগণ আপনাদিগের শক্তি অনুসারে এরূপ

ধর্ম্মোৎসবের কোন অঙ্গ সাধনে ক্রটী করেন নাই। বিদ্যার্থিসেবা, পণ্ডিত সেবা, সাধুসেবা, দেবসেবা, প্রভৃতি সকল অঙ্গ যথাবৎ পূর্ণ করিয়াছেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে কাশীপুরীতে মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় এক্ষণে আসিয়াছে। সেই সময়ে কংগ্রেস প্রভৃতি বহু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই নিমিত্ত স্থানীয় সভ্য মহোদয়দিগের সহায়তা অনেক অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং যে সাত আট খানি বাটীতে বিভিন্ন স্থানে হইতে আগত সভ্য মহোদয়দিগকে অবস্থিতি করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ঐ সকল বাটী পরস্পরের বহুদূরবর্ত্তিতা প্রভৃতি অনেক কারণে সমাগত সভ্য, ধর্ম্মোপদেশক এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের যত্ন বিষয়ে অনেক ক্রটী থাকিয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল সজ্জনের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা উহা অপরিহার্য্য ঘটনা বিবেচনা পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীকাশীপুরীর অধিবেশন নিমিত্ত শ্রীদরবার উদয়পুর, শ্রীদরবার কাশ্মীর, শ্রীদরবার জয়পুর, শ্রীদরবার রীমা, শ্রীযুক্ত মিথিলাধিপতি, শ্রীমতী মহারাণী সাহেবা হাথুয়া যাঁহারা আপন আপন বিশাল বাটী মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পন্নার্থ ব্যবহার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ সকল নৃপতি বৃন্দকে সাদর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

এই অধিবেশনের ব্যবস্থা এবং কমিটী আদি কার্য্যে যে সকল মহাশয় সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত মিথিলা রাজকুলভূষণ তুলাপতি সিংহ, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বরদা কান্ত লাহিড়ী লাহোর, শ্রীযুক্ত শেঠ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লী, শ্রীমান্ রায় দুর্গা প্রসাদ যশোবন্ত নগর, শ্রীমান্ রায় বাহাদুর হরিচন্দজী রইস মুলতান, মহামহোপাধ্যায় শিব কুমার মিশ্র শাস্ত্রী কাশী, শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী কাশী, শ্রীমান্ বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস কাশী, শ্রীমান্ পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র ভিওয়ানী, শ্রীমান্ মহোপদেশক পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী আলোয়ার, শ্রীমান্ মহোপদেশক পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র মুরাদাবাদ, শ্রীমান্ পণ্ডিত মধুসূদন ওঝা জয়পুর, শ্রীমান্ পণ্ডিত রামাবতার পাণ্ডে কাশী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মতি লাল উদয়পুর, শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রবণ লাল উপদেশক আজমীর, শ্রীমান্ পণ্ডিত বামনাচার্য্য মথুরা, শ্রীমান্ গোপী নাথ কাশী, শ্রীমান্ ঠাকুর হরি চরণ সিংহ আজমির, শ্রীমান্ কুমার কেশরী সিংহ কোটা, শ্রীমান্ পণ্ডিত জয়দেব মিশ্র কাশী, শ্রীমান্ পণ্ডিত কৃপা শঙ্কর মিশ্র, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা গোবিন্দ মৈত্র কলিকাতা ইত্যাদি মহাশয়গণ ধন্য বাদার্হ। এতদ্ব্যতীত

বারাণসীর কলেক্টর সাহেব বহুল পরিমাণে উৎসাহ দান করিয়া সভামণ্ডপের স্থান প্রদান এবং পুলিশ প্রভৃতির সাহায্য দান বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ।

কোন কোন সজ্জনের চিত্তে এরূপ সন্দেহ ছিল যে যখন শ্রীপ্রয়াগ তীর্থে মহামণ্ডলের অধিবেশন হইবে তখন এরূপ অনতিপূর্ব্বে শ্রীকাশীপুরীতে এই অধিবেশনের কি আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এক্ষণে সকলের উপর ইহা ভাল রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে সেই সময় কতকগুলি উপধর্ম্ম সমাজের সভা এবং তাঁহাদিগের সেই সকল বড় বড় উৎসব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান কেন্দ্রস্থল শ্রীকাশীপুরীতে হইয়াছিল। যদি ঐ সময়ে সনাতন ধর্ম্মবলম্বীদিগের পক্ষ হইতে কোন বৃহৎ উৎসব না হইত তবে অল্পদর্শী ব্যক্তিবর্গের বহুল পরিমাণে অনিষ্ট হইত এবং উপধর্ম্মের বল বৃদ্ধি হইত। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় মহামণ্ডলের অধিবেশন ঐ সকল উপধর্ম্মীর সনাতন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সমস্ত পুরুষার্থ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীকাশীপুরীতে অনেকগুলি মহা-সভার সমারোহ ছিল। ফলতঃ এই সময় মহামণ্ডলের অধিবেশন দ্বারা ইহা বহুল পরিমাণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় এই সময় কাশীপুরীতে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব এই সময় আপন পূর্ণ স্বরূপ এবং শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে করিতে মহা-মণ্ডল এইস্থানে উপস্থিত হওয়ায় বহুল পরিমাণে লাভ হইয়াছে। এই অধঃ-পতিত জাতির মধ্যে এরূপ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আছে যাহারা স্বভাবতঃ আপনার স্বার্থের নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বদা বাধা উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল ব্যক্তির অমঙ্গলকর প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া প্রধান কার্য্যালয়ের এই স্থানে আগমন করা ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ হিতকারী হইয়াছে। মহা-মণ্ডলের নেতৃবৃন্দের প্রথম হইতেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে কাশীপুরীই মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান এবং যে পর্য্যন্ত প্রধান কার্য্যালয় দৃঢ়তা এবং শাস্ত্র রীতির সহিত উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত না হইবে সে পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের ব্যবস্থাসমূহের দৃঢ়তা হইবে না। এই নিমিত্ত প্রধান কার্য্যালয় সুব্যবস্থার সহিত আপনার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবার সময় অবশ্যই কিছু দান, পুণ্য, পণ্ডিত সেবা, সাধু সেবা, অনুষ্ঠান, দেবারাধনা এবং মহোৎসব করিবার অত্যন্ত অবশ্যকতা ছিল। উপরি লিখিত উদ্দেশ্য সমূহের পূরণ ব্যতীত ব্যবস্থা বিষয়ে যে কিছু সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সে সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত

হইবে। ফলতঃ মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ এবং প্রান্তীয় মণ্ডল ও শাখা সভা সমূহ অবশ্যই কাশীর সফলতায় বিশেষ প্রসন্ন হইবেন।

শ্রীকাশীপুরীর অধিবেশনে যে কিছু ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব ধর্ম্ম-প্রচারকে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে। তাহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই অধিবেশনে যে কিছু ব্যয় হইয়াছে সে সকল যথারীতি এবং সুব্যবস্থার সহিত হইয়াছে।

প্রয়াগ অধিবেশন সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী।

-:০:-

বিগত ২১শে জানুয়ারি হইতে ৩০শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রয়াগাধিবেশন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে যে সকল কার্য্য হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

দৈব কার্য্য।

কাশীর অধিবেশনে যে প্রকার প্রারম্ভিক দৈবকার্য্য হইয়াছিল, প্রয়াগের অধিবেশনেও সেইরূপ বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা হইয়াছে। প্রয়াগ অধিবেশনের নিমিত্ত কেল্লার পশ্চিমদিকস্থিত ময়দানে বিশাল সামিয়ানা উত্তোলন পূর্ব্বক সভামণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। তাহারই এক প্রান্তে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথাবিধনে পূজা, বেদপাঠ, হোমকার্য্য প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ধ্বজাদি রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে ২৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দেবারাধনা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ২৯শে তারিখে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের পারায়ণ এবং মন্ত্রজপ সম্পূর্ণ হয়। ঐ দিবস অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদিগকে যথা-যোগ্য দক্ষিণাদির দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদায় করা হয়।

(শ্রীমান্ প্রধান সভাপতি মহাশয়ের শুভাগমন)

২৩শে জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীমান্ অনরেবল মহারাজা সর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে সি আই ই দ্বারবঙ্গ নরেশ মহা আড়ম্বরের সহিত প্রয়াগ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক মান্য গণ্য ব্যক্তি, পণ্ডিত ও বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী

ষ্টেশনে গমন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় মহাড়ম্বরের সহিত তাঁহার প্রয়াগস্থিত দ্বারবঙ্গ ভবনে আগমন করেন।

(২৪ জানুয়ারি অমাবস্যা)

২৪ শে জানুয়ারি ত্রিবেণীর প্রধান স্নানের মহা সমারোহ ছিল। শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ক্যাম্পস্থিত সমস্ত মহোদয় উক্ত দিবস স্নান কার্য্য সম্পন্ন করেন। স্নানাদি সমাপনান্তে সকলেই উৎসবে যোগদান করেন। ঐ দিন রাত্রিকালে দ্বারবঙ্গ ভবনে মহামণ্ডলের কমিটী হইয়া কতিপয় আবশ্যক বিষয়ের বিচার হয়।

(২৫ জানুয়ারির কার্য্য)

২৫ শে তারিখের মহা সভার পেণ্ডলে মহামণ্ডলের অধিবেশন হয়। ঐ সময় প্রয়াগের মহা সভার অধিবেশন উপলক্ষে মহা সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মহামণ্ডল ক্যাম্পের অনতিদূরে একটী পেণ্ডল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহামণ্ডলের ২৫ শে জানুয়ারির কার্য্য উক্ত পেণ্ডলেই সম্পাদিত হয়। শ্রীভারতধর্ম্ম মহা-মণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয়ও মহা সভার পেণ্ডলে গমন করেন। বড় বড় আচার্য্য পণ্ডিত এবং প্রতিনিধিবর্গদ্বারা পেণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় সভার মুখবন্ধ স্বরূপ সামান্য বক্তৃতা করিবার পর নিম্ন লিখিত প্রস্তাব দুইটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়।

(১) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বিচারে ইহা পরমাবশ্যক যে হিন্দু বালক-দিগের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন করা হউক। যে সকল সভা এবং দেশীয় রাজ্য স্থানীয় পাঠশালা এবং সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধন্যবাদ প্রসঙ্গে মহামণ্ডলের এই আগ্রহ যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এ দিকে বিশেষ রীতি ক্রমে দত্ত চিত্ত হইয়া আপন আপন বালকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য না রাখিবেন তত দিন পর্য্যন্ত সন্তোষ জনক ফল হইবেনা।

(২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল আপনার সভ্য মহোদয়গণ এবং সর্ব্ব-সাধারণ সনাতন ধর্ম্মবলম্বী মহাশয়দিগের নিকট অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা আপন আপন তীর্থ পুরোহিতদিগের মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের বিশেষ যত্ন করুন। এবং ইহা সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন হওয়া উচিত যে যখন ঐ

সকলে তীর্থ গমন করিবেন তখন যে সকল বিদ্বান তীর্থে থাকেন তাঁহাদিগের যেন বিশেষ সম্মান করেন, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যাভ্যাসে রুচিবৃদ্ধি হয়।

(২৬ জানুয়ারি)

২৬শে জানুয়ারি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল মণ্ডপে সভা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তির দ্বারা মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সাধু, সন্যাসী এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রী১০৮ স্বামী শঙ্করাচার্য্য মহারাজ এবং উদয়পুরের রাজ কুমার সভাপতি মহাশয়ের পার্শ্বে বিরাজ করেন। অতঃপর প্রধান সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপী নাথ শর্ম্মা ঐ দিবসের কার্য্য বিবরণীর প্রোগ্রাম শ্রবণ করাইলেন। তিনি নিম্ন লিখিত নিয়মগুলিও পাঠকরিয়া শুনাইয়াছিলেন; ঐ সকল নিয়ম মহামণ্ডলের অধিবেশনের নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছিল।

(১) মহামণ্ডলে যে সকল বক্তৃতা হইবে তাহাতে কোন্ ধর্ম্ম সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের উপর আক্রমণ হইতে পারিবেনা।

(২) প্রোগ্রামে যে সকল মহাশয়ের নাম প্রকাশিত হইবে তাঁহারা ব্যতীত আর কোনও বাক্তি ঐ সভায় বলিতে পারিবেন না। যদি কোন মহাশয়ের কিছু বলিবার থাকে তবে তিনি আপনার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করিবেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে তিনি বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

(৩) নিয়মিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধ অথবা তদতিরিক্ত কোন মহাশয় কিছুই বলিবেন না। যদি প্রস্তাব বিরুদ্ধ কোন বক্তা বলেন তবে সভাপতির আজ্ঞাক্রমে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) যেরূপ সময় প্রদত্ত হইবে সেই সময়ের মধ্যেই বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে হইবে।

ইহার পরে শ্রীমান রাও বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ স্বাগতকারিণী সভা এবং প্রয়াগ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিনী সভার সভাপতি এবং মহামণ্ডলকে স্বাগত করিবার পর সভাপতি মহাশয় ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

ভদ্রমহোদয়গণ,

অদ্য আমরা বিশেষ আগ্রহজনক এবং আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য এখানে

সমবেত হইয়াছি। বড়ই আনন্দের বিষয় যে আনুষ্ঠানিক হিন্দুসমাজের দিন দিন সংস্কৃত ভাষা এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সেই সকল কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের রেজিষ্টারি হইবার পর, বাঙ্গালা, বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব এবং রাজপুতানায় প্রান্তীয় মণ্ডল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং বোম্বাই, মধ্যভারত, সিন্ধু এবং মান্দ্রাজ প্রান্তে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল প্রান্তীয় মণ্ডল অতি সফলতার সহিত কার্য্য করিতেছেন এবং প্রান্তীয় সভ্য বৃন্দের মহামণ্ডলের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

যে সকল ভারতীয় স্বাধীন নৃপতি মহামণ্ডলের কার্য্যে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, মহামণ্ডল হইতে তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে। তাঁহাদিগের অনেকেই প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক মহামণ্ডলের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উদয়পুর, জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, আলোয়ার, ঝালোয়ার, চরখারী, কোটা, দেওয়াস (বড়পংক্তি,) রেওয়া, সেলানা, ফরিদকোট, ময়ুরভঞ্জ, তেহরী, কৃষ্ণগড়, করোলী, ত্রিপুরা এবং মহারাজা স্যর চন্দ্রসামসের জঙ্গ বাহাদুর নেপাল এই সকল মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই উৎসবে স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণে এবং বিসূচিকা রোগের প্রকোপ হওয়ায়, তাঁহারা আসিতে পারেন নাই। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকেই সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহা আমাদিগের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, মঠাধীশ চতুষ্টয়ের অন্যতম পূজ্যপাদ শ্রীজগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য আমাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণে আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছি। এই বিরাট সভায় আজ হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ এই সকল পবিত্র ব্যক্তির যোগদান এবং কার্য্যকরী সাহায্য দান উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়। পূজ্যপাদ শৃঙ্গেরী মঠাধীশ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং জগদ্‌গুরু দ্বারকা মঠাধীশ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই।

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড়বড় আচার্য্যগণ, প্রধান প্রধান শিখ আখাড়ার মোহন্তগণ ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আনন্দের

সহিত মহামণ্ডলে যোগদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মের সমপ্রাণতার নিমিত্ত একসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের এই সহানুভূতি এবং কার্য্যকারিতার নিমিত্ত তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বহুদূর হইতে আগমন করা অসুবিধা জনক বলিয়া সহানুভূতি সূচক তার প্রেরণ করিয়াছেন, অনেকে পত্র দ্বারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী এবং সাধু সম্প্রদায় ধর্ম্ম পরিচালকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিখ ভ্রাতাদিগের পক্ষে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথা বলিতেছি যে, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের মধ্যে গণ্য করি। অতীত কালে তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন, এবং আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সহিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়া যাইবে। হিন্দু ধর্ম্ম অত্যন্ত বিস্তৃত এবং উদার, বিবিধ সম্প্রদায়ের দ্বারা এই সমাজ পরিপুষ্ট। উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও মৌলিক সত্য বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। নাভার মহারাজা জি সি এস আই, জি সি আই ই এবং পঞ্জাব প্রান্তীয় শাখা সভার পরিচালকগণ এই সকল বিষয়ে যেরূপে তাঁহাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। বর্ত্তমান সময়ে মান্যবর স্যর অনারেবল বাবা ক্ষেম সিংহ বেদী কে সি আই ই মহোদয়ের অভাব কিছুতেই পরিপূর্ণ হইতে পারে না এবং তাঁহার পরিত্যক্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা শোক জনক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। গোয়ালিয়র নৃপতি রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের রাজন্যবর্গের মেও কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত মহামণ্ডলের সাহায্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। মহামণ্ডলও সেই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি আনন্দ সহকারে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও বিদ্যালয়সমূহে এই অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। যুক্ত প্রদেশসমূহে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়সমূহ ধর্ম্মশিক্ষার প্রচলন জন্য একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। যদি লোকে ক্রমশঃ অধ্যাপকসমূহের ব্যবস্থা আপনারা করিয়া লয় তবে বিদ্যালয়সমূহে আপনাদিগের বালকসমূহকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিবার আদেশ এবং অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গোচরীভূত হইবে। বড়ই দুঃখের এবং ঘৃণার বিষয় আমি শুনিয়াছি যে, এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোকে কোনও প্রকার উপকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। আশা করা যায় যে, আমরা আগামী বর্ষে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অনুগ্রহ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে

অধিকতর লাভকরিতে দেখিব। যতদিন পর্য্যন্ত লোকে আপন আপন পুত্রকে বাল্যকাল হইতে আমাদের ধর্ম্মের গভীর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া না দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে আস্তিকতা, দেশভক্তি, স্বধর্ম্মে আস্থা এবং দৃঢ় রাজভক্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন বিষয় হইবে।

ভদ্র মহাশয়গণ, এক্ষণে আমি অধিকারানুসারে কতিপয় বিষয়ের বিচার করিব। ভদ্র মহাশয়গণ, আমাদিগের ধর্ম্ম আমাদিগের পক্ষে একটী জীবন্ত এবং চিরবর্ত্তমান প্রকৃত পদার্থ। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না যে, ধর্ম্মের সহিত আমাদিগের দেশের উন্নতি কিরূপ নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। দেশভক্তি আমাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের একটী উত্তম এবং পূর্ণাত্মক অঙ্গ। হিন্দুর পক্ষে কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। স্বদেশ রক্ষা এবং তাহার উন্নতি সাধনও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হয়। খৃষ্টান এবং মুসলমান বহুদেশে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুস্থান ব্যতীত হিন্দুর দ্বিতীয় বাসস্থান নাই। এই নিমিত্ত দেশের পুনরুদ্ধার সাধন আমাদের পক্ষে কেবল দেশভক্তি নহে, পরন্তু ইহা একটী পবিত্র ধর্ম্ম। কি প্রকারে উহা সাধিত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে বলিবার সময় নহে। কিন্তু একটী কথা এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, আমাদিগকে চিরস্থায়ী রূপে সফল কাম হইতে হইলে আমাদিগের শাসন কর্ত্তাদিগের সহিত সহযোগিতা এবং সহানুভূতির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। আমরা কৃতজ্ঞতা সহ স্বীকার করিতেছি যে, ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সেই সুবিধার মধ্যে আমরা অনেক বৃহৎ কার্য্য এবং ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিতে পারি। ধর্ম্মকার্য্য সাধন জন্য শাসক সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সভ্য মহোদয়গণ! এই বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বে একটী আনন্দপ্রদ বাক্যের সহিত আপনারা একমত হইবেন। সংপ্রতি যে নূতন রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ভারতে শান্তি স্থাপিত থাকে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি রাজ প্রতিনিধিকে সাদর ধন্যবাদ করিতেছি। আশাকরি আপনারাও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন। আর একটী কার্য্য সম্বন্ধেও আপনাদিগের অনুমোদন প্রার্থনা করিতেছি যে, যৎকালে যখন যুবরাজ তাঁহার পত্নীর সহিত বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হন সেই সময়ে আমি মহামমণ্ডলের পক্ষ হইতে রাজভক্তি জ্ঞাপক তাঁহার স্বাগত তার প্রেরণ করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত মহামণ্ডল সংযুক্ত ৩ শত সভা হইতে তাঁহাদিগের নিকট রাজভক্তি সূচক

স্বাগত তার প্রেরিত হয়। তদবধি এপর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে অনেকেই আমাদিগের প্রিয় রাজপুত্র এবং রাজপুত্রবধূকে দর্শন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং সেই রাজদম্পতির ঔদার্য্য, রাজমহত্ব এবং সরলতা গুণে অনেকেই মোহিত হইয়াছেন এবং আমরা যে অকৃত্রিম রাজভক্ত বলিয়া গৌরব করি তাহা রাজদম্পতির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রাজবধূর সম্মুখে ক্ষুদ্র উপহার উপস্থাপিত করিবার সুবিধা হিন্দুস্থানের ভাগ্যে কখনও উপস্থিত হয় নাই। যুবরাজবধূ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন আমাদিগের ইচ্ছা ভবিষ্যতে ইহার অনুকরণ দেখিতে পাইব। যখন এই রাজদম্পতি রাজ্য করিবেন তখন আমাদিগের ভাগ্য অবশ্য প্রসন্ন হইবে। যুবরাজের করুণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ জনিত আমাদিগের হৃদয়ের ভাব মুখে প্রকাশ করা কঠিন। প্রার্থনা করি পরমেশ্বর এই রাজদম্পতি এবং সকুটুম্ব সম্রাট এবং আমাত্যবর্গকে বর্দ্ধিত করুন।

ভদ্র মহাশয়গণ, উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে আমার বিশ্বাস আমাদিগের উপদেশক এবং মহাপদেকগণ যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা হিন্দু জাতির উপকার সাধন করিতেছেন, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন। এই ধর্ম্ম কার্য্যের সফলতা কেবল তাঁহাদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। আমি আশা করি তাঁহারা এবং শাখা সমূহ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও আপনাদিগের ধর্ম্মোৎসাহজনক কার্য্যে তৎপর থাকিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। মহামণ্ডলের পুষ্টি এবং উন্নতি সম্বন্ধে অনেকে অনুগ্রহ করিয়া অনেক পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রক্ষা করা হইয়াছে। দ্রব্য সামগ্রী এবং তাহা অপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্যকারী ব্যক্তির সংখ্যা এই মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে বড় অল্প। ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যে এই ধর্ম্ম কার্য্যের উন্নতি এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া আপনাদিগের বিশেষ কামিনা। তত্তুল্যপক্ষে আমি এ কথা বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছিনা যে, আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা এবং দেশ হিতৈষিতার নিমিত্ত উদরতা প্রদর্শন করুন এবং যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন। এ পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা রিপোর্ট শ্রবণে আপনারা অবগত হইবেন। আমি সন্তোষ সহকারে সকল মহাশয়ের পূর্ণ সহায়তার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি। আশা করি আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না। কারণ হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব এবং উহার উন্নতি করাই তাঁহার পরম পবিত্র উদ্দেশ্য।

অতএব হে হিন্দু! জগত পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, সনাতন ধর্ম্ম, এবং আপনার মহামান্য পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করুন এবং বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে অবধারণ করুন যে, শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহিত অবস্থিতি করিবেন এবং সুখ ও সাফল্য প্রদান করিবেন, ইহার প্রমাণ আমরা ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই;—"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ আছেন, সেখানে নিশ্চয় শ্রী, বিজয়, সুখ এবং নীতি থাকিবে ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস:—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবানীতি মতির্মম॥

ইহার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপী নাথ জী মহামণ্ডল রেজেষ্টারি হইবার পর এপর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহার কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীন দয়াল শর্ম্মা সভাপতি মহাশয়ের নিকট কার্য্য বিবরণী হইতে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলে শ্রীযুক্ত মালবীয় একটী ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা এবং মাহাপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মহামণ্ডলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

২৭শে জানুয়ারি।

মহামণ্ডল মণ্ডপেই উক্ত দিবসের অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত দিবস মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মথুরা হইতে আগমন করেন। সংপ্রতি তিনি ৮ মাসের অবসর লইয়াছেন, ইহার পর সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়া মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করিবেন। প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে জয়পুর রাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ওঝা বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর দেবালয় সংস্কার, বিবাহ সংস্কার, তীর্থযাত্রীর ক্লেশ নিবারণ, জ্যোতিষ সংস্কার, এবং বৈদ্যক সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত হয়।

২৮শে জানুয়ারি।

উক্ত দিবস মহা সভার পেণ্ডলে অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিবসের প্রস্তাবের উপর মহামণ্ডলের উপদেশক ও মহোপদেশকগণ অনেক বক্তৃতা করেন। ঐ দিন রাত্রিকালে মহামণ্ডল মণ্ডপে একটী বৃহৎ পণ্ডিত সভা হয়। তাহাতে

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে এবং মহা সভায় যে সকল পণ্ডিত, উপদেশক প্রভৃতি নিমান্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই কলের যথা যোগ্য পূজা ও দক্ষিণা দান করা হইয়াছিল।

২৯শে জানুয়ারি।

অনেকগুলি ধর্ম্ম বক্তৃতা ব্যতীত "সাম্প্রদায়িক মতভেদ হইতে" হিন্দুদিগের মনোমালিন্য দূর করত পরস্পরে প্রেমভাবের বৃদ্ধির জন্য একটী প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়।

৩০শে জানুয়ারি।

উক্ত দিবস অধিবেশনের শেষ দিনের কার্য্য মহামণ্ডল মণ্ডপে হইয়াছিল। প্রধান সভাপতি মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১) উক্ত দিবস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত হয়, (১) "মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগকে উক্তপদ সম্বন্ধীয় যে মান পত্র প্রদত্ত হইবে, তাহা প্রতিনিধি সভার আজ্ঞানুসারে হইবে। কিন্তু বিদ্যা, ধর্ম্ম, কলাদি সম্বন্ধে মান পত্র মুখ্যতঃ প্রধান সভাপতি মহাশয়ের উপর নির্ভর থাকিবে।"

(২) ৫৬ নং নিয়মের (ঠ) র পরে (ড) র স্থানে (ড) হউক। এবং (ঢ) (ণ) (ত) (থ) ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কেবল (ঢ) নিয়মটী নিম্নলিখিত রূপে বৃদ্ধি করা হউক;—

"(ঢ) নৈমিত্তিক রূপে যোগ্য ব্যক্তিদিগকে অর্থাৎ ধর্ম্মোপদদেশক, বিদ্যা, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, এবং কলাবিদ্যাদির যে উপাধি প্রদত্ত হইবে এবং যাঁহাদিগকে মান সম্বন্ধীয় চিহ্ন অর্থাৎ পদক ও বস্ত্রাদি প্রদত্ত হইবে, সেই সকলের সহিত যে মানপত্র প্রদত্ত হইবে অথবা মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে কেবল মান পত্র প্রদত্ত হইবে, তাহাতে কেবল প্রধান সভাপতি এবং প্রধানাধ্যক্ষের স্বাক্ষর এবং যে ধর্ম্ম অথবা বিদ্যাদি সম্বন্ধীয় উপাধিসংরক্ষকদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাহাতে প্রধানতঃ একজন সংরক্ষক আচার্য্যের স্বাক্ষর থাকিবে।"

(৩) মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভাকে আন্যান্য প্রান্তের যোগ্য সভাদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিবার নিমিত্ত আরও সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।

(৪) মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ৩২ নম্বর নিয়মের প্রথম কথার স্থানে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত;—

"প্রবন্ধ কারিণী সভার সভাসদ, স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক এবং সহায়ক সভ্যদিগের মধ্য হইতে তিন বৎসরের নিমিত্ত প্রতিনিধি সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে।"

(৫) কাশীর অধিবেশনে অনুমোদিত ব্যয় নিরূপণ পত্রানুসারে অর্থ সংগ্রহার্থ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হউক এবং আয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য অবশিষ্ট প্রান্তে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপন জন্য যোগ্য ডেপুটেশন প্রেরিত হউক।

(৬) বাহিরের দেবালয় ও শাখাসভাসমূহ পরিদর্শন জন্য শীঘ্রই একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হউক।

(৭) কাশী ব্রহ্মচারী আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত আপাততঃ মাসিক ২০০৲ টাকা অনুমোদন করা হউক।

উক্ত দিবস সনাতন ধর্ম্মসভার কার্য্যকর্ত্তৃগণ মহামণ্ডল অধিবেশনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয় এবং সনাতন ধর্ম্ম সংগ্রহ গ্রন্থের কার্য্য আপনাদিগের হস্তে রক্ষা করিয়া অপর সমস্ত প্রস্তাব শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতি অর্পণ করিলেন। এ বিষয়ে সভায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়;—

"সনাতন ধর্ম্মসভার ঘোষণায় প্রকাশ যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সনাতন ধর্ম্ম সংগ্রহ পুস্তকের প্রকাশ ব্যতীত অপর সকল ধর্ম্মকার্য্যই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক মহাসভার কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন। অতএব সনাতন-ধর্ম্ম মহাসভার নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি মহামণ্ডল স্বীকার করিতেছেন। ঐ সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা এবং কার্য্য করিবার প্রযত্ন করা যাইবে।"

অতঃপর মহাসভার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন মোহন মালবীয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া তাহা মহামণ্ডলের হস্তে অর্পণ করিলেন;—

(১) প্রত্যেক নগরে একটী করিয়া ধর্ম্মসভা, এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত স্থাপিত হয় যে উহার দ্বারা (ক) নিয়মপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ প্রত্যহ প্রদত্ত হয় এবং (খ) একটী করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপিত হয় যেখানে বিদ্যার্থীরা সুচরিত্র গুরুর নিকট থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহিত বিদ্যাভ্যাস করে এবং ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনোপযোগী সংস্কৃত এবং দেশ ভাষা শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

(২) এরূপ কোন ব্যবস্থা করা হউক যাহাতে সনাতন ধর্ম্মানুযায়ী স্বধর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান অথবা দারিদ্র্যতার কারণ এবং ধর্ম্মে পরিচালিত হইতে বাধা না হয়।

(৩) অনাথ হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বড় বড় অনাথালয় স্থাপন করা হউক।

(৪) যে স্থানে গোশালা স্থাপিত আছে তথায় উহা উত্তম রীতিতে দৃঢ় বদ্ধ রাখা এবং যথায় গোশালা নাই তথায় নূতন গোশালা স্থাপনের উৎসাহ দান করা হউক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র মালবীয় মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি পরিপোষণ ও একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হয়।

অতঃপর জয়পুরের রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ওঝা উপাধি ও সম্মান দান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা পত্র পাঠ করিয়া উপাধি সম্বন্ধে যে সকল কথা উল্লেখ করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১)—উপাধি বিতরণের উদ্দেশ্য।

(১ম) যে সকল মহানুভব ব্যক্তি অধিকতর বিচারবান ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে প্রথম হইতে যোগ্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে উপাধি প্রদত্ত হইবে, যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি সমাজে আদর্শ রূপে সম্মানিত হইতে পারিবেন। (২য়) যে সকল লোকের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্ব হইতে ছিল না, কিন্তু মহাসভার নিয়মানুসারে তাঁহারা যোগ্যতা সম্পন্ন হইয়াছেন তাঁহাদিগেরও কোন্ অবস্থা পর্য্যন্ত কিরূপ যোগ্যতা হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত সভা হইতে তাহাদিগের উপাধি দান করা উচিত বিবেচিত হইয়াছে। (৩য়) এই দুই ব্যতীত যাঁহারা মহামণ্ডলকে বিদ্যা অথবা আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকারে সহায়তা করিবেন সেই সকল সজ্জনকে উপাধিদান করা উচিত বিবেচিত হইয়াছে।

(২)—উপাধি বিতরণের নিয়ম।

(১ম) যে সকল ব্যক্তির যোগ্যতা বিদ্যা বা ধর্ম্ম আদি কোন বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ প্রকার ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে, (২য়) মহামণ্ডলের ব্যবস্থানুসারে যাঁহাদিগের যোগ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে, অথবা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মহামণ্ডল উৎসাহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, (৩য়) মহামণ্ডল সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম কার্য্যে সহায়তার উপলক্ষে পারিতোষিক রূপে উপাধি প্রদত্ত হইবে।

(৩)—উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা।

এই উপাধি ব্যক্তিগত। উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি উহা যাবজ্জীবন ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(১) মহামণ্ডলের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত যিনি বিদ্যা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, আচার্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ অথবা কোনও প্রকারে যোগ্যতা প্রাপ্ত, তাঁহাদিগকে উপাধি প্রদান করিতে হইলে সেই সেই প্রান্তের রাজা, মহারাজা, বা অধিকতর ব্যক্তিদিগের বা কোনও ব্যক্তি, যাঁহার উপর মহামণ্ডলের পূর্ণশ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের অনুমোদন লিপি দেখিলেই মহামণ্ডল হইতে উপাধি দেওয়া হয়।

(২) এক সময়ে উপাধি দান সম্বন্ধে সংখ্যার নিয়ম রক্ষা করা হইবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক সময়ে দুইটী উপাধি প্রদত্ত হইবে না। কিন্তু যে উপাধির দুইটী বিভাগ আছে, সম্ভবতঃ যদি সেই দুই প্রকার উপাধির যোগ্যতা এক ব্যক্তির থাকে এবং ঐ দুই যোগ্যতার নিমিত্ত দুই প্রকার উপাধি দান করা সভা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে এক সময়েই দুই উপাধি প্রদত্ত হইতে পারে; তবে এক এক বিভাগের দুই উপাধিই এক সময় প্রদান করা উচিত নহে।

(৩) যদি সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তি দুর্ভাগ্য বশতঃ কদাচিৎ ধর্ম্মচ্যুত, মহাপাতকাদি সম্বন্ধে সমাজ ভ্রষ্ট অথবা মহামণ্ডলের সর্ব্বথা বিরুদ্ধ অনুচিত অন্যায় আচরণ করিতে থাকেন, তবে পূর্ব্ব প্রদত্ত উপাধি সম্মান পদ বা পদকাদি তাঁহার নিকট হইতে পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কথা ঘোষণা করা হইবে।

(৪) উপযুক্ত উপাধিসমূহ ব্যতীত পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যা এবং কলা (শিল্পাদি) সম্বন্ধায় উপাধি প্রদত্ত হইবে। এই উপাধি দান শারদামণ্ডলের নিয়মানুসারে হইবে। শারদামণ্ডলের অন্তর্গত যে সকল মহাবিদ্যালয় ভারতবর্ষের যে যে প্রান্তে থাকিবে সেই সকল প্রান্তের যোগ্য ব্যক্তিদিগের নামাবলি মহাবিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে। তত্রত্য অধ্যক্ষ যদি স্বীয় অনুমতির সহিত প্রশংসা পত্র শ্রীশারদামণ্ডলে প্রেরণ করেন, তবে শারদামণ্ডলের ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছানুসারে সময় নির্দ্দেশ করিয়া পরীক্ষা করিবেন। অন্যূন ছয় মাস পূর্ব্বে পরীক্ষার সময় অবধারিত করিতে হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি উপাধি পাইবেন।

(৫) বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল উপাধি অবধারিত করা হইয়াছে বিদ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকায় উহা কয় ভাগে বিভক্ত হইবে। বিদ্যা বিভাগঃ—

(ক) বেদ—শুদ্ধ বেদ এবং সার্থ বেদ। (খ) ষড় দর্শন, এতদ্ব্যতীত মাধ্যমিক, বৈজ্ঞানিক, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, স্যাদ্বাদিক প্রভৃতি। (গ) উপাসনিক দর্শন—অর্থাৎ রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, শৈব, পাশুপত, শাক্ত, সৌরাদি। (ঘ) বেদাঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ, ছন্দঃ, সাহিত্য, শিক্ষা, নিঘণ্টু, নিরুক্ত (কোশ), কল্প (শ্রৌত গৃহ্য ধর্ম্মশাস্ত্র) জ্যোতিষ (গণিত, ফলিত) এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ।

(ঙ) ইতিহাস এবং পুরাণ অর্থাৎ মহাভারতাদি ইতিহাস, আখ্যান, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা বা অষ্টাদশ পুরাণ। (চ) আগম অর্থাৎ মন্ত্রশাস্ত্র। (ছ) নীতি, অর্থ শাস্ত্র এবং কলা যাহার পাঠ্য মণ্ডলের নিয়মানুসারে স্থির হইবে।

এই সকল বিভাগে বা ইহার অবান্তর বিভাগে বিভিন্ন প্রকার উপাধি প্রদত্ত হইবে।

(৬) ধর্ম্ম বিভাগে রাজা হইতে সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। প্রতিষ্ঠিত সুবিজ্ঞ নৃপতি এবং মহামণ্ডলের সুবিজ্ঞ সভার উপর নির্ব্বাচন ভার প্রদত্ত হইবে।

(৪—উপাধি বিতরণের সময় এবং অধিকার।

মহামণ্ডলের মহোৎসব বা অন্য কোন সময়ে সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে কোন বিশেষ নৈমিত্তিক অধিবেশন করিয়া উপাধি বিতরিত হইবে।

যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তির উপাধি দিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু তজ্জন্য কোন বিশেষ অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অনুচিত বোধ হয় তবে প্রধান সভাপতি বিনা অধিবেশনে উপাধি দান করিবেন। কিন্তু উপাধির কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে।

প্রধান সভাপতি মহাশয়ের উপাধি এবং অন্যান্য সনন্দ প্রদান করিবার অধিকার থাকিবে।

উক্ত সম্মান চিহ্ন প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুসারে প্রদত্ত হইবে। মহামণ্ডলের মহাধিবেশন অথবা নৈমিত্তিক অধিবেশন অথবা তাঁহারা যে প্রান্তের সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই প্রান্তে একটা বিশেষ সভা করিয়া অথবা শাখা সভার বিশেষ উৎসবোপলক্ষে অথবা দেশীয় রাজ্যের রাজসভার দ্বারা সম্মান চিহ্ন প্রদত্ত হইবে।

(৫) উপাধি গ্রহণের অধিকারী।

[ক] রাজা মহারাজা। যাঁহারা ধর্ম্মের দ্বারা শাসন করেন, সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী, যাঁহাদিগের অর্থব্যয় প্রজাপালন এবং ধর্ম্ম কার্য্যে দেখা যায়। [খ] অন্যান্য রাজা, মহারাজা, রইস, জায়গীরদার, সাহুকারাদি যে সকল ধার্ম্মিক সজ্জন-দিগকে ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত যোগ্য বিবেচনা করা যাইবে। [গ] বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সাধারণ পাঠশালা বা কোন বিদ্বানমণ্ডলী হইতে অথবা কোন ধর্ম্ম সমাজ হইতে বৈদুষ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াঅধ্যয়ন বা

অধ্যাপনা বৃত্তির দ্বারা নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহার ছাত্রবর্গ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং যিনি সুযোগ্য ধর্ম্মবক্তা ও সনাতন ধর্ম্মসভাসমূহে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঐ সকল সভার উন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান। [ঘ] পুরোহিত, পাণ্ডা—যিনি দ্বিজদিগের উপনয়ন বিবাহাদি কার্য্য ও তীর্থাদিতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করান, যে সকল পাণ্ডা তীর্থের ঘাটে দানাদি গ্রহণ করেন। [ঙ] কুলীন, গৃহস্থ। যে সকল ব্যক্তি বিশেষ ধনাঢ্য বা বিদ্বান না হইলেও যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ধন অথবা বিদ্যার দ্বারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, [চ] শিল্পী, কলাকর। যাঁহারা সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, বাস্তু বিদ্যা, শূল্ব বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন [ছ] সাধু সন্ন্যাসী, [জ] স্ত্রীবর্গ। মহারাণী বা সদ্গৃহস্থ গৃহের কুলীনা, যিনি ধর্ম্ম কার্য্যে, বিদ্যা বিষয়ে ও বিশেষ দানাদি কর্ম্ম উপলক্ষে সমাজে প্রসিদ্ধ। এই প্রকারে উপাধি প্রাপ্ত হইবার অধিকারী ৮ শ্রেণীতে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয় অথবা সুবিজ্ঞ সভার সভ্যগণ কোনও ব্যক্তির যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপাধি দান করিতে পারিবেন।

এই সকল ব্যবস্থা আর্য্য সন্তানদিগের নিমিত্ত অবধারিত হইলেও প্রধান সভাপতি অথবা সুবিজ্ঞ সভা উচিত বিবেচনা করিলে শিল্পকলা সম্বন্ধে অথবা ইষ্টাপূর্ত্ত দয়া দানাদি সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনার্য্য ব্যক্তিদিগকেও উপাধি দান করিতে পারিবেন।

(৬) সম্মানের যোগ্যতা বা মানস্থান।

যোগ্যতা ৫ প্রকার। [১] কোন এক বিদ্যায় বিশেষ যোগ্যতা। [২] ধর্ম্মাচরণাদি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা। [৩] অল্প বয়স্ক অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তি অধিক প্রতিষ্ঠিত। [৪] বিদ্যা বা অর্থানুসারেও মানরক্ষা করা উচিত। [৫] অর্থের অনুরোধে সম্পত্তিশালী ব্যক্তির যোগ্যতা অধিক।

এই পাঁচ প্রকার যোগ্যতার মধ্যে ধর্ম্মাচরণ, সৌজন্য, সুশীলতা প্রভৃতি গৌরব প্রয়োজক বা সাধারণতঃ লোকানুরাগ প্রয়োজক সদ্গুণ সমূহের সম্বন্ধ বিশেষ আপেক্ষিক।

(৭) সম্মাননার প্রকার।

[১] বিদ্যাসম্বন্ধীয় উপাধি—কর্ম্মকাণ্ড অগ্নিহোত্রাদির উপাধি ইহার অন্তর্গত। [২] ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপাধি—নৃপতি, সদ্গৃহস্থ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। [৩] শিল্পকলা এবং বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয়। [৪] ধর্ম্মোপদেশক [তিন শ্রেণীর]।

[৫] স্বর্ণ পদক। [৬] রৌপ্য পদক। [৭] অন্যান্য মান্য পদার্থ বস্ত্রাদি। [এই সাত প্রকারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সনন্দও প্রদত্ত হইবে।] [৮] মান পত্র। [৯] প্রধান সভাপতির দ্বারা ধন্যবাদ পত্র। [১০] কার্য্যালয় দ্বারা ধন্যবাদ পত্র।

এতদ্ব্যতীত মহামণ্ডলের ৫৩ নং নিয়মানুসারে যে প্রকার মান পত্রের আবশ্যকতা হইবে তাহা প্রদত্ত হইবে।

নিম্ন প্রকার স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। [ক] ধর্ম্ম সেবার জন্য—ত্রিদেব দেবী অঙ্কিত ওঁকার মূর্ত্তি। [খ] বিদ্যা সম্বন্ধীয়—সরস্বতী মূর্ত্তি। [গ] কর্ম্ম কাণ্ড পদক—অগ্নিদেবের মূর্ত্তি। [ঘ] সংগীত সম্বন্ধীয়—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।

উপাধি সূচক শব্দ ক্রমশঃ বিচার পূর্ব্বক সুবিজ্ঞ সভা নির্দ্ধারিত করিবেন। নিম্ন প্রকারে উহাদের বিভেদ হইবেঃ—

[ক] ধর্ম্ম সম্বন্ধ উপাধি নরপতিদিগের জন্য—ভারতধর্ম্ম মার্ত্তণ্ড, ভারতধর্ম্মেন্দু, ধর্ম্মমার্ত্তণ্ড, ধর্ম্মপ্রদীপ, ধর্ম্মধুরন্ধর, ইত্যাদি।

[খ] সদ্গৃহস্থদিগের জন্য ধর্ম্মোপাধি—ভারত ভূষণ, ধর্ম্মরত্ন, ধর্ম্মভূষণ, ভারতরত্ন, স্বধর্ম্মকীর্ত্তি, স্বধর্ম্মধুরীণ ইত্যাদি।

[গ] পণ্ডিতদিগের নিমিত্ত—শ্রৌতশিরোমণি, স্মৃতিবারিধি, বিদ্যাবাচস্পতি, শাস্ত্রবারিধি, বিদ্যাপ্রভাকর, তর্কবারিধি, মীমাংসকশিরোমণি, বৈয়াকরণকেশরী, বিদ্যাবারিধি, সাহিত্যভূষণ, জ্যোতির্বিশারদ, ভিষক্ শিরোমণি, বিদ্যানিধি, মহামহোপাদেশক, উপদেশক, মহোপদেশক, ইত্যাদি।

[ঘ] পুরোহিত এবং তীর্থপাণ্ডার নিমিত্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি, ধর্ম্মস্থলী; ধর্ম্মধরণী ইত্যাদি।

[ঙ] সৎকুলোদ্ভব গৃহস্থদিগের নিমিত্ত—ধার্ম্মিককুলভূষণ, কুলচন্দ্র, কুলদীপক, কুলবৈভব, ধার্ম্মিককুল শিরোমণি ইত্যাদি।

[চ] শিল্পীদিগের নিমিত্ত—কলানিধি, সঙ্গীতরত্ন, কারুরত্ন ইত্যাদি।

[ছ] সাধু সন্ন্যাসীদিগের নিমিত্ত—ভাগবতোত্তম, ভগবৎপ্রপন্ন, ভগবদ্ভক্তম ইত্যাদি। যোগীন্দ্র, যোগিবর, যোগিরাজ ইত্যাদি।

[জ] স্ত্রীদিগের নিমিত্ত—ধর্ম্মলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী ইত্যাদি।

এই প্রকার গুণানুসারে যোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক বহু প্রকার উপাধির একটী সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা পত্রের উপর দুইবার সুবিজ্ঞ সভা বিচার করিয়া সম্মতি দান করিবেন।

উপাধি এবং সম্মান সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

সম্মান দানের বিষয়ে কয়েকটি আবশ্যকীয় মন্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

[১] সম্মান দান সম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুসারে প্রয়াগ অধিবেশন হইতেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হউক। ভবিষ্যতে যদি সুবিজ্ঞ সভা বা প্রতিনিধি সভা কোন ব্যবস্থা পত্রে পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেন, তবে তাহা দ্বিতীয় বার বিচার করা হইবে।

[২] পবিত্র সূর্য্যবংশীয় উদয়পুরাধিপতি মহামণ্ডলের প্রধান সংরক্ষক। পবিত্র রাজসিংহাসনের অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে "হিন্দুসূর্য্য" এবং ধার্ম্মিক বলিয়া "আর্য্যকুল কমল দিবাকর" উপাধির দ্বারা ভূষিত করা হউক। উক্ত নরপতিকে মহামণ্ডল হইতে যে সংরক্ষক সম্বন্ধীয় মান পত্র প্রেরিত হইবে তাহাতেও এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হউক।

[৩] যথাসম্ভব মহামণ্ডল হইতে প্রদত্ত মান পত্র এবং মান পদার্থাদি সেই সেই প্রান্তে কোন সার্ব্বজনীন সভায় এবং দেশীয় রাজ্যে হইলে তত্রত্য রাজকীয় সভায় প্রদত্ত হইবে। স্বাধীন নৃপতি অথবা গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগকে মান পত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশেষ ডেপুটেশন প্রেরিত হউক।

[৪] মহামণ্ডল রেজিষ্টরি হইবার পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মোপদেশক অথবা বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা পুনর্গৃহীত হউক এবং নূতন ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদিগকে নূতন সনন্দ প্রদত্ত হউক। এবং প্রধান কার্য্যালয়ের সুব্যবস্থা নিমিত্ত ইহা স্থির হইতেছে যে, এখন হইতে যে সকল মান পত্র যে যে তারিখে রেজিষ্টরি হইয়া কার্য্যালয় হইতে প্রেরিত হইবে সেই সেই তারিখে সেই সেই মান প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারি ভুক্ত বুঝিতে হইবে।

[৫] যে সকল ধর্ম্মোৎসাহী সজ্জন মহামণ্ডলের পদধারী আছেন, তাঁহাদিগকে যখন কোন মান পত্র অথবা মান পদার্থ প্রদান করা হইবে, সেই সময় তাঁহাদিগের নিকট হইতে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লওয়া হউক যে, তাঁহারা মহামণ্ডলের নিয়ম এবং উপনিয়ম পালন করিবেন, এবং আজীবন যথাশক্তি স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতির সেবায় রত থাকিবেন।

[৬] নূতন ব্যবস্থা পত্রানুসারে যে সকল পদধারী মহাশয়ের নাম সুবিজ্ঞ সভায় নিয়ত করা স্থির হইয়াছে তদতিরিক্ত অর্থাৎ প্রধান সভাপতি, প্রবন্ধকারিণী সভার সভাপতি, সমস্ত প্রান্তীয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষ প্রধান মন্ত্রী, প্রধানাধ্যক্ষ এবং তত্ত্বাবধারক মহাশয় ব্যতীত মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দকিশোর দেব শর্ম্মা

অগ্রসর, শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী ওঝা জয়পুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্র দ্বারবঙ্গ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র ভিবানী, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী কাশী—সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

[৭] প্রয়াগ অধিবেশনে যে সকল ব্যক্তিকে মান পত্র ও মান পদ প্রদত্ত হইয়াছে ইহার পর বাসস্থানের সহিত তাঁহাদিগের নাম ক্রমশঃ মহামণ্ডলের মুখ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে এবং সার্কুলার দ্বারা তাঁহাদিগের নামাবলি প্রান্তীয় কার্য্যালয়, শাখাসভা, সংযুক্ত ধর্ম্মালয়, সম্পূর্ণ সভ্যমহোদয় এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবে।

[৮] স্থির হইল যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এবং অগ্নিহোত্রের উন্নতির নিমিত্ত সমগ্র ভারতে যত অগ্নিহোত্রী আছেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রদান পূর্ব্বক যথাযোগ্য রূপে সম্মানিত করা হউক এবং সমস্ত প্রান্তীয় কার্য্যালয় এবং শাখা সভার দ্বারা তাঁহাদিগের নামাবলী প্রার্থনা করা হউক।

ইহার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ উপস্থিত সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে সভা-পতির ধন্যবাদ প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বরাঁওয়ের রইস এই প্রস্তাবের অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় ইহার সমর্থন করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত লাহিড়ী মহাশয় এই সকল বিষয়ের পরিপোষণ পূর্ব্বক একটী প্রভাবশালী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

শেষের কার্য্য।

প্রয়াগাধিবেশন সম্পন্ন হইবার পর যে সকল কার্য্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইবার নিমিত্ত যে সকল সভ্য ও কার্য্যকর্ত্তা প্রয়াগে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে তাঁহাদিগের দ্বারা গঠিত একটী কমিটীতে নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি স্থিরী-কৃত হয়:—

১। সভ্য মহোদয়দিগের সম্মতি ক্রমে প্রধান কার্য্যালয় মথুরা হইতে কাশীপুরীতে আসিয়াছে এবং মহামণ্ডলের নিয়মাবলীতে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে সরকারী আইন অনুসারে তাহা অনুমোদিত হইবার নিমিত্ত ঐ সকল কাগজ পত্র সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষর যুক্ত হইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট প্রেরিত হউক।

২। দুইটী অধিবেশনের খরচ পত্রের হিসাব শীঘ্র পরিষ্কার রূপে দেখাইবার জন্য উহা প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরিত হউক এবং কাগজ পত্র প্রস্তুত হইলে তাহার উপর শ্রীযুক্ত শেঠ লক্ষ্মী নারায়ণ, শ্রীযুক্ত বাবু ভুলাপতি সিংহ এবং প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া তাহা মাসিক পত্রসমূহে প্রকাশিত হউক।

৩। মহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভা, কার্য্যকারিণী সভা এবং ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত ব্যাপিনী সভা গঠন করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সভ্য মহোদয়গণকে নির্দ্ধারিত করা হইল। সম্মতি গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগের নিকট উহা প্রেরণ করা হউক। সম্মতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের নামাবলী প্রতিনিধি সভায় প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুমোদন গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায়ঃসুধাকর দ্বিবেদী — কাশী
” বাবু ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম এ রইস, — ঐ
” শেঠ মতিচাঁদ রইস — ঐ
” বাবু রামা প্রসাদ মেনেজিং ডাইরেক্টর (বেনারস ব্যাঙ্ক) — ঐ
” পণ্ডিত রামাবরণ উপাধ্যায় — ঐ
” বাবু কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম এ (অবসর প্রাপ্ত মুনসেফ) ঐ
” পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র — ভিবানী।
” বাবু লঙ্গট সিংহ রইস — মুজঃফরপুর।
” বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ সিংহ রইস — সিলৌন, মুজঃফরপুর।
” রায় বাহাদুর হরিচন্দজী সিংহ, রইস — মুলতান।
” রায় রাম শরণ দাস, রইস, — লাহোর।
” রায় বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ, রইস বরাঁও, এলাহাবাদ।
” বাবু পার্ব্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায়, উকীল হাইকোর্ট, — এলাহাবাদ।
” কুমার ধ্যান পাল সিংহ বি এ, দেওয়ান করৌলী, — রাজপুতানা।
” রামানুজ দয়াল রইস — মিরাট।
” পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক, — পুণা।
” ডাক্তার সার ভালচন্দ্র — বোম্বাই।
” পণ্ডিত শঙ্কর দাজী শাস্ত্রী পদে — নাসিক।
” অনারেবল সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার — মান্দ্রাজ।
” রাজারাম বোডস্ বি এল, উকীল হাইকোর্ট, — বোম্বাই।
” অনারেবল এন, সুভারাও
” রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ — কলিকাতা।
” গণেশ কৃষ্ণ খাপর্টে — অমরাবতী।
” মহারাজা বাহাদুর — অযোধ্যা
” রাজা গোকুল দাস — জব্বলপুর।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম চন্দ্র রাও নায়ক দাজী কালীয়া রইস কাশী।

সহযোগী অধ্যক্ষ এবং সহকারী অধ্যক্ষগণকেও অতিরিক্ত সভ্য বুঝিতে হইবে।

৪। কাশী প্রধান কার্য্যালয়ের আবশ্যকীয় নিত্য কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সভ্য মহাশয়দিগের দ্বারা একটী কমিটী গঠন করা হউক:—

শ্রীযুক্ত রায় শশী শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহিরপুর নরেশ কাশী।
" বাবু রাধা কৃষ্ণ দাস রইস, কাশী।
" বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কাশী।
" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, কাশী।
" পণ্ডিত ছন্নু লাল উকীল, কাশী।
" রায় বাহাদুর মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী, কাশী।
" বাবু ইন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম এ কাশী।

সহযোগী অধ্যক্ষ এবং সহকারী অধ্যক্ষ।

৫। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের একটী আদর্শ পুস্তকালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হউক, ঐ কার্য্য পরিচালন জন্য যোগ্য কমিশন দিয়া একজন সুদক্ষ ম্যানেজার নিযুক্ত করা হউক। ঐ কার্য্য স্বতন্ত্র থাকিবে এই জন্য উহার কার্য্য পরিচালন জন্য নিম্ন লিখিত সভ্যদিগের দ্বারা একটী কমিটী গঠন করা হউক;—

শ্রীযুক্ত বাবু রাধা কিশন দাস।
" " সোমনাথ ভাদুড়ী।
" " কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অর্থ সম্বন্ধীয় ভার এবং ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা কিশন দাস মহাশয়ের উপর সমর্পিত হউক।

৬। মহামণ্ডল রিপোর্ট এবং মহামণ্ডল রহস্যের বাঙ্গালা এবং উর্দু অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং যে যে প্রান্তে প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে সেই সেই ভাষায় উহাদের অনুবাদ হওয়ার বিচার রাখা হউক।

৭। কাশীর প্রধান কার্য্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিম্ন লিখিত বজেট অনুসারে কার্য্য হউক, এবং বর্ত্তমান কর্ম্মচারী ব্যতীত যে সকল যথাযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ হইবে তাহার ভার প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হউক।

সহযোগী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম দয়াল মজুমদার ১০০৲

যত দিন পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় কার্য্য গ্রহণ না করেন তত দিন পর্য্যন্ত ছাপাই বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ঐ পদে কার্য্য করিবেন।

শাস্ত্র প্রকাশ ও ছাপাই বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপী নাথ ১০০৲—১৫০৲ পর্য্যন্ত
বিদ্যা প্রচার বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ১০০৲

প্রধান কার্য্যালয়ের নিমিত্ত ম্যানেজার — ৪০৲
২০৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মহাফিজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ রাও — ২৫৲
১৫৲ হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত।

সন্ধান বিভাগের জন্য কেরাণী — ২০৲
১৫৲ হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত।

প্রধান আয় ব্যয় লেখক বা মুনীম পণ্ডিত কাশী প্রসাদ তেওয়ারী — ১৫৲

সহকারী মুনীম পণ্ডিত কৃষ্ণাচার্য্য — ১২৲

শ্রীশারদামণ্ডল কার্য্যালয়ের ম্যানেজার পণ্ডিত কৃপা শঙ্কর জী। যত দিন পর্য্যন্ত অন্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কার্য্যে যোগদান না করেন তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পূরা বৃত্তি প্রদত্ত হইবে না। আসিষ্টাণ্ট — ৩০৲

শারদামণ্ডল কার্য্যালয় যিনি অনুসন্ধান কার্য্যে ম্যানেজারের সাহায্য করিবেন—কার্য্যালয়ের আয় বৃদ্ধি হইলে লোক নিযুক্ত হইবেন — ২৫৲

শ্রীশারদামণ্ডল কার্য্যালয়ের কেরাণী—পণ্ডিত দামোদর — ১৫৲

(ইঁহার উপর ধর্ম্মালয় সংস্কারের ভার ও ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করিবার ভার ন্যস্ত করা হইবে।)

মহামণ্ডলের বাঙ্গালা ভাষার মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক এবং ম্যানেজার। ইনি অন্য মাসিক পত্রিকার কার্য্যে সাহায্য করিবেন — ২৫৲

মহামণ্ডলের হিন্দি ও উর্দু ভাষার মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক এবং ম্যানেজার — ২৫৲

তিন খানি পত্রের ছাপাইবার কাগজ প্রভৃতি	২০০৲
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিমিত্ত ব্যয়	২০০৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলে সহায়তা (বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ব্যয় ব্যতীত)	৩০৲
শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডলে সহায়তা	৩০৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তধর্ম্মমণ্ডলে সহায়তা	৩০৲
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলে সহায়তা	২০৲
শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলে সহায়তা	৩০৲
বিদ্যালয় পোষক সভা এবং ধর্ম্মালয়াদির মাসিক সহায়তা	১০০৲
দুই জন ধর্ম্মোপদেশকের বৃত্তি	৯০৲
দুই জন চাপরাসী প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য	১২৲
ডেপুটেশন প্রেরণের ব্যয় মায় কেরাণী	৫০৲
বাজে খরচ	৪১৲
	১৪০০৲

ধর্ম্মামৃত প্রেস এবং নিগমাগম বুক ডিপোর উচিত ব্যবস্থা এবং ম্যানেজার নিয়োগ এরূপ ভাবে করিতে হইবে যে উভয় কার্য্য উত্তমরূপ চলিতে পারে। কিন্তু উক্ত কার্য্যের ব্যয়ের সহিত মহামণ্ডলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় বজেটে উক্ত কার্য্যের ব্যয় দেখা হইল না।

৮। উভয় অধিবেশনের সমস্ত কার্য্য বিবরণ প্রতিনিধি সভার সভ্য মহোদয়দিগের নিকট অবগতির নিমিত্ত শীঘ্রই প্রেরিত হউক।

ধন্যবাদ পাত্র।

যে সকল মহাত্মা অথবা সজ্জনের নিকট বর্ত্তমান ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত মহামণ্ডল ঋণী, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইটাওয়ার শ্রীসরস্বতী ভাণ্ডার এবং বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমান্ স্বামী ব্রহ্মনাথ মহরোজের পবিত্র নাম উল্লেখ যোগ্য। শ্রীস্বামী পাদ অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকাশীপুরী এবং প্রয়াগাধিবেশের কার্য্যে প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত লিপ্ত ছিলেন। উক্ত মহাত্মা রাত্রি দিবা কঠোর পরিশ্রম সহকারে ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং আপনার অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা অমূল্য উপদেশ দানে সমস্ত কার্য্যে অসীম সহায়তা দান করিয়াছিলেন। শ্রীস্বামী পাদ তপশ্চর্য্যারি বিঘ্ন হইবার নিমিত্ত রেল অথবা অন্য কোন যানে আরোহণ করেন না, সুতরাং দিল্লী হইতে পদব্রজে তাঁহাকে কাশীধামে অথবা প্রয়াগে আগমন করিতে এবং প্রত্যাবৃত্ত হইতে কিরূপ কঠোর কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাশীস্থ কামরূপ মঠের শ্রীস্বামী কেশবানন্দ মহারাজও শ্রীপ্রয়াগ অধিবেশন সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তর সহায়তা প্রদান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত স্বামী জী মহারাজ সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ। শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের শ্রীহরিহরানন্দ জী মহারাজ আচার্য্য এবং সাধু সমাগম কার্য্যে যথা শক্তি সহায়তা করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা হইতেছে। এই অধিবেশন কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সময়াভাব এবং লোকাভাব ছিল, এই নিমিত্ত যে সকল সজ্জন এই ধর্ম্ম কার্য্যে কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সকল মহাশয়কে অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই স্বজাতীয় মহোৎসবে সহায়তা করিবার নিমিত্ত বরাঁওয়ের রইস শ্রীমান রায় বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ মহাশয়, দ্বারবঙ্গের মিথিলা রাজ কুল ভূষণ শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহ, প্রয়াগের রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ, প্রয়াগের রইস শ্রীযুক্ত রায় নারায়ণ দাস প্রয়াগের পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ চতুর্ব্বেদী, কাশ্মীরের মেম্বর কাউন্সিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভবানী দাস জী, ভিওয়ানার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র, লাহোরের শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বরদা কান্ত লাহিড়ী, জয়পুরের বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী, কোটার শ্রীযুক্ত কুমার কেশরী সিংহ, আজমীরের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লাল, মজঃফর পুরের রইস শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহ, কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র, মথুরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামনাচার্য্য, কাশীর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃপা শঙ্কর, বরাঁওয়ের শ্রীযুক্ত

কুমার সরযূ প্রসাদ নারায়ণ সিংহ; কাশীর শ্রীযুক্ত রাধা কিশন দাস, শ্রীহট্টের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন, দিল্লীর শ্রীযুক্ত রায় লক্ষ্মী নারায়ণ, যশোবন্ত নগরের রইস শ্রীযুক্ত রায় দুর্গা প্রসাদ, প্রয়াগের শ্রীযুক্ত জয় বিজয় নারায়ণ সিংহ, আলেয়ারের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত, মুরাদাবদের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ, কাশীপুরের মহাপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত পন্ত, মিরটের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর দয়ালু, প্রয়াগের শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, উদয়পুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মতিলাল এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ এবং প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী প্রভৃতি সজ্জন যথাযোগ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে সি আই ই দ্বার-বঙ্গাধীশ মহোদয়ের যথা যোগ্য ধন্যবাদের নিমিত্ত উপযুক্ত শব্দ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও স্বয়ং কোন পরিশ্রম করা আপনার সমৃদ্ধির বিরুদ্ধ বিবেচনা করেন, এ অবস্থায় দ্বারবঙ্গ মহারাজের মহামণ্ডলের কার্য্য সমূহে এরূপ পরিশ্রম, স্বহস্তে কার্য্য সম্পাদন এবং শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তর এই বিষয়ে কার্য্য করিতে নিবৃত্ত না হওয়া প্রত্যুত: আপনার পরিশ্রম দ্বারা শেষে কার্য্য কর্ত্তাদিগকেও উৎসাহিত করা অত্যন্ত আশা জনক এবং ইহা মহামণ্ডলের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিমিত্ত অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। মহারাজ বাহাদুর ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মবলম্বীদিগের অসীম ধন্যবাদ পাত্র এবং সকলেই তাঁহার উপর এই আশা করেন যে তাঁহার এই উৎসাহ পূর্ব্বক কার্য্য দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উন্নতি অতি শীঘ্রই হইবে।

(বিশেষ ধন্যবাদ)

এই অধিবেশনে নিম্ন লিখিত রাজ্যের পক্ষ হইতে বিশেষ প্রতিনিধি, বিশেষ সহানুভূতি সূচক পত্র এবং তার আসিয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের বিশেষ ধন্যবাদ করা উচিত:—

শ্রীদরবার উদয়পুর, শ্রীদরবার জম্বু ও কাশ্মীর, শ্রীদরবার ত্রিবাঙ্কুর, শ্রীদরবার গোয়ালিয়র, শ্রীদরবার ইন্দোর, শ্রীদরবার আলোয়ার, শ্রীদরবার ঝালাওয়ার, শ্রীদরবার চরখারি, শ্রীদরবার কোটা, শ্রীদরবার দেওয়াস (বড় পংক্তি), শ্রীদরবার রীমা, শ্রীদরবার সৈলানা, শ্রীদরবার ফরিদকোট, শ্রীদরবার ময়ূর ভঞ্জ, শ্রীদরবার তেহরী, শ্রীদরবার কিশন গড়, শ্রীদরবার করৌলি, শ্রীদরবার ত্রিপুরা, মহারাজ সর চন্দ্র শমশের জঙ্গ বাহাদুর নেপাল, শ্রীমহারাজা বাহাদুর বলরামপুর, শ্রীমহারাণী সাহেবা হাথুয়া, শ্রীমতী মহারাণী সাহেবা ডুমরাঁও ইত্যাদি ইত্যাদি।

(বক্তা, প্রস্তাবক এবং ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়দিগের নাম)

যে সকল মহাশয় এই অধিবেশনে বিবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে এবং প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

জয়পুরের রাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, প্রয়াগের অনারেবল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, অমৃতসরের পঞ্জাব ভূষণ শ্রীযুক্ত বুলাকী রাম বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত রায় ভবানী দাস, মুরাদাবাদের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, কাশীর শ্রীযুক্ত কৃপা শঙ্কর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদার নাথ, কাশীপুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত পন্ত কুর্ম্মাচল ভূষণ মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, সৈলানা রাজ্যাশ্রিত গোস্বামী শ্রীপণ্ডিত দুর্গা দত্ত শর্ম্মা, বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত শাস্ত্রী, যশবন্ত নগরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবু রাম শর্ম্মা, মুরাদাবাদের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈজনাথ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব দাস পাণ্ডেয়, শ্রীযুক্ত কবিরাজ উমাচরণ ভট্টাচার্য্য, মথুরার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, শ্রীযুক্ত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী মহোপদেশক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, অমৃতসরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রলয়ারাম শর্ম্মা সম্পাদক সনাতনধর্ম্ম প্রচারক এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বদ্রী প্রসাদ বুলন্দ সহর, ফতেহপুর রিওয়াড়ীর পণ্ডিত চন্দ্র শেখর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যরূপ মিশ্র পাটনা সনাতন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা দত্ত শাস্ত্রী গঙ্গা পাঠশালাধ্যাপক জ্বালাপুর (হরিদ্বার), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিবংশ দত্ত ছাপরা, মুরাবাদের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বনমালী শঙ্কর মিশ্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেরমুনি বদরিকাশ্রম, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভক্ত রাম আজমীর প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের উপদেশক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণ লাল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশী লাল জ্যোতিষী মিরট, পানিপথের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রভু দত্ত শর্ম্মা, পট্টি লাহোরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হুকুম চাঁদ, মিরটের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর দয়াল শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম দত্ত শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ঋষি রাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মণিরাম, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোলাপ চাঁদ শাস্ত্রী মথুরা মণ্ডল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভকত রাম, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যদু নন্দন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছেদারাম শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম দত্ত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতা রাম, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম রাম প্রতাপ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিহর নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শঙ্কর চরণ, শ্রীমান্ পণ্ডিত জয় দেব শর্ম্মা।

পরিশিষ্ট।

শক্তি সম্পন্ন হইবার পর মহামণ্ডলের নেতৃবর্গের ইচ্ছা ছিল যে মহামণ্ডলের অধিবেশন করা হয় এবং অনেক ধর্ম্ম প্রেমিক মহামণ্ডলের অধিবেশনের নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন; এই উভয় পক্ষের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। অত্যন্ত উৎসাহ এবং সমারোহের সহিত একটী অধিবেশন নহে পরে পরেই দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। দুইটী অধিবেশনেই পূর্ণ সফলতা লাভ হইয়াছে। উভয় অধিবেশনেই সর্ব্ব সাধারণে মহামণ্ডলের শক্তি এবং কার্য্যকারিতার পরিচয় উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভয় অধিবেশনেই মহামণ্ডলের বিস্তার এবং শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত ধর্ম্ম প্রেমিক বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

প্রয়াগ অধিবেশনে অত্যন্ত সুবিধা এই ছিল যে ভারতবর্ষের সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত মহামণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং সাধু সন্ন্যাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে যে ঘোর অমঙ্গলকর ও অকীৰ্ত্তিকর সাম্প্রদায়িক বিরোধ আছে, তাহা দূর করিতে বিশেষ মনোযোগ স্থাপিত হয়, কারণ সাধু সমাগম বিষয়ে এরূপ সুঅবসর আর হয় নাই। এই নিমিত্ত ইহা বড়ই আনন্দের কথা যে সময়াভাব, লোকাভাব এবং বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও এই পরমাবশ্যকীয় কার্য্যে বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতঃপর ফল সৰ্ব্ব সাধারণে অবগত হইবেন। এই অধিবেশনে যে বিশেষ বিশেষ মন্তব্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, যদি ধৰ্ম্ম প্রেমিকদিগের সেই সকলের প্রতি বিশেষ রীতির সহিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবে অনেক লোক হিতকর কার্য্য হইতে পারিবে। তিরস্কার অপেক্ষা পুরস্কার দান প্রণালী অধিক সুবিধা-জনক, এই নিমিত্ত এই অধিবেশনে ধৰ্ম্ম বিদ্যা, শিল্প, কলা, বাণিজ্য আচার কৌলিন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উপাধি, প্রতিষ্ঠা সূচক চিহ্ন এবং মান পত্রাদির দ্বারা পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত করিয়া এই পরমাবশ্যকীয় কার্য্য আরব্ধ করা হইয়াছে। ফলতঃ এই অধিবেশনের দ্বারা প্রত্যেক সনাতন ধৰ্ম্মাবলম্বীর নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে যে ভারতধৰ্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাদের স্বজাতীয় একমাত্র বিরাট ধৰ্ম্ম সভা এবং ইহার দ্বারা এই আদি গুরু জাতির ধৰ্ম্ম এবং বিদ্যাদির পূর্ণ উন্নতি বিষয়ে ক্রমশঃ সফলতা হইবে।

সম্পূর্ণ সনাতন ধৰ্ম্মাবলম্বীরা যদি ধৈর্য্য এবং উৎসাহের সহিত এই স্বজাতীয় বিরাট ধৰ্ম্ম সভা অর্থাৎ শ্রীভারতধৰ্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়তা, উন্নতি এবং সহানুভূতি বিষয়ে কিয়ৎ-পরিমাণেও দত্তচিত্ত হন এবং এই বিষয় সম্বন্ধে অল্প অল্প উত্তেজনা বিষয়ে আপনাপন লক্ষ্য নিয়োগ করেন তবে এই বিরাট ধৰ্ম্ম সভা এরূপ শক্তি সম্পন্ন হয় যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ সনাতন ধৰ্ম্ম হিতৈষী ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরম কারুণিক ভগবান শীঘ্রই সেই দিন আনয়ন করিবেন যে দিনে মহামণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তৃগণের এই শুভ মনোরথ পূর্ণ হইবে।

সম্মান দান।

মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে যোগ্য ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ধৰ্ম্ম, কুলাদি সম্বন্ধে মানপত্র এবং রৌপ্য সুবর্ণ পদক প্রভৃতি মান দ্রব্য প্রদান করিবার অতি উত্তম রীতিতে প্রয়াগ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত ধৰ্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল মান পত্র চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের সম্মতি ক্রমে ছাপাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের প্রতিলিপি ধৰ্ম্ম প্রেমিক দিগের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত করা হইল।

॥ শ্রী ॥

অকুণ্ঠং সৰ্ব্বকার্য্যেষু ধৰ্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

উপদেশক মান পত্রম্।

সৎপুরুষার্থানামবলম্বনমেব মনুষ্যজাতেরুন্নতিং তত্ত্যাগশ্চাবনতিমাবহতি। নিখিল জগন্মু-

কুটমণিময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সনাতনাদেবাপৌরুষেয় বেদো জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশয়ন্নাস্তে। অস্মিন্নেব স্বর্গকল্পে ক্ষেত্রে ধ্রুবপ্রহ্লাদাদয়ো বালকা জজ্ঞিরে। অস্মিন্নেব ধর্ম্মান্তঃপুরেঽরুন্ধতী-সাবিত্রীপ্রভৃতয়ঃ কুলাঙ্গনা বভূবুঃ। অত্রৈব ধর্ম্মনিকেতনে জনক প্রভৃতয়ো গৃহিণঃ পৃথুযুধিষ্ঠির-প্রমুখা রাজানো বশিষ্ঠ ভরদ্বাজাদ্যা ব্রাহ্মণা ভীষ্মার্জ্জুনপ্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চাসাঞ্চক্রিরে। অস্যা-মেব তীর্থভূমৌ ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতয়স্তপোনিরতা ববৃতিরে। অস্যামেবপরমেশ্বরলীলাভূমৌ ব্যাস-বাল্মীকিপ্রভৃতয়োগ্রন্থপ্রণেতারঃ মনুযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতয়ো ধর্ম্মব্যাখ্যাতারশ্চ জজ্ঞিরে। অস্যামেব ধর্ম্মধরায়াংকপিলপ্রভৃতয় সিদ্ধাঃশুকাদ্যাশ্চ জ্ঞানিনোঽভূবন্। পরন্তু যার্য্যজাতিরাত্মনঃ পুরুষার্থবলে-নৈবপুরা জগদ্গুরুত্বমধিষ্ঠিতাসীৎ সৈবাদ্য পুরুষার্থবিরহাদধঃপাতিতাশ্রীবিরহিতা চ বর্ত্ততে। সর্ব্ব-মেতদেতজ্জাতেঃ পুরুষার্থত্যাগনিমিত্তকমেবাঘোরমনিষ্টকরমধোগামিনমিমং দুষ্প্রবৃত্তিবেগং নিবার্য্য সদ্বিদ্যাবিস্তারসনাতনধর্ম্মপুনরভ্যুদয়ভারতবাপিধর্ম্মশক্ত্যাবির্ভাব বর্ণাশ্রমাচারদৃঢ়তাদিকং সম্পা-দয়িতুং সমস্তধর্ম্মালয়ধর্ম্মসভানাং সমষ্টিরূপস্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলস্য সৃষ্টিরভূৎ। মোহনিদ্রা নিদ্রিতামিমামার্য্যজাতিং প্রবোধয়িতুং বিপথে তাং নয়মাশ্রানামুদ্যোগং চ বিফলয়িতুং মহা-মণ্ডলোদ্দেশ্য প্রচারপূর্ব্বকং দূরীকৃতালস্যদোষায়া আর্য্যজাতেঃ পুরুষার্থবত্তাং সম্পাদয়িতুং ভগবদ্-ভক্তিপ্রচারপুরঃসরং তাং কর্ত্তব্যপরায়ণাং চ বিধাতুমসৌ স্বজাতীয় বিবাড়্ধর্ম্মসভা ভবন্তমুপ-দেশকাধিকারোপাধিভ্যামলঙ্কৃতা পরাং প্রসন্নতামেতি। প্রার্থয়তে চ ধর্ম্মোদ্ধারকস্য সর্ব্বশক্তি-মতো ভগবতশ্চরণকমলোয়োর্ভবত আধ্যাত্মিকুন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ঃ তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে	মিথিলাধিপতি অনারেবল কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ শ্রীদরভঙ্গানরেশ্বর

প্রধানাধ্যক্ষঃ

প্রধান সভাপতিঃ।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

॥ শ্রীঃ ॥

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্যহি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ।

মহোপদেশক মান পত্রম্।

শ্রীযুক্ত

ধর্ম্মানুশাসনপালনেনৈব মনুষ্যজাতিরৌন্নত্যমুপৈতি। নিখিলজগন্মুকুটমণিময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সনতনাদেবাপৌরুষেয়বেদোজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশয়ন্নাস্তে। অস্মিন্নেব স্বর্গকল্পে ক্ষেত্রে ধ্রুবপ্রহ্লাদাদয়োবালকা জজ্ঞিরে। অস্মিন্নেব ধর্ম্মান্তঃপুরেঽরুন্ধতীসাবিত্রীপ্রভৃতয়ঃ কুলাঙ্গনাবভূবুঃ। অত্রৈব ধর্ম্মনিকেতনে জনকপ্রভৃতয়োগৃহিণঃ পৃথুযুধিষ্ঠিরপ্রমুখারাজানো বসিষ্ঠভরদ্বাজাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ ভীষ্মার্জ্জুনপ্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চাসাঞ্চক্রিরে। অস্যামেব তীর্থভূমৌ ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতয়স্তপোনিরতা ববৃতিরে। অস্যামেব পরমেশ্বরলীলাভূমৌ ব্যাসবাল্মীকিপ্রভৃ-

তয়োগ্রন্থপ্রণেতারো মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যা ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতারশ্চ জজ্ঞিরে। অস্যামেব ধর্ম্মধর য়াং কপিলপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধাঃ শুকাদ্যাশ্চ জ্ঞানিনোঽভূবন্। অস্মদীয়ানাং পূর্ব্বজানাং নিষ্কামব্রততপঃ-কর্ম্মানুষ্ঠানস্যৈব ফলমিদং যদার্য্যজাতিঃ পুরা জগদ্‌গুরু স্থানীয়াসীৎ। কিন্ত্বিদানীং সৈবার্য্য-জাতিরজ্ঞানেনবৃতা বিস্মৃতস্বকৃত্যা মোহ নিদ্রায়োপহতেত্যেতৎসর্ব্বমস্যা ধর্ম্মানুশাসনত্যাগ-নিমিত্তকমেব। ইমং চ ঘোরমনিষ্টকরমধোগামিনং দুষ্প্রবৃত্তিবেগং নিবার্য্য সদ্‌বিদ্যাবিস্তার-সনাতনধর্ম্মপুনরভ্যুদয় ভারত ব্যাপিধর্ম্মশক্ত্যাবির্ভাববর্ণাশ্রমাচারদৃঢ়তাদিকং সম্পাদয়িতুং সমস্ত ধর্ম্মালয়ধর্ম্মসভানাং সমষ্টিরূপস্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলস্য সৃষ্টিরভূৎ। নিয়মপূর্ব্বকমনেন স্বকর্ত্তব্যানি পালয়িতুমুদ্যমঃ প্রবর্ত্তমান আস্তে। ভবতোগুণৈঃ প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয় বিরাড়-ধর্ম্মসভা ভবন্তং মহোপদেশকাধিকারোপাধিভ্যামলঙ্কৃত্য প্রসন্নতামেতি। আশাস্যতে চ ভবা-নাত্মীয়পদ গৌরবং পালয়ন্নস্যাং কর্ম্মভূমৌ ধর্ম্মানুশাসনানি পুনঃপ্রবর্ত্তয়ন্ ভারতব্যাপিধর্ম্মশক্তে-রুৎপত্তৌ মহামণ্ডলস্যোদ্দেশ্যানাং চ পূর্ত্তৌ সহায়কৌ ভূত্বা কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানতপোদানাদি-ধর্ম্মানাং যথাবৎ প্রতিষ্ঠাং কারয়ন্নার্য্যজাতের্জাতিগতং জীবনং রক্ষন্ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি। প্রার্থ্যতে চ ধর্ম্মোদ্ধারকস্য সর্ব্বশক্তিমতো ভগবতশ্চরণ কমলয়োর্ভবৎ আধ্যাত্মিক্যুন্নতির্ভূয়া-দিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে	মিথিলাধিপতি, অনারেবল, কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—

প্রধানাধ্যক্ষঃ।

প্রধান সভাপতিঃ।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

ক্রমশঃ:—

——:০:——

মহামণ্ডল সংবাদ।

—হিন্দুসূর্য্য, ক্ষত্রিয়কুলকমলদিবাকর শ্রীল মেবাড়াধীশ যিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে ২০ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি প্রতিশ্রুত ২০ হাজার টাকা প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নিকট আসিয়াছে। এরূপ অত্যুদার দানের নিমিত্ত মহারাজের ধন্যবাদ করা বাহুল্য। পরমেশ্বর মহারাণা সাহেবকে দীর্ঘায়ু করুন। আশাকরি ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মানুরাগী ধার্ম্মিকপ্রবরগণ মহারাণা বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

—শ্রীকাশীপুরী এবং শ্রীপ্রয়াগরাজ এই দুই স্থানের অধিবেশনে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রভাব ভারতবর্ষের অনেক প্রান্তেই পরিব্যপ্ত হইয়াছে। যে সকল স্থানের অধীবাসিগণ মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য বিষয়ে এত দিন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতেন না, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই দুইটী অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন স্বাধীন নরপতি এবং অনেকগুলি রাজা মহারাজা ও গণ্য মান্য বহু ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই স্বজাতীয় মহাসভায় যোগদান করেন নাই। এই সুঅবসরে মান্দ্রাজ আদি সুদূর প্রান্তের কতিপয় ধর্ম্ম সভা মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূর্ণ রীতি ক্রমে এই ধর্ম্ম কার্য্যে আত্মসমর্পন করিয়াছেন। শিবপুরী মহাশয় অনেক দিন হইতেই অবসর গ্রহণ পুরঃসর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু এত দিন তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পেনসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্থায়ী ভাবে স্বীয় গুরুতর কার্য্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামে অবস্থিত হইলেন।

—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় স্থায়ীরূপে কাশী নগরস্থ কাশ্মীর রাজ ভবনে (যে বিস্তৃত ভবন জম্বু ধর্ম্মশালা নামে প্রসিদ্ধ) স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থান কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধের নিকটবর্ত্তী। বড় রাস্তার

উপর এবং গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইহা ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ সুবিধা জনক।

—বিগত ডিসেম্বর মাসে জেলা খীরী গোকর্ণ নাথ নামক স্থানে ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত কামাছিয়া লাল শিব গঙ্গার অনতি দূরে ব্রহ্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিলহর ধর্ম্ম সভার উপদেশক পণ্ডিত রাম নাথ মহাশয় তদুপলক্ষে ৮ দিন বক্তৃতা করেন। তথায় একটী সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্নোত্তর দ্বারা তত্রত্য আর্য্য সমাজিদিগকে পরাস্ত করেন।

—শ্রীভগবানের অনুগ্রহে শ্রীকাশীপুরী এবং শ্রীপ্রয়াগ রাজে মহামণ্ডলের উভয় অধিবেশনই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উভয় অধিবেন সম্বন্ধীয় কার্য্য এবং প্রধান কার্য্যালয়ের আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে মহামণ্ডলের ডেপুটেশন অত্যন্ত সুব্যবস্থার সহিত রাজ স্থানে প্রেরিত হইবে।

—শ্রীমথুরাপুরীর যে স্থানে মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় ছিল, সেই স্থানে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্ম মণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয় অবস্থিত থাকিবে। উক্ত কার্য্যালয়ের উপযোগী সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্ত বাগীশ, মহামহোপাধ্যায় রাম নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়ক সভ্য ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের অভাবে মহামণ্ডল বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত হর কুমার শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে কাশীবাসী জন সাধারণ বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয় সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল বাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আদর্শ পিতৃভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষাও যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং জগৎ একটী অমূল্য রত্ন হীন হইল, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি ৺ বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগত আত্মার উন্নতি বিধান করুন।

—সকলেই জানেন যে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের

ছাপাই বিভাগ ও শাস্ত্র প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সভার ১৫ হাজার টাকা কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাওনা ছিল। ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত সভাকে মিত্র মহাশয়ের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে নালিশ করিতেও হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় মহামণ্ডলের বেঙ্গল ডেপুটেশনের চেষ্টায় মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বাবু আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভাকে সমস্ত টাকাই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—বিগত ৪ঠা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার পর মৃজাপুর ওয়াশ্রীগঞ্জস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমুদ কান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জ মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে একটী সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় "উপাসনা প্রসঙ্গে ধর্ম্ম সমন্বয়" বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক অতি সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভা স্থলে শতাধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি ভদ্রমহিলাও সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ভদ্র মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

—বিগত ৮ই।৯ই চৈত্র পাবনা, গোপালগঞ্জ ৺রাধাগোবিন্দ জীউর ৭ম বার্ষিক বারুণী দোলযাত্রার সঙ্গে 'কৈজুরী শ্রীশ্রীহরি ভক্তি প্রদায়িনী সভার' ২য় বার্ষিকোৎসব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। তাহাতে নিম্নোক্ত কার্য্যাদি করা হয়। ৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ—৮টা হইতে অপরাহ্ণ—৪টা পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন, ৺রাধাগোবিন্দ জীউর দোলারোহণোৎসব, ব্রাহ্মণ ভোজন, মহোৎসব। অপরাহ্ণ—৪টা হইতে প্রভাতকাল পর্য্যন্ত গোপীনাথপুর নিবাসী শ্রীরামতনু কীর্ত্তনীয়ার ৺রামগুণ গান, জামিরা নিবাসী শ্রীশরচ্চন্দ্র কীর্ত্তনীয়ার মনোহরসাহী কীর্ত্তন, সম্পাদক কর্ত্তৃক সভার—২য় বার্ষিক সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী পাঠ, 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' পাঠ, সম্পাদক কৃত বসন্ত কালোচিত ফাগুয়া গান প্রভৃতি। ৯ই চৈত্র শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ—৬টা হইতে অপরাহ্ণ—৪টা পর্য্যন্ত সাহাজাদপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণনাথ কীর্ত্তনীয়ার মনেহর সাহী কীর্ত্তন, ফাগুয়াগান, ব্রাহ্মণ ভোজন, পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতি। (পোতজিয়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃপা ময় সিদ্ধান্ত বাগীশ ভুতিয়া নিবাসী ঈশ্বর চন্দ্র ভাগবতভূষণ, স্থল বসন্তপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হে,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র কাব্যতীর্থ, যুজখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ, ও শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার শিরোমণি মহাশয়গণ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

দান প্রাপ্তি।

——:0:——

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি ১৯০৬ ইং।

নিম্ন লিখিত দাতৃগণের নিকট হইতে প্রধান কার্য্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে সকল দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ধন্যবাদের সহিত তাহা স্বীকার করা যাইতেছে।

শ্রীমান্ পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ পাণ্ডেয়, বিজয় রাধোগড়, মুড়য়ারা বার্ষিক সহায়তা ৩৲

মাসিক সহায়তা।

হিজ হাইনেস্ শ্রীমান্ মহারাজা বাহাদুর সর জেনারেল, প্রতাপ সিংহ মহাশয় জি, সি, এস, আই, জম্মু কাশ্মীরাধিপতি ১০০০৲

হিজ হাইনেস্ অনারেবল শ্রীমান্ মহারাজা সর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, দ্বারবঙ্গ ২০০৲

বিশেষ সহায়তা।

শ্রীমতী মহারাণী সাহেবা ওয়ালিয়ে রিয়াসৎ ডুমরাঁও ২০০৲

শ্রীমান্ মোহান্তজী মহারাজ কৃষ্ণদয়ালজী মহাশয়, মোহান্ত বুদ্ধগয়া ১০০৲

শ্রীমান্ লালা রামপ্রসাদজী, মহাশয় খাজাঞ্চী সনাতন ধর্ম্মসভা (বাবত ব্রাহ্মণ পূজন) চাঁদপুর বিজনোর ১৫০৲

শ্রীমান্ বাবু লংগট সিংহজী মহাশয় রইস মুজঃফর পুর ১০০৲

শ্রীমান্ পণ্ডিত সদানন্দজী বাজপেয়ী, কাকুপুর ২৲

শ্রীমান্ রায় বাহাদুর মহাবীরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহজী মহাশয়, রইস, বরাঁও বাবৎ রেলওয়ে ৩৸০

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী

ডিসেম্বর মাস ১৯০৫ ইং।

জমা

রোকড় বাকী	৭৭৩৸/৫
জমা	২০,০১৫৲
ম্যানেজর দ্বারবঙ্গ খাতে	১৮,০০০৲
প্রেসিডেন্ট আফিস খাতে	২,০০০৲
সাধারণ সভ্য খাতে	১৫৲
মোট জমা	২০,০১৫৲
একুন জমা	২০৭৮৮৸/৫

কৈফিয়ৎ—

জমা	২০৭৮৮৸/৫
খরচ	২০৬৩৮৸/৫
রোকড় বাকী	১৫০৲

একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

খরচ

ডিসেম্বর মাসের খরচ—২০,৬৩৮৸/৫

বৃত্তি খাতে	৫২॥০
বাড়ী ভাড়া খাতে	১৬৲
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১৭।/০
ছাপাই বিভাগ খাতে	১৪৩৲
শ্রীবঙ্গ মণ্ডল খাতে	২৫৲
ষ্টেশনরি খাতে	১॥০
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	১২৭৸/১০
টিকিট খরচ খাতে	১॥/৫
মুৎফরিকা খাতে	২॥/১০
হিসাব তলব খাতে দং শ্রীকাশী ও প্রয়াগ অধিবেশন খরচ খাতে	২০,২৫১।০
মোট খরচ	২০৬৩৮৸/৫

(স্বাঃ) শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা সহকারী অধ্যক্ষ।

জানুয়ারি মাস ১৯০৬ ইং

জমা।

শ্রীরোকড় বাকী	১৫০৲
জমা	৪৬১৩৷৫
বার্ষিক সহায়তা খাতে	৩৲
মাসিক সহায়তা খাতে	১২০০৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	৬০৪৶০
সাধারণ সভ্য খাতে	৮৯৮৷৶০
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	১০৲
ছাপাই বিভাগ খাতে	৯০৸৶৫
পুরাতন চন্দ্রিকা খাতে	২৪৴০
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১৩৸০
টিকিট ফেরত খাতে	৩০৷৴১০
মুৎফরিক্কা খাতে	১০৷৶০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	২২৫৲
হিসাব তলব খাতে	১৫০৩৷১০
মোট জমা	৪৬১৩৷৫
একুন জমা	৪৭৬৩৷৫

কৈফিয়ত	
জমা	৪৭৬৩৷৫
খরচ	৩৩২৭৷৴১০
রোকড় বাকী	১৪৩৬৶১৫

এক হাজার চারিশত ছত্রিশ টাকা দুই আনা তিন পয়সা মাত্র।

খরচ

জানুয়ারি মাসের খরচ—	৩৩২৭৷৴১০
ছাপাই বিভাগ খাতে	৫৭০৸৶৫
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	২০৲
অধিবেশন খাতে	১৮৩৷১০
ষ্টেশনারি খাতে	৪৪৲
মুৎফরিক্কা খাতে	৭৬৸১০
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	৪২০৸০
টিকিট খরচ খাতে	২৮৭৶১৫
দেব সেবা খাতে	১২৷০
উপদেশক বৃত্তি খাতে	২২৫৲
ফর্নিচার সামগ্রী খাতে	১২৷১৫
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	৪২৲
ধর্ম্মার্থ খাতে	২৶১৫
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	১৪৩০৲
মোট খরচ	৩৩২৭৷৴১০

সূচনা।

এই মাসে ছাপাই বিভাগের কার্য্যালয়ের জমা খরচ প্রধান কার্য্যালয় কাশীতে আসিবার নিমিত্ত ১৯০৫ সালের ২২ জুন হইতে ১৯০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ৮ মাসের জমা খরচ এক সঙ্গে করা হইয়াছে এই নিমিত্ত অধিক দেখা যাইতেছে।

বিশেষ সূচনা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা	২২৫০০৲
প্রান্তীয় কার্য্যালয়াদিতে	৪৬৪১৸০
মাসিক ও বার্ষিক সহায়তায়	২৮৬৭৲
প্রধান কার্য্যালয়ে জমা	১৪৩৬৶১৫
বেনারস ব্যাঙ্কে জমা	১২০০৲
এক কালীন দান	৪১৮০০
মোট জমা	৮৪৫৪৪৸৶১৫

চৌরাশী হাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা তিন পয়সা।

(স্বাঃ) গোপীনাথ শর্ম্মা সহকারী অধ্যক্ষ।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৬শ ভাগ। ১০ম ও ১১শ সং। } আষাঢ় ও শ্রাবণ। { সন ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৫ খৃঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণ তাণ্ডব স্তোত্রম্।

——:*:——

(পুর্ব্বানুবৃত্ত।)

স্ফুরৎ কলিন্দনির্ঝরীতটস্থগোপসুন্দরী
বিলাসবীচিবল্লরীবিজৃম্ভণামধুব্রতম্।
স্বরাসচক্রবিভ্রমদ্ভচক্ররাশিনায়ক-
প্রবৃত্তপঞ্চসায়কং নমামি গোপনায়কম্॥ ১০

যিনি প্রকাশমান কালিন্দীতটোপরিস্থিত কনকলতা সদৃশ মঞ্জরীরূপী গোপসুন্দরীর ক্রীড়াতরঙ্গ আস্বাদনকারী ভ্রমররূপী এবং যিনি স্বীয় রাশিচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে নক্ষত্র এবং চন্দ্রমাকেও ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন এবং কামদেব যাঁহা হইতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই গোপনায়ককে প্রণাম করি।

স্ফুরত্তড়িৎপটপ্রভানিপীতকালীয়স্ফটা-
বিনির্গমজ্জগদ্দহদ্বিষাক্তজাতবেদসম্।
মধুচ্ছিদং মুরচ্ছিদং সুনীথপৌণ্ড্রকচ্ছিদং
স্বভক্তসংকটচ্ছিদং হরিং সদাসমাশ্রয়ে॥ ১১

যিনি বজ্র অপেক্ষা অধিক প্রকাশমান পীতপট প্রভাব দ্বারা ব্যাপ্তকারী কালিয়নাগের ফণাসমূহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, যাঁহা হইতে জগৎভস্মকারী বিষাগ্নিযুক্ত এবং মধুদৈত্য মুরাসুর সুনীথ শিশুপাল ধ্বংস হইয়াছিল এবং যিনি স্বভক্তদিগের সংকট ছেদন করেন সেই হরিকে সদা আশ্রয় করিতেছি।

অঘান্তকং বকান্তকং গজান্তকং কুজান্তকং
মুরান্তকং খরান্তকং প্রলম্বপূতনান্তকম্।
সুরপ্রিয়ং দ্বিজপ্রিয়ং বৃষার্কনন্দিনীপ্রিয়ং-
তমস্তকান্তকপ্রিয়ং ধনঞ্জয়প্রিয়ং ভজে ॥ ১২

যিনি অঘাসুর, বকাসুর, গজ, কুজ, মুর, খর, প্রলম্ব, ও পূতনা বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ রাধা, শিব ও অর্জ্জুনের প্রিয় তাঁহাকে ভজনা করি।

চিরণ্টমত্তবল্লবীকুচাগ্রকুঙ্কুমদ্রব-
প্রলিপ্তবন্যমালয়া বিরাজমানবক্ষসি।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরস্তভক্তসংকটে-
মনোবিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু বিশ্বভর্ত্তরি ॥ ১৩

নবযৌবনমত্ত গোপাঙ্গনা-কুচাগ্র-কুঙ্কুমদ্রব-প্রলিপ্ত-বনজাত পুষ্পহার যাঁহার বক্ষস্থল শোভা সম্পন্ন করিতেছে, যাঁহার কৃপাকটাক্ষরাজি হইতে ভক্তসংকট দূরীভূত হয়, সেই বিশ্বভর্ত্তার প্রতি আমার মন অদ্ভুত বিনোদ ধারণ করুক।

সনীরনীরদচ্ছবিস্ফুরত্তড়িদ্বরাম্বর-
প্রফুল্লনীরজেক্ষণকণন্মণীন্দ্র নূপুরে।
কিরীটকুণ্ডলেত্বিষা লসৎকপোলকুন্তলে-
রুচিন্মনোহরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥ ১৪

সজল জলদবরণ, চমকিতা বিজলী অপেক্ষাও প্রভাবিশিষ্ট বস্ত্র, প্রফুল্ল কমল সদৃশ নেত্র, এবং কণিত রত্ন নূপুরের সহিত যিনি বিদ্যমান আছেন, যাঁহার কপোল দেশ কিরীট এবং গণ্ডস্থল কুণ্ডল দ্বারা শোভিত এরূপ মনোহর বস্তুরূপী যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি আমার মন বিনোদ প্রাপ্ত হউক।

কদা কলিন্দনন্দিনীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
সনৎকুমারদর্শিতং গজার্ণমন্ত্রমুচ্চরণ্।
ধনঞ্জয়োদ্ধবপ্রিয়ং স্মরন্ সদা জিতৈষণো
বিমুক্ত সর্ব্বকিল্বিষঃ কদা সুখী ভবাম্যহং ॥ ১৫

যমুনানিকুঞ্জকোটরে বাস করিতে করিতে, সনৎকুমার আপনার শিষ্যকে যে মন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন সেই মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) উচ্চারণ করিতে করিতে অর্জ্জুন এবং উদ্ধবপ্রিয়কে (শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়া কোন্ সময়ে আমি সুখী হইব।

ইতি ব্রজেন্দ্রনন্দনস্তবং চ উত্তমোত্তমং
হলায়ুধেন নির্ম্মিতং পাঠস্থাপেন্দ্রসন্নিধৌ।

দদাতি তস্ম কেশবো রথাশ্বদন্তিসংযুতা
মিহেন্দিরামমুত্র চ স্বভক্তি জন্মসম্পদঃ॥ ১৬

পণ্ডিত বলদেব রচিত এই উত্তমোত্তম শ্রীনন্দনন্দন স্তোত্র যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পাঠ করে, কেশব তাহাকে রথ, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি যুক্ত করেন, তাহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে লক্ষ্মী প্রদান করেন এবং কৃষ্ণ ভক্তিরূপ জন্ম সম্পদ প্রদান করেন।

বিদিতমস্তু হলায়ুধশর্ম্মণা, বিরচিতং হরিতাণ্ডবমদ্ভুতম্।
বিরচিতা হরিতাণ্ডবদীপিকা বলসুতার্জ্জুনদত্ত সুশর্ম্মণা॥ ১৭

হলায়ুধ শর্ম্মা বিচরিত এই অদ্ভুত হরিতাণ্ডব সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাঁহার পুত্র অর্জ্জুন দত্ত শর্ম্মা এই হরিতাণ্ডব দীপিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

রাজ পণ্ডিত শ্রীঅর্জ্জুন দত্ত শর্ম্মা, সনেথিয়া
রাজ করৌলী—রাজপুতানা।

স্বদেশী আন্দোলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

এই মূলসূত্রানুসারে ভারতবর্ষ চিরকাল দৈবানুগৃহীত, ভারতবর্ষীয় পৃথ্বী মাতা স্বীয় উর্ব্বরতা শক্তির প্রভাবে সামান্য মনুষ্য চেষ্টার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদনেও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না। সেই উৎপাদিত শস্য হইতে কেবল যে মনুষ্যের জীবন রক্ষা হয় তাহা নহে, তাহার সাহায্যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের জীবনই রক্ষিত হয়, তাই ভারতবর্ষে প্রাণিহত্যা মহাপাপ, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" নীতির প্রচলন আছে। কিন্তু ইউরোপের প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিবে যে তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি নাই—ইউরোপ নিবাসীদিগের পৃথ্বী মাতা ভারতবাসীদিগের পৃথ্বী মাতার ন্যায় সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা নহেন, পরন্তু নির্দ্দয়ার ন্যায় স্তন্যদুগ্ধ দানেও সন্তানের জীবন রক্ষায় তাঁহার শক্তি নাই, তাই পশুহত্যাদি নিতান্ত নির্দ্দয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয়দিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। কিন্তু ইউরোপবাসীরা এরূপ মাতৃ ভক্ত যে আপনাদিগের প্রধান অভাব কৃষিজাত পদার্থ অন্য স্থান হইতে ছলে, বলে, কৌশলে সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই নির্দ্দয়া মাতৃ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। একমাত্র শিল্প কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক বাহু বলে অথবা কৌশলে বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা জগতের চতুর্দ্দিকে সেই সকল শিল্প জাতের প্রচার এবং সেই শিল্পের সাহায্যে সেই সকল স্থান হইতে তত্রত্য কৃষিজাত পদার্থ আপনাদিগের দেশে লইয়া গিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষায় সক্ষম হইতেছে। এই যে এদেশে উন্নত প্রণালী অবলম্বনে অধিকতর শস্যোৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে, ইহার প্রধান কারণ এই যে ইউরোপে ক্রমেই মনুষ্য বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমে ভারতের শস্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া তাহার দ্বারা ইউরোপের শরীর রক্ষা এবং

বিলাসিতার উপকরণ সুরা বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে—এমন কি সেই সুরা তথায় উদ্বৃত্ত হওয়ায় তাহা বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধন পূর্ব্বক আবার এই দেশে আসিয়াই বিক্রীত হইতেছে। এই নিমিত্ত আরও শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন হইয়াছে। যাহা হউক অসাধারণ মাতৃ ভক্তির গুণে নিরন্ন ইউরোপবাসী যে আজ সভ্যতা, বিজ্ঞতা, বাহুবল, অর্থবল ও জ্ঞানবল, প্রভৃতি অধিকার পূর্ব্বক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, আর মাতৃভক্তির অভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানে এক সময়ে জগতের সর্ব্বোচ্চস্থানে অধিরূঢ় ভারতবাসী যে আজ জগতে নিতান্ত ঘৃণিত, পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের স্থান অধিকার করিয়াছে, অন্নপূর্ণার পুত্রেরা একমুষ্টি অন্নের জন্য উচ্চ আর্ত্তনাদে গগন নিনাদিত করিতেছে, ক্রমেই ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদিগের শিল্প যেরূপ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে এ দেশে আর শিল্পোন্নতির উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ইউরোপীয়গণের এ দেশীয় শিল্প ধ্বংস করিবার কারণ কি? একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে শিল্প বিনিময়ে এ দেশীয় কৃষিজাত পদার্থ নিচয় ইউরোপে বহনই ইউরোপবাসীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়াতেই এ দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইলেও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজিত, পক্ষান্তরে দেশবাসীর উপযোগী আহার্য্য উৎপাদিত না হইলেও ইউরোপে দুর্ভিক্ষের নাম মাত্র নাই। অন্যত্র হইতে কৃষিজাত পদার্থ ইউরোপে বহন এবং ইউরোপীয় শিল্প পদার্থ সেই সকল দেশে প্রেরণ ও তাহার বিনিময় প্রথা হইতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিনিময় প্রথা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, ইউরোপীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও ততই সাধিত হইতেছে; ইউরোপীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি যে পরিমাণে সাধিত হইতেছে, ইউ-রোপীয় শিল্পের উৎকর্ষও সেই পরিমাণে সাধিত হইতেছে, এবং শিল্পোৎকর্ষ সাধনের দ্বারা ইউরোপীয়দিগের উৎসাহও ক্রমে যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই ইউরোপবাসীর উদ্ভাবনী শক্তিও বাড়িয়া যাইতেছে—তাই আজ ইউরোপে নিত্য বৈজ্ঞানিক নবীন আবিষ্ক্রিয়ার আতিশয্য দেখা যায়। অতএব এদেশীয় কৃষিজাত পদার্থ অন্যত্র প্রেরণ রহিত করিতে না পারিলে কিছুতেই আমাদিগের শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না—পরন্তু ভারতবাসী যে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে সম্পূর্ণরূপে সেই ধ্বংসের মুখেই প্রবেশ করিবে; ভারতবাসী কতিপয় কুলী অর্থাৎ ইউরোপীয়দিগের প্রতিপালিত কৃষক ব্যতীত আর সমস্ত ব্যক্তির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী অথবা খানসামা অথবা বাবুর্চ্চি হইয়া যাহারা ইউরোপীয়দিগের সেবা এবং আমাদিগের দেশের সাঁওতাল বা কোল ভীলের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের শস্যোৎপাদন করিয়া দিতে পারিবে, তাহারা ব্যতীত যাহারা ইউরোপীয়দিগের সহিত আহার্য্যের অংশ গ্রহণে অভিলাষী হইবে, তাহাদিগের কাহারও জীবন রক্ষা হইবে না।

যাঁহারা বর্ত্তমান কাল শান্তির যুগ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন, বিগত ১৮৭৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ

বৎসরের মধ্যে ৬টী দুর্ভিক্ষে অনশনে ২৫ লক্ষেরও অধিক ভারতবাসীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ছয়টী যুদ্ধেও ইউরোপে এরূপ অধিক পরিমাণে লোক ক্ষয় হয় নাই। বিগত শতাব্দীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি পঞ্চবিংশ বর্ষে লোকক্ষয় গণনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রথম ২৫ বৎসরের মধ্যে দুইটী দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ মনুষ্য মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে—দ্বিতীয় পঞ্চবিংশতি বর্ষে দুইটী দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে পাঁচলক্ষ লোকের জীবনত্যয় ঘটিয়াছে, পরবর্ত্তী পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যে ৬ বার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, শেষ পঞ্চবিংশতি বর্ষে ভারতবাসী ক্রমাগত ১৮ বার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়, তাহাতে দুই কোটী ভারতবাসীর ভবলীলার অবসান হইয়াছে। যে দেশে একশত বৎসরের মধ্যে দুই কোটী ৬৫ লক্ষ লোকের কেবল অন্নাভাব বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা যে ভারত মাতার দুই কোটী ৬৫ লক্ষ বক্ষের সন্তান ১ শত বৎসরের মধ্যে অঙ্কচ্যুত হইয়াছে, সেই দেশের অধিবাসীদিগের স্থায়িত্ব আর কত দিন কল্পনা করা যায়? এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের প্রজা বৃদ্ধি কি পরিমাণে সংসাধিত হইয়াছে দেখুন। ফরাসী বিপ্লব, ওয়াটার্লু প্রভৃতির মহাযুদ্ধ সংঘটন সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ঐ শতাব্দীতে শস্যহীনা ইউরোপের ১৮ কোটী অধিবাসীর স্থানে ৩৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৮০ জন অধিবাসীর উৎপত্তি হইয়াছে! বিশেষতঃ যে বৃটন দ্বীপে তিন মাসের অধিক কাল সমস্ত প্রজার প্রাণ ধারণোপযোগী শস্য উৎপাদিত হয় না, সেই বৃটন দ্বীপের ২ কোটী ৬৭ লক্ষ ১০ হাজার প্রজার স্থানে ১৮৪১ খৃঃ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪ কোটী প্রজার সমাবেশ দেখা যাইতেছে!!! অতএব যাঁহারা বর্ত্তমান কালকে শান্তির যুগ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যে দেশে একশত বৎসরে প্রায় তিন কোটী লোকের অনাহারে মৃত্যু সংঘটিত হয় সে দেশে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উপর অকাল মৃত্যু, মহামারী প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের বা অনশনের এক একটী উপসর্গ বশতঃ এই একশত বৎসরে যে কত কোটী ভারতবাসীর ধ্বংস সাধন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? অতএব ইহা যদি শান্তির যুগ হয়, তবে অশান্তির যুগ কাহাকে বলিব, ইহাই যদি সভ্যতার যুগ হয় তবে বর্ব্বরতার যুগ কাহাকে বলিব কেহ বলিয়া দিবেন কি?

ফল কথা ভারতবাসীর বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত—এই সময়ে সাবধান না হইলে, জড়তা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতি নিয়ত আধিভৌতিক অত্যাচারে বাধা প্রদান করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর না হইলে, ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী-দিগের ন্যায় ভারতবাসীদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিনষ্ট প্রায় স্বদেশ-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা পুরঃসর আপনাদিগের ব্যবহার্য্য পদার্থ উৎপাদন পূর্ব্বক বৈদেশিক শিল্পজাত পদার্থ নিচয়ের অবাধ প্রচলনে বাধা প্রদান করিতে না পারিলে আর এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ ভারতবাসী পরিশূন্য হইবে। অতএব যাহাতে এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি এদেশ হইতে ভিন্ন দেশে প্রেরণ নিবৃত্ত হয়—বিশেষতঃ ভারতের অন্ন এবং ভারতের বস্ত্রোপকরণ তুলা সামান্য

পরিমাণেও বিদেশে প্রেরিত না হয় তাহার ব্যবস্থা প্রথমেই করিতে হইবে। দেশের ধনী, কৃষক, জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়দিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে সম্ভূয়সমুত্থান প্রথায় অর্থ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক অর্থাৎ Joint stock Company স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমেই যাহাতে স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য এক স্থানে একত্র হয় এবং সকল দ্রব্য এই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা ব্যতীত এ দেশে শিল্পোন্নতির প্রয়াস বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় কখনই টিষ্টিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত প্রতিনিয়ত প্রাণপণ যত্ন,তুমুল আন্দোলন নিতান্ত আবশ্যক কারণ শিল্পোন্নতির প্রভাবে ইউরোপ যে কেবল ভারতের শস্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ এবং আপন শরীর পরিপুষ্ট করিতেছে তাহা নহে, সমগ্র ভারতবাসীর পরিশ্রমজাত সমস্ত অর্থ যে ইউরোপের সেবায়, ইউরোপের সমৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হইতেছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবাসীর অজ্ঞাতসারে ইউরোপীয়গণ কৌশল পূর্ব্বক কিরূপে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা কেহ চিন্তা করিয়াছেন কি? ঐ দেখুন এ দেশের মাসিক ৫ শত বা ততোধিক টাকা উপার্জ্জনকারী উকীল, বা ডাক্তার অথবা কেরাণী হইতে ১০৲ টাকা উপার্জ্জনকারী এমন কি ভিক্ষুক পর্য্যন্ত কিরূপভাবে ইউরোপের সেবা করিতেছেন। আজ কাল বাবু নামে অভিহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির চা ব্যবহারের অভ্যাসের কল্যাণে অন্নাহারের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় তাঁহার ভাগের অন্ন ইউরোপীয়দিগের উদর পূরণ করে, তাহার পর ছুঁই হইতে দিয়াসলাইটী পর্য্যন্ত নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থের নিমিত্ত সকলকেই বাধ্য হইয়া বৈদেশিকদিগের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয় কারণ ভারতবাসী এখন বাবু, সে চকমকি ঠুকিতে ভুলিয়াছে! কেবল তাহাই নহে—যে দেশের গাভী, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, সেই দেশে ইউরোপীয় Condensed milk না হইলে শিশুর জীবন রক্ষা হয় না—চা পান চলে না—যে দেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মে এবং যে দেশের খেজুর গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি জন্মিতে পারে, আজ ইউরোপ হইতে আমদানি সুগারিন এবং বিটের চিনি ব্যতীত তাঁহাদিগের রসনার তৃপ্তি হওয়া অসম্ভব, বিলাতী চিনিরই হউক আর না হউক এ দেশে প্রস্তুত মিছরি ছাড়িয়া আমাদিগের বালকবৃন্দ বিলাতী লোজেঞ্জিস ব্যবহার করে, মুড়ি বাতাসার পরিবর্ত্তে বিস্কুট ব্যবহৃত হয়; আবার Melins food, Benjins food, Chokolate, কেক, পাঁউরুটী প্রভৃতি বিলাতী খাদ্য প্রভৃতির অত্যধিক প্রচলনে জমিদার হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত কেহই এক কপর্দ্দক এ দেশের সেবায়, এ দেশবাসীর উদর পূরণার্থ প্রদান করেন না! তাই আমাদিগের মধ্যে পরস্পরের একতার অভাব, সৌভ্রাত্রের অভাব—আমরা যেন কি হইয়াছি! মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রোগী যেরূপ মোহাচ্ছন্ন হয়, আমাদিগেরও যেন ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। অতএব এ সময়ে আন্দোলনরূপ মৃগনাভি প্রয়োগপূর্ব্বক সমাজের মোহভঙ্গ করিতে হইবে—পুনঃ পুনঃ মৃগনাভি প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের মোহ কিছুতেই ঘুচিবে না—এই মোহ হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অধিক বাড়াবাড়ি করিলে কার্য্য নষ্ট হইবে তাহাও বিচার করিতে হইবে।

তাহার পর কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা শিল্পোন্নতি সাধন পূর্ব্বক প্রতিযোগিতায় বাধা প্রদান করিতে পারিব, তাহার উপায় অবিলম্বে অবলম্বিত না হইলে ইউরোপীয়দিগের দ্বারা ভারতবাসীর সমস্ত চেষ্টা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে শিল্পোন্নতির প্রভাবে আজ ইউরোপ জগতের শস্য এবং অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বংশ বৃদ্ধির সহিত আত্মরক্ষা করিতেছে, সেই শিল্প ধ্বংস বা প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হইলে ইউরোপবাসীর ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভারতবাসীর সমস্ত চেষ্টা বিফল করিবার নিমিত্ত ইউরোপবাসী প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—এখন "আহারের চেষ্টায় দৌড়িতেছেন তখন প্রাণ ভয়ে দৌড়িবেন"। অতএব যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ইউরোপ শিল্পোন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত প্রদেশের শিল্প ধ্বংস করিতেছেন, ভারতবাসীকে ঠিক তাহার বীপরীত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে দেশে ত্রিশ কোটী অধিবাসীর বাস, সে দেশে ইউরোপীয় অনুকরণ চলিতে পারে না। কারণ প্রতিযোগিতার ব্যপদেশে যন্ত্র শক্তির প্রচলন হইলে আত্মবিগ্রহ নিশ্চয়ই ঘটিবে, পরন্তু যে দেশে শিল্পি-সম্প্রদায় ক্রেতৃ-সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক, সে দেশে আপনাদিগের ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যন্ত্র শক্তির সাহায্য গ্রহণে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ উৎপত্তি ব্যতীত আর কোন কার্য্যই সংসাধিত হইবেনা। ইউরোপে লোক সংখ্যা অল্প এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ব্যতীত ব্যবসায়ের জন্য শিল্পজাত পদার্থের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন আবশ্যক এবং তজ্জন্য যন্ত্রশক্তির সহায়তা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ইউরোপে মেশিন পরিচালিত যন্ত্রশক্তির যথেষ্ট আবির্ভাব থাকিলেও সেখানে আপনাদিগের ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব যদি ভারতের ৩০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ১০ কোটী অধিবাসীও হস্তের সাহায্যে শিল্প কার্য্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করেন, তবে ভারতবর্ষের লুপ্ত শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে কত দিন লাগে?

কি দুঃখের বিষয়, কি ঘৃণার বিষয় কি লজ্জার বিষয়, যে দেশের অধিবাসীরা অনধিকার চর্চ্চাকারীকে "আপন চরকায় তেল দাও" বলিয়া বিদ্রূপ করিত, তন্তুবায় সম্প্রদায় বস্ত্র বয়ন কার্য্য সম্পাদন করিলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সূতা কাটিয়া দিয়া তাহাদিগের বয়ন কার্য্যে সহায়তা করিতেন, আজ সেই দেশে এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, এই জীবন শঙ্কটের দিনে, আমরা আপনাদিগের অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, জড়ের ন্যায় বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারে আপনাদিগকে বাবু নামে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি না। পরন্তু বৈদেশিক সজ্জায় আপনাদিগের দেহ এবং গৃহ সজ্জিত করিয়া আপনাদিগকে মনুষ্য নামে পরিচিত করিতে এবং আপনাদিগকে সভ্য, বিদ্বান, জ্ঞানী, অর্থবান ও সম্মানিত মনে করিতে, এমন কি শূন্যগর্ভ গৌরব জনক উপাধি দ্বারা গৌরবান্বিত হইতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। ক্রীড়কের অঙ্গুলী সঙ্কেতে শাখামৃগ নৃত্য করে বটে, কিন্তু তাহার সজাতিরা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে এবং যদি সেই নৃত্যকলাসম্পন্ন শাখামৃগ কোন প্রকারে ক্রীড়কের হস্তচ্যুত হইয়া সজাতির সহিত

মিশিতে যায়, তবে তাহার সজাতিরা তৎক্ষণাৎ সেই নির্লজ্জ শাখামৃগের প্রাণ সংহার করে, আর আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে বৈদেশিকদিগের হস্তে স্বজাতীয়দিগের শাখামৃগবৎ নৃত্য দর্শনে আমরা স্বয়ংই সেইরূপ নৃত্য করিতে ইচ্ছা করি। ধিক্ আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে! আবার আমরাই নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে বানর বলিয়া গালাগালি দিই!!! বোধ হয় এত দিন পরে ভারতবাসীর কিঞ্চিৎ চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে, বোধ হয় এত দিন পরে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদিগের ধ্বংসের আর অধিক বিলম্ব নাই তাই বোধ হয় আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবাসীর বর্ত্তমান আন্দোলন জীবন বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় আর্ত্তনাদের অভিব্যক্তি।

'সত্য বটে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে শিল্পীর ধ্বংস হয় নাই—বহু দিনের অনভ্যস্ততা বশতঃ অনেক শিল্পী কার্য্যক্ষম না থাকিলেও উৎসাহ প্রদান করিলে কিছুদিনের অভ্যাসে যে তাহারা পুর্ব্বের কার্য্যক্ষমতা যে পুনঃ প্রাপ্তহইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে যায় যে ইউরোপের বর্ত্তমান যন্ত্র পরিচালিত শিল্পোন্নতি সাধন এক্ষণে আহারের চেষ্টায় দাঁড়ান, কিন্তু ভারতবাসী হস্ত পরিচালিত শিল্পোন্নতির চেষ্টার দ্বারা বিধ্বস্ত প্রায় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়াস "প্রাণ ভয়ে দৌড়ান"। সুতরাং যদি এখন আমরা সকলে এক প্রাণ, একমন, একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ইতর, কি ভদ্র সকলেই প্রাণের দায়ে যে সকল শ্রমশিল্প এখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার রক্ষা এবং সেই প্রাচীন হস্ত পরিচালিত ধীর অথচ স্থির বয়নাদি শিল্পের পুনঃ প্রচলনে বদ্ধ পরিকর হই এবং কেবল বস্ত্র শিল্পী কেন উৎসাহ দানে এ দেশীয় শিল্পী মাত্রেরই সকল প্রকারে সহায়তা করি, তবে আবার দেখিব যে অচিরে ভারতের বিনষ্ট শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষীয় হস্ত পরিচালিত শিল্প প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় যন্ত্র পরিচালিত শিল্পকে পরাভব সাধন পূর্ব্বক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াও ভারতবাসী প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গিয়াছে। যে দেশে ত্রিশ কোটী অধিবাসীর বাস সে দেশের অধিবাসীদিগের বস্ত্র যোগাইবার ভার ইউরোপীয় কয়েকজন শিল্পীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে— ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা, কিরূপ অলস, কিরূপ অসার, কিরূপ নির্ব্বোধ, এবং কিরূপ তমোগুণ প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আর আমাদিগের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না, আমাদিগের বুদ্ধি যেরূপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমরা যেরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদিগের ধ্বংসের আর অধিক বিলম্ব নাই—"সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমম্, স্মৃতিভ্রংসাদ্ বুদ্ধি নাশোবুদ্ধি নাশাৎপ্রণশ্যতি" ভগবানের এই মহাবাক্য বর্ণে বর্ণে ফলিবার উপক্রম হইয়াছে সুতরাং আত্মরক্ষারূপ প্রধান ধর্ম্ম প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমাদিগের কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। (১) স্থানে স্থানে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক

এই দেশে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে প্রেরণে বাধা প্রদান, (২) এই দেশে উৎপন্ন কৃষিজাত পদার্থ হইতে এই দেশের বর্ত্তমান শিল্পীদিগের দ্বারা এই দেশের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করণ (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাচীন দেশীয়ভাবে এবং আধুনিক উন্নতভাবে শিল্প শিক্ষা এবং ক্রমে সেই শিল্পের বহু বিস্তার প্রয়াস, (৪) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূতা প্রভৃতি বয়নাদি শিল্পের উপকরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকালের ন্যায় কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই ঘরে ঘরে চরকা প্রভৃতির প্রচলন (৫) এ দেশজাত অপেক্ষাকৃত অল্প সৌখিন শিল্পজাত পদার্থে ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আদরের সহিত সকলেরই সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে একপ্রাণতা (৬) যে সকল শিল্পী এখনও জীবিত আছে তাহাদিগকে এবং যে সকল শিল্পীর বংশধরেরা পেটের দায়ে ব্যবসায়ান্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ব কর্ম্মে নিয়োগ করণ অর্থাৎ এদেশে যে সকল শিল্প এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সম্পূর্ণরূপে তাহার রক্ষা সাধন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উন্নত উপায়ে শিল্পোন্নতির প্রয়াস। আপাততঃ এই কয়েকটী উপায় অবলম্বিত হইলে এ দেশের অন্নকষ্ট নিবৃত্তির সহিত লুপ্তশিল্প অতি অল্পদিনে সজীব হইয়া উঠিবে; ভারতের শিল্প সজীব হইলে ভারতবাসী সকল সম্প্রদায় বিবিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়াও পরস্পর একতা সূত্রে গ্রথিত হইবে, পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে; পরস্পর পরস্পরের রক্ষায় অগ্রসর হইলে—পরস্পর পরস্পরের অন্নের সংস্থানে সহায়ক হইলে, সহস্র বর্ণ ভেদ, সহস্র জাতি ভেদ কিছুই করিতে পারিবে না—নতুবা আজ এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ কথনই পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব আর আমাদিগের কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে—কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু "যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এবং "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ" এই দুইটী মূল মন্ত্র অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

প্রয়াগ অধিবেশন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

॥ শ্রীঃ ॥

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ

মহামহোপদেশক প্রমাণ পত্রম্।

মনুষ্যজাতির্নিষ্কামকর্ম্মাভ্যাসেনৈবোন্নতিমধিগচ্ছতি। নিখিল জগন্মুকুটমণিময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সনাতনাদেবাপৌরুষেয় বেদোক্ত নজ্যোতিঃ প্রকা-

শয়নান্তে। অস্মিন্নেব স্বর্গকল্পে ক্ষেত্রে ধ্রুবপ্রহ্লাদয়োবালকা জজ্ঞিরে। অস্মিন্নেব ধর্ম্মান্তঃপুরেঽরুন্ধতীসাবিত্রীপ্রভৃতয়ঃ কুলাঙ্গনা বভূবুঃ। অত্রৈব ধর্ম্মনিকেতনে জনকপ্রভৃতয়ো গৃহিণঃ পৃথুযুধিষ্ঠিরাদয়ো রাজানো বসিষ্ঠভরদ্বাজাদ্যা ব্রাহ্মণা ভীষ্মার্জ্জুনপ্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চাসাঞ্চক্রিরে। অস্যামেব তীর্থভূমৌ ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতয়স্তপোনিরতা বভূতিরে। অস্যামেব পরমেশ্বর লীলাভূমৌ ব্যাসবাল্মীকি-প্রভৃতয়ো গ্রন্থপ্রণেতারঃ মনুযাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতয়ো ধর্ম্মব্যাখ্যাতারো জজ্ঞিরে। অস্যামেব ধর্ম্মধরায়াং কপিলপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধাঃ শুকাদ্যাশ্চ জ্ঞানিনোঽভূবন্। পরন্তু য়ার্য্যজাতিরাত্মনোজ্ঞানবিজ্ঞানাচারধার্ম্মিকতাসম্মতাদিভিগুণৈঃ পুরা জগদ্গুরু-পদমধিষ্ঠিতা তস্যা এব প্রমাদেনাস্যাং পরমপবিত্রকর্ম্মভূমৌ সমন্ততোঽপবিত্রতানাস্তিক্যালস্যাধর্ম্মানাচারোত্তমরাহিত্যাদয়ো দোষা দৃশ্যন্তে। সর্ব্বমেতদেতজ্জাতেঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগত্যাগনিমিত্তকমেব। ঘোরমনিষ্টকরমধোগামিনমিমং দুষ্প্রবৃত্তি বেগং নিবার্য্য সদ্বিদ্যাবিস্তারসনাতনধর্ম্মপুনরভ্যুদয়ভারতব্যাপিধর্ম্মশক্ত্যাবির্ভাববর্ণাশ্রমাচারদৃঢ়তা-দিকং সম্পাদয়িতুং সমস্তধর্ম্মালয়ধর্ম্মসভানাং সমষ্টিরূপস্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলস্য সৃষ্টিরভূৎ। এতন্মহাযজ্ঞোপযোগিনশ্চ প্রযত্না অত্র বিধীয়মানাঃ সন্তি। এতস্মিন্ ধর্ম্মাধর্ম্মসংঘর্ষে সনাতনধর্ম্মো জয়েৎ সুতরামসৌ প্রচরেৎ মহামণ্ডলস্যোদ্দেশ্য জাতঞ্চ সিদ্ধ্যেদিত্যুপদেশকমহোপদেশকমহামহোপদেশকপদানি ব্যবস্থাপিতানি। ভব-তশ্চ গুণৈঃ প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয় বিরাড্‌ধর্ম্মসভা ভবন্তং সর্ব্বোত্তমাধিকারশংসিমহা-মহোপদেশকোপাধিরূপালঙ্কারেণালঙ্কৃত্য পরং পরিতোষমশ্নুতে, ধর্ম্মোদ্ধারকস্য সর্ব্বশক্তিমতো ভগবতশ্চরণকমলয়োঃ সবিনয়ং প্রার্থয়তে চ ভবত আধ্যাত্মিকো-ন্নতির্ভূয়াৎ। ভবাদৃশানাং ধর্ম্মোপদেশকানাং যত্নৈশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত কর্ম্ম-যোগপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকং মহামণ্ডলস্য নিখিলোদ্দেশ্যানাং পূর্ণোন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে	}	মিথিলাধিপতি, অনারেবল, কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—

প্রধানাধ্যক্ষঃ

প্রধান সভাপতিঃ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

॥ শ্রীঃ ॥

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতি তেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥

বিদ্যামান পত্রম্।

জ্ঞানস্য জননী বিদ্যা। অবিদ্যারূপং তমো যয়া নিরস্যতে সা বিদ্যা। পারমার্থিকঞ্চ তস্যা বিদ্যায়া স্বরূপং সংস্কৃতাং দেবগিরং দ্বারীকৃত্যৈব জগতি প্রাকাশ্যত। সাম্প্রতমধঃপতিতায়ামার্য্যজাতৌ সদ্বিদ্যাং পুনঃপ্রচার্য্যাজ্ঞানোদ্ভবরাহিত্যাদিদোষজাতং চ দূরীকৃত্য যাবদস্যাং ধর্ম্মশক্তির্ন পুনরাবির্ভাব্যতে তাবদস্যা জীবনরক্ষা কর্ত্তুং ন শক্যতে। আদিশিক্ষিতায়াদিমননশীলায়ামাদিবিজ্ঞানবিদি জগদ্‌গুরুত্বেনাভিমতায়ামার্য্যজাতৌ সদ্‌বিদ্যায়াঃ পুনর্বিকাশার্থং সনাতনধর্ম্মস্য পুনরভ্যুদয়সাধনপুরঃসরং জগৎকল্যাণকারিণ্যা ধর্ম্মশক্তেরাবির্ভাবার্থং চ সকল ধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপায়াঃ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলাখ্যায়া বিরাড়্‌ধর্ম্মসভায়াঃ স্থাপনমভূৎ।

যত্র যে কেচিৎ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ কৃপাস্পদীভূতাঃ সংস্কৃতজ্ঞা বিদ্বাংসো বিদ্যোন্নতৌ রতাস্তে সর্ব্বেঽপ্যস্যাঃ স্বজাতীয়বিরাড়্‌ধর্ম্মসভায়াঃ প্রেমভাজনানীতি ভবতঃ সংস্কৃতবিদ্যায়াং যোগ্যতয়া প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয়ধর্ম্মমহাসভা সদ্বিদ্যায়াঃ সম্মানবৃদ্ধ্যর্থং ভবন্তং বিদ্যোপাধিরূপালঙ্কারেণালঙ্কৃত্য পরমং প্রমোদমশ্নুতে। সর্ব্বজ্ঞানময়স্য সর্ব্বশক্তিমতঃ পরমেশ্বরস্য চরণকমলয়োঃ সবিনয়ং প্রার্থ্যতে চ ভবত আধ্যাত্মিকুন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
তিথৌ · পক্ষে মাসে বর্ষে

মিথিলাধিপতি, অনারেবল,
কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ
শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—

প্রধানাধ্যক্ষঃ।

প্রধান সভাপতিঃ
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

॥ শ্রী ॥

যং পৃথগ্‌ধর্ম্মচরণাঃ পৃথগ্ ধর্ম্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্ ধর্ম্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈধর্ম্মাত্মনে নমঃ ॥

ধর্ম্ম মানপত্রম্।

মোহমূর্চ্ছিতামিমামার্য্যজাতিং ধর্ম্মশক্তিপ্রদানেন প্রকৃতিস্থাং বিধায় নিজ-

কর্ত্তব্যেষু নিয়োজয়িতুং জগৎকল্যাণসাধনার্থং সনাতনধর্ম্মস্য পুনরভ্যুদয়ং সম্পাদয়িতুমজ্ঞানং দূরীকৃত্য সংস্কৃতবিদ্যায়াঃ পুনঃ প্রচারপুরঃসরঃ জ্ঞানজ্যোতির্বিস্তারয়িতুং বর্ণাশ্রমসদাচারপুনপ্রতিষ্ঠাপনপূর্ব্বকমার্য্যজাতেঃ পরমং কল্যাণঞ্চ সাধয়িতুং সকলধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলাভিধা বিরাড্‌ধর্ম্মসভাবিরভূৎ।

অস্যাং পবিত্রতমকর্ম্মভূমৌ ভারতবর্ষে যত্র যে কেচিদ্‌ধর্ম্মপ্রাণাঃ সজ্জনাঃ কেনাপি প্রকারেণ পরোপকারবুদ্ধ্যা সর্ব্বভূতহিতকরস্য বিশ্বস্রীচীনসমবৃত্তেঃ সনাতনধর্ম্মস্য সেবায়াং রতাস্তে সর্ব্বৈঃপ্যস্য বিরাড্‌ধর্ম্মসভারূপস্য মহাযজ্ঞস্য সাধকা ইতি ভবতো ধর্ম্মানুকূলপুরুষার্থৈঃ প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয় বিরাড্‌ধর্ম্মসভা ভবন্তং ধর্ম্মোপাধিরূপালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বাণা পরমাহ্লাদং প্রাপ্নুতে। পরমকারুণিকস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ পরমেশ্বরস্য চরণারবিন্দয়োঃ প্রার্থয়তে চ যদ্ ভবত উত্তরোত্তরমাধ্যাত্মিকুন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে	মিথিলাধিপতি, অনারেবল, কে সি, আই, ই ইত্যাদ্যুপাধিকং শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—
প্রধানাধ্যক্ষঃ।	প্রধান সভাপতিঃ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

॥ শ্রীঃ ॥

যং পৃথগ্‌ধর্ম্মচরণাঃ পৃথগ্‌ধর্ম্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্‌ধর্ম্মৈঃ সমর্চ্চন্তি তস্মৈ ধর্ম্মাত্মনে নমঃ॥

কুলাঙ্গনা মানপত্রম্।

শ্রীমতী

মোহমূর্চ্ছিতামিমামার্য্যজাতিং ধর্ম্মশক্তি প্রদানেন প্রকৃতিস্থাং বিধায় নিজকর্ত্তব্যেষু নিয়োজয়িতুং জগৎকল্যাণসাধনার্থং সনাতনধর্ম্মস্যপুনরভ্যুদয়ং সম্পাদয়িতুমজ্ঞানং দূরীকৃত্য সংস্কৃত বিদ্যায়াঃ পুনঃ প্রচারপুরঃসরং জ্ঞানজ্যোতির্বিস্তারয়িতুং বর্ণাশ্রমসদাচারপুনঃপ্রতিষ্ঠাপনপূর্ব্বকমার্য্যজাতেঃ পরমং কল্যাণং চ সাধয়তুং সকলধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলাভিধা বিরাড্‌ধর্ম্মসভাবিরভূৎ।

অস্যাং পবিত্রতমকর্ম্মভূমৌ ভারতবর্ষে যত্র যে কেচিদ্ ধর্ম্মপ্রাণাঃ সজ্জনাঃ কেনাপি প্রকারেণ পরোপকারবুদ্ধ্যা সর্ব্বভূতহিতকরস্য বিশ্বস্ত্রীচীনসমবৃত্তেঃ সনাতন ধর্ম্মস্য সেবায়াং রতাস্তে সর্ব্বেঽপ্যস্য বিরাড্ধর্ম্মসভারূপস্য মহাযজ্ঞস্য সাধকা ইতি ভবত্যা ধর্ম্মানুকূল পুরুষার্থৈঃ প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয় বিরাড্ধর্ম্মসভা ভবতীং

ধর্ম্মোপাধিরূপালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বাণা পরমাহ্লাদং প্রাপ্নুতে। পরমকারুণিকস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ পরমেশ্বরস্য চরণারবিন্দয়োঃ প্রার্থ্যতে চ যদ্ ভবত্যা উত্তরোত্তর-মাধ্যাত্মিকুন্নতিভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে

মিথিলাধিপতি, অনারেবল,
কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ
শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—

প্রধানাধ্যক্ষঃ।

প্রধান সভাপতিঃ।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নম॥

মানপত্রম্।

শ্রীযুক্ত

সনাতনধর্ম্মপুনরভ্যুদয়বিধায়িনঃ সদ্বিদ্যাবিস্তারকারিণো বর্ণাশ্রমসদাচার-স্থাপয়িতুরার্য্যজাতয়ে ধর্ম্মমহাশক্তিপ্রদস্য সকলধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপস্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলসদসঃ প্রতিনিধিতয়াহং ভবতঃ।

গুণানপেক্ষ্যেদং মানপত্রং সানন্দং বিতরামি। আশাসে চ কার্য্যাত্মা সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরো ভবদীয়াং সৎপুরুষার্থশক্তিং প্রচুরীকরোত্বিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে

মিথিলাধিপতি, অনারেবল,
কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ
শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—

প্রধানাধ্যক্ষঃ।

প্রধান সভাপতিঃ।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

অকুণ্ঠে সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠং হি তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

বিদ্যাদি মানপত্রম্।

শ্রীযুক্ত

সনাতনধর্ম্মস্য পুনরভ্যুদয়ার্থং সদ্বিদ্যায়া বিস্তারার্থং বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য সর্ব্বেষামঙ্গানাং পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনার্থমার্য্যজাতে সর্ব্বপ্রকারায়াঃ শ্রেয়োবৃদ্ধ্যর্থং সকলধর্ম্মসভাধর্ম্মালয়ানাং সমষ্টিরূপায়াঃ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলাখ্যায়া বিরাড্ধর্ম্মসভায়াস্সৃষ্টিরভূৎ ভাষাভিজ্ঞতাপদার্থবিদ্যা-শিল্পকলা-বাণিজ্যসম্বন্ধিনাং বিদ্যাদিনামুন্নতির্বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারাণাং পরিপোষিকেতি ভবতোদাক্ষ্যনৈপুণ্যাদিভিঃ প্রসন্নেয়ং স্বজাতীয় ধর্ম্মসভা ভবন্তম্ উপাধিরূপালঙ্কারেণালঙ্কৃতা পরমাহ্লাদমাপ্নুতে। সর্ব্বশক্তিমতো বিশ্বকর্ত্তুঃ পরমেশ্বরস্য চরণকমলয়োঃ সবিনয়ং প্রার্থয়তে চ ভবতো ধর্ম্মোন্নতির্ভূয়াদিতি শম্।

শ্রীকাশীধাম।	মিথিলাধিপতি, অনারেবল,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়	কে সি আই ই ইত্যাদ্যুপাধিকঃ
তিথৌ পক্ষে মাসে বর্ষে	শ্রীদরভঙ্গা নরেশ্বরঃ—
প্রধানাধ্যক্ষঃ।	প্রধান সভাপতিঃ।
	শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

শ্রীহরিঃ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥

ধর্ম্মসভাধিকার-পত্রম্।

সপ্রমোদমিদমাবেদ্যতে—বিদিতং খল্বিদং সর্ব্বৈর্যৎপুনরপি তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সনাতনার্য্যধর্ম্মস্য ভূয়সেঽভ্যুদয়ায় প্রতিষ্ঠিতেয়ং "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্" ইতি বিশ্রুতা মহাসভা স্বকার্য্যসৌকার্য্যার্থম্ আসেতুহিমাচলং তত্তদ্দেশেষু তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধাস্তাস্তাঃসভাঃ স্বান্তরঙ্গত্বেনস্বীকুর্ব্বাণা স্বসমীহিতসিদ্ধয়ে প্রযত্নমাদধতী সর্ব্বেষামপি সনাতনধর্ম্মাবলম্বিনাং পরাং প্রীতিমুৎপাদয়তি।

তদিয়ং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল মহাপরিষৎ অদ্যপ্রভৃতি সবহুমানং সাদরং চ সনাতনধর্ম্মসমৃদ্ধয়ে সমুৎপন্নাং

সভাং স্বান্তরঙ্গত্বেন স্বীকরোতি।

অতঃপরং যথাকালং যথানিয়মং চ সম্যেম্ অপেক্ষিতাং তাস্তামাত্মনঃ কার্য্যবিবৃতিং মহামণ্ডলায় নিবেদয়তু, ইদমপি চ মহামণ্ডলং তস্যাং সমন্নতয়ে সর্ব্বথা প্রযতিষ্যতে।

দ্রঢ়য়তু ভগবান্ বিশ্বম্ভরোহস্মনয়োঃ সম্বন্ধমিত্যাশাস্যতে ইতি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ঃ,
শ্রীকাশীধাম।
দিনে মাসে অব্দে।

শ্রী
মালবদেশান্তর্গত শৈলানানরাজ্যাধিপতিঃ,
সভাপতিঃ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা।
শ্রী
প্রধানাধ্যক্ষঃ, প্রধান কার্য্যালয়ঃ।

শ্রীহরিঃ।

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলম্।

সাধারণ সভ্যানাং প্রমাণপত্রম্।

ইয়ংখলু শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল-মহাসভা সনাতনধর্ম্মাবলম্বিনাং পরমাভ্যুদয়সাধনপরায়ণা, সর্ব্বাসামপি সনাতনধর্ম্মসভানাং সমষ্টিরূপা চ। যথা হি মহীরুহস্য সৎস্বপি পঞ্চস্ববয়বেষু পত্রাণ্যেব বহুলানি, তান্যেব চ তস্য শোভাতিশয়ং সম্পাদয়ন্তি, সাধারণসভ্যা অপ্যস্যা মহাপরিষদস্তথৈব ভবন্তি। তদস্য শ্রীমন্তং

সাধারণসভ্যত্বেনাঙ্গীকৃত্য পরাং প্রীতিমনুভবত্যস্যা মহাপরিষদঃ প্রধান কার্য্যালয়ঃ।

শ্রীকাশীধাম।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ঃ।

শ্রী
প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষঃ।

বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের বাৎসরিক অধিবেশন।

ইংরাজী ১৯০৬ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে রবিবার দিন শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডলের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তি সংখ্যা প্রায় ৩।৪ শত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজ,—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর দ্বারবঙ্গের নরেশ, K. C. I. E.
" " রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায় M. B. B. L. C. S. I.
" " যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী M. A. L. L. B. Bar-at-law.

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, M. A.
" " ব্রজ লাল শাস্ত্রী চক্র বর্ত্তী, M. A. B. L.
" " লঙ্গট সিংহ শর্ম্মা
" " শেঠ গোলাব রায় পোদ্দার,
" " " ফুল চাঁদ
" " " ডুলি চাঁদ
" " পণ্ডিত গোবিন্দ নারায়ণ জী
" " পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন
" " " দুর্গা চরণ কাব্য সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
" " " তারক চন্দ্র সাংখ্য সাগর
" " " হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন
" " " রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর
" " " মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী বাহাদুর
" " পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ ত্রিবেদী
" " দুর্গাপদ বসু
" " দুর্গা দাস লাহিড়ী
" " শ্যাম শঙ্কর শর্ম্মা

প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহ ও শ্রীযুক্ত রায় মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীর অনুমোদনে ও সমর্থনে শ্রীযুক্ত মহারাজা রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত হরি নারায়ণ ঝা প্রমুখ পণ্ডিতগণ মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলে পর সভাপতি মহাশয় সুললিত হিন্দী ভাষায় এক সারগর্ভ ও ভাবপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করেন। উহার মর্ম্মার্থ এই :—

"মনুষ্যজাতির উন্নতির কারণ নিরাকরণ সম্বন্ধে কেহ বাণিজ্য কেহ যুদ্ধ বিগ্রহ—কেহ বিদ্যাদি প্রভৃতিকে উন্নতির মূল বলিয়া বিবৃত করেন। কিন্তু ধৰ্ম্মই সর্ব্বোন্নতির একমাত্র হেতু। ধৰ্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির উন্নতি একমাত্র ধৰ্ম্ম দ্বারাই হইতে পারে। যে সুদৃঢ় ধৰ্ম্ম-দুর্গকে যুগ যুগান্তর হইতে আর্য্য বীরগণ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহা কি অরক্ষিতাবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত? অন্য দেশে ধৰ্ম্ম দেশহিতৈষিতা রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতে ধৰ্ম্ম পূর্ণরূপে

বিদ্যমান আছে। যে স্থানে যে বীজ জন্মে সে স্থানে সেই বীজ বপন ও রক্ষা করা উচিত। সর্ব্বোন্নতির মূল একতা এবং ধর্ম্ম দ্বারা যে একতা উৎপন্ন হয় তাহাই এ স্থানে স্বাভাবিক। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য সর্ব্বদাই প্রেমপূর্ণ; সাম্প্রদায়িক ভেদ উহাদিগের একতার বিঘ্ন হইতে পারে না। যেহেতু বিভিন্ন প্রকার বাদ্য যন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া লইলে একের এবং তৎসকলের বাদনে ঐক্যতানিক সংগীতের উৎপন্ন হয়। এই ধর্ম্ম প্রাণ আর্য্যজাতির একটী ধর্ম্ম সভার আবশ্যকতা ছিল—তাহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা পারিপূরিত হইয়াছে। মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য—ভারতের দশ প্রান্তে দশটী প্রান্তীয় মণ্ডলের স্থাপনার দ্বারা ধর্ম্ম কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা। শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল, প্রান্তীয় মণ্ডল সকলের অন্যতম। যদিও বঙ্গ দেশে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই—আমাদিগের বিশ্বাস অচিরেই এই স্থানে বিরাট কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। কারণ যে স্থানে কার্য্য ক্রমে ক্রমে বিলম্বে প্রকাশ পায়, সেই স্থানে উহা সুদৃঢ় হয়। অতএব আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল শ্রীপঞ্জাবধর্ম্ম মণ্ডলের সমকক্ষ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম শীলতার পরিচয় প্রদান করিবে। শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের উদ্দেশ্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনুরূপ, অর্থাৎ প্রধানতঃ সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন।” তদনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বিদ্যা প্রচারিণী বিভাগ শ্রীশারদামণ্ডলের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত করিয়া, প্রাচীন শিক্ষা-দর্শে পুনরভ্যুদয় কল্পে আমাদিগের যত্ন করিবার ঔচিত্য ও কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। অনন্তর শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের প্রান্তীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুমতানুসারে, মণ্ডল আফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মণ্ডলের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন।

কার্য্য বিবরণীর সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

“১৯০৩ সালের নবেম্বর মাসে মথুরা হইতে আগত শ্রীযুক্ত স্বামী জ্ঞানানন্দজী প্রমুখ এক ডেপুটেসনের কলিকাতায় কার্য্যফলে ও কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাশোসিয়েসনের সভ্য মণ্ডলীর সহানুভূতি সূচক অনুমতানুসারে উক্ত য়্যাশো-সিয়েসন ভবনের একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের স্থাপন ও প্রান্তীয় অফি-প্রভৃতি খোলা হয়। পুণ্যস্থানে গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করা-চার্য্য-জী-মহারাজ সাধারণের প্রার্থনায় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; সি, এস, আই ও ইণ্ডিয়ান্ মিরর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন এম, এ, বি, এল মহাশয়দ্বয় প্রান্তীয় অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হন। নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ, এবং পুরীতে শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল মহাশয় দ্বয়ের অধ্যক্ষতায় দুইটি ধর্ম্ম মণ্ডলী স্থাপিত হয়। শাখা সভা সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে বঙ্গ দেশের কতকগুলি ধর্ম্ম সভা ও হরি সভা যাহাতে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হয়। শ্রীযুক্ত রসিক লাল চক্র বর্ত্তী আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এতদ্বিষয়ে ভার প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠী ও টোল সংস্কার বিভাগের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ত্রিবেণী ও পুরীর চতুষ্পাঠীর সাহায্য কল্পে এবং কিছুদিনের জন্য নবদ্বীপের ধর্ম্ম মণ্ডলীর সাহার্য্যার্থে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। জনসাধারণকে মহামণ্ডলের কার্য্যাদি পরিজ্ঞাত রাখিবার জন্য এবং মণ্ডলের উদ্দেশানুকূল প্রবন্ধাদির দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের প্রচার কল্পে প্রথমে সাপ্তাহিক পরে মাসিক আকারে মণ্ডলের এক মুখ পত্রের প্রকাশ ও সভ্যদিগকে বিনামূল্যে উহার বিতরণ করা হয়। সভ্য হইতে হইলে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি কল্পে বার্ষিক এক টাকা করিয়া সাহায্য করিতে হয়। আপাততঃ মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত সভার সংখ্যা ৬০টী ও সভ্য সংখ্যা সাত শত। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কখনই অধিক বিবেচিত হইতে পারে না। মণ্ডলের মহোপদেশকদ্বয় ৺কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ ও শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ মেদিনীপুর, কাঁথী ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ধর্ম্ম বক্তৃতাদি করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম বিষয়ে পুরুষার্থ ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম্ম বিষয়ে পুরুষার্থ অপেক্ষা অল্প ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অর্থ সাহায্য দ্বারা মণ্ডলের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন— উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই।

" " রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নসীপুর।
" " শশিশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর।

ইঁহাদিগকে মণ্ডল আন্তরিক ধন্যবাদ পরিজ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিকট শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল বিশেষরূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। যে হেতু শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের প্রারম্ভিক ব্যয়াদি, মুখপত্র প্রকাশের ব্যয়াদি, আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ব্যয়াদি, সমুদয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রদান ও বহন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের

অধ্যক্ষ স্বরূপ যেরূপ যত্ন করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তদ্ধেতু তিনিও শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত শ্যাম শঙ্কর শর্ম্মার প্রস্তাবে মণ্ডলের কার্য্য বিবরণী সভা সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। তদনন্তর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রথম মন্তব্যটী প্রস্তাবিত হয়, মন্তব্যটী এই :—

"বঙ্গ দেশের নগরে ও গ্রামে যে সকল ধর্ম্মসভা ও হরি সভা আছে ও যাঁহারা এ পর্য্যন্ত শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত যোগদান করেন নাই, তাঁহাদিগকে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করা হউক।

(১) উক্ত মন্তব্য প্রস্তাব কল্পে মহামহোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয় বলেন যে, কার্য্য বিবরণীতে উল্লিখিত ধর্ম্ম মণ্ডলের সভাসংখ্যার অল্পতার একমাত্র কারণ এই যে সর্ব্বসাধারণ লোকে ধর্ম্মমণ্ডলের বিশেষ কিছু এখন পর্য্যন্তও অবগত নহেন। বঙ্গ দেশের বিবিধ প্রদেশে ধর্ম্মসভা আছে। অনেকেই ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া সমবেত ভাবে ধর্ম্ম কার্য্য আচরণ করাইতে পারিলে দেশের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইবে। অতএব সমুদয় ধর্ম্মসভা ও হরিসভার শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং ধর্ম্ম মণ্ডলের এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গা চরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই মন্তব্যের অনুমোদন কালে বলেন যে, সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ার্থ সকলেরই একত্র হইয়া ধর্ম্ম কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এক্ষণে অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিয়া ধর্ম্মাচরণ না করিলে আমাদের উন্নতি সহজসাধ্য হইবে না। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সমুদয় ধর্ম্ম সভাদি একত্র করিয়া এক ভারতবর্ষব্যাপিনী মহতী ধর্ম্ম শক্তি উদ্বোধন করত সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে অচিরেই সক্ষম হইবেন এ আশা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাননীয় শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এম, এ, এল, এল, বি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীর নানা প্রকার ধর্ম্মাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচরণাদির সমালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রভূত রত্ন রাজি পরিপূর্ণ অগাধ জলধি বিশেষ। এরূপ ধর্ম্ম আর কোথায় নাই। এই ধর্ম্মের উন্নতি

কল্পে সমুদয় ধর্ম্ম সভাদি একত্র করিয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এক বিরাট ধর্ম্ম শক্তির দ্বারা স্বদেশের ও স্বদেশীয়গণের অশেষ উপকার সাধিত করিবেন।

এই মন্তব্যটী—সভাপতি কর্ত্তৃক সভা সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

(২) শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহজী দ্বিতীয় মন্তব্যের প্রস্তাব করেন।

২য় প্রস্তাবটী এইঃ—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ভারতবর্ষ ব্যাপিনী কার্য্যশক্তির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পে যাহাতে বঙ্গ দেশের ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-মণ্ডলী শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সহিত যোগদান করেন তদ্বিষয়ে যত্নাবলম্বন করা হউক।

শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহজী অতি ওজস্বিনী ভাষায় ভারতবর্ষ ব্যাপিনী শ্রী মহামণ্ডলের কার্য্য উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যান দ্বারা বঙ্গদেশস্থ হিন্দুমণ্ডলীর মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত শ্যামশঙ্কর শর্ম্মা মহাশয় ধর্ম্ম-বিষয়ে সমুদয় হিন্দুর ঐক্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মন্তব্যের অনুমোদন করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ইদানীন্তন বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের কালে সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র বিরাট সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত যাহাতে সমুদয় বঙ্গদেশস্থ ধর্ম্মসভাগুলি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম সাধনের প্রকৃষ্ট পথে অগ্রসর হন ইহাই প্রার্থনা করিয়া উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করেন। তদনন্তর শেঠ দুলীচাঁদ হিন্দুমণ্ডলীর মহামণ্ডলের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধনার্থ অর্থ সাহায্য ব্যতীত মহামণ্ডলের সহিত ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মের ধ্যান ও ধারণা করিতে অনুরোধ করিয়া উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করেন।

(৩) শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর মহাশয় তৃতীয় মন্তব্যের প্রস্তাব করেন। মন্তব্যটী এইঃ—

বঙ্গদেশের জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপনার নিমিত্ত ও বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন ও অন্যান্য উপায়ের ব্যবস্থা করা হউক।

(ক) রায় বাহাদুর বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গুরুগণ প্রায় ত্যাগী সন্ন্যাসী। এইজন্য ঐ সকল অঞ্চলের জনসাধারণের অন্যবিধ ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও, উক্ত গুরুগণ কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার হয়। কিন্তু বঙ্গ দেশের গুরুগণ

প্রায়ই সংসার ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা নিজেদের কার্য্যে ব্যস্ত। শিষ্যের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে তাঁহারা অতি অল্পই চিন্তা করেন বা দেখেন। এই জন্য অস্মদ্ দেশে ধর্ম্ম শিক্ষার এক ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়। কোমল মতি বালকদিগের বোধগম্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাদির প্রণয়নও আবশ্যক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দ নারায়ণজী এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন হিন্দুর জীবন ধর্ম্মময়।—ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পূর্ণতা লাভ। সেই উভয় বিধ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষা দুই শক্তির অপেক্ষা করে। রাজ-শক্তি ও সমাজ-শক্তি। বৌদ্ধাধিকারের সময় হইতে রাজ-শক্তি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিকূল। মধ্যে রাজ-শক্তি কিছুদিনের জন্য সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল থাকিলেও মুসলমানদিগের সময়ে উহা সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা আচরণ করে। তবে তখন সমাজ-শক্তির প্রভাব অনেকটা বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে তাহা আর আদৌ নাই। ধর্ম্ম আমাদের সংস্কার গত গুণ হইলেও, শিক্ষার অভাবে অনভ্যাস বশতঃ আমরা ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজগণের সাহায্যে এবং মহামণ্ডলের সংরক্ষণে ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে আমাদের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ ত্রিবেদী সংস্কৃত ভাষায় অতি বিশদ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্তব্য সভাপতি কর্ত্তৃক সভ্যগণ সমক্ষে উপস্থাপিত ও সভা কর্ত্তৃক সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবপ্রসাদ মিশ্র যোগ্য ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মসেবার জন্য সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্য এবং সমাজের উপর এই কার্য্যের ফল কতদূর হইয়া থাকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া এক নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে নিম্ন লিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর্ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর দ্বারবঙ্গ নরেশ ও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধ্যক্ষ রায় শ্রীযুক্ত মহারাজা নারায়ণ শিবপুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক উপাধি ভূষণে ভূষিত এবং সম্মান পত্র প্রদান দ্বারা অভিনন্দিত হন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; সি. এস. আই, মহাশয় "**ভারতরত্ন**" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. ডি. এল নাইট মহাশয় "ভারতভূষণ" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহ মহাশয় "বেহারভূষণ" উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত হন।

নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি. এ. মহাশয় ধর্ম্মাচার প্রচারাদির জন্য সম্মান পত্র প্রাপ্ত হন।

টাঙ্গাইলের প্রমথ মন্মথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম. এ. মহাশয় ধর্ম্মাচার পচারাদির জন্য সম্মান পত্র প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন উপদেশক "মহোপদেশক" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল; সি. এস. আই. ভারতরত্ন মহাশয় অতি যোগ্যতা ও যত্নের সহিত অকাতর ভাবে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ নিম্ন লিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত শেঠ্ ফুলচাঁদ।

তদনন্তর সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী কার্য্যকারী সমিতির সংগটন করিবার প্রস্তাব হয় এবং উহা সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সভ্য নিযুক্ত হন;—

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন এম. এ বি. এল; সি. এস. আই. (সভাপতি)

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ. ও শ্রীল শ্রীযুক্ত শেঠ ফুলচাঁদ (সহকারী সভাপতি)

সভ্যগণ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী এম. এ. বি. এল।

" " গোবিন্দ লাল দত্ত,

" " দুর্গাদাস লাহিড়ী,

" " সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

" " পণ্ডিত মাধব মিশ্র,

শ্রীল শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

" " পণ্ডিত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল; এফ, আর, জি, এস।

এই সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রহিল।

তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

(Sd.) শ্রীপ্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়,
শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ।

(Sd.) Rameshwar Singh,
Maharaja of Durbhanga.
PRESIDENT.

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডল।

সম্বন্ধীয়

প্রথম বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী।

হিন্দুজাতির ভারতবর্ষব্যাপিনী বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের এক প্রতিনিধি-মণ্ডলী (Deputation) কলিকাতায় আসিয়া এই প্রান্তীয় ধর্ম্ম-মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করান। কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য-মণ্ডলীর সহানুভূতিসূচক অনুমত্যনুসারে উক্ত এসোসিয়েসনভবনের একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের স্থাপনা হয়। পুণ্যস্থান গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীল* শ্রীযুক্ত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যজী মহারাজ সাধারণের প্রার্থনায় সভাপতির পদ পরিগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাজা ভারত রত্ন প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, সি, এস্, আই মহাশয় প্রান্তীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ এবং পুরীতে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের অধ্যক্ষতায় দুইটী ধর্ম্ম-মণ্ডলীর স্থাপনা হয়। শাখা-সভা সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের কতকগুলি ধর্ম্ম সভা ও হরিসভা যাহাতে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হয়। শ্রীযুক্ত রসিক লাল চক্রবর্ত্তী আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক

* ভারতের চারিদিকে ভগবান-শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠ আছে। গোবর্দ্ধন মঠের শাসনান্তর্গত।

মহাশয় এতদ্বিষয়ের ভার প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠী ও টোল সংস্কার বিভাগের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ত্রিবেণী ও পুরীর চতুষ্পাঠীর সাহায্য কল্পে এবং কিছু দিনের জন্য নবদ্বীপের ধর্ম্ম-মণ্ডলীর সাহায্যার্থে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়।

জনসাধারণকে মহামণ্ডলের কার্য্যাদি পরিজ্ঞাত রাখিবার জন্য এবং মণ্ডলের উদ্দেশানুকূল প্রবন্ধাদির দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের প্রচার কল্পে, প্রথমে সাপ্তাহিক পরে মাসিক আকারে মণ্ডলের এক মাসিকপত্রের প্রকাশ ও সভ্যদিগকে বিনা মূল্যে উপহার বিতরণ করা হয়। কাশীর ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সমস্ত সম্পত্তি ও প্রেস আদি মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়ায়, ঐ সভায় যে "ধর্ম্মপ্রচারক" নামে মাসিক পত্র ছিল তাহাই পুনঃসংস্কৃত করিয়া শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের মাসিকপত্র করা হইয়াছে। "ধর্ম্মপ্রচারক" নিয়মিত রূপে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে কাশীধর্ম্মামৃত প্রেস হইতে বাহির হইতেছে। মহামণ্ডলের অন্য ভাষায় আরও কয়েকখানি মাসিক পত্র আছে। বঙ্গভাষাজ্ঞ সকল প্রকার সভ্য মহাশয়গণকে "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত সকল ধর্ম্মালয়, চতুষ্পাঠী, পুস্তকালয়, হরিসভা এবং ধর্ম্ম-সভা আদিকেও "ধর্ম্মপ্রচারক" বিনামূল্যে দেওয়া হয়। শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য হইবার নিয়ম অতি সহজ। সাধারণ সভ্য হইতে হইলে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি কল্পে বার্ষিক একটাকা করিয়া সাহায্য করিতে হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত সভার সংখ্যা ৬৫টী ও সভ্য সংখ্যা সাত শত হইয়াছে। মণ্ডলের মহোপদেশকদ্বয় স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ মেদিনীপুর কাঁথী ও পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে ধর্ম্ম-বক্তৃতাদি করিয়াছেন। অদ্যাবধি কেবল তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অর্থ সাহায্য দ্বারা মণ্ডলের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেনঃ—উত্তর পাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন এম্, এ, বি, এল্, সি, এস, আই; শ্রীযুক্ত রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নসীপুর; শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহিরপুর; ইঁহারা সকলেই মণ্ডলের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের নিকট শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডল বিশেষরূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ; যেহেতু শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের প্রারম্ভিক ব্যয়াদি মাসিকপত্র প্রকাশনের ব্যয়াদি; আফিসের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ ব্যয়াদি এবং ধর্ম্ম প্রচারকগণের মাসিক বৃত্তি

আদির ব্যয়াদি সমুদায় শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল প্রদান ও বহন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের অধ্যক্ষ স্বরূপ যেরূপ যত্ন করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তদ্ধেতু তিনিও শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের যত্নে ভারতের অন্যান্য কয়েকটী প্রান্তে যে সকল প্রাদেশিক ধর্ম্ম-মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সকলগুলি হইতে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য অধিক সফল হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে অন্যান্য প্রাদেশিক ধর্ম্ম-মণ্ডলে তৎ তৎ প্রদেশের অধিবাসিগণ অধিক যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সফলতা হইয়াছে তাহা কেবল শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল এবং এই প্রদেশের প্রান্তীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের এক মাত্র যত্ন প্রযুক্ত বলিতে হইবে। এক্ষণে ক্রমশঃ বঙ্গদেশে মহামণ্ডলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং মাসিক পত্রের প্রচারদ্বারা ও ধর্ম্ম প্রচারকগণের যত্নে মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য জন সাধারণে বুঝিতে পারায় আশা করা যায় শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডল শীঘ্রই সফলতা লাভ করিবে।

প্রথম বর্ষের অধিবেশন অতি সমারোহে, দ্বারবঙ্গ-ভবনে দ্বারবঙ্গের শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে আহূত হয়। উহাতে বঙ্গদেশীয় মারবারী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যাবতীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েন। বঙ্গদেশের ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় এবং শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের উন্নতিকল্পে অনেক বিষয়ে পরামর্শ হয়। শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের দ্বারা যে উহার প্রয়াগের মহাধিবেশনে বঙ্গদেশের কয়েকটী সুসন্তানকে ধর্ম্মোপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছিল, উহার মানপত্র এই অধিবেশনের শেষভাগে সভাপতি মহাশয় দ্বারা হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে "ভারতরত্ন," শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "ভারতভূষণ" এবং শ্রীযুক্ত লঙ্গট সিংহজীকে "বেহারভূষণ" উপাধি ও মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয়দ্বয়কে ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রশংসাপত্র এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্নকে "মহোপদেশক" উপাধি প্রদান করা হয়। এই অধিবেশনে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের উন্নতির জন্য একটী কার্য্যকারিণী কমিটী স্থাপিত করা হইয়াছে এবং প্রান্তীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন মহাশয়কে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রায়

বাহাদুর পণ্ডিত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত শেঠ ফুলচন্দ মহাশয়দ্বয় সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথমবর্ষের

দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতি বিধানার্থ আলোচনা করিবার নিমিত্ত বিগত ২রা আষাঢ় শনিবার শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিষ্ঠান হয়।

সভাধিষ্ঠানের স্থান—১ নং মিডিলটন ষ্ট্রীট্ দ্বারবঙ্গ রাজভবন সভাধিষ্ঠানের কাল—৫ ঘটিকা।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি নিবন্ধন অন্যতর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা সভার অনুমোদিত হয়।

নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি পর পর সভায় প্রস্তাবিত এবং সভার দ্বারা অনুমোদিত হয়:—

১ম মন্তব্য—নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীতকরা হউক।—

(১) শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) " পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন
(৩) " " গোবিন্দ নারায়ণ মিশ্র
(৪) " " কানাই লাল শর্ম্মা
(৫) " বৈদ্যরাজ শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা
(৬) " সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭) " কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়
(৮) " শ্যাম লাল জী
(৯) " রায় গোলাব রায় পোদ্দার
(১০) " হরি নাগ সিংহ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মন্তব্যটী—সভার অনুমোদিত হয়।

২য় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের যাবতীয় নিয়মাবলী পুনরালোচনা করিবার জন্য এবং তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে লইয়া এক উপসমিতি

গঠিত করা হউক এবং উক্ত উপসমিতিকে ২০শে জুন ৬ই আষাঢ় বুধবার হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষের মধ্যে নিয়মাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হউক।

উপসমিতির সভ্যগণঃ—

শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
" পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন "
" " মাধব প্রসাদ মিশ্র "
" " রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহাশয়
" সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
" শেঠ ফুল চাঁদ হাওলাশিয়া "

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শেঠ ফুল চন্দ হাওলাশিয়া।

অনুমোদব— " সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মন্তব্যটী সভার অনুমোদিত হয়।

৩য় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল প্রতিষ্ঠা হইবার সময় যে ২৮ জন ব্যবস্থাপক সভ্য মনো-নীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি,
" " হরিনাথ বেদান্তবাগীশ,
" " গোবিন্দ শাস্ত্রী,
" " রাম নাথ তর্কসিদ্ধান্ত,

মহোদয়গণের স্বর্গলাভ হওয়ায় এ সভা যে দুঃখিত, নিদর্শনার্থ ইহা লিপিবদ্ধ হউক; এবং নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে ব্যবস্থাপক সভ্য মনোনীত করিবার জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ড-লের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীল কান্ত তর্কবাগীশ (আগড়পাড়া)
(২) " " জানকী নাথ শিরোমণি (কোড়কদী, ফরিদপুর)
(৩) " " রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
(৪) " " শশিভূষণ শিরোমণি (গঙ্গাটিকুরী—বর্দ্ধমান)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র।

অনুমোদক " জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্যটী সভায় অনুমোদিত হয়।

৪র্থ মন্তব্য—শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবীর শ্রীমন্দিরের নিকট হুগলী বাঁশ বেড়িয়ার রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে যে আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছে, আবেদনকারিগণ শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের দ্বারা উহার সমর্থন করিতে অনুরোধ করায়, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক— " শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাশিয়া।

মন্তব্যটী—সভার সভার অনুমোদিত হয়।

৫ মন্তব্য—বঙ্গ প্রান্তে রাজকীয় সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বিশৃঙ্খলার কথা শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের গোচর হওয়ায় ঐ পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থার জন্য নিম্নোক্ত মহোদয়গণ দ্বারা একটী উপসমিতি গঠিত হউক এবং ঐ সমিতির মন্তব্য শ্রীভারতধর্ম্মমণ্ডলকে জ্ঞাপন করা হউক। উপসমিতির সভ্যগণের নামঃ—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়।

২। রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর মহাশয়

৩। " ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাশিয়া।

অনুমোদক— " জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্যটী—সভার অনুমোদিত হয়।

৬ষ্ঠ মন্তব্য—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিম্নোক্ত মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক এবং উক্ত সভাকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পোষকসভা রূপে মহামণ্ডলের অঙ্গীভূত করিবার জন্য মহামণ্ডলকে অনুরোধ করা হউক।

১। শ্রীযুক্ত হর নাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

২। " বিষ্ণু চরণ তর্করত্ন মহাশয়।

৩। " তারক নাথ স্মৃতিরঞ্জন মহাশয়।

৪। " কালী নাথ স্মৃতিরত্ন "

৫। " সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

৬। " গঙ্গাগোবিন্দ মৈত্র মহাশয়।

৭। " পণ্ডিত কাশীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—" শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাশিয়া।

মন্তব্যটী সভার অনুমোদিত হয়।

৭ম মন্তব্য—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নিয়মাবলীর মধ্যে আপাততঃ পরিবর্ত্তন যোগ্য কোন নিয়ম নাই। কেবল ১৩ নং নিয়ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা যাহাকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছা করিবেন ঐ সম্মান দান কার্য্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। এ বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাশিয়া।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৮ম মন্তব্য—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করায়, উক্ত মহাশয়কে উক্ত পদ দিবার জন্য মহামণ্ডল কার্য্যালয়ে পত্র লেখা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—" শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাশিয়া।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন যে ব্রাহ্মণ সভাকে শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অঙ্গীভূত করিবার প্রার্থনা উক্ত ব্রাহ্মণ সভা হইতে হইয়াছে কি না। তাহাতে ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মৈত্র মহাশয় উক্ত সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে এক লিখিত আবেদন প্রদান করিলেন এবং উক্ত আবেদন আমাদের কার্য্য বিবরণীর অঙ্গীভূত হইল। পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

শ্রীযুক্ত বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদনমিদং— আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা যাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার নিয়মাবলী ও কার্য্য বিবরণী আপনার গোচরার্থে পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভাকে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন এবং এই নিয়মাবলির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বিবেচনা যোগ্য হইলে তাহা আমাকে জানাইবেন। নিবেদন ইতি— ১০ই জুন ১৯০৬।

তারিখ ১২ই আষাঢ় ১৩১৩ শাল। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সভাপতি।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে উক্ত সমিতির দ্বিতীয় মন্তব্যানুযায়ী গঠিত উপসমিতি কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংশোধিত নিয়মাবলীর প্রতিলিপিঃ—

১। শ্রীবংগ ধর্ম্মমণ্ডল, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নির্দ্দেশানুসারে স্বীয় প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিনিধি সভার জন্য অথবা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্য কোন কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

২। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নির্দ্দেশানুসারে স্বীয় ব্যবস্থাপকগণের মধ্য হইতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যবস্থাপক, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক সভার জন্য অথবা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্য কোন কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

৩। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলে নিম্ন লিখিত তিন শ্রেণীর সদস্য থাকিবেন;

(ক)—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মনোনীত প্রতিনিধিগণ।

(খ)—ব্যবস্থাপকগণ।

(গ)—সাধারণ সদস্যগণ।

৪। (ক)—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে স্বীয় মণ্ডলের ব্যবস্থাপক নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

(খ)—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল স্বীয় ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে বিশেষ সদ্গুণোপেত ব্যক্তিকে ধর্ম্মাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে তদর্থে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অনুরোধ ব্যতীত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সেই মণ্ডলের কোন ব্যবস্থাপককে ধর্ম্মাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না।

(গ)—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সদস্য সংখ্যা ও নিয়মাদি শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে। সাধারণ সদস্যগণ অঙ্গীভূত সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ঘ)—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় সম্পন্ন হইবে।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশন সম্বন্ধীয়—

১। বৎসরে একবার শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সাধারণ অধিবেশন হইবে। আবশ্যক হইলে যতবার আবশ্যক শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের বিশেষ অধিবেশন হইবে।

২। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সাধারণ অধিবেশন কোন্ দিনে, কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে হইবে তাহা অধ্যক্ষ মহাশয় স্থির করিয়া দিবেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা পত্রযোগে ঐ অধিবেশনের অন্যূন ২০ দিন পূর্ব্বে অঙ্গীভূত সভা সকলে সংবাদ দেওয়াইবেন। বিশেষ কোন কার্য্য এই সভার অনুষ্ঠেয় হইলে তাহাও জানাইবেন।

৩। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সাধারণ অধিবেশনে আগামী বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্য মনোনীত হইবে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় যে কোন সদস্য আগামী বর্ষের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের বা শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলান্তর্ভুক্ত সভার সভ্য হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধীয়—

১। এরূপ কোন ব্যক্তি শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের বা শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলান্তর্ভুক্ত সভার সভ্য হইতে পারিবেন না—

(ক) যিনি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নহেন।

(খ) যিনি প্রকাশ্য ভাবে আচার বা বাক্যের দ্বারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বা সমাজ বিরুদ্ধ মতের পোষকতা করেন।

(গ) যিনি মণ্ডলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ যত্ন না করেন।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সম্বন্ধীয়—

১। প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও সাধারণ সদস্য এই তিন শ্রেণীর মধ্য হইতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে অনধিক ২০ বিশ জন প্রতিনিধি সদস্য থাকিবেন।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০ পঞ্চাশ জন হইবে। ইহার মধ্যে ২০ বিশজন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। অবশিষ্ট শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

৪। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে অন্ততঃ ১০ দশ জন ব্যবস্থাপক সদস্য থাকিবেন।

৫। কোন সহায়ক সভ্য কোন অবস্থাতেই কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না।

৬। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষগণ স্বাধিকার সূত্রে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হইবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যাদি বিষয়ক।

১। প্রতি মাসের বাঙ্গালা শেষ শনিবারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সাধারণ অধিবেশন হইবে। প্রয়োজনানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ অধিবেশনও হইতে পারিবে।

২। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের অন্ততঃ সাত দিন পূর্ব্বে অথবা বিশেষ কোন কার্য্য থাকিলে তদপেক্ষা অল্পকাল পূর্ব্বে সদস্যগণ সভাধিবেশনের সমাচার পাইতে পারেন এই রূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে পত্র যোগে সংবাদ দিতে হইবে এবং সেই অধিবেশনে যে যে কার্য্য হইবে তাহারও সংবাদ দিতে হইবে।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কোন অধিবেশনে কোন সদস্যের কোন প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা থাকিলে তিনি এরূপ সময় থাকিতে তাহা অধ্যক্ষের নিকট লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইবেন, যাহাতে ঐ প্রস্তাব সেই সমিতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

৪। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কোন সদস্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে সভায় অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্য সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। অধ্যক্ষ তাহা সভার অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। মতদ্বৈধ স্থলে উক্ত লিপিবদ্ধ অভিপ্রায় গণ্য হইবে।

৫। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যূন সাত জন সদস্য উপস্থিত হইলেই কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিষ্ঠান সিদ্ধ হইবে।

৬। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকিলে, অধ্যক্ষ, তদভাবে অন্যতম সহকারী অধ্যক্ষ তৎ তৎ অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবেন। অধ্যক্ষ এবং সহকারী অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রথমতঃ প্রতিনিধি এবং প্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতিতে কিংবা উপস্থিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিগণের অভিপ্রায় হইলে উপস্থিত যে কোন সদস্য, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অভিপ্রায়ানুসারে সভাপতির কার্য্য করিতে পারিবেন।

৭। কোন বিষয়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের মতদ্বৈধ হইলে অধিকাংশের যা অভিপ্রায় হইবে তাহাই সভার সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্পর্কীয়

প্রস্তাবে প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভ্যের অভিপ্রায়, এবং অর্থ সম্পর্কীয় প্রস্তাবে প্রত্যেক প্রতিনিধির অভিপ্রায় দুই দুইটী অভিপ্রায়ের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। তথাপি অভিপ্রায় উভয়পক্ষে সমান হইলে সে প্রস্তাব স্থগিত থাকিবে এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে পুনরালেচনা করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে।

৮। প্রয়োজন অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির আপন বিবেচনানুসারে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য লইয়া উপসমিতি গঠন করিতে পারিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি যে কোন কার্য্যের ভার ঐ উপসমিতির উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯। শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মাদি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা অবধারিত, প্রয়োজনানুসারে সংশোধিত, পরিত্যক্ত, বৰ্দ্ধিত বা অন্যথাকৃত হইতে পারিবে।

১০। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কার্য্য চালাইবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে ও তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১১। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অবধারিত কোন নিয়মাদির কিংবা অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যের বিষয় শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের অন্ততঃ ৫০ পঞ্চাশ জন সদস্য পত্র দ্বারা অধ্যক্ষের নিকট জানাইবেন। তাহা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা হইতে পারিবে।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের ধনাগম সম্বন্ধীয়—

১। বিবিধ উপায়ে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের ধন সংগ্রহ হইবে।

(ক) কোন সদস্য বা সহায়ক এককালীন যে ধন দান করিবেন।

(খ) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রাপ্ত ধন।

(গ) শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডলের সদস্যগণের দত্ত নিয়মিত দান।

১। বিধানানুসারে সংগৃহীত মূলধন শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল কোন কারণে ব্যয় করিতে পারিবেন না। তবে সেই ধন ন্যাসনিক্ষেপাদির দ্বারা বৰ্দ্ধিত করিয়া সেই বৃদ্ধির তিন চতুর্থাংশ মাত্র এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রাপ্ত সমস্ত ধন ও নিয়মিত দানাদির দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত ধন শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল উদ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম বর্ষের

তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

বিগত ১২ই আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিষ্ঠান হয়।

সভাধিষ্ঠানের স্থান—২ নং মিডিল টন ষ্ট্রীট্

সভাধিষ্ঠানের কাল—৬ ঘটিকা

সভায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(১১) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতির অনুপস্থিতি নিবন্ধন অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা সমিতির অনুমোদিত হয়।

তদনন্তর প্রথম মন্তব্যের প্রস্তাব হয়।

১ম মন্তব্য—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—" রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ।

মন্তব্যটী সভার অনুমোদিত হয়।

তদনন্তর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম বৎসরের দ্বিতীয় অধিবেশনের ২য় মন্তব্যানুসারে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নিয়মাবলী আলোচনার্থ গঠিত উপসমিতির দ্বারা প্রণীত ও সংশোধিত নিয়মাবলীর পাণ্ডু লিপি সমিতিতে প্রদান করা হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে উক্ত সংশোধিত নিয়মাবলী পঠিত হইয়া সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

২। মন্তব্য—উপসমিতি কর্ত্তৃক সংশোধিত নিয়মাবলী ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পূর্ব্বাধিবেশন সমূহের মন্তব্যগুলির প্রতিলিপি ও কার্য্য বিবরণ শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল কার্য্যালয়ে পাঠান হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম-এ।

অনুমোদক—" জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্যটী সমিতির অনুমোদিত হয়।

৩য় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নিয়মিত বৃত্তি বা আয় বর্দ্ধনার্থ যত্ন করা হউক।

মন্তব্যটী সর্ব্বজনানুমোদিত হয়। এবং উপস্থিত সদস্য মণ্ডলীর সকলেই নিয়মিত বৃত্তি সংগ্রহার্থ বিশেষ যত্নবান হইতে স্বীকার করেন।

উপসমিতি কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংশোধিত নিয়মাবলীর প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সভাপতি।

Copy of the Resolution of the Special Sub-committee for the information of the head office, Benares.

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন
এম-এ, বি-এল, সি-এস-আই মহোদয় সমীপে

সসম্মান নিবেদন;—

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ২রা ও ১২ই আষাঢ়ের মন্তব্য অনুসারে বঙ্গ প্রান্তের প্রতিনিধিগণের এবং ব্যবস্থাপকগণের নামের সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার আমাদের উপর অর্পণ করায় আমরা নিম্ন লিখিত রূপে উক্ত তালিকা সংশোধিত করিয়া আপনার নিকট অর্পণ করিতেছি। এই সংশোধিত তালিকায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্মতি গ্রহণ করিয়া শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলকে অনুগৃহীত করিবেন। ইতি বঙ্গাব্দ ১৩১৩, ২২শে আষাঢ়।

১। প্রতিনিধিগণের সংশোধিত তালিকা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজ
গোবর্দ্ধন মঠ, পুরী পূর্ব্বাম্নায়, সভাপতি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, নদীয়া।

" " " " নাটোর।

" " রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন এম-এ, বি-এল,
সি-এস-আই, উত্তরপাড়া (অধ্যক্ষ)।

" " " শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, তাহিরপুর।

" " স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতভূষণ "নাইট"
এম-এ, ডি-এল। কলিকাতা।

" " ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী অধ্যক্ষ)
গঙ্গাটিকুরী, বর্দ্ধমান।

" " মহামহোপাধ্যায় নীল মণি মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল,
কলিকাতা।

" " রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, (সহকারী অধ্যক্ষ)
কলিকাতা।

(১) শ্রীযুক্ত রায় পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, বাহাদুর মহাশয়
(২) " ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "
(৩) " পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র "
(৪) " জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "
(৫) " বৈদ্যরাজ শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা "
(৬) " গোবিন্দ লাল দত্ত "
(৭) " ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় "
(৮) " হরিনাথ সিংহ "

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভাপতির অনুপস্থিতি নিবন্ধন অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে, উহা সভাপতি কর্ত্তৃক স্থান বিশেষে সংশোধিত হইয়া সভার অনুমোদিত হয়।

তদনন্তর নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি পর পর সভায় প্রস্তাবিত ও সভার অনুমোদিত হয়;—

১ম মন্তব্য—শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় বিগত অধিবেশনে যাঁহারা উক্ত সভার সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সভ্য নহেন অথবা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সভ্য নহেন, তাঁহাদিগকে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সহায়ক সভ্য মনোনীত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ.
অনুমোদক—" জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্যটী সভায় অনুমোদিত হয়।

২য় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নিয়মাবলী আলোচনার্থ এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার যে দুইটী উপ সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তন্মধ্যে কোন মন্তব্য তাঁহাদের বিবেচনায় গোপনীয় হইলে তাহা তাঁহারা পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষকে গোপনে দিতে পারিবেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় তাহা শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—" পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র।

মন্তব্যটী সভার অনুমোদিত হয়।

৩য় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নিয়মাবলী আলোচনার্থ গতবারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় যে উপসমিতি গঠিত হয় উহাকে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপক সভ্যের তালিকা সংশোধনের ভার উহাদিগকে অর্পণ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

অনুমোদক—" হরি নাথ সিংহ।

মন্তব্যটী সভার অনুমোদিত হয়।

২০শে আষাঢ় ১৪১৩। শ্রীইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সভাপতি।

শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম বর্ষের

চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

বিগত ২০শে আষাঢ় বুধবার শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিষ্ঠান হয়।

অধিষ্ঠানের স্থান—২ নং মিডিলটন ষ্ট্রীট।

" কাল—৬ ঘটিকা।

সভায় পরোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন।

(১) শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ. মহাশয়

(২) " ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "

(৩) " পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন "

(৪) " " মাধব প্রসাদ মিশ্র "

(৫) " জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "

(৬) " সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "

(৭) " সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় "

(৮) " শেঠ্ ফুল চন্দ হাওলাসিয়া "

(৯) " " গোলাব রায় পোদ্দার "

(১০) " ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় "

মহামণ্ডল সংবাদ।

কালমাহাত্ম্যে আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই সকল সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। Mass education বা সর্ব্বজনীন শিক্ষা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধিও সেই পরিমাণে হইতেছে। বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ওকালতি, চিকিৎসা অথবা রাজকর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন তাঁহারা স্বশ্রেণীর সহিত মিশিতে লজ্জাবোধ করেন অথচ উচ্চশ্রেণীর সহিত মিশিতে পান না। কাজেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ধ্বংস সাধনই তাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত উত্তর ভারতে দয়ানন্দী সম্প্রদায় এবং বঙ্গদেশ, মন্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে আধুনিক অর্থাৎ হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডাদি অথবা বর্ণভেদ প্রথা বিদ্বেষী, না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্ঠান জিহ্বোপস্থসেবী এক প্রকার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা আপনাদের ইহ কাল এবং পর কালের সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়া কি রাজা কি প্রজা সকলেরই অমঙ্গল উৎপাদন করিতেছ। সুখের বিষয় আজকাল শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের দ্বারা উত্তর ভারতের দয়ানন্দী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত নির্ব্বোধ ও নিরক্ষর ব্যক্তিদিগের ভ্রম ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে। মহামণ্ডলের মহোপদেশকগণ দয়ানন্দী সম্প্রদায়ের মত সকল খণ্ডন করিয়া সাধারণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের উদারতা এবং উপকারিতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। নিম্ন লিখিত কয়েকটী সংবাদ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমান পণ্ডিত রলিয়ারাম শর্ম্মা নামক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের জনৈক উপদেশক বিগত ২৯শে মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত লুধিয়ানা সনাতন ধর্ম্মসভায় "শূদ্রের বেদ পাঠে অধিকার নাই" এই বিষয়ে এরূপ একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, আর্য্য সামিজীরা তাহার প্রতিবাদে অক্ষম হইয়াছিল। ভাওলপুরের অন্তর্গত আঁহমদপুরে বিগত ১৬ই হইতে ২২শে মার্চ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরাম শর্ম্মা ১ সপ্তাহ ধরিয়া হিন্দু শব্দ সিদ্ধি, অবতার, মূর্ত্তিপূজা, শ্রাদ্ধ, তীর্থ, বর্ণব্যবস্থা, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর এরূপ হৃদয় গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন যে কতিপয় ব্যক্তি আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দী সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন

ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাধারণের উৎসাহে তথায় একটি "সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সভা স্থাপিত হয়। উপদেশক মহাশয়ের সহিত দয়ানন্দী সম্প্রদায়ের তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ীরা সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া ঐ স্থল পরিত্যাগ করেন। (৩) হরদোই জেলার অন্তর্গত মালবা নামক স্থানের শ্রীজগদম্বা দেবীর সম্মুখে চৈত্র অমাবশ্যার মেলা উপলক্ষে আর্য্য সমাজীদিগের সহিত সনাতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে দয়ানন্দী সম্প্রদায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর শিবরত্ন লাল নামক জনৈক আর্য্য সমাজী উক্ত সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় পুনর্গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ব্যক্তি তাঁহার পন্থানুবর্ত্তী হইয়াছেন, আলীগড় সনাতন ধর্ম্ম সংবর্দ্ধিনী সভার সেক্রেটারি মহাশয় লিখিয়াছেন, "আলীগড় প্রান্তে হাথরস নামক একটী সম্পত্তিশালী নগর আছে। সম্প্রতি তথায় কতিপয় নব শিক্ষিত ব্যক্তি গত চৈত্র মাসে আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ঐ সময়ে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ আর্য্য সমাজীদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। দৈব ক্রমে সেই সময় ব্যাখ্যান বাগীশ পণ্ডিত জগৎ প্রসাদ শাস্ত্রী মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে ভ্রমণ প্রসঙ্গে হাথরসে উপস্থিত হন এবং মূর্ত্তি পূজা, শ্রাদ্ধ প্রতিপাদন, বিধবা বিবাহ খণ্ডন; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে অতি সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করেন। প্রায় ৩।৪ সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হয়। ঐ সমস্ত মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত দয়ানন্দী দিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তথায় উপস্থিত হন নাই।

——*——

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই যে বঙ্গদেশে যে রূপ আধুনিক সম্প্রদায়ের দল বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে বঙ্গে মহামণ্ডলের যে সকল শাখা সভা আছে এবং যে সকল হরি সভা মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে সুবক্তার দ্বারা বর্ণাশ্রমের উপকারিতা, ভক্তি যোগ, মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আজকাল বাঙ্গালীর ছেলে বা অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, আপনার পিতামহের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন এবং রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে যে কোন বিষয় লিখিত তাহা জানেন না, অথচ যে "রাজনীতি" "রাজনীতি" বলিয়া তাঁহারা উন্মত্ত মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ ব্যতীত তাহা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কথকতার দ্বারা সমাজের বহু উপকার সাধিত হইত, কিন্তু সাধারণের উৎসাহ এবং শিক্ষার অভাবে তাহাও বিলুপ্ত হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর, দিনাজপুর।
" " " " মুণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কাশিম বাজার।
" " রাজা রণজিত সিংহ বাহাদুর, নশীপুর।
" " " বৈকুণ্ঠ নাথ বাহাদুর, বালেশ্বর।
" " " শ্রীনাথ রায়, ভাগ্যকুল।
" " " শিউবকস বগলা, বড়বাজার কলিকাতা।
" " কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইক পাড়া।
" " রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর, তেওতা।
" " " যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম-এ. বি-এল, টাকী (২৪ পরগণা)
" " " হরেরাম গোঁয়েনকা বাহাদুর, বড়বাজার, কলিকাতা।
" " " সীতানাথ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুল।
" " " ডাক্তার কৈলাশ চন্দ্র বসু বাহাদুর, সি-এস, আই। কলিকাতা।
" " হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, কলিকাতা।
" " শেঠ গোলাব রায় পোদ্দারজী, বড়বাজার, "
" " " দুলি চাঁদ জী, বড়বাজার, কলিকাতা।
" " " ফুলচন্দ হাওলাসিয়াজী, বড়বাজার, কলিকাতা।
" " " শিব প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা " "

শ্রীকাশী সনাতন ধর্ম্মসভা।

-:০:-

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বিগত কাশী অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য নগরের ন্যায় কাশীধামেও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটী স্থানীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বড়ই সুখের বিষয় যে উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরি মহাশয়ের চেষ্টা এবং উৎসাহে বিগত ২১শে জুন একটী প্রারম্ভিক কমিটি মহামণ্ডল কার্য্যালয়ে নিমন্ত্রিত হন। ইহাতে কাশীধামের বাছা বাছা পণ্ডিত, রইস এবং ভদ্রমহোদয়বর্গ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কমিটীতে কাশীধামে সনাতন ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে সকলেই সহর্ষ অনুমোদন করিয়া-

ছিলেন। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় এই শুভ এবং আনন্দ জনক প্রস্তাব করেন যে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময় সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপনের নিমিত্ত কাশীধামে তিন দিন অধিবেশন করা হউক। এই প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হয়। অতঃপর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রইস শ্রীযুক্ত চৌধুরী রাম প্রসাদ মহাশয় আপনার সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে সভার নিমিত্ত স্থান প্রদান করেন। উদ্যানটী যে স্থানে রথযাত্রার মেলা হয় তাহার অনতিদূরে অবস্থিত। চৌধুরী মহাশয় কেবল যে স্থান দান করিয়া ছিলেন এমন নহে তিনি সভাস্থানের সাজ সজ্জার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ঐ স্থানে তিন দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ এবং সমারোহের সহিত সনাতন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ উক্ত দিবসত্রয় সভাপতির আসন সুশোভিত করেন। ২৪শে জুন শ্রীযুক্ত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর দ্বিবেদী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু নন্দন বৈদ্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনাকি কবি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঠাকুর দত্ত, এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপী নাথ শর্ম্মা বক্তৃতা করেন। তৎ পরদিবস পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃপাশঙ্কর মিশ্র এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মার বক্তৃতা হয়। শেষ দিবস শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা অপর দুই দিবস অপেক্ষা অধিক ছিল, উক্ত দিবস শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশব শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী, পণ্ডিত মথুরা প্রসাদ, পণ্ডিত সুনাকি কবি, পণ্ডিত গোপীনাথ, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস প্রায় ৪০ জন ভদ্রলোক আপনাদিগের নাম সভাসদ্ শ্রেণীভুক্ত করেন এবং মাসিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে আশা করা যায় যে শীঘ্রই এই সভার অত্যন্ত উন্নতি হইবে এবং কাশীর সনাতন ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটী প্রধান শাখাসভায় পরিণত হইয়া বিস্তর কার্য্য সম্পাদন করিবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় আপনার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় উক্ত সভায় উত্থাপন করেন যে শ্রাবণ মাসে কাশীর দুর্গামন্দিরে উৎসপোপলক্ষে তথায় অধিবেশন হইবে এবং সারনাথের মেলার সময়ও তথায় সভার উৎসব করা হইবে। প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ ধন্যবাদ এবং আশীর্ব্বাদ যুক্ত বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গকরেন। কাশীবাসী ধর্ম্মাত্মগণ এই সভাস্থাপনে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছেন। অতএব ইহার উন্নতির আশা যে বিশেষরূপে করা যায় তাহা বাহুল্য।

বসিয়াছে। সুতরাং এই বক্তৃতার যুগে হয় কথকতার মধ্যে আধুনিক ধরণের বক্তৃতার বাহুল্য সম্পাদন অথবা উপযুক্ত ধর্ম্মবক্তা নিয়োগ পূর্ব্বক ঐ সকল ধর্ম্ম সভায় বক্তৃতার আয়োজন হইলে অনেকের অকারণ ভ্রান্তি দূর হইতে পারে।

আমরা বারাণসীস্থ বঙ্গ সাহিত্য সমাজ হইতে যে পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

"বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

কাশীস্থ বঙ্গসাহিত্য সমাজের কার্য্যাবলী ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধর্ম্মমণ্ডলের স্বীকৃত হওয়ায় সামাজিকগণ সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আশা করি, মহামণ্ডল ও তদীয় বঙ্গ ভাষানুরাগী সভ্যবৃন্দ উক্ত সমাজের উন্নতিকল্পে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া উহাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আজ পর্যন্ত সমাজের উন্নতির জন্য যে যে চেষ্টা করা হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। সুহৃৎ সমিতির কতিপয় সভ্যের ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় উক্ত সমাজের সভ্য আপাততঃ ১২৫ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। পুস্তকালয়ের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা মাত্রই পূর্ব্ববৎ ধার্য্য আছে। সুহৃৎ সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে এক একটি প্রবন্ধ আলোচিত হওয়ায়, তাহাতে স্থানীয় যুবক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। উক্ত সমিতির যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন উচ্চ শিক্ষিত সভ্য স্বকীয় মূল্যবান সময় অকাতরে দান করিয়া প্রথমাবধি বিনা বেতনে সমাজের পুস্তকাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অক্লান্ত ধৈর্য্যে সমাজকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপাততঃ প্রচলিত সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া ইহার অঙ্গীভূত একটি পাঠাগার স্থাপন করিবার সংকল্প চলিতেছে। আর্থিক অবস্থা গতিকে সম্পাদক মহোদয়দিগের সাহায্য লাভ ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়াই, তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ভিক্ষার্থ ধর্ম্ম প্রচারকের শরণাপন্ন হইতে হইল। আশা করি সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত পত্রখানি উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া বারাণসীস্থ বঙ্গ সাহিত্য সমাজের প্রতি কৃপাদৃষ্টি অব্যাহত রাখিবেন।

পাঠাগারের জন্য শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেন রায় এম, এ, মহোদয়ের নিকট হইতে কতিপয় মাসিক ও দৈনিক পত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত অন্যান্য ভদ্র মহোদয় কর্ত্তৃক অনুসৃত হইলে পাঠাগারের সাহায্যে

প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মাতৃভাষালোচনার অধিকতর সুগমতা সম্পাদিত হইতে পারে, আশা করা যায়। শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমাজ বার্ষিক চাঁদা বাদে দান স্বরূপ যে যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা নিম্নে স্বীকৃত হইতেছে। শ্রীযুক্ত মোক্ষদা দাস মিত্র মহাশয় [বারাণসী] ৮৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বটুক প্রসাদ ক্ষত্রী [বারাণসী] ৪৲ টাকা, শ্রীযুক্ত মাণিক চন্দ্র মল্লিক [বারাণসী] ১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় [বারাণসী] ১৲ টাকা, সুহৃৎ সমিতি [বারাণসী] ৩৯ পুস্তক, শ্রীযুক্ত রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী [বারাণসী] ১৭ পুস্তক, শ্রীযুক্ত কবিরাজ হরিদাস রায় [বারাণসী] ১৫ পুস্তক, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশ চন্দ্র চৌধুরী [বারাণসী] ১২ পুস্তক, শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য [বারাণসী] ১১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি, এ, [বারাণসী] ৩ পুস্তক, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় [বারাণসী] ৩ পুস্তক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত অভয় তারণ ভট্টাচার্য্য [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত শ্যামা চরণ ভট্টাচার্য্য [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর কাব্য সাংখ্যতীর্থ [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ [বারাণসী] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর [বোলপুর] ১ পুস্তক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় [কলিকাতা] ৫ পুস্তক। *

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক,
বঙ্গ সাহিত্য সমাজ, কাশী।

বিচিত্র দর্পণ।

—*—

(মানব চরিত্রের বৈচিত্র)

প্রস্তাবনা।

হরিদ্বারের এক ক্রোশ পূর্ব্বে, চণ্ডী পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে এক জন ঋষি কল্প সন্ন্যাসী বাস করেন। ইঁহার এখন বৃদ্ধাবস্থা। তথাপি ইনি সাধারণকে সদুপদেশ দানে তৃপ্ত করিয়া থাকেন।

* এতদ্ব্যতীত প্রায় ৭০ খানি অন্যান্য ভাষার পুস্তকও উপহৃত হইয়াছে।

চল্লিশ বৎসর হইল, ইঁহার দুই জন শিষ্য ছিল। ইঁহারা নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে পর, সন্ন্যাসী মহোদয় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা কৃতবিদ্য হইয়াছ, এবং সমধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছ। এখন চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া তোমরা বিদ্যার্থী-দিগকে শিক্ষা দিবার যোগ্য হইয়াছ। কিন্তু, কেবল গ্রন্থ-গত বিদ্যা শিক্ষা করিলে কোন ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা যায় না। তাঁহাকে বহুদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। মনুষ্য-সমাজ কি ভাবে চলিতেছে, লোকের আচার ব্যবহার কি প্রকার, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির সমাদর আছে কি না, এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। আর, আমার ইচ্ছা নহে যে তোমরা কেবল বিদ্যাদান ব্রতে ব্রতী হও। মানুষের কর্ত্তব্য অনেক। যে ব্যক্তি সৎ কার্য্য করিতেছে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া, যে ব্যক্তি মন্দ পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাকে সুপথে আনয়ন করা, দেশের কুরীতি সকল সংশোধন করা, সাধ্যমত সহায়হীন ও আতুর ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান করা এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান পক্ষে সাহায্য মানুষের করণীয়। আমার ধন নাই, আমি কি প্রকারে অপরকে সাহায্য করিব, এ কথা বলা সঙ্গত নহে। ধনের প্রয়োজন কি? মন থাকিলেই হইল। পরোপকার সাধন ব্রতে যে ব্রতী, তাহার কাছে কি কোন অভাব থাকে? কোন বাধাকে সে কি লক্ষ করে? কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, অর্থ সংগ্রহ আবশ্যক—অমনি সে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। দেখিল, পথিমধ্যে এক জন অন্ধ, লাঠীর সাহায্যে কোন দাতার গৃহে যাইতেছে। কিন্তু, পথে নানা বিঘ্ন। অতি কষ্টে দুই এক পা করিয়া যাইতেছে। আবার, শকটের শব্দ শুনিবামাত্র এক পাশে দাঁড়াইতেছে। দয়ালু ব্যক্তি ইহা দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারে? অমনি সে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া লইল, এবং যে যে বাটীতে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা, সেই সেই বাটীতে গমন করিল। আবার দেখিল, এক ব্যক্তি অতি দীন, পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহার কুটীরে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কেহ নাই যে তাহাকে ঔষধ বা পথ্য দেয় ও তাহার সেবা করে। অমনি সে, এই দীন ব্যক্তির সেবা সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, কোন ঔষধালয়ে কিংবা কোন চিকিৎসকের নিকট গিয়া তাহার জন্য ঔষধ আনিল, এবং কোন দাতার নিকট হইতে পথ্যের সামগ্রী সংগ্রহ করিল। ইহার পর, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া, আবশ্যক মত তাহার গায়ে হাত বুলাইতে কিংবা তাহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, সন্নীতি সঞ্চারিণী সভা, ধর্ম্ম সমিতি প্রভৃতি সংস্থাপন ও উন্নতি বিষয়ে কোন পরোপকারী ব্যক্তি, অর্থ-হীন হই-লেও অনেক কার্য্য করিতে পারেন। এই সকল অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি বক্তৃতার দ্বারা লোককে উৎসাহিত করিতে পারেন, সংবাদ পত্রে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি বিদ্যালয়ে এবং সভা সমিতিতে উত্তমোত্তম উপদেশ দিতে পারেন, এবং চিকিৎসালয়ে ঔষধাদি বিতরণ পক্ষে সহায়তা করিতে পারেন। এই প্রকারে, ধনহীন ব্যক্তির দ্বারাও সমাজের অনেক মঙ্গল সাধন হইতে পারে।

"সময় নাই বলিয়া কেহ কেহ অনুযোগ করেন বটে। কিন্তু, যাহার সৎকার্য্য করিবার

ইচ্ছা আছে তাঁহার সময়ের অভাব থাকে না। সমস্ত দিন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি রজনীযোগে অনেক হিতজনক কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। এমনও ত দেখা গিয়াছে কত দেশ হিতৈষী সান্ধ্য সমিতি ও নিশি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইংলণ্ড দেশে. সামুএল ড্রু নামে এক জন বিদ্বান ও দয়ালু বক্তি ছিলেন। যিনি সমস্ত দিন দেশহিতকর কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিয়া রজনী যোগে অর্থ উপার্জ্জন জন্য, তাঁহার নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

"তোমাদের শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। ভূয়োদর্শন শিক্ষার একটী অঙ্গ। অতএব তোমরা নানা স্থানে ভ্রমণ কর এবং যে ভাবে সমাজ তোমাদের কাছে প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমার গোচর কর।"

শিষ্য-দ্বয় গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে একজন শিষ্য পর্য্যটন শেষ করিয়া সন্ন্যাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহোদয় তাঁহাকে সমাদর সহ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। কিছু দিন পরে, অপর শিষ্যটী প্রত্যাগমন করিলে, তিনিও সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। ইঁহাদের পর্য্যটন ক্লেশ দূর হইলে, সন্ন্যাসী মহোদয় তাঁহাদের ভূয়ো দর্শনের ফল জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, প্রথম প্রত্যাগত শিষ্যকে তাহা বিবৃত করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন:—

প্রথম ভাগ—১ম চিত্র।

একি দেখি ঘোরতর ভীষণ দর্শন,
ক্রমেই স্তম্ভিত কায় না সরে বচন,
কোন্ রাজ্যে আইলাম কি নাম তাহার?
ধর্ম্মের কি এরাজ্যেতে নাহি অধিকার?
সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের যে দিকেতে চাই,
কতই বিচিত্র ভাব দেখিবারে পাই।
কি প্রকার প্রজাদের আচার বিচার?
নতুবা কেনবা হেরি এরূপ ব্যাপার?
আছে বটে সুশোভিত নগর নিচয়,
চাক চিক্য হেরে মন পুলকিত হয়।
মণি মুক্তা চুণি পান্না হীরকে খচিত,
আর নানা রাগ রঙ্গে কিবা সুরঞ্জিত।
চলে বটে লোক সব করি গলাগলি,
ঠিক যেন প্রেম ভাবে সবে ঢলা ঢলি।
শুনি বটে সকলের মধুর বচন,
সকলেই করে যেন মিষ্ট আলাপন।
হেরি বটে মানুষের দৃশ্য মনোহর,
সখ্য-ভাবে সবে যেন আছে নিরন্তর।
কিন্তু হৃদি হ'তে কেন উগরে গরল,
কি হেতু চাতুরী এত কেন এত ছল?
যেমন উরগ চয় দেখিতে সুন্দর,
নানা বর্ণে বিচিত্রিত চারু কলেবর।
হেরে সে মোহন রূপ হয় হেন মন,
কে যেন করেছে অঙ্গ মাথনে মার্জ্জন।
কিন্তু হয় যে সময় ক্রোধ উত্তেজিত,
বিষপূর্ণ ফণা তার করে সশঙ্কিত।
সেই রূপ কত নর মনোহর সাজে,
মনোরম নানা স্থানে সুখেতে বিরাজে।

মুখ মধ্যে দৃশ্য হয় হাস্য খল খল,
অদৃশ্য ভাবেতে, কিন্তু অন্তরে গরল
যখন করিতে স্বীয় অভীষ্ট সাধন,
সচঞ্চল হ'য়ে থাকে মানুষের মন।
তখন তাহার দিকে চাও এক বার,
দেখ দেখি ধরে কিবা ভীষণ আকার?
স্বকার্য্য-সাধনে তার এত আকিঞ্চন,
যায় যাক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে গণন॥

২য় চিত্র।

অই দেখ সহযোগী বয়স্য-নিচয়,
যাদের দেখিয়া মন সুপ্রসন্ন হয়,
ধরিয়া মনের সাধে ছলনার বেশ,
গৃহস্থের গৃহমধ্যে করিছে প্রবেশ
জিজ্ঞাসিছে প্রথমেই কুশল বারতা,
কহিতেছে ক্রমে ক্রমে সুমধুর কথা
তার পর শুনাইছে কত সমাচার,
গৃহীর হ'তেছে তাহে আনন্দ অপার,
গাইতেছে কারো কারো প্রশংসার গীত,
শুনাইছে কারো কারো জঘন্য কুরীত,
মাঝে মাঝে কহিতেছে, বান্ধব আমার
তোমার গুণের কথা কত কব আর?
সম্মুখে বলিলে হয় খোসামোদ করা,
কিন্তু ভাই তব যশে পূর্ণ বসুন্ধরা।
এই রূপ নানা মত মধুর বচনে
বিমোহিত করিতেছে অকপট জনে।
এমন সৌহার্দ্দ্য ভাব করি বিলোকন,
কার না মানস হয় আনন্দে মগন?
প্রমোদের ভরে কে না অতি কুতূহলে,
প্রণয়ের হার দেয় সুহৃদের গলে?
কার না মানস হয়ে হর্ষে উচ্ছ্বসিত,
গোপনীয় কথা সব করে প্রকাশিত?
এই রূপ ছদ্মবেশী দেখিলাম কত,
অপরের গূঢ় ভাব হ'য়ে অবগত,
নানা বিধ অনিষ্টের করি সূত্রপাত,
করিতেছে জন মাঝে কতই উৎপাত।
পুত্র সহ মনোবাদ হ'তেছে পিতার,
ভ্রাতৃ সহ হইতেছে বিবাদ ভ্রাতার,
পরিজনগণ আর প্রতিবেশী সহ,
ভীষণ কলহ হইতেছে অহরহ,
পরিণামে এই দশা হ'তেছে সবার,
কারো প্রাণ নাশ আর কারো কারাগার॥

ক্রমশঃ

শ্রীদীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভক্তের ইষ্ট দর্শন

-:০:-

ভগবান ভক্তের বাঁধা। ভক্তিভাবে ডাকিলে ভগবান আর থাকিতে পারেন না। ভগবানকে পাইলে ভক্তের আর কোন অভাব থাকে না, ভক্ত-বৎসল ভক্তের সকল অভাবই পূর্ণ করেন। ধন বল, মান বল, বিষয় বল, সুখ বল, সকলই সেই এক ভগবান লাভ করিলেই পাওয়া যায়। শিশু, মা ব্যতীত আর কিছু চায় না। যখন সে ব্যাকুল হইয়া "মা কই" বলিয়া কাঁদে, তখন

মা কি আর থাকিতে পারেন? সহস্র কার্য্য থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাকে কোলে লইয়া সান্তনা করেন। সেই প্রকার শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিলেই আনন্দময়ী আসিয়া আমাদিগকেও কোলে লইবেন। সে আনন্দময়ী মায়ের কোল পাইলে আর কি কোন প্রকার দুঃখ থাকে? সকল দুঃখ দূরে যায়, সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয়। শিশুর ন্যায় যখন আমরা মায়ের উপর সকল বিষয় নির্ভর করিতে পারিব, তখন মা আনন্দময়ী আমাদের হইয়া সকল কার্য্য করিবেন। আনন্দময়ী বলেন "যাবৎ সকল কার্য্য তুমি করিতেছ বলিয়া অভিমান থাকিবে, তাবত তুমিই কর। আর যখন "তুমি" অভিমান থাকিবে না, তখন তোমার হইয়া আমি সকল কার্য্য করিব। তোমাকে আর ভাবিতে দিব না।" ভক্তের হইয়া ব্রহ্মময়ী আপনি কার্য্য করেন, সুতরাং ভক্ত-পুত্রের আর ভাবিতে হয় না। ভক্তপুত্রের মাকে লাভ করিলে আর অন্য কার্য্য থাকে না। জীবনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা লাভ হইলে আর কার্য্যর আবশ্যকতা কি? পারে যাইতে হইলে নৌকার আবশ্যকতা হয়, কিন্তু নদীর পারে যাইলে আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। সেই প্রকার মায়ের নিকট যাইলে সন্তানের আর কিসের অভাব?

কি করিয়া মায়ের ভক্ত ছেলে হওয়া যায়, দেখা যাউক। নিত্য মায়ের দয়ার বিষয় চিন্তা করিলেই আমরা মায়ের ভক্ত সন্তান হইতে পারি। আমা-দের উপর মা আনন্দময়ীর কত দয়া, তাহা মুখে বলা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার অজ্ঞান সন্তানদিগকে নানা প্রকারে সেবা করিতেছেন। আমাদিগকে সুসন্তান করিবার জন্য নানা প্রকার তাড়না করিতেছেন। সংসারের মা যেমন, কথা না শুনিলে অবোধ পুত্রকে তাড়না করেন, সেই প্রকার আনন্দময়ী মা আমাদিগকে নানা রকমে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, ইহাও তাঁহার দয়া। এ প্রকার না করিলে যে আমাদিগের চৈতন্য হয় না। আমরা অবোধ ছেলে, তাঁহার কথা শুনি না, তাঁহার নিয়মে চলি না, সেই জন্য দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকি। যখন তাঁহার কথা শুনিব, তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিব, তখন আমাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। মায়ের কথা না শুনিলে, তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী কার্য্য না করিলে, পদে পদে সন্তানের বিপদ হয়, কিন্তু অবোধ সন্তানেরা তথাপি মায়ের অবাধ্য হইয়া থাকে।

আনন্দময়ী নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদিগের সেবা করিতেছেন। তিনি আমা-দিগের জন্য বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। দেহ রক্ষার

সামগ্রীই বল, আর যাহাই বল না কেন সকলই এক মাত্র তাঁহার দয়াতেই হইতেছে। তাঁহার দয়া ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই। সংসারের মা বরং তাঁহার সন্তানের কাছে সময়ে সময়ে কিছু চাহিয়া থাকেন, কিন্তু আনন্দময়ী মা তাঁহার অক্ষম সন্তানের নিকট কিছু চাহেন না। তাঁহার অভাব নাই; তিনি রাজরাজশ্বরী। তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই পূর্ণ। তাঁহার ভাণ্ডার ফুরাইবার নহে। ভক্ত যত চায় ততই পাইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা চাহিতে জানি না। আমাদের সে জ্ঞান নাই; "আমি ও আমার" লইয়াই ব্যস্ত। মা আনন্দময়ী তবু অযাচিত ভাবে তাঁহার সন্তানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে সন্তানগণকে, ভোজ্য দ্রব্যের জন্য চাহিতে হয় না, চাহিবার অগ্রেই দয়াময়ী সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। মা অযাচিত ভাবে সকলকে সব দেন বটে কিন্তু "শান্তির" বেলা মায়ের কাছে চাহিতে হয়। শান্তি দান করিতে মা প্রস্তুত আছেন, কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা উহা পাই না। তাঁহার ভক্ত সন্তানগণ সেই "শান্তিটুকুর"ও অধিকারী। ভক্ত অন্তরের সহিত মা বলিয়া ডাকিলে আনন্দময়ী সন্তুষ্ট হন। মা কথাতেই আনন্দময়ী বড়ই প্রীত; মা বুলিতেই গলিয়া যান। পাখীকে শিখাইলে যেমন সে কালী কথা কি কৃষ্ণ কথা বলে, সেই প্রকার মা আনন্দময়ী তাঁহার ভক্ত পুত্রগণকে মা বলিতে শিখাইয়াছেন। সেই জন্য ভক্ত শান্তিটুকুরও অধিকারী।

ভক্ত রাম প্রসাদ ভক্তিবলে আনন্দময়ীকে পাইয়াছিলেন। ভক্তিহীন জ্ঞানে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ভক্তিহীন জ্ঞান অপেক্ষা কেবল ভক্তির বল অধিক, রাম প্রসাদ মার নিকট কখন আব্দার, কখন অভিমান, কখনও বা জোর করিতেন। দুরন্ত ছেলে যেমন মাকে গালাগালি দেয়, ভক্ত রাম প্রসাদও আনন্দময়ী মাকে গালাগালি দিতে ছাড়িতেন না; তিনি কখনও বা সরল শিশুর ন্যায় "মা কোথায়, দেখা দে মা" বলিয়া কাঁদিতেন। প্রবাদ আছে, এক দিবস ভক্ত রাম প্রসাদ নিজের বাগানের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা আসিয়া তাঁহার বেড়া বাঁধিবার সহায়তা করিতে লাগিলেন। পিতার সহিত নানা প্রকার কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। "বেড়া বাঁধা শেষ হইলে প্রসাদ বলিলেন "মা এখন ঘরে যাও, আমি যাইতেছি"। তাহার পরক্ষণেই রাম প্রসাদ বাটী গিয়া দেখিলেন, কন্যা ভোজন করিয়া বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া ভক্ত রাম প্রসাদ বলিলেন "মা এই কিছু ক্ষণ হইল তুই আমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলি, ইহার মধ্যে খাওয়া হইল কি রূপে?" কন্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বাবা আমিত তোমার কাছে যাই

নাই, আমি যে ঘরেই ছিলাম।" আর বুঝিতে বাকি রহিল না, তখন রাম প্রসাদ মায়ের খেলা বুঝিতে পারিলেন এবং মা মা বলিয়া অবোধ শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ীকে ভক্ত যে রূপ ভাবে ডাকেন ও যে রূপ ভাবে ভজনা করেন, তিনি সেই রূপে তাঁহাকে দেখা দেন। কেহ বা পুত্র ভাবে, কেহ বা কন্যা ভাবে এবং কেহ বা মাতৃভাবে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আর থাকিতে পারেন না। ব্যাকুলতা চাই, ভালবাসার টান চাই, তবেত দেখা দিবেন। প্রভু রাম কৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়া ছিলেন, "জলে ডুবিয়া গেলে প্রাণ যেমন আটু পাটু করে, সেই প্রকার মা আনন্দময়ীর জন্য ভক্তের প্রাণ যখন আটু পাটু করিবে, তখনই মা আনন্দময়ী দেখা না দিয়া আর থাকিতে পারিবেন না।" দুরন্ত ছেলে যেমন পয়সার জন্য মায়ের নিকট বায়না করে, বিরক্ত করে, কখন কাঁদে, কখন মারে এবং কখনও বা গালি দেয়; সেই প্রকার আনন্দময়ী মাকে আপনার হতে আপনার জেনে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত যে ভক্ত কোমল মতি বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া মা-মা বলিয়া রোদন করেন, আনন্দময়ী মা, তাঁহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের ভক্ত রাম প্রসাদেরও ঐ প্রকার ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাই তিনি আনন্দময়ীর দর্শন পাইয়াছিলেন।

ভক্তিতে বড়ই আনন্দ। সে আনন্দ মধুর রসযুক্ত। ভক্তিরূপ সাগরে ভক্ত আনন্দে ভাসিতে থাকেন, আনন্দময়ী যিনি, তিনিত আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ রূপ মহাসাগরের তরঙ্গে ভক্ত আনন্দে সাঁতার দিতে থাকেন ও সেই তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সেই মহাসাগরে ডুবিলে মৃত্যু ভয় নাই। এ যে আনন্দ সাগর! কেবলই আনন্দ! এ সাগরে ডুবিলে জীব অমর হয়, হাবু ডুবু খাইতে হয় না। প্রহ্লাদ সেই ভক্তি সাগরে ভাসিয়াছিলেন, প্রহ্লাদের পিতা তাঁহাকে কত প্রকারে তাড়না করিলেও, তিনি একমাত্র ভক্তির সাহায্যে সমুদয় বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেও, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রহ্লাদকে মারিবার নিমিত্ত নির্দ্দয় পিতা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেও, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে প্রহ্লাদ ভক্তি সমুদ্রে সাঁতার দিতে লাগিলেন। ভক্তকে কে মারে? ভক্ত আনন্দময়ীর আদুরে ছেলে। ভক্ত যে প্রকার রূপ ভালবাসেন, আনন্দময়ী সেই রূপে তাঁহার ভক্তকে দেখা দেন। তাই প্রহ্লাদ বিষযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিবার সময় আনন্দময়ীকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বিষ অন্ন সম্মুখে দেখিয়া

তাঁহার প্রাণের হরিকে নিবেদন করিয়া দিতে পারিলেন না। বিষ অন্ন কি প্রকারে নিবেদন করিবেন, এই জন্য তিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তের ক্রন্দনে আনন্দময়ী আর কি থাকিতে পারেন? তিনি বালকৃষ্ণ গোপালরূপে প্রহ্লাদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে শান্তনা করিলেন। প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত বলিতে পারেন,—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভক্ত বলেন "আমি কিছুই জানি না। আমি সম্পূর্ণ রূপে তোমার উপর নির্ভর করিয়াছি, যাহা আমায় আদেশ করিবে, তাহাই আমি করিব। আমি তোমারই আজ্ঞাধীন; আমি সময়ে সময়ে মোহ বশে ভাল মন্দ বুঝিতে পারি না। আমি তোমার উপর নির্ভর করিতেছি, যাহা ভাল হয় তাহা করিও।" উপরিউক্ত শ্লোকটী অকপট হৃদয়ে বলিতে হইবে—মন ও মুখ এক করিয়া বলিতে হইবে। মনে রহিল অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু লোকের কাছে বলিতেছি "ত্বয়া হৃষি-কেশঃ ইত্যাদি" তাহা হইলে হইবে না—মনে রহিয়াছে, আমি করিয়াছি, কিন্তু মুখে বলিতেছি ভগবান করিয়াছেন, তাহা বলিলে চলিবে না; মন ও মুখ এক হওয়া আবশ্যক। আমি ও আমার জ্ঞান থাকিলে বলা সাজিবে না। যখন সকল বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর হইবে, তখনই বলা সাজিবে অর্থাৎ যখন স্বতন্ত্র তুমি থাকিবে না তখনই প্রকৃত উহা বলা সাজিবে। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন "এক ব্যক্তি গো-হত্যা করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি গো হত্যা করি নাই, ভগবান করিয়াছেন।' ভগবান ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তাঁহার বাগানে আসিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাগান বাটীর মধ্যে এ ছবি খানি কাহার প্রস্তুত?" উত্তর হইল "আমি উহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছি।" আরও এই প্রকার সকল প্রশ্নেরই উত্তর হইল, "আমি করিয়াছি।" তখন ভগবান কহিলেন "বাপু হে, যদি তুমি সকলই কর, তাহা হইলে গো হত্যার বেলা ভগবানের দোষ দিয়াছিলে কেন?" অন্তরে যে ভাব হইবে, মুখেও সেই ভাব প্রকাশ করা উচিত। এই প্রকার হইলে ভগবান দেখা দিবেন। মুখে বলিতেছি "ভগবান" "ভগবান" কিন্তু কার্য্যে "আমি ও আমার" করিতেছি, তাহা

করিলে চলিবে না। মন ও মুখ এক করিয়া সরল শিশুর ন্যায় মাকে ডাকিতে হইবে, তবে মা দেখা দিবেন। ভগবান বলিয়াছেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অর্থাৎ আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না এবং যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না; ভক্ত যথায় আমার গুণগান করেন তথায় আমি অধিষ্ঠান করি।

যোগিগণ অপেক্ষা ভক্তই তাঁহার প্রিয়। ভক্ত ভগবানের প্রাণের সামগ্রী। তাঁহার ভক্তের নিমিত্ত তিনি সকলই করিতে পারেন। ভক্তের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য তিনি আপনাকে হীন করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভক্ত ভাল থাকিলে তিনি ভাল থাকেন, ভক্তের মনে দুঃখ হইলে তিনি কাতর হন। ভক্ত স্মরণ করিলে, তিনি আর থাকিতে পারেন না, অমনি তাঁহাকে দর্শন দেন। ভগবান ভক্তের সকল বাধাই বহন করিয়া থাকেন। ভক্তের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেও ভগবান, কুণ্ঠিত হন নাই। কথিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের সময় ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পদ প্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন। ভক্ত ব্রাহ্মণগণ ভগবানের শিশু পুত্র। সংসারে যেমন পিতা মাতা শিশু পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন, তাহার মল মূত্র পরিষ্কৃত করিয়া দিতে কোন প্রকার ঘৃণা করেন না, সেই রূপে ভগবানও ভক্তগণের অশেষ প্রকারে সেবা করিয়া থাকেন, ভগবান সর্ব্বব্যাপী হইলেও ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার বিকাশ অধিক, ভক্ত হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা বাটী। লোকে বৈটকখানা বাটীতে যেমন সর্ব্বদা থাকে, সেই প্রকার ভগবান ভক্তের কাছ ছাড়া হয়েন না। ভক্ত হৃদয় স্বচ্ছ, তাহাতে মলিনতা নাই। সকল স্থানেই সূর্য্য কিরণ পড়িয়া থাকে, কিন্তু স্বচ্ছ বলিয়া স্ফটিকে সূর্য্য কিরণ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সেই প্রকার ভগবান ভক্ত হৃদয়ে নিরন্তর থাকেন। ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ অধিক। লোকে যখন সরল শিশুর মত ভগবানের জন্য কাঁদিতে পারে, তখন তাহার ইষ্ট লাভ হয়।

মা জগজ্জননী শ্রীকৃষ্ণ রূপে শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন। এখানে তিনি আপনাকে নটবর বেশে সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে শ্রীবৃন্দাবন ধাম মধুময় হইয়াছিল। পুষ্প হইতে মধুর গন্ধ ছুটিত; যমুনা মধুর ভাবে উজান বহিত; প্রতি বৃক্ষে বিহঙ্গম মধুর গান গাহিত; চন্দ্র, তারকা মধুর আলো দিত; ময়ূর ময়ূরীগণ মধুর ভাবে নৃত্য করিত। সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যেন সকল মধুময়—এমন কি, পথের ধূলা পর্য্যন্তও তাঁহার চরণস্পর্শে মধুর হইয়াছিল। এই মধুর

ধামে ভগবান ভক্ত রাখালদিগের সহিত মধুর ভাবে খেলা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধা এবং অন্যান্য গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহারা শ্রীভগবানকে দেহ মন ইত্যাদি সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগিত না। শয়নে, স্বপনে, জাগ্রদবস্থায় কেবল ঐ এক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র সম্পত্তি। সংসারের কার্য্য ভাল লাগে না। শ্রীকৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথা ভাল লাগে না। গুরুজনের নিকট কতই তিরস্কৃত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন, তাহাদের মন অন্য কিছু চায় না। তাহাদের মন চায় কেবল শ্রীনন্দনন্দন। তাঁহাদের মনও তাঁহাদের নিজের নহে, মন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছেন, সে মনে তাঁহাদের কোন [illegible] নাই, সুতরাং অন্য কাহাকে মন দেওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ দেখেন, বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, আকাশে শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণ, তারকায় শ্রীকৃষ্ণ, বিহঙ্গমগণে শ্রীকৃষ্ণ, পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ, যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ, সৰ্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ, জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণ। কখন কখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অধীরা হইতেন। দুঃসহ বিরহ ব্যথায় তিনি কখন কাঁদিতেন, কখন মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িতেন। চৈতন্য লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে দেখিয়া মধুর ভাবে কত কি আলাপ করিতেন। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে কত প্রকারে সাজায়, কত প্রকারে খাওয়ায়; যেন খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহার আশা মিটে না। তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতে ইচ্ছা করে, এক মুহূর্ত্ত চক্ষের অন্তরে যাইলে তার প্রাণ ব্যাকুল হয়। মনে হয়, প্রিয় জনের কতই কষ্ট হইতেছে। যাহা মধুর পায়, তাহা প্রিয় জনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। আমরা কল্পনায় ভগবানের রূপ ভাবিয়া তাঁহার কাছে আত্মনিবেদন করিয়া থাকি, তাঁহার কাছে অন্তরের কথা কহিয়া থাকি, এবং উদ্দেশে তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীমতী রাধা সেই শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য রূপে তাঁহার সম্মুখে পাইয়া মনোসাধ মিটাইতেন। আমরা উদ্দেশে যাঁহার হস্তে ক্ষীর, সর, নবনী দিয়া মনোসাধ মিটাই, শ্রীমতী রাধা যথার্থই তাঁহার সেই মনোচোরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর হস্তে মধুর দ্রব্য দিয়া আপন মনোসাধ মিটাইতেন। ইহা অপেক্ষা ভক্তের মধুর ইষ্ট লাভ আর কি হইতে পারে? ভগবান ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি সকল প্রকারে ভক্তের মনোসাধ মিটান, ভক্ত সরল শিশুর ন্যায় মধুর কথায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে ভগবান ইষ্ট রূপে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না।

ধ্রুব পঞ্চম বর্ষের বালক। তিনি তাঁহার মায়ের নিকট পদ্মপলাশলোচন

নামক দয়াল ঠাকুরের বিষয় শুনিয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দয়াল; ভক্ত বৎসল। ঠাকুরকে পাইলে তাঁহার মনোসাধ মিটিবে জানিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া "কোথায় ঠাকুর, কোথায় ঠাকুর" বলিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিতে পান, তাহাই তাঁহার ঠাকুর বলিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য, মুখে কেবল দয়াল ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর। আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে কেবল ঐ কথা। অতি শিশু, ঐ কথা ভিন্ন আর কিছু জানেন না— ধ্যান জানেন না, ধারণা জানেন না; জানেন কেবন কাঁদিতে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। ব্যাকুল হইয়া ভগবানের জন্য কাঁদিলেই ভগবান গলিয়া যান। ভক্তের ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়কে চঞ্চল করে। যিনি কাঁদিয়াছেন, তিনিই পাইয়াছেন। সরল প্রাণে কাঁদা চাই; ব্যাকুলতা চাই। কপট ভাবে ডাকিলে কোন ফল হইবে না। ভগবান ভাবগ্রাহী, ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারেন। তিনি কপট ধ্যান ধারণা চাহেন না। তিনি চাহেন কেবল ভক্তি। ধ্রুবের ব্যাকুলতা ছিল, ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ আটু পাটু করিয়াছিল। ঐ প্রকার টানে ভগবান টলেন এবং দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি অতি দয়াল, সময় হইলেই দেখা দেন। পরে ধ্রুব ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া মনোসাধ মিটাইলেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,
হরিনাভি।

আমাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

:০:-

সনাতন ধর্ম্মের জীবন সর্ব্বস্ব বেদ শাস্ত্রের নিয়ম পূর্ব্বক পঠনপাঠন বহু শতাব্দী হইতেই আমাদিগের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বারাণসী ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে উহার স্বরাদি শিক্ষার সামান্য প্রচার থাকিলেও, অর্থ গ্রহণাদি পূর্ব্বক বেদাভ্যাস, প্রসিদ্ধ বেদ-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ন-মাধবাচার্য্যের সময়েও যে প্রচলিত ছিল না, তাহা ভাষ্যগ্রন্থালোচনায় সহজেই উপলব্ধ হয়। বঙ্গে আদিশূরের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তাহার তিরোভাব হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি বেদাচারের পুনঃ প্রবর্ত্তন মানসে (৯৯৯ শকাব্দে) পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহারা বা তাঁহাদিগের বংশধরগণও যে বহুকাল বঙ্গে

বেদশাস্ত্রানুশীলন প্রচলিত রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। হলায়ুধ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণও বঙ্গে বেদাচার্য্যের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই চিরনিদ্রার পর, বঙ্গবাসীর নিকট মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক যে অধুনা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কেবল শব্দ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং উপস্থিত অবস্থায় বেদ চারটি কি তিনটি, তাহা পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিশ্রব্ধ হইয়া বলিবার উপায় নাই। নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে হয়ত অনেকের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। বহুবৎসরের উপেক্ষার ফলে আমরা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, সুতরাং ইহাতে স্তম্ভিত হইলে চলিবে কেন? একটি কিম্বদন্তি আছে, কোন সময়ে চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে কিছু দান করা হইবে, রাজকর্ত্তৃক এই ঘোষণাবাক্য প্রচারিত হইলে, এক মূর্খ বটু 'বেদ-শ্চত্তার ইত্যহং জানামি (বেদ চারিটি এই টুকু মাত্র আমি জানি)' এই বাক্যের দ্বারা আপ-নাকে বেদজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া দানপ্রার্থী হইলে, বিশেষ রূপে উপহসিত হইয়া মহামূর্খ-উপাধিভূষায় ভূষিত হইয়াছিল। আমাদিগের জ্ঞানের মাত্রা যখন তাহা হইতেও উপরে উঠিয়াছে, তখন আমাদিগের পাণ্ডিত্য সম্মানও অধিকতর হওয়া উচিত। উপাধ্যায়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিলে যে রূপ মহোপাধ্যায় এবং তাঁহাদিগের মধ্যেও যে মহামনীষি-গণ অধিকতর ঔৎকর্ষ প্রদর্শন করেন তাঁহাদিগকে যে রূপ মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য-গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-মণ্ডিত আমাদিগের শাস্ত্র-জ্ঞানের জন্য "মহামূর্খ" এই সুন্দর অনুপ্রাসোপনিবদ্ধ নবপদবী ও তদনুরূপ সম্মান ও খেলাত প্রদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে নানা বিষয়িণী-শিক্ষার বহুল প্রচার উল্লেখ করিয়া যাঁহাদিগকে স্পর্দ্ধা করিতে শুনা যায়, বিংশ-শতাব্দীর এই সার্ব্বজনীন অভ্যুদয়ের দিনে প্রাচীন আর্য্যগণের বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এইরূপ অযথা উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাদিগের সহিত আনন্দ প্রকাশের পরিবর্ত্তে, ভারতবাসীর ও ভারতীয় সমাজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া মর্ম্মন্তুদ বিষাদ-পেষণে প্রপীড়িত হইতে হয়। সমাজের নেতৃবর্গ ও ধনাঢ্য সমাজহিতৈষিগণ, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সম্প্রদায়, ধর্ম্মসভা, সাহিত্য পরিষদ্‌, শিক্ষাসমিতি, সকলেই পবিত্র কুলোৎপন্ন নৈষ্ঠিকগণের বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চ্চার সুগমতা সম্পাদন ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন, সুতরাং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য সাধারণ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ততোধিক লজ্জিত। ভারতবাসীর এই পুনরভ্যুত্থানোদ্যোগের দিনে, জাতীয় সম্মিলনের শুভ সময়ে, আজ যদি অমৃতস্রাবী বেদ-গান হৃদয়-দ্রাবক সুমধুর সুরতাললয়ে গ্রথিত হইয়া, আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশার স্থল পবিত্রচেতা যুবকগণের কর্ণ কুহর ভেদ করিয়া আকাশ মার্গ পরিব্যাপ্ত ও চতুষ্পার্শ্বস্থিত ধর্ম্মপ্রাণগণের হৃদয় কন্দর প্লাবিত করিতে পারিত,—আজ যদি প্রত্যেক আর্য্যশিশু, কুশীলবের ন্যায় সুমধুর রামায়ণগানে প্রতিহৃদয়তন্ত্রীতে ঝনৎকার উৎপাদন করিতে পারিত; তাহা হইলেই বুঝিতাম, বাস্তবিকই আমাদিগের স্বদেশের,—স্বকীয় 'স্বত্বের' দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে,

তাহা হইলে জানিতাম ভারতবাসীর ধর্ম্ম, ভারতের বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ আকাশ মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া আর্য্য জাতির জয় ঘোষণা করিতেছে।

সময়ের এমনই একটি সুন্দর পরিবর্ত্তন কাল—ভারত ইতিহাসের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে যে, এসময়ে ভারতবাসী সাধারণেই জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত,—অনেকেই হৃতপ্রায় জাতীয় গৌরব পুনঃ সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর। যাহা কিছু আমাদিগের পূর্ব্বে ছিল, অথচ ইদানীং একেবারে নষ্ট বা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার জন্য প্রত্যেক সহৃদয় ভারতবাসীই অল্প বিস্তর উদ্যোগী। যাহা আমাদিগের দেশীয়,—যাহা আমাদিগের নিজস্ব, তাহার দিকে প্রত্যেকের মমতা জন্মিয়াছে। কিন্তু কই, আমাদিগের এই লুপ্তপ্রায় শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কয় জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মমতের পবিত্রতা পরিরক্ষণ জন্য কয় জন ধর্ম্ম প্রাণের হৃদয় এসময়ে ব্যাকুল হইয়াছে? যে পবিত্রোদার ধর্ম্ম, শ্রুতিস্মৃতিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইতিহাসাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই শাস্ত্রব্যূহের পুনঃ পরিশীলন উদ্দেশে অতি অল্প সংখ্যক মস্তিষ্কই পরিচালিত হইতে দেখিতেছি।* ভারতীয় সমাজের আধুনিক অবস্থা যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ মুখোজ্জ্বলকারী উচ্চ-শিক্ষিত যুবকবৃন্দের ধর্ম্মবিশ্বাসের (কেবল উৎসাহ ও সাহায্যাভাবেই) শিথিলতা দেখিয়া আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ে সন্দিহান হইয়াই ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। যে হেতু তত্ত্বদর্শিমাত্রেই অবগত আছেন, সমাজিকগণের ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয় অভ্যুত্থান সুদূর পরাহত।

* বিগত আট বৎসর হইতে বারাণসী নগরে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ নামক বিদ্যালয় অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার প্রবর্ত্তন কামনায় স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় শাস্ত্র চর্চ্চায় ছাত্রগণের অধিক সময় ব্যয় করিবার সুবিধা না থাকিলেও আমাদিগের শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এরূপ উদ্যোগে সাধারণের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয় হইলেও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ন্যায় ধর্ম্ম সমিতির সাহায্যও তাঁহারা এতদিন লাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া প্রীতিলাভ পুরঃসর, শুনিতে পাই, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই রূপে মহামণ্ডলের সহিত সংশ্রব ঘনীভূত হওয়ার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতব্যাপী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের সাহায্যে ইহার উন্নতি অব্যাহতাও অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া উঠিবে, আশা করা যায়। বারাণসী নগরীতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন উদ্দেশ্যে স্বদেশ-প্রেমিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন মোহন মালবীয় মহোদয়কেও সবিশেষ সচেষ্ট দেখিয়া আমরা আরও আশ্বস্ত। তজ্জন্য মুন্সী মাধব লাল প্রমুখ ধনিবর্গ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, অবগত হইয়া, আমরা ভারতবাসীর জাতীয় অভ্যুদয়ের সুখস্বপ্ন দেখিতেছি। ভগবান ভূতভাবন বিশ্বনাথ সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরে অপসৃত করিয়া ও এই জাতীয় বিক্ষিপ্ত শক্তি

যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ কামনা করেন না, বা পুরুষপরম্পরানুগত বিশ্বাস একেবারে বিসর্জ্জন দেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আর্য্যগণের মৌলিকশাস্ত্র বেদাদিতে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ নহেন। কিন্তু ভাষাদির জটিলতা প্রযুক্ত বেদের বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতা হেতু নিশ্চিতরূপে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারায়, কেহ কেহ পৌরাণিক সিদ্ধান্তের বিপরীত একটা স্বকপোল কল্পিত মতকেই বৈদিক মত বিশ্বাসে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। শিক্ষাভিমানীদিগের মধ্যে এরূপ আত্ম-প্রতারকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। একদা লেখকের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত একটী বন্ধু প্রসঙ্গক্রমে তর্ক উত্থাপন করেন, 'জাতি ভেদ প্রথা বৈদিক কালে আদৌ বিদ্যমান ছিল না, বর্ণ বিভাগ পরবর্ত্তী স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগেরই একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মাত্র"।* বেদ সংহিতায় লেখকের তৎকালে তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, উপনিষৎ হইতে জাতি বিভাগ পরিজ্ঞাপক শ্রুতি প্রমাণ উত্থাপিত করায়, তিনি তৎকালে কথঞ্চিৎ নিরস্ত হইতে বাধ্য হন। এ জাতীয় লোক ত 'বাপের ঠাকুর'; কারণ তাঁহারা এখনও শিক্ষার সীমা অতিক্রম করেন নাই, সুতরাং কোন সময়ে প্রবৃত্তি হইলে শাস্ত্রাদির গভীর গবেষণাদ্বারা এ সমস্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় আছেন; যাঁহারা উপনিষদের প্রাচীনত্বেও সবিশেষ সন্দিহান। ইঁহাদিগকে বর্ণ বিভাগের প্রাচীনত্ব বুঝাইতে ঋগ্বেদ সংহিতার দশম অধ্যায়ের পুরুষসূক্ত উপন্যস্ত হইলেও, তাহা প্রক্ষিপ্তাভিযোগে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইঁহারা পণ্ডিতম্মন্য ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই প্রক্ষিপ্ত নীতিটুকু শিক্ষা করিয়া—পরের মুখে ঝাল খাইয়া—আত্মৌদ্ধত্য ও পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবকাশ উপস্থিত হইলেই প্রয়োজনানুসারে এই প্রসাদ লব্ধ নীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। তাই বলি, শাস্ত্র মর্ম্মে অজ্ঞতা প্রযুক্ত ধর্ম্মবিপ্লবের এই বিভীষিকাময়ী অবস্থায়ও, বঙ্গীয় প্রভৃতি সমাজে শাস্ত্রালোচনের প্রয়োজন বোধের ও পুনঃ প্রবর্ত্তনের এখনও যদি উপযুক্ত অবসর বিবেচিত না হয়, তবে আর কবে সে শুভ অবসর উপস্থিত হইবে জানি না। আজ এই ঈশ্বরাভিপ্রেত জাতীয় ভাবাগমের দিনে, বঙ্গীয় সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী হউন, দেখিবেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত 'স্বদেশী আন্দোলনের' ন্যায়, ভারতীয় অপরাপর প্রদেশ সমূহও, এই 'স্বধর্ম্মান্দোলনেও'

গুলিকে এক মহাশক্তির অধীন করিয়া, যাহাতে তাঁহার চির প্রিয় সনাতন ধর্ম্মালম্বিগণের একটি মহদভাব মোচন হয় ও তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী জাতীয় ও ধর্ম্ম গৌরব রক্ষার জন্য কৃতপ্রযত্ন হন, তাহার সহায় হউন,— তাঁহার চরণোপান্তে ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

* ভারতীয় ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় কোপবহ্নি সহায়হীন ব্রাহ্মণবর্গের উপরই উদ্গীরিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা ক্ষত্রিয়কে রাজা ও রাজপুরুষ, বৈশ্যকে বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবসায়ী ধনী হইবার বিধান করিয়া আপনারা সম্বলহীন ভিক্ষোপজীবী থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বার্থপর না হইলে, তাহার উদাহরণ আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

সাগ্রহে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তনে বদ্ধ পরিকর হইবে। বিস্তৃত ভাবে ধরিতে গেলে ইহা স্বদেশী আন্দোলনের একটী শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং উহার সহিত সম্মিলিত হইলে উক্ত আন্দোলন মহত্তর আকার ধারণ করিয়া ভারতবাসী সাধারণের অধিকতর গৌরবের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই ভগবৎ প্রেরিত শুভ সুযোগ আমাদিগের কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা ভারতীয়গণকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনবার জন্যই এই শুভময় জাতীয় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, সুতরাং এ অবসর উপেক্ষিত হইলে, আমাদিগের আর পরিণাম আশা কোথায়? জগদীশ, জাতীয় অভ্যুদয়ের উপাদানীভূত এই ধর্ম্মভাব সঞ্জীবন মন্ত্র প্রয়োগের দিন কি বাস্তবিকই সুদূর পরাহত? আশা কুহকিনী যেন কানে কানে তোষামোদ বচনে বলিয়া দিতেছে, 'সেই শুভ মুহূর্ত্ত ভারতবাসীর একান্ত সন্নিহিত। দেশ ও সমাজ হিতৈষিগণের আর নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নহে। প্রতি ব্যক্তি ও সম্প্রদায় স্বাভাবিক জড়তা পরিহার পুরঃ সর, শাস্ত্রানুশীলনের পুনঃ প্রবর্ত্তন দ্বারা উদ্দীপিত ধর্ম্মভাব যাহাতে জাতীয় জীবন গঠন কার্য্যে সহায়তা সম্পাদন করিতে পারে, তৎ সাধন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, দেখিবেন, চরিত্রবলে ও জাতীয়ানুরাগে আপনারাও আধুনিক জগতের উন্নত জাতি সাধারণের সমকক্ষ হইয়া উঠিবেন'।

বারাণসী-প্রবাসী—
শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়।

মনুষ্যের নিজস্ব।

—*—

হস্ত-পদ-বিশিষ্ট লোমলাঙ্গুলহীন জীব হইলেই প্রকৃত মানুষ হয় না। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে আত্ম-সাধন-দ্বারা পৃথিবীস্থ অন্যান্য জীব অপেক্ষা আপনার বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে এবং নিজস্ব ও পরস্ব পদার্থ নিচয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরস্ব-পরিত্যাগ এবং নিজস্ব-গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে পরস্ব এবং নিজস্ব কাহাকে বলা যায় তাহাই বিচার্য্য।

অর্থ, সামর্থ, বিষয় সম্পত্তি, ভোগবিলাসাদি পদাথ নিচয় নিজস্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একটু স্থির চিত্তে যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল কাঁহারও নিজস্ব হইতে পারে না। কারণ যত দিন দেহ থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভোগ সামর্থ থাকিবে, ততদিন ঐ সকল পদার্থকে নিজস্ব বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু দেহাবসান অথবা দেহের ভোগ সামর্থের অভাব ঘটিলে, উহাদিগের কোন আবশ্যকতাই উপলব্ধ হইবে না। দেহ মনুষ্যের নিজস্ব কি না মনুষ্য মাত্রেরই একটু করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

জন্ম সময়ে হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই মনুষ্যের দেহের সহিত সম্বন্ধ দেখা যায়। জন্মের পূর্ব্বে দেহ কোথায় ছিল, কিভাবে কি অবস্থায় ছিল, তাহা কেহই জানে না বা কেহই বলিতে পারে না এবং মৃত্যুর পর ইহার যে কি অবস্থা হইবে, তাহা অন্যান্য মনুষ্যের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ দেহের উপর মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব কতটুকু আছে এবং প্রত্যহ দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকু থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য যখন বিশেষ রূপে সচেষ্ট হইয়াও দেহের কৌমার্য্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্য নিবৃত্ত করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না, তখন কিরূপে দেহকে মনুষ্যের নিজস্ব বলিতে পারা যায়? এতদ্ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তিকালে দেহের সহিত মনুষ্যের কোনই সম্বন্ধ থাকে না। যে দেহ সামান্য পরিমাণে অপরিষ্কৃত হইলে মনুষ্য অশান্তি অনুভব করে নিদ্রিতাবস্থায় সেই দেহকে কেহ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিলেও তাহার সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় তাহার দেহ অবস্থিত থাকিলেও সে হয়ত তখন হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল কোনও দুর্গম মহারণ্যে সশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিতেছে, অথবা নিমজ্জমান অর্ণবযান আরোহণে আটলাণ্টিক সাগর গর্ভে প্রতিক্ষণে মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়বিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিতেছে। কোথায় সুবিস্তীর্ণ গৃহ মধ্যে সুখশয্যায় তাহার শরীর এবং কোথায় ভীষণ অরণ্য অথবা অসীম জলধি! তখন তাহার দেহ কোথায় তাহার সে জ্ঞান নাই, অথচ দেহ বিনাশের ভয়েই সে অস্থির। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যের দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ তাহার জ্ঞানও সেই বুদ্ধির অনুকূল হইবে। অর্থাৎ তাহার জ্ঞানের মধ্যে যাহা ছিল না, যাহা থাকিবে না এবং যাহা থাকিলেও সকল সময়ে একরূপ ভাবে সে রাখিতে পারিবে না, তাহাকেই সে ভ্রম বশতঃ আপনার বলিয়া মনে করিবে।

তবে মনুষ্যের নিজস্ব কি? সুখ বল, দুঃখ বল, ভোগ বল, এমন কি দেহও যদি নিজস্ব না হইল তবে কি মনুষ্যের নিজস্ব কোন পদার্থই কি জগতে নাই? এক্ষণে নিজস্ব কাহাকে বলে তাহা বিচার করা যাউক। সুখের সময় জাগতিক যে সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তু আশ্রয় গ্রহণ এবং দুঃখের সময় সঙ্গপরিত্যাগ করে, তাহারা কখনই আপনার হইতে পারে না—সুতরাং কি সুখ কি দুঃখ উভয় অবস্থায় যাহা সঙ্গ ত্যাগ করে না তাহাই মনুষ্যের নিজস্ব। স্ত্রী বল, পুত্র বল, অর্থ বল, বিদ্যা বল, জ্ঞান বল এবং দেহ বল নিদ্রাকালে অথবা মৃত্যুকালে সকলেই পরিত্যাগ করে; কিন্তু মনুষ্যের এমন একটী পদার্থ আছে, যাহা কি সুখ, কি দুঃখ কোন অবস্থাতেই

মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বিষয়-বিভ্রান্ত মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, তাহারা কি সুখ, কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দূরীভূত করিয়া দেয় অর্থাৎ তাহার কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই সাধন করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, তাহারাই সেই পরম মিত্রকে অবগত হইয়া তাহারই সাহায্যে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে একটি মাত্র পদার্থই মনুষ্যের প্রকৃত নিজস্ব। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সেই নিজস্ব রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং যে ব্যক্তি মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত উহাকে অনাদর করেন, তিনি সেই পরিমাণে অধোগতি এবং দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হন। সেই পদার্থটী জীবের এতই নিজস্ব যে কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, এমন কি মৃত্যু সময়েও উহা কোন প্রাণীকে পরিত্যাগ করে না, বরং দুর্বিষহ মৃত্যু-যন্ত্রণাও সহ্য করাইয়া দেয়। সুতরাং ঐ পদার্থটীকে নিজস্ব বলিতে হইবে। বিদ্যা উপার্জ্জন বল, জ্ঞান লাভ বল এবং সাধনা বল, কেবল উক্ত নিজস্বটী রক্ষা করিবার নিমিত্ত অভ্রান্ত আর্য্যঋষিগণ ঐ সকলকে মনুষ্য সমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন। কারণ উক্ত পদার্থ যাহার যে পরিমাণে আয়ত্ত থাকে, তাঁহার অভাব সেই পরিমাণে দূর হয়। যাঁহার উক্ত নিজস্বটী সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, তাঁহার কোন অভাবই থাকিতে পারে না, তিনি ঈশ্বরত্ব এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেন।

ঐ পদার্থটীর নাম সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতাই জীবের প্রকৃত নিজস্ব। এই নিজস্বের মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত মনুষ্য পশুত্ব এবং সক্ষমতা-প্রযুক্ত দেবত্ব, এমন কি ঈশ্বরত্ব এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি দুঃখ বা কষ্টের সময় ইহার মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে সে ক্রমেই অজ্ঞানতাবশতঃ পশুত্ব লাভ করে এবং যে ব্যক্তি সুখের সময়ে ইহার মর্ম্মাবধারণে সক্ষমতা প্রযুক্ত ক্রমাগত ইহাকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করিতে পারে তবে, ক্রমেই তাহার জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। ক্রমে এই নিজস্বের সাহায্যে তাহার জ্ঞান প্রজ্ঞানে, সুখ আনন্দে এবং জীবভাব বা দেহাত্মবুদ্ধি ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে উক্ত নিজস্বটীই ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে পদার্থ পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তাহাকে নিজস্ব বলে। যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আঘাত করে বা কোনও উচ্চস্থান

হইতে নিম্নে ফেলিয়া দেয়, তখন আহত ব্যক্তিকে সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আঘাতকারী অথবা নিক্ষেপকারীর উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে দেখাগেলেও যদি উক্ত আঘাত বা পতন কোন দৈব-দুর্ঘটনা অথবা তাহার বুদ্ধি-বৈপরীত্য বশতঃ সংঘটিত হয়, তখন তজ্জনিত যন্ত্রণা তাহাকে ম্লান মুখেই হউক অথবা অম্লান বদনেই হউক সহ্য করিতেই হইবে। পুত্র-শোকে হৃদয় তন্ত্রী শিথিল হইয়া গেলেও কালে সেই দুঃসহ দারুণ যন্ত্রণা সহিষ্ণুতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রোগ অথবা মৃত্যু যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও রোগী বা মুমূর্ষুকে তাহা সহ্য করিতেই হইবে। সুতরাং যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, সহিষ্ণুতাকে কেহই কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিতে গেলেই নিজস্ব পরিত্যাগকারী পরমুখাপেক্ষীর ন্যায়,—

"যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি॥"

অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। তাই ভগবান উপদেশ প্রসঙ্গে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেনঃ—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
গীতা। ১৪ অঃ। ৫—৮॥

অর্থাৎ (স্বীয়) প্রকৃতি জাত সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণই অব্যয় অর্থাৎ নির্লিপ্ত বা অবিকার্য্য দেহী বা জীবভাব প্রাপ্ত পরব্রহ্মকে দেহের সহিত আবদ্ধ করে। নির্ম্মল বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময় এই জন্য উহার দ্বারা দেহী বা জীবভাব প্রাপ্ত আত্মা সুখ এবং জ্ঞানাভিলাষী হইয়া সংসারের প্রতি অর্থাৎ দেহের প্রতি আকৃষ্ট অর্থাৎ দেহাভিলাষী হন। তৃষ্ণা (লোভ) এবং সঙ্গ হইতে উৎপন্ন রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ ইচ্ছা উদ্দীপক। এই নিমিত্ত ইহা হইতে জীব কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। অজ্ঞান হইতে সর্ব্ব

জীবের মুগ্ধকারী তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তমোগুণ জীবকে প্রমাদ (ভ্রম) আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রাত্যহিক ঘটনাবলীতে ভগবানের বাক্যের যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিবিধ পুষ্পফল পরশোভিত একটী অতি সুন্দর উদ্যান দর্শন করিয়া "ইহা অতি সুন্দর উদ্যান" এই "জ্ঞান" বশতঃ উদ্যান দর্শন জনিত যে "সুখ" উপস্থিত হয়, ইহা জীবের সত্ত্বগুণের কার্য্য। আবার সেই সময়ে যাহার চিত্ত পুত্রশোক অথবা অন্য কোন চিন্তার দ্বারা অধিকৃত, তাহার নয়নে সেই সময় উদ্যানটী নিপতিত হইলেও উহা যে সুন্দর এই "জ্ঞান" সুতরাং উহার দর্শন জনিত "সুখ" অর্থাৎ প্রকাশাত্মক "সত্ত্ব" গুণ শোক বা বিষয় চিন্তা অর্থাৎ তম অথবা রজোগুণের দ্বারা আবৃত থাকে। সুতরাং তখন তাহার উপর সত্ত্বগুণের কার্য্য হয় না। এদিকে উদ্যান দর্শন জনিত সুখের উদয় হওয়ায় যে চিত্ত বার বার উদ্যানের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে, ইহারই নাম রাগ বা অনুরাগ। ক্রমে সেই উদ্যানের প্রতি তাহার এরূপ অনুরাগ বৃদ্ধি হইল, যে কি উপায়ে সেরূপ একটী উদ্যান লাভ হইতে পারে সে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টাই "রজোগুণের" কার্য্য। রজোগুণের কার্য্য হইতে "তমোগুণের" কার্য্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পরিশ্রম করিলেই আলস্য নিদ্রাদি বিনা অহ্বানেই উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে কোন পদার্থ লাভের নিমিত্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া পরিশ্রম না করিলে কিছুতেই সফল মনোরথ হইতে পারা যায় না। কারণ,

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

এই সংসারিক নীতি অনুসারে যদি পরিশ্রম জনিত পীড়ার আশঙ্কা অথবা বিষয়ের নশ্বরতার কথা মনোমধ্যে উদিত হয়, তবে আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং আত্ম বিস্মৃতি বা তমোগুণাবলম্বন পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া কৃত কার্য্য হইতে হয়।

এক্ষণে সপ্রমাণ হইল, সত্ত্বগুণে বিষয় প্রকাশ ও সুখ, রজোগুণে তদ্বিষয়ে আশক্তি এবং তমোগুণে আশক্তির দ্বারা আত্মবিস্মৃতি আনয়ন পূর্ব্বক জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতা প্রভাবে সেই সুখ বোধে বাধা প্রদানে সক্ষম হন, রজোগুণ আর তাঁহার উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না— রজোগুণের কার্য্য উপস্থিত হইবার প্রক্কালেই তিনি সহিষ্ণুতা প্রভাবে তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হন। মনুষ্য রজোগুণ-প্রধান, সুতরাং সহিষ্ণুতা

প্রভাবে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে রজোগুণের কার্য্য আশক্তিতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন, তিনি ততই দেব ভাব প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে ততই সত্বগুণের আবির্ভাব হইবে। তখন তিনি আপনার শুভাশুভ অবগত হইয়া সাহিষ্ণুতার দ্বারা সাংসারিক সুখে উপেক্ষাপূর্ব্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতার প্রতি উপেক্ষা পূর্ব্বক সাংসারিক সুখে আকৃষ্ট হইয়া তাহার, অনুসরণ করিবেন, তাঁহাকে উত্তরোত্তর রজোগুণ হইতে তমোগুণের মধ্যে নিপতিত হইয়া পশু বা বৃক্ষ জন্ম লাভ করিতে হইবে। তাই ভগবান বলিয়াছেনঃ—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোৎভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা। ২ অঃ। ৬২।৬৩ শ্লোক।

অর্থাৎ বিষয় ধ্যান হইতেই তাহার সঙ্গলাভে ইচ্ছা হয়, তাহা হইতে আশক্তি জন্মে; আশক্তি হইতে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ হইতে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধি নাশ হইলেই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে ব্যক্তি দৃঢ় সহিষ্ণুতা অবলম্বনে বিষয়ধ্যানে বিরত হইতে পারেন, তাঁহার মন কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। অতএব মনুষ্যের নিজস্ব যত্নে রক্ষা করিলে তাহার প্রভায় তাহাকে আর পরস্বের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির কৌশল পূর্ণ মায়াময় সংসার রূপ ইন্দ্রজাল দেখিয়া মোহিত হইতে হয় না। যে রূপ প্রচুর সম্পত্তিশালী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সম্পত্তি দর্শনে তাহাতে উপেক্ষা করে, সেইরূপ সহিষ্ণুতা প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ যুগপৎ উপভোগ করিয়াও ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দেই বিলীন থাকে, অথবা উভয় আনন্দেই উভয় আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

প্রাপ্তি স্বীকার ও গ্রন্থ সমালোচনা।

—:o:—

ললনা। (খণ্ড কাব্য) শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গীয়

সাহিত্য জগতে নিতান্ত অপরিচিতা নহেন। বামাবোধিনী পত্রিকা, মহিলা, অন্তঃপুর প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইঁহার অনেক গুলি অতি সুললিত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। যে ভারতবর্ষে এক সময়ে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অসাধারণ গুণে ভারতীয় রমণী কুলের মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই ভারতের প্রায় প্রতি গৃহে গৃহিণীদিগের দোষে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইতেছে, যে ভারত রমণী স্বার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক এক সময়ে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকৃত দয়াময়ী মাতৃরূপে বিরাজিতা ছিলেন, আজ স্বার্থপরতা বশতঃ সেই ভারত রমণী ভীষণা রাক্ষসীর বেশে যেন সমস্ত জগত গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদন করিয়াছেন, তাই গ্রন্থকর্ত্রী নিতান্ত আহত চিত্তে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

" আমরা কি হায় সেই রমণী রতন,
যাদের গুণেতে মুগ্ধ আজ (ও) সর্ব্বজন।"

বলা বাহুল্য স্থানে স্থানে ভাষার কিছু কিছু ত্রুটী থাকিলেও গ্রন্থ খানির সর্ব্বত্রই উচ্ছ্বাসময় উপদেশে পারিপূর্ণ। বিশেষতঃ যে সকল রমণী বর্ত্তমান কালের শিক্ষা প্রাপ্তি বশতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার হইবে; তাঁহারা আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারিবেন। আমরা এই খণ্ড কাব্যখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

সাবিত্রী। টাঙ্গাইল সাধন সমিতি হইতে শ্রীশশি ভূষণ ভট্টাচার্য্য বিএ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা। গ্রন্থকার যিনিই হউন না তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও ইহার মধ্যে সাবিত্রী সত্যবানের ভিতরদিয়া সাংখ্য যোগের প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ ইহার ভাষা অতি সুমধুর এবং প্রাঞ্জল। যদি কাহারও উপন্যাস পাঠের আনন্দ উপভোগের সহিত অত্যন্ত জটিল সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনা জনিত প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে গভীর রহস্যের মর্ম্মাবধারণে ইচ্ছা থাকে, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে তাহা সফল হইবে। আমরা এই পুস্তিকা খানি পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গীয় বহু সংখ্যক আধুনিক বিকৃত শিক্ষিত নরনারীই যে এই গ্রন্থ পাঠে হিন্দু স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং এই গ্রন্থের বহু প্রচার হইলে যে অনেক সংসারে শান্তি আনয়ন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু ধর্ম্ম। (প্রথম ভাগ।) শ্রীদীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং কলিকাতাস্থ হিন্দু সভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য।০ চারি আনা। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন না,

বোধ হয় বঙ্গীয় সাহিত্য চর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন। যখন প্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় হইতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্কলিত হিন্দুধর্ম্ম যে হিন্দু সাধারণের বিশেষ উপকারজনক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম খণ্ডে এই কয়েকটী বিষয়ের সমাবেশ দেখা গেল,--স্বাস্থ্য, সদাচার, উত্তম, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, বিধবাগণের আচরণ, গৃহী ব্যক্তির চরিত্র, সাধারণের প্রতি ব্যবহার, জীবের প্রতি কর্ত্তব্য এবং রাজ ধর্ম্ম প্রত্যেক বিষয়ই যে প্রত্যেক মনুষ্যের আলোচ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থ খানি গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক হিন্দুরই গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। তবে দুঃখের সহিত একটী কথা বলিতে হইতেছে যে, স্বয়ং ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ইহার সংশোধক থাকিতেও এই ক্ষুদ্রপুস্তকে এতগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ দেখা গেল কেন? কোন নাটক নবেলে অথবা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তকে ত এত মুদ্রাকর প্রমাদ পরিদৃষ্ট হয় না। যাহা হউক আমরা আশা করি অবিলম্বে ইহার প্রমাদ পরিশূন্য দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিব।

উৎসব। (মাসিক পত্র ও সমালোচনী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম দয়াল মজুমদার এম এ ইহার সম্পাদক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ ইহার সহকারী সম্পাদক। ৺ কাশীধাম, নারদ ঘাট ২৩ নং বাঙ্গালী টোলা হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ কিন্তু স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য ১৷০। এরূপ ধরণের বাঙ্গালা মাসিক পত্র এই প্রথমে বাহির হইল। মজুমদার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত এবং তাঁহার রচিত তত্ত্বপ্রধান প্রবন্ধসমূহ ভাবুক মাত্রেরই অতি আদরের বস্তু। সুতরাং তাঁহার দ্বারা পরিচালিত পত্র খানি যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যেরূপ প্রণালীতে পত্র খানি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে ইহার সাহায্যে প্রত্যেক হিন্দু "আবাল বৃদ্ধ বনিতাই" আত্ম প্রীতি লাভের সহিত আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত উৎসবে কিছু নূতনত্বও আছে। প্রবন্ধ-গুলি এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইতেছে যে, এক বিষয়ের অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড হইতে একত্র বাঁধাইয়া লইলে কতকগুলি পুস্তক হইতে পারিবে। সুতরাং যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্র পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না। এ পর্য্যন্ত ইহার চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলির প্রায় সমস্তই সুখপাঠ্য, চিন্তাশীলতা পূর্ণ এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের মত পরিপোষক। আমরা এই পত্র খানির দীর্ঘ জীবন এবং বহু প্রচার প্রার্থনা করি।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম বর্ষের
পঞ্চমাধিবেশনের কার্য্য বিবরণী।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ ১৩১৩ বুধবার শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়।

সমিতির অধিবেশনের স্থান—২ নং মিডিলটন্ ষ্ট্রীট।

” ” কাল—৬ ঘটিকা।

অধিবেশনে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর, এম-এ

” সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

” ব্রজ লাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল

” সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

” ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়,

” মাধব প্রসাদ শর্ম্মা মিশ্র,

” কানাইয়া লাল শর্ম্মা,

” শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা বৈদ্যজী,

” জীবন কৃষ্ণ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়,

” ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়,

” হরি নাথ সিংহ,

” সেঠ ফুল চাঁদ হাওলাসিয়া,

” গোবিন্দ লাল দত্ত,

” গোলাব রায় পোদ্দার,

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতির অনুপস্থিতি নিবন্ধন সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত হইলে উহা সমিতির অনুমোদিত হইল।

তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্তব্যগুলি, প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সমিতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইল।

প্রথম মন্তব্য—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিংহজী K. C. I. E. মহাশয়ের পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য এই সমিতি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং সভার সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি সমিতির শোক প্রকাশ লিপি শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা বাহাদুরকে জ্ঞাপন করুন।

এই মন্তব্যটী—সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

দ্বিতীয় মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্যের সাহায্যের জন্য নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ নিয়মিত সাহায্য দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত মহোদয়গণকে ধন্যবাদ করা হউক। এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক দ্বারা উঁহাদিগের নিকট সমিতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক:—

শ্রীযুক্ত রাজা শশি শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহিরপুর বার্ষিক ১০০৲

শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর K. C. S. I. বাহাদুর পাথুরিয়া ঘাটা। বার্ষিক ২০০৲

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল বাহাদুর টাকী। বার্ষিক ১২০৲

শ্রীযুক্ত ভারত রত্ন রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, সি-এস-আই বাহাদুর। বার্ষিক ১০০৲

শ্রীযুক্ত ভারতভূষণ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাইট' এম-এ, ডি-এল মাসিক ২৲

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ বাহাদুর, নাড়াজোল মাসিক ১০৲

শ্রীযুক্তকুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়, বাঁশবেড়িয়া বার্ষিক ২৫৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম-এ, কলিকাতা মাসিক ২৲

শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর মাসিক ৫৲

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা মাসিক ২৲

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল দত্ত বহুবাজার কলিকাতা মাসিক ২৲

শ্রীযুক্ত হরিনাথ সিংহ খিদিরপুর মাসিক ২৲

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ হাওলাসিয়া।

তৃতীয় মন্তব্য—মুলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা এবং ধর্ম্ম বক্তৃতা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তাহা অবধারণ করিবার জন্য নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক গঠিত একটী ভার প্রাপ্ত সমিতি শ্রীযুক্ত স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কে-সি-এস-আই বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হউক :—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত শেঠ্ ফুলচন্দ হাওলাসিয়া মহাশয়।

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

শ্রীযুক্ত রায় মোহন লাল বাহাদুর।

আবশ্যক হইলে এই ভার প্রাপ্ত সমিতির সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরি নাথ সিংহ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল দত্ত।

চতুর্থ মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের প্রান্তে কার্য্য করিবার জন্য পাঁচ জন বাঙ্গালী ও একজন হিন্দুস্থানী ধর্ম্ম বক্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং এই পদপ্রার্থিগণের আবেদন গ্রহণ করা হউক। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবক্তৃগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ হাওলাসিয়া।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরি নাথ সিংহ।

পঞ্চম মন্তব্য—আপাততঃ নিম্ন লিখিত তিন জন ধর্ম্মবক্তাকে নিম্নলিখিত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকের কর্য্যে নিযুক্ত করা হউক:—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন বার্ষিক বৃত্তি ২৫০৲ (আড়াইশত) টাকা।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যাম লাল গোস্বামী বার্ষিক বৃত্তি ১০০৲ (একশত) টাকা

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় ইতঃ পূর্ব্বেই মণ্ডলের প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা বৈদ্যরাজ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ মন্তব্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যাম লাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয়কে মহোপদেশক উপাধি দিবার জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল দত্ত।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরি নাথ সিংহ।

সপ্তম মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের নিয়মাবলী অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে মহামণ্ডলের প্রতিনিধি সভাদ্বারা বঙ্গ প্রান্তে যে সকল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নামাবলীর সহিত মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম-এ, ডি-এল মহাশয়ের নাম তাঁহার সম্মতি লইয়া সংযোজিত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়।

অষ্টম মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রান্তে যত সংস্কৃত টোল এবং বিদ্যালয় আছে ঐ সকলে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক এবং কি প্রকারে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে, এবং কি করিলে বিদ্যার্থিগণ উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হইবেন, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটী সব কমিটি নিযুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্র কান্ত তর্কালঙ্কার।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র।

ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা বৈদ্যরাজ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নবম মন্তব্য—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিনিধিগণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে National Council of Education এর কলেজে এবং স্কুলে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করা হইবে—এই অতি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করার জন্য Council এর কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ করা হউক এবং সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষার উন্নতি কল্পে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি Council এর সেক্রেটরি মহাশয়ের বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হউক:—

(ক) উক্ত সভাকে অনুরোধ করা হউক যে, যেন প্রস্তাবিত ধর্ম্ম শিক্ষার প্রণালী সনাতন ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের অবিরুদ্ধ হয়।

(খ) যদি উক্ত সভা নিজের Religious Text Book Committee তে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন সভ্যকে প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং এই স্বজাতীয় সনাতন ধর্ম্মের বিরাট সভার মত লইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। তাহা হইলে এই মহা সভা সাধ্যমত ঐ সৎ উদ্দেশ্যে সাহায্য করিবেন এবং আপাততঃ ঐ সভার সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ জনকে সুবর্ণ পদক, রৌপ্য পদক, পুস্তক, মান বস্ত্র এবং মান পত্র দ্বারা পুরস্কৃত করিতে সম্মত আছেন। এই প্রস্তাব উক্ত সভার দ্বারা গৃহীত হইলে প্রধান কার্য্যালয়ে ইহার ব্যবস্থার জন্য বিজ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ হাওলাসিয়া।

দশম মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রান্তে যত গুলি কলেজ ও স্কুল আছে উহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রতি বৎসর সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। এবং ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম দশ জনকে নিম্ন লিখিত মত পুরস্কার করিবার ব্যবস্থা করা হউক:—

(ক) কোন কলেজ অথবা স্কুলে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করা।

(খ) কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করা।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সংবাদ পত্রাদি এবং সমস্ত কলেজ এবং স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট পত্র লেখা হউক এবং সংবাদ পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

একাদশ মন্তব্য—শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সমগ্র হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্ম সভা। এই মহাসভার ব্যবস্থার (orgazaniation) দ্বারা হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় হইবে, হিন্দুজাতির সামাজিক সংস্কার ও সামাজিক শক্তি পুনরুত্থিত হইবে। সদ্বিদ্যার উন্নতি এবং কুসংস্কার অবিদ্যা এবং আলস্য দূর হইয়া বাণিজ্য কার্য্যাদি বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সাহায্য হইবে। এবং এই হিন্দুজাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি পদবীতে আরূঢ় হইয়া পুনরায় কৃতকৃত্য

হইবে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সমস্ত নিয়মাদি ও পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক উক্ত বিষয়গুলি প্রতিপাদন করিয়া বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত বা ইংরাজী যে কোন ভাষায় পুস্তিকা লিখিবার জন্য সাধারণে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক। যাহার পুস্তিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে ২৫০৲ (আড়াই শত) টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে ইহাও জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়।

দ্বাদশ মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত প্রান্তে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, সামাজিক শাসনের পুনঃ প্রচার, সামাজিক ও ধর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য ধর্ম্ম বক্তৃতা বিষয়ে একটী পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হউক। যাঁহারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদের "উপদেশক" এই উপাধি প্রদত্ত করিবার জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে অনুরোধ করা হউক। উঁহাদিগকে নিয়মিত বৃত্তি দিয়া ধর্ম্ম সেবায় নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাদি স্থির করা হউক। বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রাদির উপোযোগী ধর্ম্ম বক্তৃতার বিষয়াদি নির্দ্ধারণ করিবার ভার নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ গঠিত উপসমিতিতে ন্যস্ত করা হউক।

উপসমিতির সভ্যগণের নাম:—

শ্রীযুক্ত গুরু দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।
" সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" গোবিন্দ লাল দত্ত।
" হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
" কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল দত্ত।

ত্রয়োদশ মন্তব্য—শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত নূতন নিয়মাবলী বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

অনুমোদক— " গুলাব রায় পোদ্দার।

TO THE SECRETARY. B. D. M. MANDAL.

Sir,

I beg to forward this copy of the proceedings of the fifth sitting of the Managing Committee of this Mandal, for your information and also for publication in the Dharmapracharak, Nigamagam Chandrika and Mahamandal Samachar

Yours obediently
Shri Jiban Krishna Sharma Mukhopadhyaya,
Manager, Shri Bangadharma Mandal and Secretary of its
Managing Committee.

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

মার্চ মাস ১৯০৬ ইং।

—:o:—

জমা।

রোকড় বাকী	১৪৩৬৮/১৫
জমা।	৪০৯০৪।/৫
বিশেষ সহায়তা খাতে	৯৬৲
সাধারণ মেম্বরী খাতে	৭৯৲
এক কালীন দান খাতে	২০,০০০৲
বুক ডিপো খাতে	৮৮।৵১০
ব্যাঙ্ক অফ বেনারস খাতে	৪৯২৲১৫
হিসাব তলব খাতে	২০১৪৯৷৷০
মোট জমা	৪০৯০৪৷৷/৫
একুন জমা	৪২৩৪০৮

কৈফিয়ৎ———— ৪২৩৪০৮০
জমা ———— ৪২২৫২৲৵১০
খরচ ———— ৮৮৲/১০
রোকড় বাকী
অষ্টাশি টাকা পাঁচ আনা দুই পয়সা মাত্র।

খরচ

মার্চ মাসের খরচ———	৪২২৫২৵১০
বৃত্তি খাতে	২৫২৷৷১৫
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	৩৭৷৷০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	১২০০৲
শ্রীবঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডল খাতে	৩০৲
শ্রীদেবসেবা খাতে	১৮৮৵
অতিথি সৎকার খাতে	১৷৷৶১০
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	৫৪।৵১৫
অধিবেশন খাতে	১৩৬১৭৷৷০
সভাপতিকার্য্যালয়খাতে	২০,০০০৲
ছপাই বিভাগ খাতে	৪০০৵১৫
বাড়ী ভাড়া খাতে	৮৲
ষ্টেশনারি খাতে	৯।৵৫
শ্রীরাজস্থানধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৪৫৷৷/
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	১০৲
আমানত খাতে	২৫৮৵৫
পুরাতন চন্দ্রিকা খাতে	২৪৲
বুক ডিপো খাতে	২২৲
শাখাসভা সহায়তাখাতে	১০০০৲
আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণীসভাখাতে	৭৫৲
টিকিট খরচ খাতে	৪৮৮
বাঙ্কে খরচ খাতে	৪১৷৷১০
হিসাব তলব খাতে	১৬২৯।/১৫
মোট খরচ	৪২২৫২৵১০

বিশেষ সূচনা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা	২২৫০০৲
প্রান্তীয় কার্য্যালয়াদিতে	৩৮০৯।১০
মাসিক ও বার্ষিক সহায়তাদি	৭৬৪৪৲
প্রেসিডেণ্ট কার্য্যালয়ে	২১২৫০৲
বেনারস ব্যাঙ্কে জমা	১৯১২৮৵৫
প্রধান কার্য্যালয়ে জমা	৮৮।/১০
এক কালীন দান	২৫৮০০৲
	৮৬০০৪।৵৫

(স্বাঃ) পং মহারাজনারায়ণ শিবপুরী, (রায়বহাদুর) প্রধানাধ্যক্ষ

এপ্রিল মাস ১৯০৬ ইং ।

জমা	
শ্রীরোকড় বাকী	৮৮/১০
জমা	২৪০১।০
মাসিক সহায়তা খাতে	৩৫০৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	১২৲
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	২৲
বুকডিপো খাতে	৭৮/
সাধারণ সভ্য খাতে	৮৭।০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	১০৭৩৸/১৫
টিকিট ফেরত খাতে	৫৲
হিসাব তলব খাতে	৮০২॥৶৫
মোট জমা	২৪০১।০
একুন জমা	২৪৮৯।/১০

খরচ	
এপ্রিল মাসের খরচ ——	২৩৬৫৻৫
দেব সেবা খাতে	৭।১০
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	১৫৲
বৃত্তি খাতে	২৩৭।৶১৫
উপদেশক বৃত্তি খাতে	৮৫৲
বিদ্যাপ্রচার বিভাগ খাতে	৫০৲
ষ্টেশনারি খাতে	১৩৸৫
অধিবেশন খাতে	২৮৪৸/৫
বঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল খাতে	৪০৲
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৫০০৲
ছাপাই বিভাগ খাতে	২০৪॥/১৫
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	৪১॥৶১০
শাখাসভা ও পোষকসভা খাতে	১৯৫॥০
বুকডিপো খাতে	৪১॥০
রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০।৶০
টিকিট খরচ খাতে	৬৩৸৶০
বাজে খরচ খাতে	১৯॥৶৫
হিসাব তলব খাতে	৫৬৫৲
মোট খরচ	২৩৬৫৻৫

কৈফিয়ত	
জমা	২৪৮৯।/১০
খরচ	২৩৬৫৻৫
রোকড় বাকী	১২৪৲/৫

এক শত চব্বিশ টাকা নয় আনা এক পয়সা মাত্র ।

(স্বাঃ) পং মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী,
(রায় বাহাদুর) প্রধানাধ্যক্ষ ।

——:০:——

শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের আয় ব্যয়।

ইং এপ্রিল মাস ১৯০৬।

জমা

গত মাসের জমা ১৬।৵১০
সাধারণ সভ্য খাতে ২৲
শ্রীস্বামীজী মহারাজ ৫০৲
সেণ্ট্রালফণ্ডহইতেবিঃ ২৫৪নংচেক ৪০৲

মোট জমা ১০৮॥৵১০

কৈফিয়ৎ —
জমা ১০৮॥৵১০
খরচ ৬০৵১০

বাকী ৪৮॥০
আটচল্লিশ টাকা আট আনা মাত্র।

খরচ

পোষ্টেজ খরচ ৪৵৫
ষ্টেশনারি দিঃ ।৶১০
ছাপাই খরচ ২০৲
উৎকল ধর্ম্মমণ্ডলীরসহায়তাদিঃ ৩০৴০
যাতায়াতের ব্যয় ২॥৶১৫
জমাদার এবং বেহারার বৃত্তি দং মার্চ্চ ২॥০

মোট খরচ ৬০৵১০

(স্বাঃ) শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ইং মে মাস ১৯০৬।

জমা

পূর্ব্ব মাসের জমা ৪৮॥০

কৈফিয়ৎ —
জমা ৪৮॥০
খরচ ৮৲১০
বাকী ৪০।৶১০
চল্লিশ টাকা সাত আনা দুই পয়সা মাত্র।

খরচ

টিকিট খরচ ৫৸০
ষ্টেশনারি ।০
ভ্রমণ খাতে খরচ ১৸৴১০
চাদর ধোলাই ইত্যাদি ৶০

৮৲১০

দঃ অনাথ নাথ ভট্টাচার্য্য

(দরুন) জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার

ইং জুন মাস ১৯০৬।

জমা		খরচ	
পূর্ব্ব মাসের জমা	৪০৷৴১০	টিকিট খরচ	১৫৲১৫
সাধারণ সভ্য খাতে	১৮৷৷০	ষ্টেশনারি	৸৴৫
সেণ্ট্রাল ফণ্ড হইতে যো চেক নং ৩০৯	৬০৲	ভ্রমণ খাতে	২৸০১
স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে	৩২৲	প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য ছবি খরিদ	৫৷০
	১১০৸৶১০	পুস্তক বাঁধাই	৷০
		ছবি বাঁধাই (প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য)	১৷৴৫০
		বাজে খরচ	৷৫
		ছাপাই খরচ	২৪৲
		ভ্রমণ খরচ (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়কে কমিটীর আদেশানুসারে প্রদত্ত হয়)	২০৲
		বৃত্তি খরচ (শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ ভট্টাচার্য্যকে মার্চ্চ হইতে মে পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয়	৩৲
			১০১৷০

কৈফিয়ৎ—

জমা	১২০৸৶১০
খরচ	১০১৷০
বাকী	১৯৷৷১০

উনিশ টাকা আধ আনা মাত্র।

দঃ শ্রীঅনাথ নাথ ভট্টাচার্য্য
বঃ শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

ইং জুলাই মাস ১৯০৬।

জমা		খরচ	
গত মাসের জমা	১৯৷৷১০	টিকিট খরচ	৫৷৷৴৫
সাধারণ সভ্য খাতে খরচ	৪১৷০	ষ্টেশনারিদিঃ	১৷৷৴১০
শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ	২৩৲	প্রিণ্টিং খরচ	২৩৲
	৮৩৸৶১০	কুলী খরচ	৷৴০
		পুস্তক খরিদ	২৷৷১৫
		যাতায়াত খরচ	১৷/১৫
			৩৪৸৫

কৈফিয়ৎ

জমা	৮৩৸৶১০
খরচ	৩৪৸৫
বাকী	৪৯৶৫

উনপঞ্চাশ টাকা তিন আনা এক পয়সা মাত্র।